আলোচনা-প্রসঙ্গে

দ্বাবিংশ খণ্ড

সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

দ্বাবিংশ খণ্ড

সঙ্কলয়িতা
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস, এম. এ.

ভূমিকা

পরমপিতার আশীর্ব্বাদে আলোচনা-প্রসঙ্গে ২২শ খণ্ড প্রকাশিত হ'ল। ১লা ফাল্গুন, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ১৩।২।১৯৫৩) থেকে ২৮শে মাঘ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ১১।২।১৯৫৪) পর্য্যন্ত কথোপকথন এই খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আলোচনা প্রসঙ্গের অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডটিও বিষয়-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। পুরুষ-নারীর চলার সঙ্কেত, দুঃখ দূরীকরণের পথ, রাজ্য ও জাতি-গঠনের সূত্র, বিবাহ-সংস্কার, কর্ম্মে সাফল্যলাভের তুক, খাদ্যাখাদ্য বিচার, শিক্ষাদানের কৌশল, পুলিশের কর্ত্তব্য, নামধ্যানের ফল, ধর্ম্মের মূল ভিত্তি, ইষ্টভৃতির গুরুত্ব, পুরুষোত্তম-প্রসঙ্গ, প্রভৃতি অজস্র আকর্ষণীয় বিষয়ের সমাবেশ হয়েছে এই খণ্ডে। শ্রীশ্রীঠাকুর-সন্নিধানে বহু জ্ঞানী-গুণীর আগমন ও কথোপকথন এই খণ্ডের বিশেষ আকর্ষণ। বহিরাগত বিশিষ্টদের মধ্যে ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, আসামের শ্রীনীলমণি ফুকন, ইউনাইটেড প্রেসের ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত, ভারতীয় লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রীঅনন্তশয়নম্ আয়েঙ্গার, প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তা'ছাড়া, উৎসবে প্রথম স্পেশাল ট্রেন আসা ও ফিল্ম্ তোলার বিবরণও এই খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে।

এই খণ্ডের পাণ্ডুলিপি প্রণয়নে আমাকে সাহায্য করেন আমার পুত্র শ্রীমান মুক্তেন্দু দাস, প্রেস্-কপি প্রস্তুত ক'রে দিয়েছেন শ্রীকুমারকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এবং বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র তৈরী করেছেন শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

আমাদের আশা, আলোচনা-প্রসঙ্গের অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় বর্ত্তমান খণ্ডটিও সমস্যাসঙ্কুল প্রশ্নপীড়িত পাঠকচিত্তকে করবে শান্ত, স্বস্থ, সমাহিত।

—বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
বৈশাখ, ১৪০৮

নিবেদক
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

আলোচনা-প্রসঙ্গে

১লা ফাল্গুন, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ১৩। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে কিছুক্ষণ যতি-আশ্রমে বসে থাকবার পর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

বেলা সাড়ে দশটায় বিনোদাবাবু (ঝা), মহেশ্বরবাবু (ঝা) এবং কতিপয় পুলিস ও রিজিওনাল অফিসার শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসলেন।

কালীদার (গুপ্ত) অসুখের কথার প্রসঙ্গে মহেশ্বরবাবু বলছিলেন—কী হ'ল, ভগবান ওকে মেলায় টেনে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দোকানে খেয়ে এই অবস্থা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান টানেন না, টানে প্রবৃত্তি।

প্যারীদা (নন্দী) মেলায় খাওয়ার বিবরণ দিচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খাদ্য খাব আমি, খাদ্য যদি আমাকে খায়, তাহ'লে কী হ'ল?

বিনোদাবাবু—আমাদের পরিচিত একজন সুস্থ দীর্ঘায়ু লোক আছেন, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি কিভাবে এমন হ'লে। সে বলল—'তিনটে জিনিস আমি পালন করি, রাত্রে বারান্দায় শুই, ভোরে উঠি আর রোজ সকালে চিড়ে দই খাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে সেখানে খাওয়া ভাল না। কোথা থেকে কোন্ infection (সংক্রমণ) হয়, তার কি ঠিক আছে? আমি পাবনা থেকে একবার কলকাতায় আসছিলাম, পোড়াদহে স্টেশনে দেখলাম, থুতু দিয়ে নিমগাছের তলায় দাঁড়িয়ে পাগড়ীওয়ালা বাবুর্চিরা প্লেট পরিষ্কার করছে, দেখে আমার এমন হ'তে লাগলো ...!

বিনোদাবাবু এরপর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কেমন ক'রে লাক্ষা ও জুট শিল্প আমাদের অসাধুতার দরুন অসফল হ'তে চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসাধুতার মতো আত্মপ্রতারণা খুব কমই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের 'বিচারক' বাণীটি প'ড়ে শোনান হ'ল বিনোদাবাবুকে।

বিনোদাবাবু কথাপ্রসঙ্গে বললেন—গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সব সময় চেষ্টা করে ভাগবাটোয়ারা ক'রে মানুষের চাহিদা মেটাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোকের শুধু চাহিদা দেখলেই হবে না, দেখতে হবে সেই চাহিদাটা সত্তাপোষণী কিনা।

মহেশ্বরবাবু—গণতন্ত্র যে সবসময় লোককল্যাণকর হয়, তা' হয় না। Oligarchy (অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদ্বারা রাজ্যশাসন-প্রণালী) ভাল ছিল।

বিনোদাবাবু—দুনিয়ায় এমন একটা তালগোল চলছে যে, কোন একটা system (পদ্ধতি) যে কোথাও দশ বছর টিকবে, সে-সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। একটা বিশৃঙ্খলা যেন ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এমন হ'য়েছে যে আত্মনিয়মনী শিক্ষা কিছুই হয় না। তাই, এই শিক্ষায় নেতা তৈরী হয় না। তথাকথিত নেতা যারা, তারা আবার অত্যন্ত বিশ্রীরকমের উচ্ছৃঙ্খল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে আছেন। সুশীলদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), নরেনদা (মিত্র), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ কাছে আছেন।

হাজারিবাগ থেকে দুইজন ভদ্রলোক এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন (রামনারায়ণ রায়) 'সত্যানুসরণ' দেখে বললেন—দুর্ব্বলতা কাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তিগুলি আমাদের সত্তার পরিচারক। ঐগুলিই যদি প্রভু হ'য়ে যায়, সেইটেই দুর্ব্বলতা। প্রবৃত্তিগুলিকে এমন ক'রে ব্যবহার করা লাগবে যাতে সেগুলি আমার সত্তার পরিপোষক হয়, সংরক্ষক হয়, আপূরণী হ'য়ে ওঠে।

'সত্যানুসরণ' আর একটু পড়ে উনি বললেন—এসব সংসারী লোকের জন্য নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইরকম না হ'লে সংসার করাই যায় না।

সুশীলদা—আজ সমাজে ভাল মানুষ হ'চ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের চাষ যদি আমরা ঠিকভাবে না করি, আর ধানের চাষ, গমের চাষ যতই করি না কেন, কিছুই হবে না। তার জন্য বাপ ও মার culture (শিক্ষা) চাই। আবার ক্ষেত্র ও বীজের সঙ্গতি চাই। মানুষ নিয়ে সমাজ। মানুষ যত ভাল হবে, তত ভাল সমাজ হবে। Society (সমাজ) ভাল হওয়া মানে ভাল বাচ্চা হওয়া। ভাল বাচ্চা যত হবে, ভাল যোগ্যতা তত হবে, সমাজ প্রগতিশীল হবে তাতে। যেটার ফল দেরিতে পাওয়া যায়, সেটা এখনই আরম্ভ ক'রতে হয়। দেরি যত ক'রব, ফল পাব তত দেরিতে।

রামনারায়ণবাবু (রায়)—এসব করা দুরূহ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাকিস্তানের কথা একদিন অসম্ভব ছিল, কিন্তু ওরা বলতে বলতে এটা সম্ভব ক'রে তুলল।

রামনারায়ণবাবু 'দি মেসেজ' বইতে রিলিজিয়নের সংজ্ঞা দেখে বললেন—কেমন ক'রে সৎ বিষয়ে নিজেকে নিবদ্ধ করা যায়?

সুশীলদা—আদর্শের প্রয়োজন। আমরা যেমন আমাদের সন্তান-সন্ততিকে ভালবাসি, আমাদের অন্তর্নিহিত ভগবৎপ্রদত্ত প্রীতিসম্বেগ নিয়ে সেই আদর্শকে যদি ভালবাসতে পারি, অনুসরণ ক'রতে পারি, তবে হয়।

সত্যানুসরণ থেকে পড়ে রামনারায়ণবাবু প্রশ্ন ক'রলেন—আপনি বলেছেন ভিক্ষুককে ফিরিয়ে দিও না, কিন্তু আমার তো মনে হয় ভিক্ষুককে on principle (নীতিগতভাবে) ভিক্ষা না দেওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, আমি যদি তাকে ফিরিয়ে দিই, আমার অতোটুকু যোগ্যতা বাড়ল না। আরও মনে হয়, যে ভিক্ষা মাগে সে অসুস্থ। অসুস্থ অবস্থায় যদি তাঁকে সাহায্য না করি, সুস্থ ক'রে তুলতে চেষ্টা না করি, সে কি ভাল? দেও, আর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু বল যা'তে সে-কথা ভেবে, ঐ কথা কাজে লাগিয়ে যোগ্যতার পথে এগিয়ে চলার প্রেরণা পায়। বারবার এইভাবে চেষ্টা ক'রে যোগ্যতাকে impart (সঞ্চারিত) ক'রে দিতে হয়।

রামনারায়ণবাবু—আমি অনেক সময় অনেক ভিক্ষুককে কাজের বদলে যা' প্রয়োজন তা' দিতে চেয়েও কাজে লাগাতে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে যা'তে করে, কাজ ক'রতে যাতে তার ভাল লাগে, তোমার প্রতি ভালবাসার ভিতর দিয়ে, এমন ক'রে দেও তাকে। পাখিও বুলি ধরে, কুকুরও পুলিস-ডগ হয়। পাঁচ লাখ টাকা কাউকে দেও, সে হয়তো ভেগে যাবে। যার কাছ থেকে পেয়েছে, তার বিরুদ্ধেই হয়তো লাগাবে।

২রা ফাল্গুন, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ১৪। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে সমাসীন। বনবিহারীদা (ঘোষ), রত্নেশ্বরদা (দাশ শর্ম্মা), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

প্রসঙ্গতঃ প্রফুল্ল বলল—কোন সিদ্ধ পুরুষ ইচ্ছা ক'রলে তো কোন মানুষের শরীরে ঢুকে তাকে দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করিয়ে নিতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কায়প্রবেশ পর্য্যন্ত হ'তে পারে, তবে ও ভাল না। কোথাও গায়েব হ'য়ে যেতে পারে! এমন কি, অন্যের রোগ-টোগও এসে যেতে পারে। সাধনার সময় অনেক কিছু অনুভব করা যায়, অনেক কিছু ব্যাপার ঘটে, ওর কোন-কিছুতে আকৃষ্ট বা আবদ্ধ হ'য়ে থাকতে নেই! কোন্‌টা কেন, কিভাবে হয়, সেটা জেনে রাখতে হয়।

বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) বললেন—যাদের টাকা দেবার কথা, তারা ঠিকমত না দেওয়ায় অসুবিধার সৃষ্টি হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাখী যেমন ক'রে খুঁটে খুঁটে খায়, গাছের ডালে বসে থাকলে সেখান থেকে দেখে, চারদিকে কোথায় কোন্ জিনিসটা আছে,—কোথায় ব্যাংটা, কোথায় টিকটিকিটা, কোথায় পোকাটা-মাকড়টা এবং লক্ষ্য ক'রে সেভাবে যোগাড় করে, আপনারাও তেমনি লক্ষ্য ক'রবেন, কিভাবে কী করা যায়। আর, প্রত্যেককে এক-এক দিক ধরিয়ে দেবেন, যার যা' বৈশিষ্ট্য সেইমত। সব আপনার নজরের মধ্যে থাকা দরকার। প্রত্যেকটা মানুষকে উপচয়ী ক'রে তুলবেন, প্রত্যেকের যোগ্যতা বাড়িয়ে

তুলবেন। বিশেষ ক'রে যাদের কাছ থেকে নেবেন। তারা কিভাবে আরো, আরো পায়, তেমনভাবে বুদ্ধি দেবেন, প্রেরণা দেবেন, যোগাযোগ ও উপায় ক'রে দেবেন। দৈন্যের ভাব নিয়ে কারও কাছে চাইলে তার কর্ম্মশক্তিকে রুদ্ধ ক'রে দেওয়া হয়। আপনার কথা মনে পড়লে সে আর কাজ ক'রতে পারবে না। ওর চাইতে বরং স্ফূর্তি দিয়ে চেতায়ে দিতে হয়, যাতে সেই স্ফূর্তির ঠেলায় না ক'রেই পারে না। এমনভাবে করেন যে আপনার যেন অভাব মোটেই নেই, করাটাই আমাদের, তাই ক'রতে বলছেন। দেখেন না, আমি কিভাবে করি!

বীরেনদা—ভগবানের সঙ্গে মানুষের তুলনা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান যখন মানুষ হ'য়ে আসেন, তখন মানুষ কী ক'রতে পারে, তাই তিনি দেখান। তা' না হ'লে তিনি আত্মা আছেন, পরমপুরুষ আছেন, তাঁর তথাগত বা পুরুষোত্তম হ'য়ে আসার প্রয়োজন কী? মানুষ হ'য়ে মানুষের মধ্যে কী ক'রতে পারে তাই দেখাবার জন্য তিনি আসেন। 'আমারে ঈশ্বর ভাবে, আপনারে হীন, তার প্রেমে কভু আমি না হই অধীন।' তিনি আসেন যাতে তাঁর পথ অনুসরণ ক'রে চলতে পারি আমরা। সন্তান কখনও পিতা নয়, কিন্তু সন্তানের মধ্যে পিতার সম্পদ থাকে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। বহু দাদা ও মায়েরা বেড়ার বাইরে আছেন।

বিষ্ণুদা (রায়) কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অনেক সময় কোন লোক বাড়ীতে আশ্রিত হ'য়ে রাত্রে চুরি ক'রে নিয়ে চলে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাবধান থাকা লাগে। আমরা অসাবধান থাকি, সেটা খুব খারাপ।

বিষ্ণুদা মুসলমান সমাজের ঐক্য সম্বন্ধে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রসুলকে মানার ভিতর দিয়ে তাদের মধ্যে এই ঐক্যের সৃষ্টি হ'য়েছে। হিন্দুদের মাথা আছে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন বলে মাথার শক্তি সঙ্গতিশীল ও কেন্দ্রীভূত হ'য়ে ওঠে না। আমাদের চেষ্টা করা লাগে পূর্ব্বতন মহাপুরুষ এবং বর্ত্তমানকে মেনে চলার। তা'হলে আমরা নিজেরাই ধর্ম্মপরায়ণ হতেই পারি এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়কে প্রকৃত ধর্ম্মপরায়ণ ক'রে তুলতে পারি। আমরা কখনও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্রয় দেব না, কিন্তু তাই ব'লে অসৎনিরোধ সম্বন্ধেও কখনও উদাসীন থাকব না।

৩রা ফাল্গুন, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ১৫। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ আছেন।

আজ সকালে ডাক্তার বিনয় ভট্টাচার্য্য শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভাল ক'রে পরীক্ষা করলেন। প্রথমে মৌখিক সব কথা শুনে তারপর নিজে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন। প্রফুল্লর বাল্যবন্ধু বিনয়ের সঙ্গে এসেছেন ক্যাপ্টেন চৌধুরী ও ফণীবাবু।

ওঁরা খাবার ব্যাপারে শ্রীশ্রীঠাকুরকে নির্দ্দেশ দিলেন—পেঁপে, উচ্ছে, করলা, ঢ্যাড়স, টোমাটো, কফি, ওল, মানকচু, কাঁচকলা, ইঁচড় খাওয়া যেতে পারে। কাঁচা মুগ ও বিউলির ডাল ছাড়া অন্য ডাল খাবেন না। আলু, ভাজা কোনও জিনিস, চিনি বা মিষ্টি জাতীয় জিনিস, শাক, দুধ খাবেন না। ছানা খাবেন, দই খাবেন।

৪ঠা ফাল্গুন, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১৬। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। পূজনীয় বড়দা, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও যতিবৃন্দ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের ঈশ্বর-অনুধ্যায়িতা থাকলে, তার সব কিছু জানার মধ্যে একটা সঙ্গতি ফুটে ওঠে। একসূত্রসঙ্গতি হ'ল জ্ঞানের প্রধান জিনিস। ঈশ্বর কেমন ক'রে প্রতিটি যা-কিছুতে উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেছেন, তা' জানতে হবে। আবার হয়তো আমরা ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, সাহিত্য কত কী পড়ি, কিন্তু সাধারণতঃ অনেকের এগুলি সম্বন্ধে compartmental (আংশিক) জ্ঞান হয়ে থাকে। কেমিস্ট্রির মধ্যে ফিজিক্স কোথায়, সাহিত্য কোথায়, কতটুকু কিভাবে আছে, সাহিত্যের মধ্যে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি কোথায় কতটুকু আছে, প্রত্যেকটার মধ্যে প্রত্যেকটা কেমনভাবে অনুস্যূত হ'য়ে আছে, বিভিন্ন জিনিসের মধ্যে যোগসূত্র কোথায়, সঙ্গতি কোথায়, সেটা ধরা লাগবে।

৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১৮। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ কাছে আছেন।

প্রসঙ্গতঃ কেষ্টদা বললেন—ভক্তের আকৃতির মধ্যে দিয়েই তো তাঁর আবির্ভাব হ'য়ে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখনই মানুষের আকুল আর্ত্তি ঈশ্বরের প্রতি সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ওঠে, তখন তার ভিতর-দিয়েই তাঁর আবির্ভাব সম্ভব হয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমেই আছেন। তাঁর সামনে মুখোমুখি বসে আছেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), পঞ্চাননদা (সরকার), নরেনদা (মিত্র), নিখিল (ঘোষ), প্রফুল্ল প্রমুখ।

আজকাল মাঝে-মাঝেই বেশী বয়সে পুরুষ মেয়ে হ'য়ে যাচ্ছে, মেয়ে পুরুষ হ'য়ে যাচ্ছে, এই কথা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Co-education (সহশিক্ষা) যত বেশী হচ্ছে, একে অন্যের বৈশিষ্ট্যকে যত বেশী পছন্দ করতে ও অনুকরণ করতে শিখছে, ততই এইরকমটা হচ্ছে।

কেষ্টদা—আজকাল নানারকম হরমোনের ব্যবহারও খুব বেড়ে যাচ্ছে, সেটাও একটা কারণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে দুন্দুভি শোনা যাচ্ছে, সে বড় খারাপ দুন্দুভি।

পঞ্চাননদা ঐ নিয়ে আরও আলোচনা করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য নিয়ে পঞ্চাননদাকে বললেন—ও নিয়ে বেশী আলোচনা করবেন না। আপনার আবার দুশ্চিন্তার অভ্যাস আছে, যদি একবার মাথায় ধরে যায়, পরে আবার যদি মেয়েছেলে হ'য়ে যান, তাহলে বাড়ীতে আর জায়গা পাবেন না।

সবাই একযোগে হেসে উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সহাস্য বদনে)—হাসবেন না, ঐরকম হওয়া অসম্ভব না, আর হলে কিন্তু বিপদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর নিজের জীবনে নাম করাকালীন অনুভূতি সম্বন্ধে বললেন—নাম করতে করতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে কখন কোথায় কী অবস্থায় ছিলাম সেগুলিও দেখা যায়। ভজনের সময়ে এইটে বেশী হয়। কোন সময় হয়তো একটা গাছ ছিলাম, কোন সময় হয়তো একটা কুমীর ছিলাম, সবই টের পাওয়া যায়। পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মের কথা যা মনে হয় বলে আপনাদের কাছে বলেছি—মনে হয় ওগুলি ঠিকই, —ঐ-ই ছিলাম হয়তো একদিন। গীতায় যেমন আছে—'এই অব্যয় জ্ঞানযোগ আমি সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম, সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু আবার ইক্ষাকু রাজাকে বলিয়াছিলেন'—এ সব কথাগুলি ঠিক। জাইগটের মধ্যে, জিনের মধ্যে সবই লুকান থাকে। সূক্ষ্ম সাড়া যত পায়, তত গভীরতর স্তরের জিনিসগুলি ফুটে বেরুতে থাকে।

৮ই ফাল্গুন, ১৩৫৯, শুক্রবার (ইং ২০। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে বসে আছেন। অনেকেই উপস্থিত আছেন। গীতার ভাবার্থ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর চলছিল।

প্রশ্ন—ব্যক্তিধর্ম্ম, রাষ্ট্রধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম এগুলি কি আলাদা এবং এগুলি ঠিক থাকার লক্ষণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যক্তিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, রাষ্ট্রধর্ম্ম সবই এক, যখন সেগুলি ব্যষ্টি ও সমষ্টিগতভাবে মানুষের ধর্ম্মদ অর্থাৎ মানুষের বাঁচাবাড়া অর্থাৎ অস্তিবৃদ্ধির পরিপোষক। আর, সেগুলি পরিপন্থী যেখানে, সেখানেই খারাপ হ'য়ে ওঠে।

প্রশ্ন—হিংসা তো পাপ, কিন্তু এখানে তো হিংসার সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রীকৃষ্ণ হিংসাকে হিংসা করতে বলেছেন। হিংসায় অহিংস হওয়া পাপ ছাড়া কিছুই নয়। মানুষের অস্তিবৃদ্ধিকে যা'নষ্ট করে তাতে অহিংস হওয়া পাপ, সেই হ'ল পরম হিংসা।

প্রশ্ন—আমরা তো জানি, অহিংসাই ধর্ম্ম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাকে যদি কেউ নষ্ট করার জন্য চেষ্টা করে, আমার অন্তরে যে বাঁচার ঐকান্তিক সম্বেগ সেই সম্বেগই আবার তাকে নিরোধ ক'রতে চায়।

প্রশ্ন—কোন্‌টাকে ধর্ম্মযুদ্ধ ও কোন্‌টাকে অধর্ম্মযুদ্ধ বলা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যুদ্ধ বাঁচার জন্য, লোককে বাঁচাবার জন্য, বাঁচাবাড়ার আদর্শকে রক্ষা করবার জন্য করা হয় সেই যুদ্ধ ধর্ম্মযুদ্ধ। আবার যে যুদ্ধ ঐশ্বর্য্য-লালসায় প্রলুব্ধ হ'য়ে অন্যকে হনন করতে চায়, তা অধর্ম্মযুদ্ধ।

প্রশ্ন—তাহ'লে বাঁচতে গেলেই তো যুদ্ধ এসে পড়ে। কোন্‌টা ধর্ম্মযুদ্ধ, কোন্‌টা অধর্ম্মযুদ্ধ বুঝব কী করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে বোঝাই যায়। আপনি যদি বাঁচেন এবং আমাকে যদি বাঁচান, তাহলে সে বাঁচা এবং বাঁচানর জন্য তো লড়াই বাধে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে (ভট্টাচার্য্য) বললেন—অখিলকে দিয়ে কতকগুলি ছোট ছোট বই লেখাতে হয়, যাতে সবাই সহজে বুঝতে পারে। খুব প্রত্যয়-সন্দীপী হওয়া চাই। সত্তাসঙ্গতি বজায় রেখে কৃষিধর্ম্ম, শিল্পধর্ম্ম, বাণিজ্যধর্ম্ম—এইরকম নাম দিতে হয়। কোন্ শিল্পের উপযোগিতা ও উপচয়িতা কতখানি সপরিবেশ জীবনের ক্ষেত্রে, তা' কেমন করে পরিচালনা করতে হয়, এই সবগুলি ভাল ক'রে ফুটিয়ে তুলতে হয়, যাতে মানুষ উপকৃত হয়, সকলের আগ্রহ বাড়ে। বাস্তব এবং কার্য্যকরী রকমের হওয়া চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমের বারান্দায় বসে আছেন। পঞ্চাননদা (সরকার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), নিখিল (ঘোষ), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে হঠাৎ বলতে লাগলেন—আমি বহুদিন আগে স্বপ্নে একদিন দেখেছিলাম যে সাধনা মারা গেছে ...। সাধনা তো পরে মারাই গেল।

আর পঞ্চাননদাকে লক্ষ্য করে বললেন—আর অনেকদিন আগে একদিন দেখলাম, আপনি উদোর মতো মাছ-মাংস খাচ্ছেন, আর নীল গাইটার মতো মুখওয়ালা ঘোড়ার মতো একটা জন্তু আপনাকে পিছন দিক থেকে ধরবার চেষ্টা ক'রছে। ব্যাঙের পিছন দিক থেকে সাপে ধরলে সে যেমন মুখটা করতে থাকে, ঐ জন্তুটাও আপনাকে ধরবার জন্য তেমনি করে মুখের ভঙ্গী করছে। আমি কেবল ভাবছি। আমি এখন কী করি। হাতের কাছে পেলে হয়তো বাঁচাতে পারতাম। আপনারও তো সত্যি তাই হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। এখন যে ঐ টোঙের মধ্যে এসে এখানে আমার কাছে আছেন, আর আনন্দবাজারে ডাল-ভাত খেয়ে ভাল আছেন। আমার এখন মনে হয়, আপনাকে হাতের কাছে পেয়েছি। সেইদিন বলছিলেন, এখানে থেকে ও আনন্দবাজারে খেয়ে আপনি খুব ভাল আছেন। তাতে আমার ঐ কথা মনে পড়ে গেল। অনেকদিন আগেকার কথা, কাউকে এতদিন বলিনি।

৯ই ফাল্গুন, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২১। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে গোলতাঁবুতে বসে একটি চিঠি লেখালেন।

কল্যাণীয়াসু অনুকা!

তোমার চিঠি কয়েকদিন আগে পেয়েছি।

আমার শরীর ভাল নয়। ব্লাড প্রেসারের দরুন বুকের ভিতরটা কেমন যেন করে। কিছুই ভাল লাগে না।

তুমি ভাল আছ এবং বিধিমাফিক অনুশীলনের ভিতর দিয়ে সুসঙ্গত চলনায় নিজেকে অভ্যস্ত করে তুলতে চেষ্টা ক'রছ জেনে সুখী হ'লাম। তোমার ভিতর সম্পদের অভাব নেই, তোমার আগ্রহও আছে প্রচুর। প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে তুমি তোমাকে সর্ব্বতোভাবে উন্নত ক'রে তুলতে পারবে—এই আমার বিশ্বাস।

সুনু, তিনা প্রভৃতি কাল কোলকাতায় গেছে।

তোমাদের কুশল দিও।

আমার আন্তরিক স্নেহ, প্রীতি ও 'রাস্বা' জেনো।

ইতি
আশীর্ব্বাদক
তোমার
দীন
'বুড়ো বাচ্চা'

১০ই ফাল্গুন, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ২২। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। আজ কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) আট/দশ জন লোকসহ ইছাপুর থেকে এসেছেন। তাঁরা আছেন, তাছাড়া অজয়দা (গাঙ্গুলী) ও আরও কয়েকজন আছেন।

অজয়দা বললেন—লোকের skill (নৈপুণ্য) বলে কিছু নেই। অভিনিবেশ নেই, চরিত্র নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর পিছনে অনেক খাটা লাগবে। সমস্ত আন্দোলন করার আগে, আমার মনে হয় বিহিত সুবিবাহ-সংস্কারের আন্দোলন করা ভাল। কিংবা যে-কোন আন্দোলন কর, তার সাথে-সাথে বিবাহ-সংস্কারের আন্দোলনও করা ভাল। রাজস্থানের ইতিহাস তো পড়েছ। ওখানেও ঐ মানুষের অভাব। তারা কিছুতেই একতাবদ্ধ হতে পারল না। আদর্শ ও কৃষ্টিভ্রষ্ট হ'লে ঐ হয়। তখন মানুষ মরণবীর্য্যী হয়। দেখ, দেশের কী অবস্থা। এমনতর সাহসী বীর্য্যবান চল্লিশটা মানুষ আজ পাওয়া গেল না, যারা এই অবস্থায় মানুষের সামনে গিয়ে এই জিনিস নিয়ে দাঁড়ায়। অথচ দেখ আন্দোলন, দলীয় রাজনীতি, হৈচৈ কিছুরই অন্ত নেই। আর, তা' নিয়ে কত লোক মাতামাতি ক'রছে।

১১ই ফাল্গুন, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ২৩। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

কিরণদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) ও আরও অনেকে আছেন।

ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা, দামোদর ভ্যালী পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এর একটা অসুবিধা আছে এই যে যদি কোন যুদ্ধবিগ্রহে এর কোন একটা নষ্ট হ'য়ে যায়, তবে সম্পূর্ণ এলাকা অচল হয়ে পড়বে। সেইজন্য প্রত্যেক গ্রামে-গ্রামে যদি স্বয়ং-সম্পূর্ণ বিদ্যুৎকেন্দ্র (unit) করা যায়, তাহ'লেই ভাল হয়। আমাদের দেখতে হবে যাতে ভারতের লক্ষ-লক্ষ গ্রামের প্রত্যেকটি গ্রাম কোটি-কোটি পরিবারের প্রত্যেকটি পরিবার অর্থনৈতিক ও অন্যান্য দিক দিয়ে যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'য়ে উঠতে পারে, অথচ পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ থাকে। Cheap power (সস্তা বিদ্যুৎ) -এর জন্য হয়তো ওইরকম করে, কিন্তু চেষ্টা ক'রলে ছোট ছোট ক'রেও অনেক cheaper (সস্তা) করা যেতে পারে।

একজন মেয়ের পুরুষ হওয়া সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

তাতে একটি দাদা বললেন—সে প্রাকৃতিকভাবে হ'য়েছে, বিজ্ঞানের ভিতর দিয়ে হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিজ্ঞান মানে প্রকৃতিকে study (অনুধাবন) ক'রে তাকে আয়ত্তে আনা।

'ভেজিটেটিভ এফিনিটি' কী সেই সম্বন্ধে কিরণদা প্রশ্ন ক'রলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংস্পর্শের ভিতর-দিয়ে আনতির দরুন যে কৌষিক পরিবর্ত্তন হয়, তাকে বোধহয় 'ভেজিটেটিভ এফিনিটি' বলা যায়। যেমন একটা বেলগাছের কাছে যদি একটা আমগাছ থাকে, তাহলে ওই গাছের আমের মধ্যেও ধীরে ধীরে বেলের স্বাদ আসতে থাকবে।

১২ই ফাল্গুন, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ২৪। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। চুনীদা (রায়চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ), প্রফুল্ল প্রমুখ আছেন। তাছাড়া মায়েরাও অনেকে আছেন।

ভবীমা তাঁর ছেলে বাবুলালের অবাধ্যতা সম্বন্ধে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি ওদের আব্দার না সও, তোমার যদি সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় না থাকে, তুমি যদি মমতাদীপ্ত না হও, তা'হলে তোমাকেও কেউ সইবে না।

ভবীমা বললেন যে, পঞ্চাননদা তাঁকে গালাগালি করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিটলারের মার উপর তার বাবা খুব অত্যাচার করত। সে মদ খেয়ে তাকে মারত, বরফের মধ্যে বসিয়ে রাখত। কিন্তু এত সত্ত্বেও সে তার মার মুখে বাবার

বিরুদ্ধে কোনদিন একটা কথাও শোনেনি। এইরকম যত সে দেখেছে, ততই তার মাতৃভক্তি বেড়ে গেছে। আর, সেই মাতৃভক্তির ফলে সে কত বড় হয়েছিল। তার মার স্বামীভক্তি যদি অতখানি না থাকত, তাহলে ওই মাতৃভক্তি কিন্তু অতখানি বেড়ে উঠতে পারত না। 'মা হওয়া কি সহজ কথা, প্রসব করলেই হয় না মাতা।' ধৈর্য্য না থাকলে কি হয়? মা হল ধরিত্রীর মত, মাটির মত। এই মাটির বুকে মানুষ কত অত্যাচার করে, খানা-খন্দ-গর্ত্ত, খাল খোঁড়ে। তার উপর রেল চালায়, মোটর চালায়, কত দৌরাত্ম্য করে। তবু মাটি সকলকেই কোল দিয়ে রেখেছে। মারও অমন হওয়া চাই। আর, তুমি যে পঞ্চাননদার সম্বন্ধে বল, তার বিরুদ্ধে তোমার স্বপক্ষে কিছুই তোমার বলবার নেই। তুমি যে পঞ্চাননদার সম্বন্ধে বল, তার বিরুদ্ধে তোমার স্বপক্ষে কিছুই তোমার বলবার নেই। তুমি যে তারই অংশ। নিজের গা কামড়ানোও যা', তাকে দোষ দেওয়াও তা'। তুমি এত লেখাপড়া জান, অথচ এই সামান্য জিনিসটুকু বোঝ না।

ভবীমা—আমার উপর ছেলের যাতে অশ্রদ্ধা হয়, তেমনতর বুদ্ধি ও প্রেরণাই যে তাকে দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি ঠিক থাক, তবে তোমার বিরুদ্ধে যে যতই বলুক, তাতে তার শ্রদ্ধার খাঁকতি হবে না। বরং সে তোমাতেই গেড়ে যাবে। মাটির মধ্যে পোঁতা খুঁটোকে যতই আঘাত কর, তাতে সেটা আকাশে উড়ে যায় না, ওই মাটিতেই আরও গেড়ে যায়।

অণ্ডালের কয়েকটি দাদা যামিনীদা (রায়চৌধুরী)-সহ এসেছেন। তাঁদের মধ্যে একজন বলছিলেন—সৎসঙ্গের কাজের প্রসার হওয়াতে অনেকেই আমাদের বিরোধিতা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ বেকুব না হ'লে অমন ক'রতে পারে না। বোঝে না, তাই করে। তারা যাই করুক, তোমরা তাদের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করো না, শ্রদ্ধার্হ ব্যবহার ক'রো, এবং তাদের যাতে সর্ব্বতোভাবে ভাল হয়, তাই ক'রো। যখন তারা বুঝবে যে তাদের স্বার্থেই তোমরা স্বার্থান্বিত, এবং তাদের নিজেদের স্বার্থ তারা যখন ভাল ক'রে বুঝবে, তখন তারা আর অমন ক'রবে না। তোমরা ভেবো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে যতি-আশ্রমে আছেন। চুনীদা (রায়চৌধুরী), হরিপদদা (সাহা), নরেনদা (মিত্র), অজয়দা (গাঙ্গুলী), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ কাছে আছেন।

পরিবেশই জীবনের নির্দ্ধারক ও মুখ্য বিষয়,—এই সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা পরিবেশের চাপের মধ্যে আছি। এই চাপের মধ্যে থেকেও এটাকে অতিক্রম ক'রে পোষণ সংগ্রহ ক'রে চলতে চেষ্টা করছি। সেইটেই হ'লো জীবন-সম্বেগ। এরই মধ্য-দিয়েই বোধির উদ্ভব। জীবনটা হ'ল পরিবেশের চাপের মধ্যে দিয়েও একটা ছন্দায়িত সংস্থিতি। যে-ছন্দে দাঁড়িয়ে আছি, তা' ভাঙবার জো নেই, যত সময় না আমরা অসংহত হয়ে যাই। মানুষ আর তুলোর বীজ হ'য়ে যাবে না, ধান-গম হবে না। আর, পরিবেশ বলতে গড়ে কিছু নেই, সবই ব্যষ্টি (individual)—সে

সূক্ষ্মতম থেকে স্থূলতম পর্যন্ত যা-কিছু। সাড়া দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপারেও প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য আছে। তা' সত্ত্বেও নিজত্ব বজায় রাখতে সাহায্য ক'রছে। প্রত্যেকটা কোষের স্থিতিস্থাপকতা আছে বলেই চেতনা আছে। জ'ন্মে যে দিকে তাকাই, তখন যেন তাই হয়ে যেতে চাই। লাল দেখি, হলদে দেখি, কিন্তু লাল যখন দেখি, তখন আর হলদে দেখি না। এইভাবে পার্থক্য করতে পারি।

১৩ই ফাল্গুন, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ২৫। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। ফুলবানি থেকে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসেছেন, তিনি উড়িষ্যার আদিবাসীদের সম্বন্ধে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের যে হিন্দু মিশন বলেই কিছু নেই। যা' ছিল তাও প্রায় যেতে বসেছে। একাদর্শ বলে কিছু নেই। নানা বাদ, নানা দলের সৃষ্টি হ'চ্ছে। কিন্তু আমাদের প্রধান কথা হল, আমরা পুরুষোত্তম মানি, তিনি স্বতঃই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। পূর্ব্বতনের পরিপূরণ তাঁর মধ্যে পাই। তাঁকে গ্রহণ না ক'রলে পুরশ্চরণ অর্থাৎ অগ্রগতি হয় না, অবিধির অনুসরণ হয়। শাস্ত্রে আছে 'সর্ব্বদেবময়ো গুরু'। তাঁকে গ্রহণ করলে সর্ব্বত্র একটা সঙ্গতি ও সংহতি ফুটে ওঠে। সেইটে বাদ দিলে নানা দল প্রধান হ'য়ে ওঠে। পুরুষোত্তম হলেন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি সব পুরুষ। মুসলমানদের মধ্যে যত পার্থক্যই থাকুক, রসুল সম্বন্ধে তাদের মান্য অকাট্য হয়ে আছে। আমাদের মধ্যে এ জিনিসটা উঠে গেছে। তা' থাকলে ভারত আবার দেবজাতি হয়ে উঠবে।

১৬ই ফাল্গুন, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২৮। ২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে শুভ্রশয্যায় অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বালিসে হেলান দিয়ে আছেন। আজ দোলপূর্ণিমা। অনেকে এসে সিঁড়ির উপর রাখা একখানি পাত্রে আবীর ও অর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম ক'রে যাচ্ছেন। এই সময় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বনবিহারীদা (ঘোষ), অখিলদা (গাঙ্গুলী), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্মা), কেদারদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ অনেকেই আছেন।

জামসেদপুর, দুমকা ও দেওঘর থেকে কয়েকজন পাব্লিসিটি অফিসার আসলেন। তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত কথা শোনবার জন্য প্রার্থনা জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যাই কিছু করি, বাঁচতে চাই, বাড়তে চাই, মরতে চাই না। যা-কিছু চলন, নীতি তা' জীবনকে নিয়ে। সত্তাপরিচর্য্যাই ধর্ম্ম। যা ক'রলে বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি, সুসংহত হ'য়ে উঠি, তাই-ই ধর্ম্ম। জাইগট থেকেই জন্ম। তা' থেকেই বিধান। বিধান আছে বলেই আত্মিক সম্বেগ, প্রাণন-সম্বেগকে ধারণ ক'রতে পারি। আর, এর বিকৃতিই ব্যাধি। ধৃতির অনুচর্য্যা ক'রে চলা উচিত, নচেৎ সাম্যহারা হ'য়ে প'ড়ব। আর, এই ধৃতি-অনুচর্য্যার জন্য আদর্শ চাই। যেমন, জাইগটে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে

দেহ মুলাধার, তেমন আমাদের মানবজীবনের মূলাধার আদর্শ। শ্রেয়নিষ্ঠা না হ'লে ধর্ম্মের ধৃতি বজায় থাকে না। জানি, কিন্তু করি না। প্রবৃত্তির পথে চলি, সত্তায় সংঘাত নিয়ে আসি। এগুলিকে রিপু বলে, যখন সত্তায় সংঘাত আনি। প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে ইষ্টানুধ্যায়ী হ'য়ে চলাই ধর্ম্ম। প্রত্যেকটি মানুষ এমনতর বিন্যস্ত হ'লে সমাজ, রাষ্ট্র তেমন হবে। ব্যষ্টি নিয়েই সমাজ। আমাদের জন্য আমরাই দায়ী, আমরা নিজেদের ভালমন্দ দুই-ই ক'রতে পারি। প্রতি মুহূর্তে এমন সংঘাত পাই, যাতে বাঁচা কঠিন হয়, যদি বোধি না থাকে। আদর্শ না থাকলে ওই বোধি আবার বিক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে। আমরা দাঁড়াতে পারি না।

আবার, পরিবেশকে আমার সত্তাপোষণী ক'রে নিয়ন্ত্রণ করা লাগবে। আমারও তাদের সত্তাপোষণী হওয়া লাগবে। আমার বাঁচার জন্যই পরিবেশের সুস্থতা, স্বস্থতা দরকার। আমি যে আমাকে নিয়েই সুখে থাকব, তা' হবার জো নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর অখিলদাকে (গাঙ্গুলী) কৃষি-ধর্ম্ম সম্বন্ধে ছোট বই লিখতে বললেন।

এই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের কী কী প্রয়োজন, সেটা লক্ষ্য ক'রে লিখতে হয়। কত অল্পে কত উৎপাদন ক'রতে পারে, এবং সেই কৃষির উপর দাঁড়িয়ে শিল্প কী কী হ'তে পারে, তারও হদিস দিতে হয়। সরকারের কিংবা কারো সাহায্য না নিয়ে মানুষ এককই যাতে ক'রতে পারে, তেমনতর ইউনিট থাকা দরকার। বাস্তব প্রজ্ঞাসম্পন্ন বই যদি হয়, এবং ঋত্বিকরা যদি তা' সড়গড় ক'রে ফেলে, তবে তারাই জনতার মধ্যে চারিয়ে দিয়ে ঠিক ক'রে ফেলতে পারে। মাটিটা কিভাবে প্রস্তুত ক'রতে হয়, তার নির্দ্দেশ থাকা দরকার। ১০০/১২৫ পৃষ্ঠার বই হবে। Thorough (সম্পূর্ণ) হওয়া চাই এবং ভাষাও তেমন হওয়া চাই। বইখানা একেবারে একমাত্র প্রতিবিধান হওয়া চাই—সংক্ষিপ্ততম এবং সর্ব্বোত্তম।

এমন ক'রে লিখবে যে ক'রলেই হাতে হাতে ফল। কোন্ ফসলের পর কোন্ ফসল বুনলে ভাল হয়, তা' পরিষ্কারভাবে দিতে হয়। Plantation (বৃক্ষরোপণ) এমন ক'রে ক'রতে হয়, যাতে ঐগুলিই normal manure (স্বাভাবিক সার) হ'য়ে দাঁড়ায়। কৃষিটা একেবারে হজম ক'রে ফেলতে হয় নিজে।

কেষ্টদা—আজকাল কৃত্রিম চাউল উৎপাদনের চেষ্টা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাঁদের কিরণে যে অদৃশ্য নীহারিকার সৃষ্টি হয়, সেইগুলি জীবন্ত মাল, সেইগুলি প'ড়ে গাছপালা এইসা তাজা হ'য়ে উঠে।

কৃত্রিম খাদ্য বা চাল যা' তা' জীবন্ত নয়। আমাদের খাদ্যসামগ্রী এমন ক'রে সুব্যবস্থ করা লাগবে যা'তে জীবনকণাগুলি অব্যাহত থাকে। চালের কণা নাকি চালের থেকেও পুষ্টিকর।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে উপবিষ্ট। দুমকার অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), তারাদা (গুপ্ত), অশোকদা (বসু) প্রমুখ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যা-কিছু সৃষ্টি হ'য়েছে, বিশ্ব যে স্পন্দন থেকে সৃষ্টি হ'য়েছে, যে বোধিসত্তার বিকাশ যা-কিছু, সেই স্পন্দনকে, সেই বোধিসত্তাকে যদি পোষণ দিতে পারি আমার ভিতর, তবে আমার ভিতর সব কিছুই পোষণ পায়, এবং দুনিয়ার যা-কিছুও ধীরে ধীরে আমার প্রতি অনুকূল হ'য়ে উঠতে থাকে।

১৯ই ফাল্গুন, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ৩।৩।১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে সমাসীন। অনেকেই আছেন।

একটি নবাগত দাদা বলছিলেন—আমার এসব বিষয়ে ভাল ক'রে বিশ্বাস হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশ্বাস করিস না করিস, ভালবাস্ তাঁকে।

উক্ত দাদা—তাও যে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয় না কোস না। ভালবাসায় না নেই। ভালবাসলেই ভালবাসা হয়।

উক্ত দাদা তাঁর দর্শনের বিষয় বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা দেখিস বা না-দেখিস, তাতে কিছু আসে যায় না। ফলকথা, তাঁকে ভালবাস্। আর, ভালবাসলে যেমন ক'রে চলতে হয়, তেমনি ক'রে চল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা দশটার পর গোলতাঁবুতে এসে বসলেন।

চেতলার একটি দাদা এসেছেন সপরিবারে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শন করতে। তাঁদের সঙ্গে প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জীবনকেও আমরা যেমন বোধ ক'রতে পারি, দেখতে পারি না, ঈশ্বরকেও তেমনি বোধ ক'রতে পারি, কিন্তু দেখতে পারি না। তাঁকে বোধ করি আমাদেরই জীবনের ভিতর। তিনি জীবনসম্বেগ রূপে আমাদের ভিতর আছেন। আমরা তঁদভিমুখী হ'য়ে যতখানি চলি, ততখানি ভ্রান্তিমুক্ত হ'তে পারি। আমরা ভুল করি, তার মানে অন্তরস্থ ভগবানকে ভুলপথে খরচ করি। তিনি আমাদের সবতাতেই রাজী। ভুল ক'রলেও তখনই তিনি আমাদের ছেড়ে চ'লে যান না, তখনও তিনি আমাদের ভিতর থাকেন। কিন্তু আমাদের উপর তাঁর কোন হাত নেই। যেমন বাপের হাত নেই ছেলের উপর, যদিও ছেলে বাপেরই। দেখেছেন তো জগন্নাথের হাত নেই। তার মানে আমরা যদি তাঁকে আঁকড়ে না ধরি, তিনি আমাদের ধ'রতে পারেন না। আমরা ধ'রলে তিনি চালিয়ে নিতে পারেন। যতই আমরা তাঁর পথে চলি, ততই উপকৃত হই। জীবনকে পাই আরো আরো ক'রে।

উক্ত দাদা—ভগবৎপথে চলার সুষ্ঠু পন্থা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি সবারই। তিনিই যুগে যুগে আসেন। তিনিই আমাদের জীয়ন্ত বেদী, যাঁর উপর দাঁড়িয়ে সব কিছুকে উপাসনা করি। পুরুষোত্তমই ঈশ্বরের সাকার

মূর্ত্তি, হিন্দুরা বলে 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি' (ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হন)। সদগুরুর ভিতর আবার পূর্ব্বতন সবাই থাকেন। তাঁকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের জীবনযাত্রা যাতে পরিচালিত হয়, তাই-ই করণীয়।

গায়ত্রীতে আছে, ভর্গতেজের উপাসনার কথা—তিনি সেই তেজ। মূল কেন্দ্র ঠিক ক'রে যতই ঘুরি না, তাতে আর ভুল হয় না আমাদের।

২০শে ফাল্গুন, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ৪। ৩। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে বসে একটি বাণী দেবার পর পূজনীয় খেপুদার কাছে একটি চিঠি লেখালেন।

২৬শে ফাল্গুন, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ১০। ৩। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্রশয্যায় অর্দ্ধশায়িত।

ইদানীং শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর তেমন ভাল যাচ্ছে না। তা' সত্ত্বেও প্রতিদিনই মানবকল্যাণ তথা বিশ্বকল্যাণের তাগিদে তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় বাণী দিয়ে চলেছেন। গতকাল থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর বেশ খারাপ। কাল অনেকবার পায়খানা হ'য়েছে। পেট ব্যথা ছিল। আজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন।

সকালে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ তাঁর সান্নিধ্যে আছেন। নানা কথা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—Vegetative affinity (ভেজিটেটিভ এফিনিটি) কেমন কাজ করে—দেখেন এক জায়গায় পাঁচ জন আছেন, তার মধ্যে একজন হাই তুললেন, অন্যান্যরাও unconsciously (অচেতনভাবে) হাই তুলতে শুরু করে। এইভাবে অনেক ব্যাপারেই হয়।

গোষ্ঠী-মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কথা তুলে কেষ্টদা বললেন—সহানুভূতি, ইঙ্গিত ও অনুকরণে কাজ করে গোষ্ঠীর সবাই। গোষ্ঠীর প্রত্যেকটি লোকের মাথা যতই থাক না কেন, সেখানে তাদের ব্যক্তিগত মস্তিষ্ক ক্রিয়া করে না। সহানুভূতি, ইঙ্গিত ও অনুকরণে চলে সবাই। তাই গোষ্ঠী-মনস্তত্ত্ব না জেনে কোন সঙ্ঘ, সমাজ, সেনাবাহিনী গড়তে যাওয়া বিপজ্জনক। তখন হয়তো ভাল থেকে মন্দই বেশী হয়।

কেষ্টদা—অনেক সাধকের জীবন দেখে বোঝা যায় না, তাদের যৌনজীবন অবদমিত না ভূমায়িত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sublimation (ভূমায়িতি) হ'লে অঢেল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে, নারীতে মাতৃভাব জেগে ওঠে। ছোট একটা মেয়েকে দেখলেও অসীম শ্রদ্ধা হয় আমার। মাকে

তো আমি ভক্তি করিই, এমনকি স্ত্রীর উপরও আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তির অনুভূতি আছে। পুরুষ মানে একটা জাইগটেরই অভিব্যক্তি। পৌরুষবীর্য্য ও রজস্শৌর্য্যের সমবায়ে গঠিত হয় সত্তা। তাই নারী বাদ দিয়ে আপনি যাচ্ছেন কোথায়? আপনার সত্তার মধ্যেই জড়িয়ে আছে তা'। নারী যাতে সত্তাসম্বর্দ্ধনী হ'য়ে ওঠে আপনার জীবনে, তেমনভাবের স্ফুরণ হওয়াই sublimation (ভূমায়িতি)।

বিবাহ-সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হাজার হাজার বিয়ে ক'রলেও কিছু দোষ হয় না, যদি কিনা বৌ-সর্ব্বস্ব না হয়। কিন্তু একটা বিয়ে ক'রেও যদি মানুষ বৌ-সর্ব্বস্ব হয়, তা'হলে সেইটেই দোষের হয়। আর, বিবাহ মানে স্ত্রী বহন করবে। স্ত্রীর বেলায় বিবাহ, আর পুরুষের বেলায় উদ্বাহ। সে ইষ্টে আসক্ত হ'য়ে তাঁকেই বহন ক'রে চলবে।

২৭শে ফাল্গুন, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ১১। ৩। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে আছেন। অনেকেই তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য উপভোগ ক'রছেন। পরম দয়াল অঝোরে দিয়ে চলেছেন তাঁর অমৃতময় শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী, যার মধ্যে দিয়ে আগামী দিনের মানুষ খুঁজে পাবে তার বাঁচা-বাড়ার রসদ, দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক জানবে তার পথের নিশানা।

২রা চৈত্র, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১৬। ৩। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে সমাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও আরও অনেকে আছেন।

ইদানীং শ্রীশ্রীঠাকুর শুধু বাণীই দিয়ে চলেছেন। তাই ,প্রাসঙ্গিক আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, এবং কথোপকথন প্রায় কিছুদিন হ'ল বন্ধই আছে।

আজ এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বলতে আর কিছু বাকী থাকলো না। এবার হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা হ'য়ে গেছে। এবার গেলে শীঘ্র এসে আর দেওয়ার কিছু থাকবে না।

কেষ্টদা—ভগবান যেমন অনন্ত, শয়তানও নাকি তেমনি অনন্ত। তার বিচিত্র কারসাজির ঠিক নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত বিচিত্রই হোক, যে চিত্র দিয়ে গেলাম, এই চিত্রের উপর দাঁড়ায়ে মানুষ কিছুটা যদি চলে, তবে আর ভাবনার কিছু নেই।

কেষ্টদা—ওখানেও ওই যদি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে 'যদি' করার। 'যদি' বোঝার যদি নয়।

৭ই চৈত্র, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ২১। ৩। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় ব'সে বনবিহারীদা (ঘোষ) প্রমুখের সঙ্গে শিবলিঙ্গ সম্বন্ধে কিছুটা সময় আলোচনা ক'রলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিবলিঙ্গ পুরুষ-প্রকৃতির মিলনেরই দ্যোতক, তা' থেকেই যা-কিছু সৃষ্টি। এর পিছনে যে তত্ত্ব আছে, তাতে পৌঁছানোর জন্যই ওই পূজার ব্যবস্থা। লক্ষ্মী নারায়ণের পদসেবা করছে, তার ভিতর দিয়ে নারায়ণের নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মার সৃষ্টি হ'ল। এইরকম কত ব্রহ্মা নাকি আছে।

২৪শে চৈত্র, ১৩৫৯, মঙ্গলবার (ইং ৭। ৪। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে একটি বাণী দেবার পর অনুকা-মাকে একটা চিঠি লেখালেন।

২৫শে চৈত্র, ১৩৫৯, বুধবার (ইং ৮। ৪। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আন্দোলন বার-বার ঢেউ দিয়ে দিয়ে মানুষের যোগ্যতাকে এতখানি বাড়িয়ে তুলতে পারে যে, যা-কিছু তাদের কাছে হস্তামলকবৎ হ'য়ে ওঠে।

২৮শে চৈত্র, ১৩৫৯, শনিবার (ইং ১১। ৪। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ ও কেষ্টদা আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে বললেন—আমি এক অচানক প্রাণী। আমার মতো পূর্ব্বে কেউ দেখেনি, পরেও কেউ দেখবে না।

মানুষের বোধিসঙ্গতি নেই। বিচ্ছিন্ন বোধি। বোধগুলিকে সঙ্গত ও সংহত ক'রে নিয়ে চ'লতে পারে না।

কেষ্টদা—এই বোধিসঙ্গতি কি শিক্ষার ভিতর-দিয়েই হয়, না এর জন্য তেমনতর জন্ম লাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুকেন্দ্রিক হ'লেই অনেকখানি হয়, যা' থাকে তাই-ই adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়।

আরুণি-উপমন্যুর উপাখ্যানের উদাহরণ দিয়ে বললেন—ওই যে আদেশগ্রহণোন্মুখ সুকেন্দ্রিক মনোভাব, ওইটে আসলেই চতুর্ব্বেদই তার ঠিক হয়ে যায়।

২৯শে চৈত্র, ১৩৫৯, রবিবার (ইং ১২। ৪। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। অনেকেই আছেন। তা' ছাড়া, যতি-আশ্রমের বেড়ার বাইরে বহু দাদা ও মায়েরা পরমপ্রেমময়ের দর্শনাভিলাষে সমবেত হ'য়েছেন।

গতকাল থেকে ষষ্ঠিতম ঋত্বিক-অধিবেশন শুরু হয়েছে। এবারকার অধিবেশন এক অভাবনীয় ব্যাপার। এবার স্পেশাল ট্রেনে ক'রে নানা স্থান থেকে কাতারে কাতারে লোক আসছে। চারখানা স্পেশাল ট্রেন তো এসে গেছেই, তাছাড়া আরও ২/৩ খানা আসবে। স্পেশাল ট্রেন ছাড়া এমনিও সহস্র সহস্র লোক আসছে। এত সৎসঙ্গী-সমাগম এর পূর্ব্বে আর কখনও হয়নি। অদীক্ষিত বহু বিশিষ্ট লোকও নানা স্থান থেকে সৎসঙ্গীদের সঙ্গে এসেছেন। তারা অনেকে এখানে এসে দীক্ষিত হ'চ্ছেন। অবিরাম দীক্ষা হচ্ছে। স্থানাভাব অত্যন্ত। কত দাদা ও মায়েরা ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে পর্য্যন্ত এই গরমে গাছতলায় কাটিয়ে দিচ্ছেন। স্নানাহার ইত্যাদি ব্যাপারেও কত অসুবিধা হচ্ছে, কিন্তু তবু সবাই কত হাসিমুখে সব কষ্ট সহ্য ক'রে যাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর গতকাল রাত্রে একবার বাইরের দিকে বেড়িয়েছিলেন। একটা জায়গায় গাছতলায় কয়েকটি পরিবার শুয়ে আছেন দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন—'তোরা এখানে শুয়ে আছিস, তা' বেশ! আমারও তোদের কাছে এসব জায়গায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।' শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে সবাই অভিভূত হয়ে পড়লেন।

এত সৎসঙ্গী-সমাগমে প্রত্যেকের মধ্যে যে কতখানি উদ্দীপনা সঞ্চারিত হচ্ছে, তা' বলে শেষ করা যায় না। যাজন ও দীক্ষাও প্রচণ্ড বেগে চলেছে। বিধিবদ্ধ স্থানীয় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও সকলেই অবহিত হয়েছেন। স্থানীয় অধিবাসীদের সমর্থনও খুব পাওয়া যাচ্ছে। এই যে ঢেউ দেওয়া হয়েছে, ক্রমান্বয়ে এই ঢেউ যদি দেওয়া যায় এবং কর্ম্মী-সংখ্যা যদি বেশী হয়, তাহলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছাপূরণ সহজ হয়ে উঠবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আছেন। শ্রীযুত সুহৃদ বসুমল্লিক এসেছেন। তিনি বললেন—এখানকার ব্যবস্থা খুব সুন্দরভাবে হ'য়েছে, খাওয়া-দাওয়াও বেশ হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা বিদ্রোহ দেখেছি, বিক্ষোভ দেখেছি, কিন্তু একখানি তুষ্টি, ক্লেশসুখপ্রিয়তা দেখিনি। খাওয়া যা' হ'য়েছে, তা' তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু এখানে সবার মধ্যেই দেখছি একটা তৃপ্তির প্লাবন।

৩০শে চৈত্র, ১৩৫৯, সোমবার (ইং ১৩। ৪। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত। তাছাড়া বেড়ার বাইরেও বহু দাদা ও মায়েরা দাঁড়িয়ে আছেন পরমদয়ালকে দেখে তাঁদের সতৃষ্ণ নয়নকে সার্থক করবার জন্য। তাঁরা যেন অপলক দৃষ্টি দিয়ে উপভোগ করছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি দাদাকে বললেন—আমরা জমিদারেরও বিরুদ্ধে না, জনতারও বিরুদ্ধে না। আমরা চাই বাঁচাবাড়া সকলেরই। সকলেই যাতে একাদর্শে সংহত হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকেই যাতে প্রত্যেকের বাঁচাবাড়ার সহায়ক হয়, তাই চাই আমরা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। বলদেববাবু (সহায়) এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কিছু সময় আলাপ-আলোচনা হল। সদ্‌গুরুর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কথা হল।

১লা বৈশাখ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ১৪। ৪। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। আজ নববর্ষ, ১লা বৈশাখ। সমবেত অযুত কণ্ঠ উত্তাল আবেগে গেয়ে উঠলো 'বন্দেপুরুষোত্তমম্'। সমবেত জনসমুদ্রের মিলিত উচ্ছ্বসিত ভক্তি-ঋদ্ধ তীব্র, নিবিড় আকুলতা দেখলে চোখ ফেটে জল আসে। চারিদিকে যতদূর চাওয়া যায়, শুধু লোক আর লোক। লোকের মাথা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সাড়ে ছ'টায় প্রার্থনা শুরু হল। প্রার্থনার সময় সে এক অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য। অকুণ্ঠ একানুগত্যের এত বড় বিপুল বাস্তব অভিব্যক্তি আজকের দিনে এক অভাবনীয় ব্যাপার। এর মধ্যে আছে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, মাদ্রাজ, বোম্বাই ইত্যাদি ভারতের সর্ব্বপ্রদেশের লোক। আছে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান। আছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সন্তান। আছে পুরুষ, নারী, যুবা, বৃদ্ধ, শিশু। আছে ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী-অজ্ঞান। সকলে একাসনে বসে একই সুরে, একই সাথে প্রার্থনা করছে। সামনে আছেন সর্ব্বাপূরক বৈশিষ্ট্যপালী যুগ-পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র। এ দৃশ্য সত্যিই অতুলনীয়।

প্রার্থনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—প্রথমেই আমার পরমপিতার কাছে আকুল প্রার্থনা, তোমরা সকলে সুখে সুস্থ সুদীর্ঘজীবী হও, তোমাদের যা-কিছু সবকে নিয়ে, যোগ্যতায় জীয়ন্ত হ'য়ে।

আমার আজ খুব আনন্দ, তোমরা এতজন এই ১লা বৈশাখে আমার কাছে আছ, তোমাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি আমার সামনে, এতে আমার খুব ভাল লাগছে। কিন্তু তোমাদের সন্তোষ-মাখা ক্লেশসুখপ্রিয়তা দেখে আমার সবচাইতে বেশি আনন্দ হ'চ্ছে।

তোমাদের দেখে আজ আশা হ'চ্ছে, তোমরা যদি তীব্র বেগে এগিয়ে চল, আমরা হয়তো অচিরেই স্বর্ণ-ভবিষ্যতে পৌঁছাতে পারব।

এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত শুভ নববর্ষের আশীর্ব্বাণী পাঠ করলেন। 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক' গাওয়া হ'ল। গানের পর সবাই অর্ঘ্যাঞ্জলিসহ প্রণাম নিবেদন করতে শুরু করলেন। কিন্তু তখন লোকের এত চাপ সৃষ্টি হ'ল যে কিছুতেই তা' সামলানো গেল না, যতি-আশ্রমের গেট ভেঙ্গে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর আবার এই ভীড়েরই মধ্যে বেরোলেন প্রস্রাব করতে। পাগল বারীণভাই একেবারে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের পা চেপে ধরলো। শ্রীশ্রীঠাকুর যেতে যেতে তাঁর এক পায়ের চটি হারিয়ে গেল। সেটার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর শান্তিমাকে বললেন—তুই ভিক্ষুক কন্যা, এই কথা স্মরণ ক'রে অন্তরে যদি গুরু-গৌরব বোধ করিস এবং তদনুযায়ী চেষ্টা করিস, তবে পেয়ে যাবি। মনে রাখবি, 'ভিক্ষা অন্নে বাঁচাব বসুধা, মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।'

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে শ্রীযুক্ত জগৎনারায়ণ লালের (বিহার বিধানসভার স্পীকার) সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন—ধর্ম্মই হোক আমাদের জীবনের স্থিতি, যাকে অবলম্বন ক'রে সবাই জীবনে বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে।

তত্ত্ব মানে তাহাত্ব—বিজ্ঞান, কিন্তু এর পরিবেষণ ও ধর্ম্মের পরিবেষণ আমাদের দেশে রহস্যময় রকমে করা হয়েছে। ওটা সরিয়ে দিয়ে আমাদের বোধিসঙ্গত ক'রে পরিবেষণ করলে এইগুলি আমাদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে উঠবে।

জগৎনারায়ণবাবু—আমাদের পরবর্তী বংশধরদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা অসম্পূর্ণ ও দূষিত। আমরা কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই শিখি, তার সাথে সত্তার সঙ্গতি না থাকলে সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় না। সত্তার বিরোধী যা', তা' আবার না জানলেও সত্তাবিরোধীকে জানা হয় না। সুতরাং সবটাকে নিয়ে মিলিয়ে সত্তাসঙ্গত করে শিখতে হবে।

আরও কিছুক্ষণ আলোচনার পর জগৎনারায়ণবাবু বিদায় নিলেন।

২রা বৈশাখ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ১৫। ৪। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে বসেছেন। মণিবাবু (গুণ), বিষ্টুদা (রায়) প্রমুখ সেখানে আছেন।

প্রসঙ্গতঃ মণিবাবু বললেন—আজ সব হারিয়েছি, তাই বড় আশঙ্কা হয়, মানুষকে সেবা করতে পারব কিনা!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছুই হারায়নি। তাঁর ভাণ্ডার থেকে কিছু হারায় না। মানুষ হারায় তখনই যখনই পরমপিতা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

বিষ্টুদা স্থানীয় বিরোধিতার কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর opposition-এ (বিরুদ্ধে) যারা, তারাও যে তোর স্বার্থ, এই কথাটা তোর আচরণের ভিতর দিয়ে মানুষ যত বুঝতে পারবে, ততই তাদের opposition (বিরোধ) কাবু হয়ে উঠবে।

আজ রাত্রে নাটকাভিনয়ের সময় পূজনীয় বড়দা কৃতী স্বেচ্ছাসেবকদের পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করলেন।

৩রা বৈশাখ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ১৬। ৪। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ আছেন।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের বললেন—আমরা রাজা-ভিক্ষুক। আমাদের কিছু নেই, আবার সব আছে। যাদের ভগবান আছেন, যাদের মানুষ আছে, তাদের সবই আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে বসে আছেন। কয়েকজন দাদা এবার নতুন পাঞ্জা পেলেন। বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) তাঁদের শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রণাম করাতে নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের বললেন—প্রত্যেকের হাতেই একখানা ক'রে অনুশ্রুতি যেন থাকে। আর, যারা ইংরেজি-টিংরেজি জান, তারা বাইবেল ও অন্যান্য গ্রন্থাদির comparative study (তুলনামূলক পাঠ) ক'রে রাখবে। তোমরা সবসময় দেখবে যাতে প্রত্যেকটা যজমান ভাল থাকে, উন্নত হয়, তাদের পরস্পরের মধ্যে এবং তোমাদের মধ্যে একটা সম্প্রীতির ভাব বজায় থাকে। অযথা বিরোধের সৃষ্টি যেন না হয়। প্রত্যেকটা মানুষের বাঁচাবাড়ার স্বার্থটাকেই জানবে তোমাদের স্বার্থ। আর, সেইভাবে চলবে। তোমাদের চরিত্র যেন এমন হয় যে, প্রত্যেকটা লোক যেন তোমাদের শ্রদ্ধা ক'রে সুখী হয়। তোমরা যে-পথ দিয়ে হেঁটে যাবে, সেই পথের ধূলি মাথায় তুলে নিয়ে যেন মানুষ কৃতার্থ মনে করে। আর, সবসময় সদাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে চলবে। যার-তার হাতে খাবে না, দোকানে রেস্টুরেন্টে খাবে না। মনে রেখো, তোমাদের আচরণ দেখে সবাই শিখবে।

৪ঠা বৈশাখ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ১৭। ৪। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে। শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন। মজঃফরপুরের এক আর-এস-এস কর্ম্মীকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের প্রথম interest (স্বার্থ) হ'ল মানুষ। তাদের যোগ্যতা যদি গজিয়ে তুলতে পারি, ভাল মানুষ যদি সৃষ্টি ক'রতে পারি, social adjustment (সমাজ-নিয়ন্ত্রণ) যদি তেমন ক'রে

করা যায়, তবে এর ভিতর-দিয়েই সবকিছু হ'তে পারে। তবে এমন সময় আসতে পারে, যখন এই কাজের জন্য ক্ষমতা হাতে নেওয়া দরকার হ'তে পারে। তখন আমরা চিন্তা ক'রে দেখতে পারি ওর ভিতর যাব কিনা।

উক্ত ভাই বললেন—আমাদের এই প্রোগ্রামে খুব দেরী লেগে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা কথা, দেরী লাগুক, নষ্ট না হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে বললেন—ঋত্বিকদের guidance (পরিচালন)-এর জন্য ভাল ক'রে বই লেখা লাগে, যাতে তারা প্রত্যেকটা মানুষকে যোগ্য ক'রে তুলতে পারে সর্ব্বতোভাবে।

৫ই বৈশাখ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ১৮। ৪। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে চৌকিতে বসে আছেন। পর পর লোক এসে ব্যক্তিগত কথা ব'লে যাচ্ছেন। গত তিন-চার দিনের মধ্যে অন্ততঃ দশ হাজার লোক এইভাবে ব্যক্তিগত প্রশ্নাদি ক'রেছেন। আর, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর দুর্ব্বল শরীর নিয়ে সকলেরই কথার জবাব দিয়ে চ'লেছেন। কত জনের যে কত-রকমারি সমস্যা, তার কোন লেখাজোখা নেই। এই হাজারো রকমের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে তাঁর শরীর ক্লান্ত হ'য়ে পড়ছে, দেহ টলছে। তবু তিনি ক্ষান্ত হ'চ্ছেন না। এর মধ্যে আবার প্রত্যেকের দিকে নজর, কোথায় কার অসুখ ক'রছে, তার জন্য কী করা লাগবে; কাকে কোন্ কথাটা বলা হয়নি, কাকে কখন গাড়ী পাঠিয়ে আনতে হবে, কা'কে কখন ফোন ক'রতে হবে, কেউ যাতে কোন বাজে খাবার না খান, আনন্দবাজারে সদাচারের যেন কোন ত্রুটি না থাকে, যা'কে যাকে পাঞ্জা দেবার তাকে যাতে দেওয়া হয়, কলকাতার উদ্বাস্তুদের জন্য যা'তে কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে দেওয়া হয়, এখানে দুঃস্থ দাদা ও মায়েদের জন্য কাপড় সংগ্রহ, পরবর্ত্তী উৎসবে আরও স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা কেমন ক'রে করতে হবে ইত্যাদি সবদিকে তাঁর যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং অদ্ভুত তৎপরতা তা' দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাওয়া ছাড়া সাধারণ মানুষের কোন উপায় নেই। 'পুরুষোত্তম চির অতন্দ্র'—এই ঐতিহাসিক সত্যের জীবন্ত নজীর যে পরমপ্রেমময় পরমদয়াল, তা' দেখবার অভূতপূর্ব সুযোগ পেয়েছে সৎসঙ্গের অগণিত মানুষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। অনেকেই আছেন। তাছাড়া বেড়ার বাইরেও বহু দাদা ও মায়েরা সমবেত হ'য়েছেন।

শ্রীযুত কে বি সহায় আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রলেন। শ্রীযুত সহায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শয্যার ডানদিকে পাতা একটা ফরাসে আসন গ্রহণ ক'রলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বড় ভাগ্য যে আপনাকে এখানে ব'সে দেখতে পেলাম।

শ্রীযুত সহায়—আমি তো শিখতে এলাম।

সুশীলদা (বসু)—আপনার কোন প্রশ্ন থাকে তো ক'রতে পারেন।

শ্রীযুত সহায়—প্রশ্ন আর কি? আমি তো শুনব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি লেখাপড়া তেমন কিছু জানি না। যা' আমার বোধে আসে বলি।

শ্রীযুত সহায়—আমি বরং প্রার্থনা করি, আপনার যেন সেবা ক'রতে পারি।

সুশীলদা—আমি বলছিলাম, আমাদের জন্য যদি কিছু ভাল জমির ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা নদীর ধারের মানুষ, নদী থাকে ও যানবাহনের সুবিধা থাকে এমন জায়গা হলেই ভাল হয়।

শ্রীযুত সহায়—আপনারা দেখে বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী বললে ভাল হয়, কী বললে ভাল হয় না, তা' জানি না, আপনার রাজ্যে বাস ক'রে যাতে সুস্থভাবে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারি, তার ব্যবস্থা দয়া ক'রে ক'রবেন। এখানে অনেক প্রকৃতির লোক আসে, আমি কাউকে বলতে পারব না 'তুমি এস না'।

সুশীলদা—কত খারাপ লোক তাঁর কাছে এসে তাঁর প্রেমস্পর্শে পরিশুদ্ধ হ'য়ে গেছে।

রামাশঙ্করদার কথা উঠলো। তারপর পাবনা-আশ্রমের কথা বললেন কেষ্টদা ও সুশীলদা। কী অবস্থায় পাবনা ছেড়ে আসতে হ'য়েছে, সে কথাও হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই, প্রার্থনা—যাতে স্বচ্ছন্দে সবাইকে নিয়ে চলতে পারি, বিধ্বস্ত না হই।

শ্রীযুত সহায়—ওর জন্য আপনি ভাববেন না, আপনি সব সহায়তা পাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার খুব আপসোস হচ্ছে, অবশ্য আপনি এসেছেন এ আমার ভাগ্য, কিন্তু ওরা যে এত এসেছিল, তারা আর আপনাকে enjoy (উপভোগ) ক'রতে পারল না।

শ্রীযুত সহায়—আমার পাটনায় কাজ ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এরা পরে যখন আবার সমবেত হবে, তখন যদি আপনার ফুরসুত হয় ও আপনি আসেন তাহ'লে খুব সুখী হব।

শ্রীযুত সহায়—হ্যাঁ! আসব।

এরপর শ্রীযুত সহায় শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে সাধারণ সভায় যোগ দিতে গেলেন। এর খানিকটা বাদে একটি ভাই বিদায় নিতে এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হ'লো কী কথা বলবার আছে। তাতে তিনি বললেন—বলব আর কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্যি, কওয়ার কিছু নেই, কর্।

পরে উক্ত ভাই বললেন—মনটা সব সময় চঞ্চল হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চঞ্চল হও তো ঐ নিয়েই চঞ্চল হও, পরমপিতার কাম নিয়ে চঞ্চল হও।

সাধারণ সভার শেষে শ্রীযুত কে বি সহায় আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খুব সুখী হ'লাম, শান্তি পেলাম আপনি আসাতে। তবে আশ মিটল না। আশা থাকলো আবার আপনাকে পাব।

শ্রীযুত সহায়—'আমার ইচ্ছা থাকলো, সুযোগ পেলে আবার আসবো। আজ তো আর সময় নেই। বেনারস এক্সপ্রেসে চ'লে যাব। আপনাকে প্রণাম ক'রতে এলাম।' —এই বলে তিনি বিদায় নিলেন।

এরপর চন্দ্রমৌলেশ্বরবাবু (সিং), সুধীর রায় এবং আরো অনেক বিশিষ্ট লোক আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'রতে। পরে মহেশ্বরবাবু ও বিনোদাবাবু এসেও শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'রে গেলেন।

৬ই বৈশাখ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ১৯। ৪। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), কালিদাসদা (মজুমদার), যতীনদা (দাস), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ অনেকেই আছেন।

আজও অনেকে এসে কথাবার্ত্তা ব'লে যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আপনমনে বৈষ্ণব কবিতা আবৃত্তি ক'রতে লাগলেন মধুর ললিত ভঙ্গীতে। চণ্ডীদাস, জয়দেব, বিদ্যাপতি, কবীর ইত্যাদির প্রণয়-জীবন কেমন ক'রে ভূমায়িত হ'য়ে তাদের ঈশ্বরানুরাগী ক'রে তুলেছিল, সেই কথা বললেন।

তারপর বললেন—আমাদের basic (মূল) জিনিসটা যোগাবেগ। যোগাবেগ মানেই যে সবসময় কাম তা' নয়। সন্তানের প্রতি এবং অন্যান্য সবার প্রতি যে টান, তাও যোগাবেগ। কিন্তু তাকে কাম বলা কি ঠিক? রামকৃষ্ণদেবের যে মায়ের প্রতি টান সেও যোগাবেগ। কিন্তু তাকে কাম বলতে পারি না।

রাধাতত্ত্ব সম্বন্ধে কথা উঠলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রাধা হ'ল আমাদের অন্তর্নিহিত যোগাবেগ। যে যোগাবেগ তাঁকে ছাড়া আর কাউকে চায় না।

সুধীরদা (বিশ্বাস) প্রশ্ন ক'রলেন—সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য, সার্ষ্টি কাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন তাঁর দিকে আমার মনোযোগ যায়, তাকে বলে সালোক্য। তখন ইচ্ছা করে তাঁর কাছে কাছে থাকতে। একে বলে সামীপ্য। তখন তাঁর ইচ্ছাটাই

আমার মধ্যে জেগে উঠে আমার প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ে রূপায়িত করার ইচ্ছা হয়। তাকে বলে স্বারূপ্য। Unrepelling adherence অর্থাৎ অচ্যুত আনতিই সাযুজ্য। সার্ষ্টি মানে—তোমারই গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমারই রূপে।

এমন হয় যে, আপনি আছেন, আমি আছি, আমাকে ছেড়ে আপনার থাকতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু কাজের জন্য বাইরে যাচ্ছেন। আপনার মনটা প'ড়ে আছে আমার কাছে। আমার কাছে আসবার জন্য আপনার মনটা আঁকুপাঁকু ক'রছে। ঐ আকুলতার মধ্য দিয়ে আপনার অবচেতন স্তর থেকে এমন সব জিনিস গজিয়ে উঠছে বিদ্যুৎ-স্ফুলিঙ্গের মতো, যাতে মানুষকে একেবারে পাগল ক'রে ছেড়ে দিচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে চৌকোনা তাঁবুতে সমাসীন। আসাম-কর্ম্মীদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—মানুষ যে খুব বেশী চায় তা নয়। মানুষের প্রতি একটু দরদী হও, তাদের যোগ্যতা যাতে বাড়ে, তাই কর। যে বেকার হ'য়ে আছে তাকে একটা চাকরী-বাকরী জুটিয়ে দাও বা কোনভাবে উপচয়ী কর্ম্মপ্রাণ ক'রে তোল। দেখবে মানুষ আপনিই তোমাদের দেখবে, আপনিই তোমাদের দেবে। যারা স্বার্থগৃধ্নু তারা কিন্তু পায় না। মানুষের সঙ্গে go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) করা, মানুষের কাছ থেকে শোষণ ক'রে বা ধোঁকা দিয়ে নেওয়া একদম ছেড়ে দেও। মানুষ সবসময় ভাবে, খোঁজে, কেউ আমার দরদী আছে কিনা, আমার আপদে-বিপদে কেউ আমার সহায় আছে কিনা। তাই পেলেই তারা খুশী হয়। তাদেরই চায়। তা' যদি না হয় কেউ, তাকে চাইবে কেন মানুষ?

ঋত্বিকদের অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভাব মানে যা' করার তা' করে না।

প্রশ্ন—অনেকে ঋত্বিক-system (প্রথা) সম্বন্ধে আপত্তি করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সময়ও কত ঋত্বিক ছিল। মানুষের মাথায় যে সব কথা বললে ধরে, তেমনভাবে বলতে হয়।

৯ই বৈশাখ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ২২। ৪। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে বসে অনুকা-মা ও সানু-মাকে দুটি চিঠি লেখালেন।

শচীনদা (গাঙ্গুলী) এসেছেন। তাঁর ছেলের মৃত্যু সম্বন্ধে আলোচনা হ'চ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, আমি যদি নীত না হই, তাহ'লে নিয়তি আমাকে ঠেসে ধরবেই। ইষ্টের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গীণভাবে পরিচালিত হ'লে তখন অর্জ্জিত কর্ম্মফল বা প্রাক্তন কর্ম্ম তেমন ক'রে কার্য্যকরী হ'তে পারে না।

সুশীলদা—কবীর সাহেব যেমন বলেছেন—'মাথাটা কেটে তাঁর পায়ে দেওয়া লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'শির উতারে ভুঁই পাড়ে উপর রাখে পাও, কবীর কহে এইসান হো তো আও।'

শরৎদা (হালদার)—বলা তো সহজ, করা কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটু বেকুব হ'লে পারা যায়, চালাক হ'তে গেলে মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মৃত আত্মার জন্য ক্রমাগত শোক ক'রতে থাকলে, তার ঊর্দ্ধগতি ব্যাহত হয়। অবশ্য যদিও এসব কথা বলছি, আমি নিজে পারি না। এমনতর অবস্থায় আমি একেবারে ছাতু-ছাতু হ'য়ে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন।

সুধীরদা (বসু) জিজ্ঞাসা ক'রলেন—মেয়েছেলের প্রতি মানুষের যেমন টান হয়, ইষ্টের 'পর তো তেমন হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা করিস? ও তো ইন্দ্রিয়ের একটা দিক মাত্র। কিন্তু তাঁর বেলায়—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর'।

'তোমারই গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তোমারই রূপে'—প্রত্যেকটা কোষ তাঁর জন্য যখন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে, তাঁকে উপভোগ করে, তখনকার সঙ্গে কি কারও তুলনা হয়? সম্পূর্ণ যোগাবেগ যখন কোথাও সংহত হয়, তখন কী হয়, তা'কি বলা যায়?

প্রবোধদা (মিত্র)—বৈষ্ণবশাস্ত্রে যে আছে, ওখানেও তো opposite sex (বিপরীত কাম)-এর কথা, রাধার কৃষ্ণের প্রতি টান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাধা মানে তো জীবের যোগাবেগ। তাঁকে বলে মদনমোহন।

হনিনন্দনদা (প্রসাদ)—আগে মনে হ'ত যে, আপনার উপর খুব টান আছে, কিন্তু এখন যেন মনে হয় যান্ত্রিকভাবে চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন সবখানি নিয়ে টান পড়ছে কিনা, স্বাভাবিক হয়ে উঠছে কিনা। যেমন হাতখানা আছে, এর প্রতি আমার কতখানি টান আছে, তা' বুঝতে পারি না। কিন্তু এই হাতের উপর কোন চোট পড়লে তখন বুঝি যে টান কতখানি।

কামিনী-পরায়ণ হ'তে পারি, কাঞ্চন-পরায়ণ হ'তে পারি, আর ইষ্টার্থপরায়ণ হ'তে পারব না?

সুধীরদা (বসু)—সংবেদনশীলতা বাড়ে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার আসল জিনিস নিম্নাভিমুখী টানকে যদি ঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত কর, সবই এসে যাবে।

সুধীরদা—বড় কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার খুব সোজা। একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে আগুন ধরানোর ব্যাপার। তত্ত্বের দিক দিয়ে কঠিন। কিন্তু এমন সোজা।

সুধীরদা—ভিতরে বারুদ থাকলে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না হ'লে বেঁচে আছি কি ক'রে? নেই নেই করিস কেন? বল্ আছে—যা' আছে তা' নিয়ে প্রশ্ন করিস কেন? Do love and do for Love (শ্রেষ্ঠকে ভালবাস এবং তাঁর জন্য কর)। দস্যু রত্নাকর বাল্মীকি হ'য়ে যায়, ছেনাল আম্রপালী পরম ভক্ত হ'য়ে ওঠে, বেশ্যা ম্যাগডুলীন অমর প্রণম্যা হ'য়ে ওঠে। 'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্'।

সুধীরদা—শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, মনটাকে খালি ক'রলে নাকি তিনি মনের মধ্যে জেগে ওঠেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি তোমাকে ভ'রে রাখুন। তিনি তোমার সব হ'য়ে উঠুন। অংশুমালীর মতো তিনি তোমার চালচলন আচার, ব্যবহার, বাক্যে বিকীর্ণ হ'য়ে উঠুন। Vacant (খালি) ক'রলে কোথা থেকে কী এসে জুটবে তার কি কোন ঠিক আছে?

১০ই বৈশাখ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ২৩। ৪। ১৯৫৩)

সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে কর্ম্মী-বৈঠক শুরু হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মূল জিনিস হওয়া উচিত দীক্ষা। দীক্ষা যাতে খুব বাড়ে, তার চেষ্টা করা লাগে প্রত্যেকের auto-initiative responsibility (স্বতঃ-উৎসারিত দায়িত্ব) নিয়ে, যাতে আমরা ৮/১০ কোটিতে পৌঁছতে পারি। দীক্ষা দিয়ে কান ফোঁকা গুরুর মতো করা ভাল নয়। তাদের কাছে যাওয়া লাগে, তাদের সঙ্গে মেলামেশা করা লাগে, পোষণ দেওয়া লাগে। এইভাবে নানা স্থানে সৎসঙ্গীদের গুচ্ছ তৈরী করা লাগে। গুচ্ছ মানে পার্টি নয়। গুচ্ছ তৈরি করা মানে সংহতি ও সমন্বয় সৃষ্টি করা। আমাদের ভিতর সঙ্গতিহীন বিচ্ছিন্নতাবোধের যেন সৃষ্টি না হয়।

কেষ্টদা—একজনের কর্মক্ষেত্রে আর একজন মাথা গলিয়ে কাজে বিঘ্ন ঘটায় যদি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো ভাল না। তার মানে উভয়ের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা নেই। কারও mission (উদ্দেশ্য) নষ্ট করা মানে আপনার নিজের mission (উদ্দেশ্য)-ই নষ্ট করা। কোন ঋত্বিকের এলাকায় ভাঙ্গন ধরান মানে নিজের এলাকায়ই ভাঙ্গন ধরান, অসংহত করা। যে সংহতি নষ্ট ক'রলো, সে ভাল কাজ ক'রলো না। যেখানে নূতন যাই সেখানকার কাজ যদি না বাড়াই স্থানীয় কর্ম্মীদের সঙ্গে সঙ্গতি নিয়ে বিনায়নী তৎপরতায়, তা'হলে হবে না।

প্রথম এবং প্রধান জিনিস হ'ল একজন কর্ম্মী সুকেন্দ্রিক কিনা। তা' যদি না হয়, সে আপনিই বেরিয়ে যাবে, প্রকৃতিই তাকে বহিষ্কার ক'রে দেবে।

মানুষের স্বাভাবিক স্বার্থ সে ছাড়তে পারে না। সে চায় তা'র স্বার্থ, তার বাঁচা, তার বাড়া।

কর্ম্মী-সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু নেতার সংখ্যা কম, নেতা সংগ্রহ কর।

ঋত্বিকরা যদি ঠিকভাবে ইষ্টানুগ পথে চলে, তবে এরা লোকের শ্রদ্ধা এতখানি উপভোগ করে যে মানুষ স্বাভাবিকভাবে অবদান যা' দেয়, তাতেই উচ্ছ্বল হ'য়ে ওঠে। মানুষের বাঁচাবাড়ার ব্যবস্থা করার ভিতর দিয়ে, স্বচ্ছন্দতা ব্যবস্থা করার ভিতর-দিয়ে যে আত্মপ্রসাদ, তাতে যে তৃপ্তি এবং তার ভিতর-দিয়ে যে স্বতঃশ্রদ্ধ প্রীতি-অবদান, অর্থাৎ শ্রদ্ধার অর্ঘ্য আসে, তার চাইতে পবিত্র আর কিছু নেই।

প্রত্যেকের চলনার পথে তাকে যোগ্যতর ক'রে তোলা, আত্মনির্ভরশীল ক'রে তোলা পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিকতা নিয়ে, এই হ'লো ঋত্বিকের কাজ। পরস্পর স্বার্থান্বিত ক'রে তোলা চাই। একক একজন আত্মনির্ভরশীল হ'ল, তাতে হবে না।

প্রেস ও পত্র-পত্রিকার উপর শ্রীশ্রীঠাকুর খুব জোর দিলেন। উৎসব সম্বন্ধে কথা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এ সম্পর্কে বললেন—যে ক'টা province-এ (প্রদেশে) বিশেষভাবে কাজ হ'চ্ছে, সেইসব province-এ (প্রদেশে) একটা ক'রে উৎসব হ'লে ভাল হয়।

১১ই বৈশাখ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ২৪। ৪। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে পূজনীয় সুধাংশুদার কাছে একটি চিঠি লেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আছেন। শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), যতীনদা (দাস), ভোলানাথদা (সরকার), স্মরজিৎদা (ঘোষ), প্রমুখ কাছে আছেন।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড়খোকা এখন যেমন ক'রে মাজায় কাপড় বেঁধে গেঞ্জী গায় দিয়ে ঘোরে, আমিও তেমনি ঘুরতাম। প্রায়ই খালি গায়ই থাকতাম বেশী।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে একটা রীতি ছিল, দীক্ষা না হ'লে বিয়ে হ'তে পারতো না। আগে দীক্ষিত হবে, তারপর বিয়ে হবে। সে আদর্শের সঙ্গে যুক্ত হ'লেই দাম্পত্যজীবনে প্রবেশ ক'রতে পারত। নারীর কাছে তাই সে কখনই আত্মসমর্পণ ক'রতো না। কারণ, সে আগে থেকেই আত্মনিবেদিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে তাঁবুতে জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), চক্রপাণিদা (দাস), দীনবন্ধু ভাই (ঘোষ) প্রমুখকে প্রসঙ্গতঃ বললেন—তোরা যে বক্তৃতা করবি, আলোচনা করবি, সব সময় impetus (প্রেরণা) দিবি ঋত্বিক, নেতা বা গণেশ অর্থাৎ গণপালক, গণবর্দ্ধক যারা, তারা জনেরই প্রতিপাল্য, অবশ্য যত সময় তারা ইষ্টার্থী হ'য়ে চলে। ইষ্টার্থী না হওয়া সত্ত্বেও যদি তাদের প্রতিপালন কর, তবে পাপকেই প্রতিপালন করা হবে। প্রকৃত ঋত্বিককে প্রতিপালন যদি কেউ না করে তবে তার আত্ম-প্রতিপালন হ'তেই বঞ্চিত

হবে। তার কারণ ঋত্বিক হ'ল Vanguard of prosperity (উন্নতির অগ্রদূত)। এতে ঋত্বিকরাও উপযুক্ত হ'তে চেষ্টা ক'রবে, আর তাদের অভাব-অভিযোগও ঘুচে যাবে। তখন লোকে আর ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, আই এ এস হ'তে চাইবে না। এটা বলতে হয় সংক্ষেপে, সুন্দর ক'রে। যাতে তাদের মাথায় ধরে। বেশী বিস্তার ক'রে বলতে গেলে সব সময় ভাল হয় না, মাথায় ধরে না। ঋত্বিক মানে শুধু নিজের ঋত্বিক নয়, সব ঋত্বিকই ঠাকুরের ঋত্বিক। আর, এটা যে তাদের স্বার্থেই বলা, সেইটেই ধরিয়ে দেওয়া চাই। ঋত্বিকরা রাজ-অনুগ্রহভুক যখন হয়, তখনই পতিত হ'য়ে যায়। তারা গণ-অনুগ্রহভুক।

যদি ঋত্বিকরা গণস্বার্থী না হয়ে আত্মস্বার্থী হয়, খাবার দিকে, পয়সার দিকে, পেটের দিকে যদি তাদের নজর যায়, তাহ'লে তা'রা সাধারণ বামুন-পুরোহিতের মতো হ'য়ে উঠবে। তারা যদি প্রতিপালিত না হয়, তাদের স্বাভাবিকভাবে ঐ দিকে নজর যাবে। আবার, যজমানদের বাঁচাবাড়াই যদি তাদের স্বার্থ না হয়, তাহ'লে কিন্তু তা'রাও তাদের জন্য ক'রতে চাইবে না। উভয়ের করণীয় সম্বন্ধে যতই মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া যায়, ততই ভাল। যজমানদের মধ্যে এটা বিশেষভাবে infuse (সঞ্চারিত) করা চাইই।

পত্রপত্রিকা বের ক'রে তা'র ভিতর দিয়ে আমাদের সব idea-গুলি (ভাবধারাগুলি) যদি infuse (সঞ্চারিত) করা যায়, তাহ'লে অন্য পত্রপত্রিকাগুলিও ধীরে ধীরে নিজেদের mould (নিয়ন্ত্রণ) ক'রবে। আর, তাতে সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ হবে।

১২ই বৈশাখ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ২৫। ৪। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা ন'টা নাগাদ যতি-আশ্রম থেকে উঠে এসে বড়াল-বাংলোর ঘরে বসলেন। অনেকে আছেন।

পঞ্চাননদা (সরকার) ও বঙ্কিমদা (রায়)-কে অভিধান দেখতে ব'লে নিজে মাটিতে এসে তাদের কাছে বসলেন। একটা আসন দিতে গেলেও নিলেন না।

প্রসঙ্গতঃ পূজনীয়া ছোটমা বললেন—আমাদের এখনও কলোনী হ'লো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের উপর ভগবানের খুব দয়া আছে। ভগবানের এক নাম অনিকেত, অর্থাৎ যার বাড়ীঘর নেই। তোমাদের উপর তাঁর দয়া, তাই তোমাদেরও বোধহয় বাড়ীঘর নেই। যদিও এটা মানুষ দুর্ভাগ্য বলে মনে করে। দুর্ভাগ্য হোক আর যাই হোক, তাঁর দয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া ভাল নয়। তাঁর চাইতে বেশী প্রিয় কিছু থাকা ভাল নয়। তাঁকে চাওয়াই ভাল। অন্য কিছু চাইতে গিয়ে যদি তাঁকে হারাতে হয়, সে কি ভাল? কুন্তী দেবী তাই তেমনতর দুঃখ চেয়েছিল, যে দুঃখের সাথে তিনি থাকেন। এমন সুখ সে চায়নি, যে-সুখ পেতে গিয়ে তাঁর সঙ্গহারা হ'তে হয়। 'সকলখানে পাব তোমায়, তাই কি তুমি ঘরছাড়া?' পঞ্চাননদা তো একটা টোঙ-ই ক'রে নিয়েছে। বাড়ীঘরের বালাই নেই।

আমার কেমন মজা দেখি, ছোটবেলা থেকে এ পর্য্যন্ত একখানা ঘর হ'ল না, মাঠে-মাঠেই কাটলো। কোথাও তাঁবু টাঙিয়ে, কোথাও কাঁথা টাঙিয়ে। কেষ্টঠাকুরেরও শুনেছি, এইরকম পথে-পথে কত দিন কেটেছে। মথুরায় অত বড় রাজপুরী, তা' ছেড়ে এখানে-সেখানে নিরাশ্রয়ভাবে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে হ'য়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে সুধীর বিশ্বাসদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যারা জীবন চায়, তা'রা সৎসঙ্গের follower (অনুগামী) হ'য়েই আছে। এখন দরকার প্রত্যেকের কাছে উপস্থিত হ'য়ে আমাদের জিনিসটা তাদের কাছে উপস্থাপিত ক'রে তাদের বোধিদৃষ্টিটা খুলে দেওয়া। এ সত্ত্বেও যদি কেউ এর বিরোধিতা করে, তার মানে সে নিজের সত্তারই বিরোধিতা ক'রছে।

১৮ই বৈশাখ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ১। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে কিছুক্ষণ যতি-আশ্রমে ব'সে থাকার পর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন।

স্পেন্সারদা ও পঞ্চাননদা (সরকার) Sermon on the mount থেকে একটা স্তবক গান ক'রে শোনালেন হারমোনিয়াম সহযোগে।

আজ থেকে দেবীপ্রসাদ (মুখার্জ্জী) ও রেবতীমোহন (বিশ্বাস) প্রফুল্লর সহকর্ম্মী হিসাবে যোগদান করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে। অনেকে আছেন।

পুত্র অমরদার তড়িতাহত হ'য়ে আকস্মিক অকালমৃত্যুতে শোকবিহ্বল শচীনদার (গাঙ্গুলী) মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর আবেগমথিত কণ্ঠে বললেন—কারও বুকে যদি প্রাণ থাকে, প্রেম থাকে, দরদ থাকে, সে এমনভাবে দাঁড়াক যা'তে আর অমর না মরে। আর অমনভাবে কেউ shock খেয়ে (তড়িতাহত হ'য়ে) না মরে। মানুষের ভক্তি, ভালবাসা, সেবাবুদ্ধি যাই থাক না কেন, তা' যদি একমুখী না হয়, বিশ্লেষণে ও সংশ্লেষণে তত্ত্বতঃ বিনায়নায় যা-কিছু যদি তাঁতেই একায়িত ও সার্থক হ'য়ে না ওঠে, তাহ'লে হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গক্রমে বললেন—কোন্ যোগাযোগের ভিতর দিয়ে একটা সাধারণ মানুষ বিরাট মানুষ হ'য়ে ওঠে, তাই-ই দেখবার।

১৯শে বৈশাখ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ২। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে শচীনদাকে (গাঙ্গুলী) বললেন—ভোরে উঠে সূর্য্যোদয়ের প্রাক্কালে সবুজ দিগন্তের দিকে তাকান চোখের পক্ষে খুব ভাল। তিলের

নাড়ু, তিলের বড়া, তিলের তক্তি খাওয়া ভাল। আর, মুখ ধোবেন যখন চোখে জলের ঝাপটা দেবেন। চোখ খোলা অবস্থায় নয়, চোখ বন্ধ রেখে।

পূজনীয় বড়দা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গতঃ তাঁকে বললেন—সৎসঙ্গ করা হয়, অল্প সময়ের মধ্যে exalting push (উন্নয়নী প্রেরণা) দিয়ে দিতে পারলে সেই ভাল হয়। আর একটা আছে নামকীর্ত্তন, যেমন অষ্টপ্রহর নামসংকীর্ত্তন, তাতে হয়তো ভাবোন্মত্ত হ'য়ে উদ্দণ্ড কীর্ত্তন-টীর্ত্তন করে। আবার, আছে সাত্ত্বিক কীর্ত্তন—বেশ ভাবের সঙ্গে কীর্ত্তন করে। যেমন শুনেছি মোহনানন্দ এঁরা করেন। কিন্তু এখানে অনেক সময় ধরলে আর ছাড়তে চায় না, ছাতু-ছাতু ক'রে ছেড়ে দেয়।

গতকাল মাইক দিয়ে কীর্ত্তন হ'য়েছে, বিকৃত সুর বেরোচ্ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর একটু বিরক্ত বোধ করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা দশটায় বড়াল-বাংলোর ঘরে কথাপ্রসঙ্গে উপস্থিত সবাইকে বললেন—পরিবেশ, পরিবার ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়ে কী কী অবস্থা বা সমস্যার সৃষ্টি হয়, এবং সেগুলি কিভাবে অতিক্রম বা নিরাকরণ ক'রতে হয়, তার বিন্যাস এবং সমাবেশ কী কী হ'তে পারে, সে-সব ক্ষেত্রেই বা করণীয় কী, এইগুলি যত বোধের মধ্যে থাকে, তত মানুষকে বোঝা যায় ভাল ও চিঠিপত্র লিখতেও সুবিধা হয়।

২১শে বৈশাখ, ১৩৬০, সোমবার (ইং ৪। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট। জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), হাউজারম্যানদা প্রমুখ কাছে আছেন।

হাউজ্যারম্যানদা প্রসঙ্গত বললেন—একদল লোক আসে ভালবাসা পেতে, একদল লোক আসে দিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু ভালবাসা পেতে আসে যারা, তারা লোকসান নিয়ে যায়। যারা ভালবাসতে আসে, তারাই লাভবান হয়। যারা দেয় তারা অজচ্ছল পায়। যারা দেয় না, পেতে যায়, তা'রা বিরোধী হ'য়ে যায়।

হাউজারম্যানদা—সবাই কি ভালবাসতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! ভালবাসা কেউ-কেউ মাটিতে গেড়ে রাখে, কেউ অপব্যবহার করে। আর, ভালবাসাটা হ'লো যোগাবেগ। অপব্যবহার ক'রলে, কিংবা গেড়ে রাখলে হয় না। সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ভালবাসাটা কাজে লাগালে বেড়ে যায়। যারা ভালবাসা অপব্যবহার করে বা গেড়ে রাখে, তারা বঞ্চিত হয়। যে কাজে লাগায়, তারটাই বর্দ্ধিত হয়। অপব্যবহার করা মানে আত্মতৃপ্তি ও প্রবৃত্তিপোষণার্থে ব্যয় করা।

২২শে বৈশাখ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ৫। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। বেড়ার বাইরে অনেকে দাঁড়িয়ে আছেন। হরিনন্দনদা (প্রসাদ) দাঁড়িয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে ভিতরে ডাকলেন।

কোন একজন সম্বন্ধে কথা উঠলো। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—নিষ্ঠাহীন আলগা ধরনের লোক হ'লে, আর যা' হোক নেতা হ'তে পারে না। একটা নেতা হ'ল ইঞ্জিনের মতো, তার পিছনে যে কত গাড়ী জোড়া থাকে, তার ঠিক নেই। সেই ইঞ্জিন যদি লাইনচ্যুত হয়, তাহ'লে তো মুশকিল। মোটরের গতি ইঞ্জিনের গতির থেকে নিতান্ত কম নয়, কিন্তু তা'র পিছনে অন্য গাড়ী টানতে পারে না। তা' যদি পারতো, তাহ'লে বোধ হয় রেলগাড়ী উঠে যেত।

২৩শে বৈশাখ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ৬। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন। তা ছাড়া আছেন হরিনন্দনদা (প্রসাদ), চুনীদা (রায়চৌধুরী), স্মরজিৎদা (ঘোষ) প্রমুখ। শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ইষ্ট বা শ্রেয় কাউকে ধরা না থাকলেও একটা মানুষের মধ্যে কিছু goodness (ভাল ভাব) থাকতে পারে। কিন্তু সেটা হ'চ্ছে mechanical goodness (গতানুগতিক ভাল ভাব), যা' কিনা সর্ব্বতোসঙ্গতি নিয়ে কোন-কিছুতে সার্থক হ'য়ে ওঠে না। ফলে, দাঁড়ায় একটা sterile uneven goodness (বন্ধ্যা সাম্যহারা ভালভাব), যা' প্রেরণাদীপ্ত ক'রে কোন জীবনকে উৎক্রমণশীল ক'রে তুলতে পারে না। কারণ, শ্রেয়কেন্দ্রিক না হওয়ার দরুন সার্থক বিন্যাস হয় না। তাদের কোন করার সঙ্গে কোন করার সঙ্গতি থাকে না। আর, শ্রেয় মানেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—আমাকে কেউ যদি বলে, তুমি নারায়ণ, পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা, তাহ'লে আমি অবাক হ'য়ে থাকি। আবার, কেউ যদি বলে 'তুমি একটা বিরাট মুর্খ, অকাট মুর্খ', তা'তেও আমি অবাক হ'য়ে থাকি। ভাবি তাই তো! তাই তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে বীরেনদা (মিত্র), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখকে উদ্বাস্তুদের জন্য জমি-সংগ্রহের কথা বললেন—তিনজনের একটা special group (বিশেষ দল) থাকবে; তারা বিশিষ্ট লোকের কাছ থেকে জমি সংগ্রহ ক'রবে, গ্রামবাসী ও ব্যবসায়ী প্রভৃতির কাছ থেকে জিনিসপত্র ও অন্যান্য সহযোগিতা লাভের চেষ্টা ক'রবে।

২৫শে বৈশাখ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ৮। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আছেন। অনেকেই সমবেত হ'য়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমাদের এই ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নীর ভিত্তিতে যদি সব কিছু গ'ড়ে ওঠে, তা'হলে হয়তো রাষ্ট্রের তরফ থেকে আয়কর না নিলেও তেমন ক্ষতি হবে না। আয়কর জিনিসটাই উঠিয়ে দেওয়া চলবে। ইষ্টভৃতি, স্বস্ত্যয়নীই প্রয়োজনের অতিরিক্ত হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় চৌকোনা তাঁবুটায় এসে বিছানায় বসেছেন। অন্ধকার রাত, তারপর আবার আলো নেই, ঝিরঝির ক'রে হাওয়া বইছে। শ্রীশ্রীঠাকুর জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), অখিলদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখের সঙ্গে টুক-টাক কথাবার্ত্তা বলছেন। কথাগুলির রকম অত্যন্ত অন্তরঙ্গ। মানুষ যেমন ক'রে প্রিয়জনের সঙ্গে ঘরোয়া কথাবার্ত্তা বলে, সেইরকমভাবে কথাবার্ত্তা চলছে।

জনার্দ্দনদা কথায়-কথায় জিজ্ঞাসা করলেন—মানুষের কাছ থেকে আপনি যা' প্রত্যাশা করেন, তার সবখানিই কি পেয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি চাই-ই শালা কম, তাই যা' পাই, তাই-ই মনে হয় আমার পক্ষে যথেষ্ট।

২৭শে বৈশাখ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ১০। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে আসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বঙ্কিমদা (রায়), পঞ্চাননদা (সরকার), চুনীদা (রায়চৌধুরী), অখিলদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ আছেন।

বঙ্কিমদা যে লাঠি ব্যবহার করেন না, সেই সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এগুলি না ক'রলে সমবেত জীবনে একটা ঐতিহ্য গ'ড়ে ওঠে না—আমি যেমন চাই তেমন ক'রে। আর, এইগুলি যে কেউ করে না, তার মানে ঐ sentiment-এর (ভাবানুকম্পিতার) অতখানি খাঁকতি, নিজের মতো নিজের জগতে আছে।

আশ্রমে কেউ-কেউ ন্যূনতম সদাচার-পালন সম্বন্ধে অবহিত নয়। কেষ্টদা সেই সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে অন্ততঃ minimum (ন্যূনতম) সদাচারটুকু সবাই যদি পালন করে, তাহ'লে বাইরেও সেটা চারিয়ে যায়। যতি-আশ্রমে এরা প্রথমে যখন বিড়ি, সিগারেট, চা ইত্যাদি ছেড়ে দিল, তখন তার দেখাদেখি বাইরেও বহু লোক ছেড়ে দিয়েছিল।

সঙ্ঘ-সংহতি ও সঙ্ঘ-স্বার্থ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভ্রাতৃভোজ্য ও ভূতভোজ্য যদি ঠিকমত চলে, তাহ'লে নিজেদের মধ্যে সংহতি বেড়ে যায়। আবার, ভ্রাতৃভোজ্য

বা ভূতভোজ্য তো শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, তাই এটা আগুনের মত ছড়িয়ে যায়।

সঙ্ঘ-ব্যক্তিত্ব, সঙ্ঘ-স্বার্থ সম্বন্ধে সবাই যদি সচেতন হয়, তাহ'লে পরস্পর স্বার্থান্বিত হ'য়ে ওঠে এবং সঙ্ঘশক্তি ও প্রতিপ্রত্যেকের শক্তিও বেড়ে যায়। ব্যক্তিগতভাবে যার যার মতো আলাদা ধান্ধা যদি থাকে, তাহ'লে ঐ জিনিসটা হয় না। আমার আদর্শ ও গোষ্ঠীর জন্য আমি যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ত্যাগ স্বীকার না করি, কষ্ট ক'রে সুখী না হই, তাহ'লে আমার ব্যক্তিত্বও ভূমায়িত হয় না। আমরা নিজেদের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে থাকি। তাই, বাস্তবভাবে কতখানি যে করা হ'চ্ছে, কিরকম বেগে যে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, সেটা চোখে পড়ে না।

পঞ্চাননদা—পরিবেশের জন্য ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করার মধ্যে অসৎ-নিরোধও তো ক'রতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসৎ-নিরোধ তো সব অবস্থায়ই করা লাগবে। অসৎ-নিরোধ না ক'রলে তো ধর্ম্মই হয় না। অসৎ-নিরোধ মানে কিন্তু বিরোধ নয়। কৌটিল্য সব ব্যাপারেই আছে, কৌটিল্য হ'ল শুভ উদ্দেশ্য, সদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য বাঁকা পথে চলা।

রাত্রি তিনটে পঞ্চাশ মিনিট। শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে তাঁবুতে গভীরভাবে ঘুমুচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন স্বপ্নের ঘোরে ছাড়া-ছাড়া ভাবে বলতে লাগলেন—'ননী! চলো, লক্ষ্মীসোনা, ননী! আমার সঙ্গে যাবি? ...বকফুল ভাজা খেয়েছিস?

প্রীতিপূর্ণ ভালবাসাই উচ্ছল ক'রে দেয়—বুঝলি? ভাইবোনেরা আমায় বড় ব্যথা দেয়, বড় কষ্ট পাই ...তাতে যে মা-বাবার গন্ধ আছে কিনা, —তাই এত ভালবাসি। আর, এত ভাল কাউকেই বাসি না। ... কিন্তু বড় ব্যথা পাই, মনে হয় আমার হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেল, ভেঙ্গে গেল বুঝি—বড় কষ্ট পাই ....।

ননী! ননী, বকফুল ভাজা খেয়েছিস?

.... আর ....

প্রীতিই স্বর্গের পারিজাত গন্ধ

আর ব্যবসায়ী প্রীতি

বেশ্যার চাইতেও হীন। ....

এই সেবা, এই সেবা!

মিনিট পাঁচেক পরেই শ্রীশ্রীঠাকুর কেশে উঠলেন। তারও সাত মিনিট পরে বললেন—এই, এই! প্রস্রাব, প্রস্রাব ক'রব ....।

তখন উঠে বসলেন। ভোর চারটে ষোল মিনিট।

২৯শে বৈশাখ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ১২।৫।১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত।

শচীনদা (গাঙ্গুলী) তাঁর পুত্র অখিলদা সম্বন্ধে বললেন—আমি অকপটে বলছি, আমার ইচ্ছা নয় যে ও চাকরী করুক। চাকরী ক'রে কে কবে কী ক'রতে পেরেছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন, আপনি বামুন জাত—আমিও সেই বামুন। ধরেন, আমি তো কোন চাকরী-বাকরী করি না, তবু মাসে কত হাজার লোকের পাতা পড়ে ভেবে দেখেন তো!

অগ্রদ্বীপের জমি সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) বললেন—আমাদের ভীরুতার দরুন আমরা অনেক সময় মুক্ত নিঃসর্ত্ত দানের জন্য কাউকে সাহস ক'রে প্রস্তাব করতে পারি না, তাই পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা'রা নিজেরা প্রাণ খুলে মানুষকে দিতে পারে না, তারা অন্যের কাছে চাইবার বেলায়ও সঙ্কোচ বোধ করে, সাহস পায় না।

কাউকে হয়তো আমি পঞ্চাশ টাকা দেব ব'লে মনে করেছি, কিন্তু তখন হয়তো মনে হ'লো পঁচিশ টাকা দিলে হয়। কিন্তু ঐরকম মনে হ'লেও আমি তা' প্রশ্রয় দিতাম না। এক, যদি ঐ দেওয়াটা তার পক্ষে অকল্যাণকর হবে বলে না বুঝতাম, ঝম ক'রে ব'লে ফেলতাম পঞ্চাশ টাকা দেব। দিয়েও ফেলতাম তাই। সরলাবুড়ি এসে অসুবিধার কথা বলতো। আমার মনে হ'লো ওকে একশ টাকা দেব, তাই একশ টাকাই দিয়ে ফেললাম। মনের ওইরকম সদিচ্ছা চাপি না। বড়খোকার এই ভাবটা আমার থেকে আরো বেশি।

প্রফুল্ল—আপনি তো বলেন, মানুষকে যোগ্য ক'রে তোলাই দান বা সাহায্যের সার্থকতা। অনেক সময় বেশী পেয়ে পেয়ে যোগ্যতা বাড়ে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকের ভিতর যোগ্য হ'য়ে ওঠার সেই সম্পদ, সম্বেগ বা প্রেরণাই নেই। তাদের দেখে আমার মনে হয়, আমি যদি ঐরকম হ'তাম, তাহ'লে আমার কী হ'তো? আমিও তো ঐ অবস্থায় বেঁচে থাকতে চাইতাম কারও সাহায্যে এবং কারও সাহায্য পেলে খুশীই হতাম। আর আমি ভাবি, আমার যা' করণীয়, তা' না ক'রে আমি খারাপ হই কেন?

৩০শে বৈশাখ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ১৩।৫।১৯৫৩)

প্রবোধদা (মিত্র) এই মাসে আলোচনার প্রচ্ছদপটে বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্রের ছবি দিয়েছেন।

বিশ্ববিজ্ঞান কেন্দ্রের ছবিটা দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে বসে বললেন—বিশ্ববিজ্ঞানের উপরে একটা মুকুটের মত ছিল, বিশ্ববিজ্ঞানকে দেখে আমার মনে হ'ত প্রেয়সী সুন্দরীর মতো, ঠিক একটা মানুষের মত লাগতো।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। কেষ্টদা, হরিনন্দনদা, জে পি সিং প্রমুখ ছিলেন।

কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের কোনও অন্তঃক্ষেপ থাকলে সে অস্থির হবেই। আর, তা' যদি না থাকে তবে সে স্থিরবুদ্ধি হবেই, সে যে-কোন বর্ণ বা বংশোদ্ভূতই হোক না কেন। জননগত অন্তঃক্ষেপ হ'লে তার স্থিতধী হবার উপায়ই নেই। সে ক'রব কি ক'রব না ক'রে বেড়াবে। মানুষের জৈবী-সংস্থিতি পরিশুদ্ধ হ'লেও তার পরিপোষণ ও উন্নতির জন্য আবার চাই তপ, কৌলিক আচার ইত্যাদি। সাধারণত নাম করতে করতে আন্তঃকৌষিক বিন্যাস নূতনতর হ'য়ে ওঠে। তা' আবার ওগুলিকে পোষণ দেয়। বিহিত তপ ও কৌলিক আচার যদি পরিপালন না করা যায়, তা'তে খানিকটা বিক্ষেপ সৃষ্টি হয়। কিন্তু genetic interpolation (জননগত অন্তঃক্ষেপ) যদি না থাকে তবে অনাচার-জনিত বিক্ষেপ অতিক্রম ক'রে সঠিক অবস্থায় এসে দাঁড়ান কঠিন কিছু নয়। উপযুক্ত সঙ্গ-সংশ্রয়ে আবার ঝেড়ে দাঁড়াতে পারে।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ)—পুরুষোত্তম ও মহাপুরুষে অনেকে যে গুলিয়ে ফেলে। মহাপুরুষকেই হয়তো পুরুষোত্তম ধ'রে নেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরুষোত্তম যিনি আসেন তিনি world-teacher (বিশ্ব-শিক্ষক)। তাঁর একটা সর্ব্বতোমুখী বিকাশ থাকে। তিনি আসেন সমগ্র দুনিয়ার জন্য বৈধী-বিনায়নী তৎপরতায় জীবনের সমস্ত দিকের সমাধান দিতে। প্রাচীনে সঙ্গতিশীল তিনি। বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ তিনি। কোনও মহাপুরুষ যদি ঐ পুরুষোত্তমকে স্বীকার না করেন, তাঁতে যুক্ত না হন, তবে হবে না। মহাপুরুষ মানে—fulfiller the great. পুরুষোত্তম মানে—fulfiller the best. মহাপুরুষের মধ্যে এক বা কতিপয় দিক থাকতে পারে, কিন্তু পুরুষোত্তমের মধ্যে থাকে সব দিক। অনেকে অর্থনীতি, বেদান্ত, কর্ম্মজ্ঞান বা ভক্তি কোন একটা দিক্‌কে বড় ক'রে ধরেন। কিন্তু জীবনের সমগ্রতায় তার সর্ব্বতোসঙ্গত প্রয়োগ, প্রকাশ ও বিন্যাস তাঁরা দেখাতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র এঁদের মধ্যে সর্ব্বতোমুখী সমাধান পাই। অনেকে সার্দ্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত মানুষটাকে মানে না, তাঁর ভাববাদকে মানে। তা'তে কিন্তু অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। অনেকে আছে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে মানে, পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণকে মানে না। এমনভাবে নিলে চলবে না। সমগ্রতায় নিতে হবে তাঁদিগকে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণী তাৎপর্য্যে।

চুনীদা (রায়চৌধুরী)—পুরুষোত্তম নিজের সম্বন্ধে যদি নিজে ঘোষণা ক'রে যান, তা'হলে সুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘোষণা ক'রবেন কী? তাঁর চরিত্রই ঘোষণা করে। আগুন কি বলে আমি আগুন? যে হয়, সে কী তা' সে জানে না। তুমি চুনী, মানুষ যদি তোমাকে মানুষ না বলত, তবে বুঝতে না যে তুমি মানুষ! 'অবতার নাহি কহে আমি অবতার।' শ্রীকৃষ্ণ ব'লেছেন, 'তুমিও যা', আমিও তাই। তুমিও এর আগে এসেছ, আমিও এর আগে এসেছি। তবে প্রভেদ এই যে, তুমি তা' জান না, আমি তা' জানি'।

পঞ্চাননদা (সরকার)—পুরুষোত্তম যে জানেন না যে তিনি পুরুষোত্তম—তাও তো নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তিনি জানেন, তাও নয়, জানেন না, তাও নয়। সকলেই তাই।

এরপর অনুকাদি ও ভূষণীমাকে দুটি চিঠি শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে দিয়ে লেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আছেন, জে পি সিং শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়ালের মাঠে চৌকিতে। অনেকে ঘিরে আছেন।

ভোলারাম এসে বসেছে, শ্রীশ্রীঠাকুর তার সংসার ও দোকানপত্রের খোঁজ খবর জিজ্ঞাসা ক'রছেন। কনফারেন্সের সময় খাবার জিনিস বিক্রী ক'রতে যা'তে সুবিধা হয়, সেই জন্য কাঁচের কেস ক'রতে বললেন। তখনই ওকে দিয়ে মনোহর ভাইকে (সরকার) ডেকে পাঠালেন।

জে পি সিং ও হরিনন্দনদা আজ বৈকুণ্ঠদার (সিংহ) বাড়ী খেয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে হরিনন্দনদাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—সুশীলামা খুব ভাল রান্না ক'রেছিল তো?

হরিনন্দনদা—হ্যাঁ!

> "Enjoyable activity
> that upholds becoming
> is ever admirable."

লেখাটা দেওয়ার পর হরিনন্দনদা শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে একটা দৃষ্টান্ত জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলামার রান্না এবং তা' খেয়ে সবার পরিতৃপ্তি লাভের কথা উপমা দিলেন।

এরপর স্পেন্সারদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—কোনও নূতন গান লেখনি?

স্পেন্সারদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—গাও তো।

তারপর স্পেন্সারদা গাইলেন।

A lamp is burning on my dark
It lights up all the room.

শ্রীশ্রীঠাকুর মনোহরভাইকে ডেকে কোথায় আলো টানানোর খুঁটি পুঁততে হবে, কোথায় একটা ইন্দারা ঘিরে দিতে হবে, ভোলারামের মিটসেফ কেমনভাবে করতে হবে ইত্যাদি সম্বন্ধে নির্দেশ দিলেন।

মনোহরভাইয়ের খাবার সময় হয়ে গেছে, সেই কথা বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর জোরের সঙ্গে বললেন, তাড়াতাড়ি নাকে-মুখে দুটো গুঁজে দিয়ে ছুটে আয়। পেট ঠাণ্ডা করে স্ফূর্তি করে কাম কর্।

১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ১৫। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। কাছে অনেকেই আছেন।

প্রসঙ্গত, কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রশ্ন করলেন—তিনি যা'-কিছু হয়েও তাই-ই আছেন, এ কথার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু যেমন, তেমনি সর্ব্বকারণ-কারণম্। সর্বজ্ঞত্ব-বীজস্বরূপ তিনি। তিনি যা-কিছু হয়েও তাই-ই আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট।

চন্দ্রকান্তভাইয়ের (মেটা) সঙ্গে কথা হচ্ছে।

চন্দ্রকান্তভাই—নানা দেবদেবীর তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেবতা এসেছে দিব্ ধাতু থেকে। তার মানে প্রকাশ। এক-এক গুণের অভিব্যক্তি এক-এক দেবদেবী।

প্রশ্ন—প্রলয় মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃষ্টভাবে লীন হওয়া। প্রকৃতি-পুরুষে লীন হওয়ার মধ্য দিয়েই সৃষ্টি।

প্রশ্ন—প্রকৃতি-পুরুষে লীন হওয়ার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতি পুরুষে আকৃষ্ট হয় যখন, তখন পুরুষকে বক্ষে ধারণ ক'রে তাতে লীন হয়। প্রকৃতি হয় আধার অর্থাৎ মাতৃশক্তি, পুরুষ অর্থাৎ পিতৃশক্তি হয় আধেয়। প্রকৃতি হল চর, পুরুষ হল স্থির। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে যা-কিছু!

ইতিহাস সম্পর্কে কথা শুরু হলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইতিহাসের মূল বিবেচ্য বিষয় হ'ল যা-কিছুর মূল দীপনকেন্দ্র আবিষ্কার করা, তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত করা। তত্ত্ব মানে তাহাত্ব, যাহা যাহা লইয়া তাহা।

চন্দ্রকান্তভাই দশাবতার সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এগুলি evolution (বিবর্তন)-এর indication (সূচক)।

২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ১৬। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে যখন বসলেন তখন নিখিল (ঘোষ) কথায়-কথায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—আপনি বলেন শীতের থেকে গরম ভাল লাগে, কিন্তু এই গরমে আপনার কষ্ট হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শীতটা কেমন সঙ্কুচিত ক'রে তোলে। গরমের মধ্যে আর যা' থাক, সঙ্কোচন নেই। মনে হয়, যাদের vital flow (জীবনীয় গতি) বেশি, তাদেরই শীত ভাল লাগে।

৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ১৭। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চন্দ্রেশ্বরভাইকে (শর্ম্মা) পঞ্চাশ টাকা জোগাড় করতে বলেছিলেন। চন্দ্রেশ্বরভাই আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—কত হ'ল?

চন্দ্রেশ্বরভাই—চেয়েছি অনেকের কাছে, মাত্র পাঁচ/সাত টাকা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর গোঁসাইদাকে কুড়ি টাকা, মণিভাইকে (সেন) কুড়ি টাকা, ব্যোমকেশকে (ঘোষ) দশ টাকা এবং দেবীকে (মুখোপাধ্যায়) ২০ টাকা সংগ্রহ করতে বললেন।

চন্দ্রেশ্বরভাইকে বললেন শ্রীশ্রীঠাকুর—এমন হওয়া চাই যে তুমি যার কাছে চাও, তার টাকা ফুটে উঠবে। মনের খুশির সঙ্গে দেবে দশ, বিশ, হাজারো হাজারো, লাখ-লাখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। ননীদা (চক্রবর্তী), অরুণ (জোয়ারদার), দেবী (মুখোপাধ্যায়), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোদের সঙ্গে কথা বলতে অনেকেই উদগ্রীব। আলাদা একটা জায়গা থাকে, সেখানে বসে তোরা লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিস সোহাগ-দীপ্ত মন ও প্রীতি-সুন্দর চক্ষু নিয়ে, লোকে তাহলে তোদের পেয়ে খুশি হয়ে যায়।

প্রফুল্ল—আজ ক'দিন নিজেকে খুব ধিকৃত মনে হচ্ছে যে সামান্য তিন ভরি সোনা জোগাড় করে দিতে পারলাম না এতদিনেও। মানুষের জন্য আমাদের করারই খাঁকতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তোদের কাছে চাইলাম এইজন্য যে, তোরা তো কেবল এই নিয়ে থাকিস, ঐরকম একটা বললে খানিকটা external effort (বাহ্যিক চেষ্টা) করা লাগবে। ওর ভিতর-দিয়ে adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হবে।

জগদীশদা (শ্রীবাস্তব) শ্রীশ্রীঠাকুরকে দুঃখ ক'রে বলছিলেন—কতিপয় সহকর্ম্মী তাকে ভুল বোঝাতে তার খুব মনে আঘাত লেগেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার কিন্তু আঘাত লাগলে চলবে না। তোমার সম্বন্ধে ঐরকম করবেই এটা ধরে নিতে হবে। কিন্তু নিজেকে এমনভাবে প্রস্তুত রাখতে হয়, যাতে তোমার সম্বন্ধে তাদের ঐ বিকৃত বোধ তোমার মনে কোনও ব্যথা সৃষ্টি করতে না পারে। বরং তোমার চলনা এমন হয় যে তার ফলে তাদের ঐ বিকৃত বোধ সহজ হয়ে যায়। রোলার যখন চলতে থাকে, তখন তার নিচে এবড়ো-খেবড়ো যা' পড়ে তা' সমান হয়ে যায়। সেইজন্য দুঃখ করো না, যেখানে বোঝ ভুল হয়েছে, সেখানে সাইকেলে চড়ে যেমন হ্যান্ডেল ঘুরায়, তেমনি ঘুরিয়ে নিও। এ হল ভব-সমুদ্র, হওয়ার সমুদ্র! কতরকম কী যে হচ্ছে। প্রীতিকর, অপ্রীতিকর, ভালমন্দ যাই হোক তা' পেরিয়ে যাওয়া লাগবে।

জগদীশদা—এবার থেকে আমি আর রঙ্গন-ভিলায় থাকব না, আপনার কাছে থাকব সর্ব্বসময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গরু না হ'লে কি গুরু হওয়া যায়? গরু না হ'লে কি তেল ভাঙা যায়? আর কলের তেল কি ঘানির তেলের মত হয়?

জগদীশদা—বিমল খুব ভাল ছেলে ছিল। হিন্দি জ্ঞানও খুব আছে। কিন্তু বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ, এই যা' মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হোক না। 'এক বুদ্ধি ক'রে সার, ভব নদী হব পার'—এ না হলে কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে আলোর দিকে তাকিয়ে বললেন—ঐ দেখ্ আলোর 'পরে অন্ধকারের কেমন একটা ray (রশ্মি) বেরিয়েছে।

এরপর আপন মনে বললেন—'Ignorance runs along with intelligence' (বুদ্ধির পাশাপাশি অজ্ঞতা থাকে)।

৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, সোমবার (ইং ১৮। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে বসে আছেন। পাটনা থেকে একটি ভাই এসেছে, তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে ইষ্টকে ভালবাসার কথা বললেন।

উক্ত ভাই—ভালবাসব কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসলেই ভালবাসা যায়। ভালবাসা আমাদের মধ্যে inherently (অন্তর্নিহিতভাবে) দেওয়াই আছে। ভালবাসায় ঘড়ি দেখা লাগে না।

উক্ত ভাই—ভালবাসায় কোনও চেষ্টা লাগে না বুঝি, কিন্তু বাস্তব জগৎ বহু সময় এই ভালবাসার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসায় চেষ্টা লাগে ততটুকু, ভালবাসার উল্টো যা' তা' নিয়ন্ত্রণ করতে বা অবজ্ঞা করতে যতটুকু চেষ্টা লাগে। তবে ওটা কঠিন কিছু নয়। মা হয়ত টক খেতে খুব ভালবাসে, কিন্তু ডাক্তার যদি বলে যে টক খেলে ছেলের ক্ষতি করবে, তাহলে ঐ মায়ের টকের প্রতি লোভ থাকলেও সে খাবে না। একটা ছাত্রের যদি পাশ করার প্রতি লোভ থাকে এবং বাঁকা ক'রে লেখার অভ্যাস থাকে আর পরীক্ষক যদি বলে বাঁকা ক'রে লিখলে পাশ করতে পারবে না, তবে সে বাঁকা ক'রে লিখবে না।

উক্ত ভাই—জীবনে তো একজন Guide (চালক) প্রয়োজন। কিন্তু বুঝব কেমন ক'রে ইনি proper Guide (সঠিক চালক)?

কেষ্টদা—সাধারণত লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যেমন করি, এখানেও তাই করব। কোনও শুভাকাঙ্ক্ষী বলে দেন, ইনি ভাল শিক্ষক। আমরা বিশ্বাস নিয়ে তাঁর কথামত অগ্রসর হই, এইভাবে শিখি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতো কেন, গাছে ফল আছে, ক্ষিদে যদি লেগে থাকে, তবে খেয়ে ফেলা।

প্রশ্ন—টক ফল হতে পারে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—টক হলেও তোর পেট ভরবে তো?

প্রশ্ন—আমি সত্য চাই। আমি গোড়া থেকেই মিষ্ট ফল চাই। আমি বঞ্চিত হতে চাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি খাও তো বাবা। পেট তো ভরুক। তারপর মিষ্টি টক আপনিই বুঝতে পারবে।

নরনারী পত্রিকার সম্পাদক এলেন জগদীশদার (শ্রীবাস্তব) সঙ্গে।

প্রশ্ন—মানুষ কি ক'রে সত্যপথ থেকে বিচ্যুত না হ'য়ে চলতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কোনও নতুন পথ জানি না। পথ হ'ল ভালবাসার পথ। সত্য মানে সতের ভাব। সত্যের প্রতীক হলেন তিনি, যিনি অস্তিবৃদ্ধির পূজারী। তাঁর প্রতি ভালবাসাই আমাদের সত্য পথে পরিচালিত করে। আমাদের জগদীশবাবু একখানা হিন্দি কাগজ বের করে, 'ভারতী'।

নরনারী সম্পাদক—হ্যাঁ শুনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর পাটনা থেকে আগত ভাইকে বললেন—তুমি psychology (মনস্তত্ত্ব) পড়?

উক্ত ভাই তাঁর সমস্ত কোর্স সম্বন্ধে বললেন। এরপর যোগাবেগ সম্বন্ধে আলোচনা হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে যতি-আশ্রমে সমাসীন। অনেকেই আছেন কাছে।

প্রসঙ্গক্রমে চন্দ্রকান্তভাই (মেটা) বললেন—বিশ্বকর্ম্মা জাতি বলে কিছু আছে নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল বিশ্বকর্ম্মা পরা-প্রকৃতির প্রতীক যিনি। সাধারণ বিশ্বকর্ম্মা যারা নূতন নূতন আবিষ্কার করতে পারে, নূতন নূতন জিনিস করতে পারে। জগন্নাথের মূর্ত্তি তৈরি করল বিশ্বকর্ম্মা।

অরুন (জোয়ারদার)—জিনিস অতটুকু, কিন্তু ওর মধ্যেই সব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা স্ফুলিঙ্গ দুনিয়াকে আলো করে তুলতে পারে। সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে। প্রণয় মানে প্রকৃতরূপে নেওয়া, প্রকৃষ্টভাবে নীত হলে যেমন-যেমন adjustment (বিন্যাস) হবার তা' হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর উন্মুক্ত প্রান্তরে চৌকিতে খালি গায়ে বসা অবস্থায় তামাক খাচ্ছেন। চৌকির পাশে জলচৌকিতে মায়া মাসিমা বসেছেন। চারিদিকে অগণিত দাদা ও মায়েরা সতৃষ্ণ নয়নে শ্রীশ্রীঠাকুরের পানে চেয়ে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে (ভট্টাচার্য্য) কথায় কথায় বললেন—যাই বলেন, তাই বলেন, পীরিতি পরম বেদ, এর উপর কথা নেই। আমার যদি গলা থাকত তাহলে আমি কীর্তন করতাম।

৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ১৯। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্ত-পরিবেষ্টিত হয়ে বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট।

বৈকুণ্ঠদা (সিনহা) বললেন—আমার সাড়ে সাত বছর বয়স্ক ছেলে চুনী আজ ইষ্টভৃতি না ক'রে খেয়ে ফেলেছে, এখন করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মা-বাপের প্রসাদ খেলেই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিনন্দনদাকে (প্রসাদ) জিজ্ঞাসা করলেন—হরিনন্দন, তোমার পৈতে হয়নি?

হরিনন্দনদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—লালের?

হরিনন্দনদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওকেও দিয়ে দিতে হয়, একটু ঠাণ্ডা পড়লে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আলিঙ্গন যেখানে আছে, সেখানে গ্রহণও আছে। আলিঙ্গন ও গ্রহণ সৃষ্টির প্রতীক। এটা যত সৌষ্ঠবমিশ্রিত হয়, জনন ও সৃজনও তত সৌষ্ঠবমণ্ডিত হয়।

বৈকুণ্ঠদা—টান থাকলে মানুষ কখনও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সক্রিয় টান যদি থাকে নিষ্ক্রিয় থাকে না। কখনও বাহ্যত যদি নিষ্ক্রিয় দেখা যায়, তখনও ভিতরে খুব গনগনে ভাব দেখা যায়, হয়তো কোনও কিছুর সন্ধানে ফেরে। টান আবার concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া উচিত উপযুক্ত জায়গায়। একটা কথা আছে বাংলায়—'স্বাতী নক্ষত্রের জল, পাত্রবিশেষে ফল।' তা হাতির উপর পড়লে গজমতি হয়। সাপের মাথায় পড়লে মণি হয়, ঝিনুকে পড়লে মুক্তা হয়, বাঁশে পড়লে হয় বংশলোচন। পাত্রভেদে ফল হয়।

হরিনন্দনদা—সন্ন্যাস নিলে মানুষ কি dull (নীরেট) হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসল সন্ন্যাসী হলে dull (নীরেট) হবে কি করে? সন্ন্যাসী মানে ইষ্টে সম্যকভাবে ন্যস্ত। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস—জীবনের এই চারটে আশ্রম। সন্ন্যাস হল চরম। আশ্রম-পারম্পর্য্যহীন সন্ন্যাস আগে ছিল না। শঙ্করাচার্য্য ও বুদ্ধদেব থেকে এগুলি এসেছে। অশোকের সময়কার তথাকথিত সন্ন্যাস থেকে অধোগতি আরম্ভ হল। উপযুক্ত পাত্রের অভাবে তখন থেকে প্রতিলোমের সূত্রপাত হল। হিন্দু সমাজে মানুষ স্বাভাবিকভাবে সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর হত। যারা পারত না, তাদের কথা আলাদা। আর ছিল নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। তারা বিয়ে-থাওয়া করত না। তাদের সমাবর্ত্তন হত না, তারা আজন্ম গুরুগৃহে থেকে গুরুসেবা ও লোকসেবা করত।

বৈদ্যনাথদা (শীল)—কথা আছে, 'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বন মানে বিস্তার। একটা সংসারের জায়গায় চল্লিশটা সংসারের দায়িত্ব নিয়ে চলত। তোমরা ঋত্বিক, আস্তে আস্তে educated (শিক্ষিত) হ'চ্ছ। যত যজমান হচ্ছে, তোমার তত বাড়ী হচ্ছে। তোমরা বানপ্রস্থী হ'য়ে উঠছ। প্রত্যেকের দায়িত্ব, প্রত্যেকের ধান্দা তোমাদের উপর এসে পড়ছে।

কথা উঠল—পুরুষরা সাধারণত একটু বেশী বয়সে টক খেতে পারে না, কিন্তু মেয়েরা আশী বছর বয়সেও খুব টক খেতে পারে।

বৈদ্যনাথদা—কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় ওরা acid prominent (অম্ল-প্রধান)। তাই acid (অম্ল) maintain (রক্ষা) করবার জন্য টক চায়। একটা ষাট বছরের বুড়িকে নোয়াল মেখে দেও, সে কপ-কপ ক'রে মহাখুশিতে খেয়ে ফেলবে। কিন্তু পঞ্চাশ বছর বয়স্ক পুরুষকে দিলে সে বিরক্ত হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরিদাসদা (সিংহ), অরুণ (জোয়ারদার), রেবতী (বিশ্বাস), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

প্রফুল্ল—সমাজে বহু সৎলোকের বিরুদ্ধে অযথা ষড়যন্ত্র হয় এবং তার দরুন তারা কষ্ট পায়, এর উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'যদ্যপি নির্দোষ তুমি কারে তব ভয়, আছড়ে রজক মলিন বসন নিচয়।' আমরা জীবনের পথে এগিয়ে চলি, কিন্তু কোন্‌দিক থেকে কোন্ বাধা আসতে পারে সেটা ভেবে নিয়ে তার পথ রোধ করি না। আমাদের অনেক সময় অগ্রদৃষ্টি থাকে, কিন্তু পশ্চাৎদৃষ্টি থাকে না। তাতে আমরা মুশকিলে পড়ে যাই। মানুষ ষড়যন্ত্র করবেই, বিপদে ফেলবেই, এটা ধরে নিয়ে প্রস্তুত হওয়া ভাল। অবাঞ্ছনীয়, অনাহূত কোন-কিছুই যাতে আমাদের সত্তাকে বিধ্বস্ত ক'রতে না পারে, তার জন্য তৈরি হ'তে হবে।

দোবেজি আসলেন। কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—মানুষের একটা দোষ আছে, কেউ ঠেকে প'ড়ে তার কাছে আসলে সে তাকে দোয়াতে থাকে। এ যারা করে, তারা মহা বোকা। তখন সে যদি তাকে অনুচর্য্যা করে, আশা-ভরসা দেয়, সাধ্যমত সাহায্য করে, তাতে কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ তার গোলাম হ'য়ে থাকে। কারণ, মানুষের সত্তা পুষ্ট হয় কিনা তাকে দিয়ে। তাই, সে যত খারাপই হোক না কেন, তার প্রাণের স্পন্দনই বলে তাকে কৃতজ্ঞ হ'তে। অবশ্য, এর ব্যতিক্রমও যে না আছে, তা' নয়। যা হোক, একটা মানুষকে ঐ অমনতরভাবে পাওয়াই মস্ত লাভ। তা'যারা বোঝে না, বেকায়দায় পেয়ে চুষে ছেড়ে দিতে চায়, তারা বোকা। মানুষ বোঝে না, তার লাভ কোথায়। তাই, নিজের পাওয়াকেই মানুষ ঐভাবে খর্ব্ব ক'রে ফেলে। আমার জীবনটা দেখেন না কেন? আমি সাধারণতঃ চাই না। চাই তখনই, যখন কারও প্রয়োজন দেখি।

আমি মার পেট থেকে টাকাপয়সা নিয়ে জন্মাই নি। আমি গরীব বামুনের ছেলে। আমি যা-কিছু পাই, পরিবেশ থেকেই পাই। পরিবেশের উপরই আমি দাঁড়িয়ে আছি। তাদের ভাল ছাড়া আমার ভাল নেই। মানুষ হল আমার direct interest (সরাসরি স্বার্থ), আর টাকাটা হ'ল তারই আনুষঙ্গিক। নারায়ণকে বাদ দিয়ে লক্ষ্মীর সেবা ক'রে লাভ নেই। নারায়ণ থাকলে লক্ষ্মী ঘরে বাঁধা থাকে। নারায়ণ মানেই বৃদ্ধির পথ। আমি যদি বৃদ্ধির পথ হই, আমার মধ্যে নারায়ণ থাকবেনই। আপনি যদি বৃদ্ধির পথ হন, আপনার মধ্যে নারায়ণ থাকবেন। নারায়ণ যদি আমার বুকে থাকেন, আর আপনি যদি আমার জন্য সর্ব্বতোভাবে করেন, সে নারায়ণ আপনার বুকে কিছুটা যাবেনই। আমার বাড়ীর বড় বৌয়ের কাছে যেমন ভারে-ভারে মাল আসে, সে নিজে বিলিয়ে পারে না। মানুষ বোঝে না, সে যা' চায় নিজের আচার-আচরণ, চাল-চলন তার বিরুদ্ধেই চলে।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর হরিপদদাকে (সাহা) জিজ্ঞাসা ক'রলেন—তোর কানে চুল হ'য়েছে?

হরিপদদা—হ্যাঁ।

তারপর প্রফুল্লকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—

প্রফুল্ল—অল্প।

এরপর শচীনদা (গাঙ্গুলী) ও বীরেনদাকে (ভট্টাচার্য্য) জিজ্ঞাসা ক'রলেন।

উত্তর শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এমনই কৌশল, যেই কানের ফাঁক বড় হ'তে থাকে, অমনি প্রকৃতি শুঁয়ো বের ক'রতে থাকে। মেয়েছেলেদের কানে অমন চুল বেরোয় না। তার কারণ, তাদের কানের ফাঁক অত বড় হয় না।

এরপর বনবিহারীদার (ঘোষ) সঙ্গে মস্তিষ্কের grey matter (ধূসর পদার্থ) ও convolutions (ভাঁজ) সম্বন্ধে আলোচনা ক'রতে লাগলেন।

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ২০। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তগণসহ বেলা দশটার সময় বড়াল-বাংলোর ঘরে তক্তপোষে উপবিষ্ট।

রেবতী ভাই (বিশ্বাস) প্রশ্ন ক'রলেন—পাশ্চাত্যে যিশুখৃষ্ট ছাড়া আর পুরুষোত্তম দেখা যায় না। অবশ্য তিনিও এশিয়ার। যা হোক, ভারতে যে বারবার পুরুষোত্তম আসছেন, কারা ভাগ্যবান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভারত পূণ্যবান, না ওরাই পুণ্যবান, এ-কথা বলা মুশকিল। বারবার পুরুষোত্তম আসা সত্ত্বেও আমরা যদি তাঁকে গ্রহণ ক'রে নিজেদের সুগঠিত ক'রে না তুলি, তাঁকে ধ'রে না রাখি জীবনে, আচরণে এবং ওরা যদি একবার পেয়ে তাঁকে দীর্ঘদিন ধ'রে রাখতে পারে, তাহ'লে কে ভাগ্যবান, তা' বলাই কঠিন। তবে একথা ঠিকই, তিনি আসেন worst sufferrer (পরম দুর্ভাগা)-দের মধ্যে।

রেবতী—ওদেশের লোক এখন আপনার কথা জানে না, কিন্তু পরে যখন আপনার বাণী ও বিষয় শুনবে, তখন আপসোস ক'রবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন আপসোসই হবে তাদের সম্বল। অবশ্য, এগুলি যদি আপূরণী উত্তম কিছু হয়।

কাজলভাই এসে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বাঁশী বাজাতে বললেন।

কাজলভাই-এর হাতে বাঁশী ছিল। তিনি তখনই বাজাতে শুরু ক'রলেন।

একটা গৎ বাজান হ'য়ে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মহাকালের কোলে বাজা তো!

কাজলভাই—তুলিনি ভাল ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ্ তো!

কাজলভাই চেষ্টা করলেন, কিন্তু সুবিধা হল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—থাক্।

শ্রীশ্রীঠাকুর সবার দিকে চেয়ে বললেন—মন্দ হয়নি, কি বল!

সবাই বললেন—ভালই হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হরিপদদার (সাহা) দিকে চেয়ে বললেন—সুপুরি দেও, তামাক খাওয়াও।

১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ২৪। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে দক্ষিণাস্য হ'য়ে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট।

ননীদা (চক্রবর্তী), প্রবোধদা (মিত্র), নিখিল (ঘোষ), নন্দদা (বসু) প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন।

তারপর কলকাতা থেকে লালমোহনদা (দাশ) আসলেন একটি নবদীক্ষিত দাদাসহ।

শ্রীশ্রীঠাকুর দূর থেকে দেখেই সোল্লাসে বলে উঠলেন—'কি রে?'

লালমোহনদা হেসে বললেন—এই আসছি।

ওদের হাতে ডাব ও অন্যান্য জিনিস ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দিয়ে আয় গিয়ে।

ওরা সেগুলি শ্রীশ্রীবড়মার কাছে দিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে দাঁড়াবার পর তিনি স্মিত সৌম্যমধুর ভঙ্গীতে আবৃত্তি ক'রলেন—

"সুখ তরে গৃহ ক'রো না নির্ম্মাণ,
কোন্ গৃহ তোমা ধরে হে মহান্
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস ...।'

পরে বালিশে একটু হেলান দিয়ে দৃপ্তভঙ্গিতে বললেন—তাড়াতাড়ি ঠিক ক'রে ফেলা, প্রত্যেকেই যেন ক'বার পারে—সবার মধ্যেই আমি।

লালমোহনদা—আজকাল বেশীর ভাগ সময় অনিলদার ওখানে থাকি, মাঝে মাঝে বাড়ী যাই। বাড়ী গেলে কেমন যেন জড়িয়ে পড়ি। তবু টান আছে। তাই না যেয়ে পারি না। যদিও ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর— 'সম্মুখের বাণী নিক তোরে টানি
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে
অকূল আলোতে'।

এগিয়ে যদি না যাও, তোমার ভুতও ভরণ পাবে না, ভবিষ্যৎও ভরণ পাবে না, পিছটানগুলি আগলে ধ'রবে। Be ever progressive and purposive (সর্ব্বদা উন্নতিশীল এবং উদ্দেশ্যপরায়ণ হও।)

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় এসে বসলেন।

চট্টগ্রামের শ্রীচন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তীকে পাঞ্জা দানের সময় তিনি বললেন—সত্যিকার ঋত্বিক হওয়া চাই। পাকিস্তানে কাজ করবে, খুব tactfully (কৌশলে) চলা চাই। বামুনের ছেলে, বি এ পাশ ক'রে থাক, এম এ পাশ ক'রে থাক, যাই ক'রে থাক, ঋত্বিকতার মত গৌরবের কাজ আর কিছু নেই। খাঁটি ঋত্বিক হও।

চন্দ্রনাথদা—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার কাছে এই আমার প্রার্থনা। এমন হওয়া চাই যে, তুমি যে পথ দিয়ে হেঁটে যাবে, সেই পথের ধূলি মাথায় রেখে মানুষ ধন্য মনে করবে।

চুনীদা (রায়চৌধুরী), চন্দ্রেশ্বর ভাই (শর্ম্মা), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), হরিপদদা (মুখোপাধ্যায়), বৈদ্যনাথদা (শীল), দেবীপ্রসাদ (মুখোপাধ্যায়), রেবতী (বিশ্বাস), মায়া মাসিমা, সেবাদি প্রমুখ অনেকেই আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেবাদিকে বললেন—কী করণীয় তা' মাথায় এঁকে নিও ঠিক ক'রে এবং সময় মত ক'রে যেও। কাউকে আদেশ করতে যেও না। গুরুজনের আদেশ তামিল করে সুখী হও। সেবা নিতে চেও না। সেবা দিয়ে যাও। কিন্তু সেবাকে উচ্ছৃঙ্খল ক'রে তুলো না।

সেবাদি—সেবাকে উচ্ছৃঙ্খল করা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যত অব্যবস্থ হয়, তার সেবা তত এলোমেলো হয়। আবার, তখন হয়তো সেবার অহঙ্কার আসে। একেই বলা যায় উচ্ছৃঙ্খল সেবা। সেবার ভিতর লক্ষ্য থাকবে—যাকে সেবা ক'রছ, তাকে খুশি ক'রে আত্মপ্রসাদ লাভ করা। কিন্তু সেবার অহঙ্কার যদি আসে, তখন সেব্যের খুশির দিকে লক্ষ্য থাকে না। তাই তদনুগ আত্মবিনায়নও হয় না। শবরীর মত সুন্দরী হ'য়ে চল।

সবার দিকে চেয়ে বললেন—শবরীকে সেবা পছন্দ করে খুব। শবরী ছিল প্রীতিতপা কৃচ্ছ্রতপস্বিনী।

রমণদার (সাহা) মা এসে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই যে বৈশাখ মাস গেল, কোন বামুন-টামুনকে ভুজ্যি-টুজ্যি দিছ?

রমণদার মা—দিইনি তো!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কি! বৈশাখ মাস চ'লে গেল, অথচ কোন বামুনকে ভুজ্যি দিলে না!

মায়া মাসীমা—রাধা ঠাকুরাণী যে দিত, তা' জান না?

রমণদার মা—জানি তো।

প্রফুল্ল—মা'র তো স্মৃতিই আছে তখনকার।

মায়া মাসীমা—ও রমণের মা! প্রফুল্ল বলছে, তোমার বলে সে যুগের স্মৃতি আছে? কি বল, আছে না?

রমণদার মা—আছে তো! কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চন্দ্রেশ্বর খুব পাকা বামুন। চা ভী পিতা হি নেহি। আর, বৈকুণ্ঠও বড় বামুন। একে বামুন, তায় উকিল। আর চুনীকে তো চেনো, ও হ'ল ঘটক চৌধুরী।

রমণদার মা—দেব যে, টাকা কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ মাসে যে এত টাকা পেলে! আর, মানুষ যে টাকা দেয়, তা' কি টাকা থাকা না-থাকার উপর নির্ভর করে? প্রাণ থাকলেই মানুষ দিতে পারে।

এ-সব কথাবার্ত্তা চলছে, এমন সময় একটি মা তার অভাবের কথা এসে জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হরিপদ যখন আসে, তখন আসিস। তাকে ক'য়ে দেব নে।

এরপর কিশোরীদাকে (চৌধুরী) বললেন—ওয়েস্ট এণ্ডের কুয়ো ঝালাই করা হ'চ্ছে। তার জন্য ঊনত্রিশটা টাকা জোগাড় করেন।

তার পরক্ষণেই রাজেনদাকে (মজুমদার) একজনের জন্য পনের টাকা সংগ্রহ ক'রতে বললেন। তারপর তিনি বললেন—আমি মা'র পেট থেকেই পড়েছি ভিক্ষুক হ'য়ে। (নিজের হাত দু'খানা অঞ্জলিবদ্ধ ক'রে দেখিয়ে বললেন) এ যেন ভিক্ষা করার জন্যই তৈরী হ'য়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে লালমোহনদা (দাস), পঞ্চাননদা (সরকার) প্রমুখের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যাজন বড় ভাল জিনিস। যাজন নিত্য করাই চাই। এতে মানুষের brain (মস্তিষ্ক) keen (তীক্ষ্ণ), tactful (কৌশলী) ও consistent (সঙ্গতিশীল) হ'য়ে ওঠে। গীতায় আছে, 'যান্তি মদ্‌যাজিনোহ'পি মাম্'। যাজন ক'রতে গেলে যজন অর্থাৎ নাম-ধ্যান ইত্যাদি স্বতঃই এসে পড়ে, আত্মসমীক্ষাও চ'লতে থাকে। হিন্দুদের স্বাভাবিক জীবন-চলনা হ'চ্ছে যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ—এই ষট্ কর্ম্ম। বিপ্ররা হ'ল শিক্ষক, তাই ষট্ কর্ম্মই তাদের জীবিকা। অন্যান্য বর্ণ ঐ কর্ম্মের উপর ভিত্তি ক'রে স্ব-স্ব বর্ণোচিত কর্ম্ম করবে।

যাজনে মানুষ শিকারীর মতো হয়। শিকারে মানুষ হনন করতে চায়, এতে পূরণ ক'রতে চায়। মানুষের ভাল করাটাই luxury (বিলাসিতা) হ'য়ে ওঠে। ঐ লোভ হয়—'বাঁচ্ তুই, ভাল থাক্, বড় হ'—ঐ যেন নেশার মতো পেয়ে বসে। যাজনের ভিতর দিয়ে যাজক ও যাজিত উভয়েই সত্তার খোরাক পায়, অস্তিত্বের খোরাক পায়। মানুষের সঙ্গে শত্রুতায় অত নেশা হয় না। এখানে নেশা হয় মানুষের অশুভকে রোধ করবার। সে প্রতিনিয়ত পিছে লেগে থাকে, দেখে, কোন্ দিক্ দিয়ে কার উন্নতির জন্য কতখানি করা যায়। পতনের পথ, অবনতির পথ রোধ না ক'রেই ক্ষান্ত হয় না। রোখ হ'য়ে পড়ে সেইরকম।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রথা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি বাণী দিলেন।

বাণী দেওয়া শেষ হ'লে পঞ্চাননদা বললেন—আগে তো এত কথা ছিল না, ভক্তি, প্রীতি, সেবা ইত্যাদির কথাই প্রধান ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তির মধ্যে এই সবই আছে। কিন্তু ভক্তির মধ্যে যে এতখানি আছে, তা বোঝা লাগবে তো! সেবার মধ্যে আছে সংরক্ষণ, সম্পোষণ, সম্পূরণ। শুধু পা টেপা, গাড়ু-গামছা বওয়া সেবা নয়। সেবার মধ্যে বোধ, বিচার, বিবেক সবই আছে। Fertile brain (উর্ব্বর মস্তিষ্ক) না হলে সেবা হয় না। ননী (চক্রবর্তী) একসঙ্গে সব করে। অনেকে তেমন পারে না। যারই সেবা করতে চান, সেখানেই ঐগুলি চাই, নইলে সেবাই করতে পারবে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় কয়েকটি বাণী দিলেন।

১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, সোমবার (ইং ২৫। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। পঞ্চাননদা (সরকার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), আসামের রঞ্জিৎদা, রেবতী ভাই (বিশ্বাস) প্রমুখ উপস্থিত।

রঞ্জিৎদা বললেন—আমি ঠাকুরের চাকর, অন্য কারও নই, এই আমার আত্মপ্রসাদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠাকুরের চাকর হওয়া মানে সকলেরই চাকর হওয়া। ভগবানের চাকর যে হয়, সে যে কার চাকর না হয়, তা ভাবাই কঠিন।

পঞ্চাননদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কোন shock (মানসিক আঘাত) নিয়ে যদি মানুষ খুব চিন্তা করে, তবে অন্তর্নিহিত উপাদানী সংস্থিতিও একটা বিকৃত বিন্যাস লাভ করে। অন্তর্নিহিত যোগাবেগ দিয়েই তা' সুবিন্যস্ত হয়। অবশ্য, এতে বেশ শ্রম লাগে। গভীর তপস্যার ভিতর দিয়েই এই ঔপাদানিক বিন্যাস হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বেলা ন'টা বার মিনিটে একটি বাণী দিলেন।

বাণী দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখানে দুটো টিয়া ছিল, ওদের মধ্যে খুব ভাব ছিল। তার মধ্যে গায়ে রং-চং-ওয়ালা একটা টিয়ে উড়ে চলে গেল। সেটা উড়ে যাবার পর আর যে টিয়েটা ছিল, সেটা কেমন নিস্তেজ হ'য়ে গেছে। সেটা উড়েও যায় না, আছে, কোন স্ফূর্ত্তি নেই। তাই ভাবি, ওইরকম টিয়া আর একটা থাকলে ভাল হ'তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর মাঠে ইজিচেয়ারে ব'সে আছেন, তিনি আপনমনে বললেন—আমাদের মধ্যে পরাক্রম বীর্য্যবত্তা জিনিসটা দেখা যায় খুব কম। এটা বোধহয় হ'য়েছে ভুল দার্শনিকতার জন্য।

এরপর তিনি একটি বাণী দিলেন।

প্রফুল্ল বাণীটি পড়বার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বহু দজ্জাল মেয়ে আছে, তারা আমার সঙ্গে যখন ঝগড়া করে, তখন আমি তার মধ্যে-দিয়ে ধরিয়ে দিই, কোন্ কথাটা সহ্য করা উচিত নয়। আবার, কেউ যদি কোন অন্যায় কথা বলে, সেটাও ধরিয়ে দিই, কোন্ কথাটা বলা উচিত নয়, কেন উচিত নয়। অসৎনিরোধী পরাক্রমকে ঠিকভাবে পরিচালনা ক'রতে পারলে যথেষ্ট ভাল কাজ হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

অবসন্ন যখন তুমি
উদাত্ত আবেগে বল—
আমার অন্তরস্থ যোগদীপনা
রাগশৌর্য্যমণ্ডিত হ'য়ে ওঠ,
ব্যস্ত মস্তিষ্ক আমার
বিনায়িত হ'য়ে ওঠ,
ফুল্লদীপনায় উচ্ছল হ'য়ে ওঠ,
শ্রেয়ার্থপরিচর্য্যা-নিরত হ'য়ে ওঠ—
তীব্র ধী-য়ের সঙ্গতিশীল
দক্ষকুশল তৎপরতা নিয়ে;
জাগ্রত হও,
ওঠ,
বরেণ্যে নিবুদ্ধ হ'য়ে চল—
উচ্ছল-সক্রিয়-উদাত্ত ভঙ্গীতে;
এমনতর স্বতঃঅনুজ্ঞা-উদ্দীপনা
ভাবরঞ্জনার ওজোদীপ্তিতে
তোমাকে প্রভান্বিত ক'রে তুলবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে আরও বাণী দিলেন।

রাত দশটা। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের উদ্যোগ হ'চ্ছে। এমন সময় দূর থেকে একটা কুকুরের বাচ্চার আর্ত্ত ছটফটানির শব্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের কানে আসল। তখন তিনি বাচ্চাটার সম্বন্ধে খোঁজ নিতে লোক পাঠালেন। বাচ্চাটাকে জল খেতে দেওয়া হ'ল, তাতেও ক'মল না। শ্রীশ্রীঠাকুর উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বারবার লোক পাঠাতে লাগলেন। শেষটা ওর গায়ে ভাল ক'রে জল ঢালতে বললেন। জল ঢালার পর কুকুরটা ধীরে ধীরে শান্ত হ'লো। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর ভোগে বসলেন।

১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ২৬। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরিদাসদা (সিংহ), গোপেনদা (রায়), নরেনদা (মিত্র) প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত।

গত ঋত্বিক অধিবেশনের সময় এখানে অনেক দীক্ষা হ'য়েছে, সেই সম্পর্কে ননীদা বললেন—দীক্ষা দিয়ে-দিয়ে আমরা যেন অবসন্ন হ'য়ে পড়তাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দীক্ষা ঠিকভাবে দিতে গেলে খানিকটা ওইরকম হয়ই। কাউকে যদি ঘাড়ে তোলা যায়, সে খুব হাল্কা বোধ করে, আবার, যে ঘাড়ে তোলে, তার খানিকটা ভার বোধ হয়।

এরপর বললেন—দাঁড়া, এখনই দেখতে পারবি। এই বলে হরিদাসদাকে বললেন—ননীকে ঘাড়ে তোল তো!

হরিদাসদা ননীদাকে ঘাড়ে নিয়ে দুই-এক মিনিট ঘুরে বেড়ালেন। তারপর ননীদাকে নামিয়ে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ননীদাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—তোর কেমন লাগছে?

ননীদা—আমার খুব হাল্কা লাগছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসদাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—তোর কেমন লাগছে?

হরিদাসদা—আমি বিশেষ কিছু বোধ ক'রছি না, ননীদার শরীর খুবই হাল্কা। তবে একটু ভার তো লাগেই।

পূজনীয় বড়দা ও ছোড়দা একসঙ্গে যাচ্ছিলেন, ছোড়দা ছাতা ধ'রে আছেন, দুই ভাই কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দূর থেকে দেখে বললেন—এদের দুই ভাইয়ের মধ্যে যেমন ভাব, এমন বড় দেখা যায় না, অসাধারণ। অসাধারণ এই হিসাবে বলছি যে সচরাচর এমনটা চোখে পড়ে না। দেখে খুব ভাল লাগে।

আজ উড়িষ্যার ফুলবাণী থেকে সেখানকার ডেপুটি কমিশনার ক্ষিতীশদা (রায়) প্রমুখ এসেছেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয়া রাঙামার একটি চিঠির বয়ান বলে গেলেন এবং প্রফুল্ল তা' লিখে নিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। সেবাদির সঙ্গে শবরী সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছিল।

সেবাদি জিজ্ঞাসা ক'রলেন—ভক্তদের কি চিরকালই কষ্টের মধ্যে দিয়ে চ'লতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভক্তের কাছে কোন কষ্ট থাকে না। বাঞ্ছিতের জন্য যা' করণীয়, তা' করতে না পারাটাই সে নিজের সর্ব্বনাশ বলে মনে করে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশ-অনুযায়ী জাতিস্মর শান্তিদেবীর কাছে চিঠি লেখা হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। সেখানে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে কথা বলতে-বলতে দুটি বাণী দিলেন।

১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ২৭। ৫। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), শচীনদা (গাঙ্গুলী), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), সুহৃদদা (মল্লিক চৌধুরী), প্রমুখ উপস্থিত।

শচীনদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুদিন আগে একটা টর্চ্চ দিয়েছিলেন। সেই টর্চ্চটা খারাপ হওয়ায় তা' সারাতে দেওয়া হয়। যে-টর্চ্চটা সারাতে দেওয়া হ'য়েছিল, সেটা সেরে আসার পর তিনি অন্য টর্চ্চটা ননীদার কাছে ফেরত দেন। ননীদা সেটা ঘরে রেখে দেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা শুনে ননীদাকে বললেন—ওটাও এনে দে, একবার দেওয়া হয়েছে আবার নিলি কেন?

শচীনদা বললেন—আমার তো একটা আছে, আর দরকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আছে, এটাও নিয়ে নেন। একটা না হয় অজয়ের মাকে দেবেন।

শচীনদা—আপনি আমাকে কোন জিনিস দিলে উনি তা' নিতে চান না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এতো আমি বলেই দিলাম। তাছাড়া স্বামীকে দিলে স্ত্রীকেও দেওয়া হয়, স্ত্রীকে দিলে স্বামীকেও দেওয়া হয়। যেমন পিতরৌ মানে মাতা-পিতরৌ।

বেলা আটটার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বিছানায় বসেছেন। সুহৃদদা, জনার্দ্দনদা, ক্ষিতীশদা (রায়) প্রমুখকে সৎসঙ্গ উদ্বাস্তু-স্থপনী ভূহোম-যজ্ঞের পরিকল্পনা সম্বন্ধে বললেন এবং সুহৃদদাকে বিশেষভাবে ভার নিতে বললেন।

পরে বললেন—দুটো দল করা লাগে। একদল ঘুরে ঘুরে জমি সংগ্রহ ক'রবে, আর একদল জায়গায় জায়গায় বিশিষ্ট লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে উদ্বাস্তুদের বসিয়ে দিতে চেষ্টা ক'রবে। তাদের পিছনে উপযুক্ত লোক রাখা লাগে। আমার মনে হয় টক-টক ক'রে হয়ে যাবে।

বিচার সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ক্ষিতীশদাকে বললেন—একটা লোক অপরাধ ক'রলেও তার ঈশী-সম্বেগ, সাত্ত্বিক অনুদীপনা তাকে ছেড়ে যায় না তখনই। ডাবের জল অপরাধীর কাছে তেতো হ'য়ে যায় না। প্রকৃতি তখনও তাকে সহানুভূতির চোখে দেখে সংশোধন ক'রতে চায়। তুমিও তেমনি বিচারকের আসনে যখন বস, তখনও পরমপিতা ও বিশ্বপ্রকৃতির মতো দৃষ্টি নিয়েই অগ্রসর হও। দেখবে, তাতে তার অন্তরও সাড়া দেবে।

সুহৃদদা—আজকাল রকম হ'য়েছে, সাজা না দিলে promotion (পদোন্নতি) হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমাদের যদি ক্ষমতা থাকে, তাহ'লে তোমরা এমন ক'রো যে, যারা সাজা দেবে তাদের promotion (পদোন্নতি) হবে না। যারা যত সাজা না দিয়ে মিলন ঘটাবে, তাদেরই বরং promotion (পদোন্নতি) হবে।

বিচারক-সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত লেখাটি প্রফুল্ল প'ড়ে শোনাল।

Politics (পূর্ত্তনীতি) সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমরা যাই করি, তার পিছনে চাহিদা হ'লো বাঁচা, বাড়া ও থাকা। আর, তা' অনন্তকাল ধ'রে স্মৃতিচেতনা নিয়ে। আর, politics (পূর্ত্তনীতি) করি, তাও ঐ জন্যই—ঐ ধর্ম্মই মূলে। Politics এসেছে পৃ ধাতু থেকে। পৃ-ধাতু মানে পূরণ, পোষণ। পূরণ, পোষণ যদি না করে তবে politics-এর (পূর্ত্তনীতির) দাঁড়া থাকে না। নেতা মানে যে নিয়ে যায় বাঁচাবাড়ার পথে।

চিত্ত-দা (বসু)—মানুষের ভিতর তো বহু অসম্পূর্ণতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসম্পূর্ণতা একটা relative term (আপেক্ষিক কথা)। ফলকথা, আমাদের সবকিছুকে পরিচালনা করা লাগবে বাঁচাবাড়ার পথে। মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তিক্ষুধা আছেই। কিন্তু সেই প্রবৃত্তিক্ষুধাকে বাঁচাবাড়ার সঙ্গে সঙ্গতিশীল ক'রে তুলতে হবে। বাঁচতে-বাড়তে গেলেই পরিবেশের প্রয়োজন। আমি যদি পরিবেশের বাঁচাবাড়ার অন্তরায় হ'য়ে উঠি, তাহ'লে পরিবেশও আমার প্রতি তেমন হ'য়ে উঠবে। তাই, আমাদের বাঁচাবাড়ার জন্যই পরিবেশের বাঁচাবাড়ার সহায়ক হ'য়ে উঠতে হবে। এই বোধটা প্রত্যেকের মজ্জায় মজ্জায় ঢুকিয়ে দিতে হবে। এই inter-interested (পরস্পর স্বার্থান্বিত) রকম যত বেড়ে যাবে, ততই রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ক'মে যাবে।

মানুষ জীবনের থেকে আর বেশী কিছু ভালবাসে না। তুমি যদি সেই বাঁচাবাড়ার বার্ত্তাবাহী হও, তোমার জীবন ও চরিত্র যদি তেমনতর হয়, তখন নাপিত যে তোমার

চুল কাটবে, তার এক একগাছা চুল যে কতটাকায় বিক্রী হবে, তা ঠিক নেই। এ কথা তোমাদের প্রতিষ্ঠার লোভে বলছি না, কিন্তু বলছি এইজন্য যে সত্যিই মানুষের এতখানি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ আছে এ ব্যাপারে।

চল্লিশজন leader (নেতা) হ'লে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া সর্বত্র আন্দোলন সৃষ্টি করতে পার। এখানকার ঢেউ ওখানে গিয়ে লাগবে, ওখানকার ঢেউ এখানে এসে লাগবে। বিশ্বময় একটা বিরাট কম্পন সৃষ্টি হ'য়ে যাবে।

সুহৃদদা—আমার মনে হয়, সময় এসে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ আছে, চিরদিনই থাকবে। 'নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।' সত্তার আকৃতি মানুষকে ছাড়ে না কোনদিন।

চিত্তদা—Instinct (সহজাত সংস্কার) ভাল না থাকলে তো শুধু environment (পরিবেশ) ভাল হ'লেই কাজ হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Instinct (সহজাত সংস্কার) যাই থাক, সাত্ত্বিক অনুবেদনা প্রত্যেকের আছে। সে কুকুর, মানুষ; পোকা-মাকড় প্রত্যেকের তার মতো ক'রে। আদর্শে কেন্দ্রায়িত হ'লেই হয়। আত্ম-সম্বেগই যা-কিছু হ'য়েছে তার চাহিদা-অনুপাতিক। পরিবেশের সংঘাতের ভিতর দিয়ে, বিনায়নার ভিতর দিয়ে gene-এর (জনির) এর সৃষ্টি হ'য়েছে।

চিত্তদা—প্রত্যেকের যোগ্যতা তো আলাদা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-এক জনের এক-এক রকম না হ'লে হবে না। খেজুর, তাল, পেয়ারা, আলাদা— প্রত্যেকটা বিশিষ্ট। সবগুলিকে স্বস্থ, সতেজ, সুন্দর রাখতে গেলে প্রত্যেকটি বৈশিষ্ট্যকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। প্রধান জিনিস হ'ল বাঁচাবাড়া। আর তার জন্য চাই passion-এর (প্রবৃত্তির) adjustment (নিয়ন্ত্রণ)। কঠিন কিছু না, করা চাই।

চিত্তদা—সুনিয়ন্ত্রিত লোক তো পাওয়া মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতকগুলি সুনিয়ন্ত্রিত ইষ্টনিষ্ঠ মানুষ যদি leader (নেতা) হ'য়ে model (নমুনা) হ'য়ে দাঁড়ায়, তবে তাদের দেখে হয়।

চিত্তদা—Leader (নেতা)-রাই তো প্রবৃত্তিপরায়ণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে কথা বলছি না। বাঁচাবাড়াই যার প্রবৃত্তি, এমনতর leader (নেতা) চাই। তারা চলবে ইষ্টার্থী চলনে। Concentric (সুকেন্দ্রিক) না হ'লে ভেঙে যাবে। আমাদের দেহে নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, কোষ থাকা সত্ত্বেও সেগুলি পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক হয়, পরিপোষক হয়, যতক্ষণ কিনা বাঁচাবাড়ার পথে চলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Conference (উৎসব)-এর সময় দূরে অনেক বাড়ী ভাড়া নেওয়া হ'য়েছিল, কিন্তু লোকগুলি সেখানে না গিয়ে এখানে মাঠের মধ্যে

প'ড়ে থাকল,—সেটা একটা মস্ত আশার কথা। তাই মনে হয়, আত্মিক সম্বেগ ক্রমশঃই বেড়ে যাবে। এ আগুন ছড়িয়ে যাবে সবখানে।

চিত্তদা—অনেকে মনে করে ঠাকুর ভগবান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠাকুর ভগবান কয়, এর ভিতর দিয়ে তাদের urge of becoming (বাড়ার আকুতি) কতখানি বোঝা যায়। তারা প্রত্যেকেই চেষ্টা ক'রলে অনেক বড় ঠাকুর হ'তে পারে। তবু যে যত বড় ঠাকুরই হোক, তার ঠাকুর তার কাছে ভগবান থাকবেনই। ভগবান হ'লেন তার বিবর্দ্ধনের ক্ষুধার পরিপূরক। ওটাকে সে কখনও খতম ক'রতে চায় না।

সুহৃদদা—আপনার অপার ভালবাসা দেখে মানুষ আপনাকে ভগবান কয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি ভগবানই কও, অবতারই কও, ঈশ্বরই কও, বামুনঠাকুরই কও, আর শিব চক্রবর্ত্তীর ছেলে অনুকূল চক্রবর্ত্তীই কও, আর মেথর, মুদ্দফরাস, ডোমই কও, যাই কও আমি যা', আমি তা'। আমি যে ভালবাসি তোমাদের সে আমার নিজের স্বার্থ থেকে। আমি বলি, তোমরা বাঁচ, সুখে থাক, সুদীর্ঘজীবী হও, স্বস্তির অধিকারী হও। কারণ, আমি তোমাদের জীবনে বেঁচে থাকতে চাই। তাই, আমার এ ভাষা আপনা থেকে এ মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। ত্যাগের কথা আমি বড় বুঝি না। আমি বলি, এমন খাওয়া, চলা, বলা, ভাবা নিয়ে চ'লো যাতে সত্তাসম্বর্দ্ধনা স্বতঃ হ'য়ে ওঠে।

আমি ভাবি, তোমার পূর্ব্বপুরুষ অমৃত-অমৃত ব'লে চিৎকার ক'রে গেছেন, তাই অমর হও তোমরা। সুদীর্ঘজীবী কম কথা, চিরজীবী হও—স্মৃতিবাহী চেতনা নিয়ে। এ আমাদের চাই-ই। 'আকাশে পাখি কহিছে গাহি, মরণ নাহি মরণ নাহি।'

চাষবাস যতই করি, মানুষের চাষ যদি না করি, জাতক যদি অপকৃষ্ট হ'তে থাকে তাহ'লে ঠ'কে যাব। বাপের থেকে ছেলে অন্ততঃ চার আঙুল বড় হওয়া চাই। মানুষ যদি মানুষ না হয়, তবে চাষই বা ক'রবে কে আর বাসই বা ক'রবে কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর সুহৃদদাকে বললেন—তুমি তো কুলীন।

সুহৃদদা—না মৌলিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুলীনের মেয়ে আর এনো না, কুলীনে মেয়ে দিও। কুলীন আবার স্বস্থ কুলীন হোক। তোমরাও বাঁচ, error (ভুল) rectify কর (সংশোধন কর)। মনে রেখো, প্রজনন-ব্যাপারে, vegetable world, animal world, human world (উদ্ভিদজগৎ, পশুজগৎ, মানবজগৎ) সর্ব্বত্রই অনেকখানি একই নীতি।

সুহৃদদা—বিয়ে করা কি অপরিহার্য্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিবাহ না হ'লে তো দুনিয়া থেমে যাবে। বিয়ে না-করা মানুষের প্রয়োজন সংসারীদের জন্য। বিয়ে ক'রলে ভাগবত অশুদ্ধ হবে না। সমগ্র পরিবারকেই ইষ্টার্থপরায়ণ ক'রে তোলা চাই পারিবারিক যাজন ও অনুশীলনের ভিতর দিয়ে। প্রত্যেকে উদ্বর্দ্ধনী কৃষ্টির পথে চলবে, সমগ্র পরিবার দানা বেঁধে উঠবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর চিত্তদার দিকে চেয়ে বললেন—তাই কই, মণি, নেমে পড় আর চল্লিশজন যোগাড় কর। এখানে কিছুদিন থাক, দেখ, শোন, বোঝ, ডালে লঙ্কা ড'লে দুটো খাও, তারপর সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়। তখন দেখবে কী ঢেউ শুরু হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বৈকুণ্ঠদা (সিন্‌হা), লাল ভাই (প্রসাদ), চন্দ্রেশ্বরদা (শর্ম্মা)-কে তাড়াতাড়ি বাংলা শিখতে বললেন। তারপর বললেন—আমি তো বুড়বাক, এখনও হিন্দি শিখতে পারলাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সদলবলে পরে অশত্থতলায় এসে বসলেন।

তিনি নিজে থেকে বললেন—নিত্য ইষ্টভৃতি ক'রতে হয়, ওতে মানুষ concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়। Concentric (সুকেন্দ্রিক) না হ'লে মানুষের will-power (ইচ্ছা-শক্তি) বাড়ে না। Will-power (ইচ্ছা-শক্তি) না বাড়লে activity (কর্ম্ম) বাড়ে না। ছেলেপেলেদের পিতৃভৃতি, মাতৃভৃতি ধরিয়ে দিতে হয়। বাবা দেখবে যাতে মাকে দেয়, মা দেখবে যাতে বাবাকে দেয়। কারও কাছ থেকে পেলে যে টান হয়, তা' কিন্তু নয়। বরং যাকে দেওয়া যায়, তার উপর টান হয়।

ক্ষিতীশদা—শাসন-ব্যাপারে cruel ও rough (নিষ্ঠুর ও কর্কশ) হওয়া কি প্রয়োজন হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Cruel বা rough (নিষ্ঠুর বা কর্কশ) হবে যেখানে, সেখানেও যেন মানুষ বোঝে, আমার ভাল এত চান যে তাই না হওয়ার দরুন তিনি এমন ক'রছেন। তোমার action, expression ও attitude (কর্ম্ম, অভিব্যক্তি ও ভাব)-এর ভিতর দিয়ে এটা ফুটে বেরুনো চাই। কখনও কখনও rough (কর্কশ) হওয়া লাগে। Roughness (কর্কশতা)-এর ভিতর দিয়েও যেন তোমার প্রাণের স্পর্শ টের পায় তারা। ভালবাসাটা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে দেওয়া আছে। বাপ-মার আবেগোচ্ছল মিলনের ভিতর দিয়ে জন্মেছ। শুক্রাণু ও ডিম্বকোষের মিলন থেকে হ'য়েছে জাইগট ও সেল। তাই-ই তুমি। ঐ যোগরাগ তোমাকে ক্ষিতীশ ক'রেছে, আমাকে অনুকূল ক'রেছে। ঐ একটা সেলই দেহ হ'য়েছে। সেগুলি বিন্যস্ত ও সংহত হ'য়েছে ঐ যোগাবেগ দিয়ে। ঐ যোগাবেগ দিয়ে জনতাকে সংহত ক'রে তুলতে পার।

ক্ষিতীশদা—তবে মানুষের মধ্যে অন্য ভাব কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের সত্তাসংরক্ষণী বুদ্ধির সঙ্গে আছে অসৎ-নিরোধী সম্বেগ। অসৎনিরোধী সম্বেগ যতসময় যৌনপ্রবৃত্তি ও আভিজাত্যের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন না হয়, তত সময় জাতি উন্নতি লাভ করে না।

সেদিন শুনলাম, একদল বানর নাকি একটা বাঘ মেরে ফেলেছিল। একাদর্শে সংহত হ'লে পরস্পর স্বার্থান্বিত হ'য়ে পড়ে। আদর্শের স্বার্থপ্রতিষ্ঠাই তখন মানুষকে পরিচালিত করে।

ক্ষিতীশদা—মানুষের মধ্যে এত পরশ্রীকাতরতা কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে আমরা পরশ্রীপরায়ণ নই। মানুষের উন্নতি না ক'রে চেপে নিংড়ে রস বার ক'রে নিতে চাই, স্বস্তিমণ্ডিত ও সমৃদ্ধিপরায়ণ ক'রতে চাই না। এইসব প্রতিকূলতা আছে বুঝে এমন সাবধানে কুশল-কৌশলে চ'লবে, যাতে কেউ তোমাকে বিপন্ন ক'রতে না পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে ক্ষিতীশদাকে বললেন—তুই শন পাঠাবি না?

ক্ষিতীশদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই শন পাঠালে তা' দিয়ে ক্ষত্রিয়দের জন্য পৈতে করা যায়, সে পৈতে বেশ শক্ত হয়।

২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ৫। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। ভক্তবৃন্দ অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয়া অনুকাদির কাছে একটি চিঠির শ্রুতলিখন দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা, সুশীলদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), বিহারবাণী পত্রিকার (দেওঘর) সুধীর রায় প্রমুখ উপস্থিত।

জনৈক দাদা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আমি শান্তি পাব কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ইষ্টার্থপ্রাণতায় তোমার বুক যত ভরা থাকবে, ততই তুমি শান্তি পাবে। ঐই শান্তির পথ। ওতে তুমি মাটি খেয়েও যদি থাক, তোমার মুখ সোনার মত ঝকঝক ক'রবে। পার তো দেখ, ওই জিনিসটা ফুটিয়ে তুলতে পার কিনা। ওরই বাস্তবপন্থা হ'ল যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি।

সুধীরবাবু—আমার এখন দীক্ষা নেওয়ার কথা মনে হয়, এখন ওদিকে নজর আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নজর দেওয়াই ভাল। কারণ, ঐ নজর যার নাই, তার stand of life (জীবনের দাঁড়া) ব'লে কিছুই নেই।

সুধীরবাবু—আপনি যখনই ডাকবেন, তখনই আসব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার ডাক আছে, যখনই আপনার সুবিধে হবে, তখনই আসবেন। মরণের যখন কোনও কাল নেই, তখন জীবনের লওয়াজিমা যত তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করা যায়, ততই ভাল।

সুধীরবাবু—হিন্দির চর্চ্চাটা খুব ভাল ক'রে করা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের এখানে কোনও কিছুরই systematic চর্চ্চা বড় নেই, তবে ঘরোয়াভাবে অনেকে চেষ্টা করে। অনেকে রাজমিস্ত্রীর কাজ ক'রতে ক'রতে ম্যাট্রিক

পাশ করে। মেয়েরা ঘর-গেরস্থালী কাজ ক'রতে ক'রতে অনেক সময় আই-এ, বি-এ পাশ ক'রে যায়।

সুধীরবাবু—কর্ম্ম ও ভাগ্য কি জড়িত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ভজন যেমন, ভাগ্য তেমন, অদৃষ্ট তেমন। আমাদের কর্ম্ম যত আদর্শকে কেন্দ্র ক'রে নিয়ন্ত্রিত হয়, আমাদের বর্দ্ধনাও তত এগিয়ে যায়। মানুষের আদিম আকূতি বাঁচা-বাড়া। আগুনে পুড়ে ম'রতে গিয়ে লোকে বলে, ডাক্তারবাবু আমাকে বাঁচিয়ে দিন। আমরা সত্তাকে বড় ভালবাসি, তার সঙ্গে সম্বন্ধান্বিত যা', তাকে বলি আত্মীয়-স্বজন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভালবাসা বা যোগাবেগই প্রধান জিনিস। তা' থেকেই জীবন, তুমি, আমি, চোর-লুচ্চা যা-কিছু। ভালবাসা যত concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়, ততই মানুষ adjusted ও powerful (নিয়ন্ত্রিত ও শক্তিশালী) হয়। এই হল চলনার লীলা-লাস্য। লীলা মানে আলিঙ্গন ও গ্রহণ। আদর্শ না থাকলে যোগাবেগ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে। তখন আমাদের চলার মধ্যে, বোধের মধ্যে কোন সঙ্গতি থাকে না। ইষ্টে টান থাকলে আমরা সব প্রবৃত্তি দিয়ে ইষ্টার্থ প্রতিষ্ঠা করি। দুনিয়ায় বিচরণ করি ঐ আগ্রহ নিয়ে। মানুষ-ধরার জেলে হ'তে হয়। আমাদের স্বার্থ সবাই। সবার যদি ভাল না হয়, তাহ'লে আমাদের ভাল হ'তে পারে না। ইষ্টের উপর টান যত বাড়ে, আমাদের মমতাও তত ভূমায়িত হয়। সেইজন্য অল্প বয়সে দীক্ষা নেওয়ার প্রথা ছিল আমাদের। অবশ্য যোগাবেগ যার যত প্রবল, সে দেরীতে দীক্ষা নিলেও, তত সত্বর সংহত হ'য়ে ওঠে।

সুধীরবাবু—সত্য মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্য মানে তাই যা' সত্তাপোষণী ও সত্তাপূরণী। সেবা মানে পালন, পোষণ, পূরণ। সেবার মধ্যে-দিয়ে প্রিয়-প্রতিষ্ঠা ক'রতে না পারলে লাখ বছরের সেবা ব্যর্থ হ'য়ে যায়। সেন্ট পল, সেন্ট ম্যাথু যেভাবে ধর্ম্মদান ক'রে গেছেন, তার প্রভাব অবিনশ্বর।

সুধীরবাবু—সৎ চরিত্রের প্রভাবেই কি মানুষ মানুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একজন হয়তো লুচ্চা, কিন্তু ইষ্টের প্রতি খুব যোগাবেগ। সে লাখ খারাপ হ'লেও যখন তার চরিত্রের মোড় ফেরে, তখন অসাধারণ হ'য়ে ওঠে। রত্নাকর বাল্মীকি হ'য়ে গেল। বাল্মীকির হাত দিয়ে রামায়ণ বেরুল। প্রীতির মতো যোগ নেই, ভক্তির মতো যোগ নেই। 'শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্'। শ্রদ্ধা না থাকলে জ্ঞান হয় না। কতকগুলি উপরসা জানা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, ব্যক্তিত্ব হয় না।

সুধীরবাবু—শক্তিকে ভগবান বলা হয়। সে কিরকম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার শক্তি যখন সুকেন্দ্রিক হ'য়ে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত হয়, তখন তার ভিতর-দিয়েই ভগবানকে উপলব্ধি করার পথ খুলে যায়। সেই আকৃতি যদি নিভে যায়, তাহ'লে আপনি এগুতে পারবেন না।

একটু সময় চুপচাপ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—উপাসনা মানে নিকটে বসা। কাছে না গেলেও মনে-মনে কাছে বসা। ধ্যান করা, চিন্তা করা তাঁর কাছে বসছি। আত্মোৎসর্গ মানে নিজেকে উন্নতভাবে সৃষ্ট করা। তখন আসে individuality (ব্যক্তিত্ব)। ঠাকুর মানে যিনি ঠক্কর দেন। আমাদের প্রবৃত্তি নিজস্ব খেয়ালে চলতে চায়। কিন্তু তিনি চান আমাদের সাত্বত কল্যাণের পথে পরিচালনা করতে। তখন প্রবৃত্তিতে ঠক্কর লাগে। প্রবৃত্তির খেয়াল উপেক্ষা ক'রে যখন তাঁর পথে চলি, তখন প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত হয়।

সুধীরবাবু—কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আপনার কী মনে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভবিষ্যৎ তো সৃষ্টি করা লাগে করার ভিতর-দিয়ে। করব যেমন, ভবিষ্যৎও তেমন হবে। প্রাচীনের সূত্রে নবীনকে বিনায়িত করা লাগে। আর, ঐ প্রাচীনগর্ভী নবীনকে ভবিষ্যতের সৃজনী করে তুলতে হয়। আভিজাত্য অর্থাৎ পিতৃ-পুরুষের গৌরব ও গুণ যাতে আমাতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ও সংবর্দ্ধিত হ'য়ে ওঠে তা' করতে হয়। কেউ কারও ছোট নয়, প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেকেই তার বৈশিষ্ট্যে বড়। প্রত্যেক মানুষের যেমন বৈশিষ্ট্য আছে, প্রত্যেক বর্ণেরও তেমনি। খেজুর গাছ, তাল গাছ—দুইয়েরই প্রয়োজন আছে। প্রত্যেকের কাছেই অন্যের প্রয়োজন আছে।

এরপর সুধীরবাবু প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুযোগ পেলেই চ'লে আসবেন।

২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ১০। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা ন'টায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে গোল-তাঁবুতে সমাসীন।

কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—আমরা যদি বৈশিষ্ট্যপালী, আপূরয়মাণ পুরুষোত্তম না পাই, সেখানে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে আমাদের সব দ্বন্দ্ব যদি সুবিন্যস্ত ও সমাহিত না হয়, তবে maximum becoming ও adjustment (সর্ব্বোত্তম বিবর্দ্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) হ'তে পারে না। আবার, অমন কেন্দ্রে আমরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই যত কেন্দ্রায়িত হব, তত সন্তান-সন্ততিও উন্নততর বিবর্দ্ধনের দিকে এগুতে থাকবে ঐ কেন্দ্রের positive charge (ঋজী ভরণ)-এর অনুরণন বহন ক'রে।

২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ১১। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। পূজনীয় সুধাংশুদা এবং ননীদা (চক্রবর্ত্তী), উমাদা (বাগচী), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ আছেন।

অল্প বয়সের দুটি মেয়ে (পূজনীয় ছোড়দার মেয়ে সবিতা এবং কেষ্টদার মেয়ে প্রজ্ঞা) এসে একটা গান শোনাতে চাইল।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুশী মনে বললেন—গেয়ে ফেল।

ওরা মহা আনন্দে নেচে-নেচে একটা গান গেয়ে শোনাল।

গান শেষ হবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বাহবা দিয়ে বললেন—বাঃ কী সুন্দর!

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ইংরেজী ও বাংলায় কয়েকটি বাণী দিলেন।

২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ১২। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় অশখতলায় চেয়ারে বসে কাঠের কারখানার কাজকর্ম্ম দেখছেন এবং মনোহরদা (সরকার)-কে প্রয়োজনীয় নির্দ্দেশাদি দিচ্ছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), কেষ্ট সাউদা, নিখিল (ঘোষ), প্যারীদা (নন্দী), খগেনদা (তপাদার), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত। এমন সময় পাটনায় শ্রীযুক্ত বলদেববাবু (সহায়) হাউজারম্যানদা-সহ আসলেন।

বলদেববাবু একবার করোনারী থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হ'য়েছিলেন। তাই, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে হার্টের জন্য বলকারক কোনও ওষুধ আছে কিনা জিজ্ঞাসা ক'রলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলদেববাবুকে ক্র্যাটিগ্যাস মাদার টিঞ্চার খাবার কথা বললেন এবং প্যারীদাকে তা' দিতে বললেন। প্যারীদা তখনই উঠছিলেন। বলদেববাবু বললেন—আমি আছি, পরে নেব।

বলদেববাবু কথাপ্রসঙ্গে বললেন—রাধাকৃষ্ণন বলেছেন, অথোরিটি থেকে emancipation of conscience (বিবেকের মুক্তি) যত হবে, ততই মানুষের মঙ্গল হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো বুঝি অথরিটি, অন্য কথায়, আদর্শকে অটুটভাবে অনুসরণ করা, তা' থেকেই আসে emancipation of conscience (বিবেকের মুক্তি)।

বলদেববাবু—আমরা ভগবানকে খুঁজব কেন, তার দরকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের জীবনে আমরা ঈশ্বরকে খুঁজি, কিন্তু জানি না তিনি কী ও কেমন! তার জন্য meaningful rational adjustment (সার্থক যুক্তিসঙ্গত বিন্যাস)-ওয়ালা মানুষের দরকার হয়। তাঁকে ধ'রেই আমরা বিবর্দ্ধনের পথে এগিয়ে যাই। আমাদের জীবনের chaos (বিশৃঙ্খলা) যা', তা' cosmos (শৃঙ্খলা)-এ পর্য্যবসিত হয়। Concentric (সুকেন্দ্রিক) না হ'লে এ হয় না। আমাদের ভিতর যোগাবেগ আছে। কিছুর সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আমরা বাড়তে চাই, বাঁচতে চাই। যখন ঐ যোগাবেগ সুস্থভাবে ন্যস্ত হয় না, তখনই আমরা ব্যাধি ও বিকৃতির কবলে প'ড়ে যাই।

বলদেববাবু—ধার্ম্মিক লোকের search for God (ঈশ্বরের অনুসন্ধান)-এর প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা হ'ল innate hankering (সহজাত ক্ষুধা)। God-এর search (ঈশ্বরের অনুসন্ধান) মানে good-এর search (ভালর অনুসন্ধান)। মানুষ বাঁচাবাড়া চায়। ঈশ্বরের অনুসন্ধানের ভিতর-দিয়ে জীবনটা উপভোগ করে। মানুষ ইষ্ট, অহং ও পরিবেশের সঙ্গতি চায়। এর দরুন ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার হাত থেকে মুক্তি পায়। সে প্রত্যেককে নিজের সত্তার মতো বোধ করে। এইভাবে এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে becoming (বিবর্দ্ধন)-এর পথে যায়। এই চলনই শাশ্বত চলন। শাশ্বত চলন ব'লতে আমি বুঝি ব্যাঙের মতো এগিয়ে যাওয়া। প্রত্যেকটি কোষ, ও অণুর মধ্যে আছে attraction & repulsion (আকর্ষণ ও বিকর্ষণ)। আবার, আছে বুদ্ধি, যা' দিয়ে বোঝা যায় কোন্‌টা অনুকূল, কোন্‌টা প্রতিকূল। সত্তার প্রতিকূল যা', তাকে বলে অসৎ। অসৎকে নিরোধ করা লাগে। আবার, সত্তার মধ্যে আছে সত্তাসংরক্ষণী, সত্তাসম্পোষণী ও আত্মবিস্তারের প্রবৃত্তি। এর দ্বন্দ্ব থেকে আসে ষড়রিপু। মানুষ, কোথাও কেন্দ্রায়িত না হ'লে কোন্‌টা সত্তার অনুকূল, কোন্‌টা সত্তার প্রতিকূল তা' বুঝতে পারে না। সেইজন্য অল্প বয়সে উপনয়নের ব্যবস্থা ছিল। তারও আগে ছিল চূড়াকরণ। চূড়াকরণ মানে প্রস্তুতিপর্ব। আমাদের গিন্নীরা মেয়েদের শিশুকাল থেকেই প্রস্তুত ক'রে দিতেন কেমনভাবে স্বামীর ঘর ক'রতে হবে। এটাও এক ধরনের চূড়াকরণ।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু থেমে বললেন—আর্য্যকৃষ্টি all fulfill (সর্ব্বপরিপূরণ)। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম, ইসলাম ধর্ম্ম ইত্যাদি সব কিছু এর মধ্যে প'ড়ে যায়। ধর্ম্ম কখনও বহু হয় না। আমরা ভাগ ক'রে ফেলেছি দুর্ব্বুদ্ধির ঠেলায়। World-teacher (বিশ্বগুরু) বা পুরুষোত্তম universal message (সার্ব্বজনীন বাণী) নিয়ে আসেন। তার উপর দাঁড়িয়ে বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পৃথিবীর সব দেশ নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে।

বলদেববাবু—ঈশ্বরের বিষয় নিয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম ও সনাতনধর্ম্মে পার্থক্য হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি বলেছেন, আচরণ যদি ত্যাগ কর, তবে বুঝবে না তাকে। তাই তিনি আচরণের উপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি।' Facts (তথ্য) সব ঠিক আছে। Fashion (রকম) একটু আলাদা হ'তে পারে।

বলদেববাবু—তিনি ভগবানের কথা বলেননি, নির্ব্বাণের কথা বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবটা দিয়ে surrender (আত্মোৎসর্গ) ক'রলে যা' হবার তা' হয়। বুদ্ধের কাছে আত্মসমর্পণের কথা বলেছেন।

বলদেববাবু—একজন জৈনের পক্ষে ঈশ্বর-অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় না। একটা ধর্ম্ম যদি হ'তে হয়, তা' হবে সৎ আচরণের ধর্ম্ম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Conduction (পরিচালনা) ছাড়া conduct (আচরণ) হবে না। যেমন ক'রে যা' হয়, তেমন ক'রে তা' না ক'রলে হবে না। সুকেন্দ্রিক হ'য়ে গুরুকে অনুসরণ করা চাই-ই। এই গুরু মানে সর্ব্বদেবময় গুরু। সুকেন্দ্রিক হ'য়ে উঠলে পরেই আমরা যা' চাই তা' আপনিই হ'য়ে উঠবে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার যদি প্রিয়পরম কেউ থাকেন এবং সব কিছু যদি তাঁর জন্য adjust (নিয়ন্ত্রণ) করি, তখন সবগুলি re-adjusted (পুনর্বিন্যাস) হয়, তখন দ্বিজ হই। আমাদের খণ্ডিত ব্যক্তিত্ব integrated (সংহত) হয়। একাদর্শকে কেন্দ্র ক'রেই আমাদের চরিত্র ভূমায়িত হয়।

হাউজারম্যানদা অর্জ্জুনের বিশ্বরূপ দর্শন সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অর্জ্জুন প্রথম যখন শ্রীকৃষ্ণের কাছে আসেন, তখন তাঁকে আত্মীয় ব'লে গ্রহণ ক'রেছেন। পরে তাঁকে সখা ব'লে নিলেন। পরে তাঁকে বললেন, তুমি দুনিয়ার যা-কিছু। তোমাকে সখা ব'লে অন্যায় ক'রেছি, তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা। গোড়ায় কিন্তু এ কথা বলেননি।

হাউজ্যারম্যানদা—মানুষের সব সময় মনে থাকে না এ কথা, ভুলে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কখনও ভোলে, কখনও মনে থাকে। এইভাবে ক'রতে ক'রতে পরে মনে থেকে যায় বরাবরের জন্য।

হাউজ্যারম্যানদা—একজন বন্ধু বলা সত্ত্বেও যদি খুব টান থাকে, আবার আর একজন ভগবান বলা সত্ত্বেও যদি টান না থাকে, এর মধ্যে কোন্‌টা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, ঐ ভালবাসাটুকুই বেশী দামের। একজন গুরুকে যদি মুখে-মুখে ভগবান কয় এবং তার উপর অন্তরের টান না থাকে, তাহ'লে সে উপকৃত হয় কমই।

এরপর বলদেববাবু হাউজারম্যানদা-সহ তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ১৩। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

পূজনীয় বাদলকাকার কন্যা শোভনার বিয়ের জিনিসপত্র এসেছে। নরেনদা (মিত্র) নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহসহকারে প্রত্যেকটি জিনিস এক এক ক'রে দেখলেন। পূজনীয়া প্রতিভা-মার জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর একটা উষা সেলাই মেসিন আনিয়েছেন, সেটাও তিনি ভাল ক'রে দেখলেন, দেখে তখন তখনই নরেনদাকে দিয়ে সেটা প্রতিভা-মা'র কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

বেলা ন'টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট, এমন সময় বলদেববাবু আসলেন।

বিধিকে জানা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিধিকে জানতে গেলে বিধাতাকে realise (উপলব্ধি) ক'রতে হবে।

বলদেববাবু—আমার কাছে human law-giver (মানুষরূপী আইনপ্রণেতা)-ই বিধাতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিধাতা মানে যিনি বিধিকে জানেন ও বিনায়িত করেন। বিধি বলতে আমি বুঝি, যেমন ক'রে যা' হয়।

কথায় কথায় বলদেববাবু বললেন—পেঁয়াজ তো শরীরের পক্ষে ভাল!

প্যারীদা—ওষুধ হিসাবে ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীরের বিশেষ অবস্থায় সাময়িক পেঁয়াজ খাওয়া চলতে পারে, কিন্তু রোজ রোজ খেতে খেতে তা' শরীরকে বেতিয়ে আয়ু কমিয়ে দেয়।

কেষ্টদা—রসুনও ওষুধ হিসেবে খুব ভাল।

বলদেববাবু—শুনেছি নিরামিষ আহারে মানুষ দীর্ঘজীবী হয়। দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণরা নিরামিষাশী এবং তারা বেশ দীর্ঘজীবী।

কেষ্টদা—নিরামিষাশীদের ছেলেমেয়েরাও ভাল হয়। একজনের আমিষ-আহারকালীন সন্তানের থেকে নিরামিষ-আহারকালীন সন্তান বেশী অন্তর্মুখী হয়। খুব অল্প বয়সের ঘটনাও অনেকের মনে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের যে সুকেন্দ্রিক হ'বার পদ্ধতি ছিল, আচার্য্যের কাছে উপনীত হ'তে হ'ত, সেটা বড় ভাল জিনিস ছিল। উপনয়নের আগে ছিল চূড়াকরণ।

হাউজারম্যানদা—চূড়াকরণ করত কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্। শ্রদ্ধা থাকলে জ্ঞান হয়। আচার্য্যে শ্রদ্ধা থাকলে জ্ঞানলাভ হয়। পিতামাতা তাই আচার্য্যের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিতভাবে বলতেন। ওর ভিতর দিয়ে তৈরী হ'তো।

তপস্যা সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তপস্যার মধ্য দিয়ে intercellular adjustment (আন্তঃকৌষিক বিন্যাস) ঠিক থাকে। আমাদের কোষগুলির মধ্যে যে-সব উপাদান আছে, যেমন ম্যাঙ্গানিজ, সোনা, ক্যালসিয়াম, এর কোন একটার অদল-বদলে অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়ে যায় এবং তাতে শরীর-মনের অনেক অপটুতা আসে। যেমন ম্যাঙ্গানিজের অভাবে কতজনের মাতৃত্ব নষ্ট হ'য়ে যায়। তাই, তপস্যা, খাদ্যখানা, প্রথা-পালন এমন ক'রে করা দরকার যাতে শরীর-মন সুষ্ঠু, সবল ও ক্রিয়াশীল থাকে।

বলদেববাবু matter ও spirit (বস্তু ও আত্মিকতা) সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হয় সব বলেন matter (বস্তু), না হয় সব বলেন spirit (আত্মিকতা)। দুটো আলাদা নয়। বস্তু হ'লো স্থূল আত্মিকতা, আত্মা হ'লো সূক্ষ্ম বস্তু।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি আগে মাছ খেতাম। সেই অবস্থায় নাম-ধ্যান ক'রে দেখেছি শব্দজ্যোতিগুলি ঠিকমতো ফুটতো না। একদিন মাছ খেলে তার কুফল অন্ততঃ দু-তিন সপ্তাহ থাকত। বার-বার ক'রে দেখে তখন ভাবলাম, আমার মতো foolish (মূর্খ) তো আর নেই। যা মহাজনরা এত ক'রে ব'লে গেছেন, সে সম্বন্ধে আমার আবার নতুন ক'রে পরীক্ষা করার কী আছে।

বলদেববাবু—সব সাধুরাই কি নিরামিষাশী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবাই একরকম বলেননি, বোধটা ধীরে ধীরে evolve ক'রেছে (বিবর্ত্তিত হ'য়েছে)। আমাদের animal cell (জান্তব কোষ)। তাই non-vegetarian diet (আমিষ-আহার) আমাদের cell-division (কোষ-বিভাজন) বাড়িয়ে দিয়ে আয়ুকে কমিয়ে দেয়।

এরপর অনেকেই তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

১লা আষাঢ়, ১৩৬০, সোমবার (ইং ১৫। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বনে-জঙ্গলে যেয়ে সাধনা কবে থেকে শুরু হ'য়েছে জানি না। কিন্তু মানুষ কোপের মধ্যে না থাকলে, conflict (দ্বন্দ্ব)-এর মধ্যে না থাকলে কিছু হয় না। তুমি যা' পেয়েছ, যা' অনুভব ক'রেছ, তা' যদি conflict (দ্বন্দ্ব)-এর মধ্য দিয়ে tested (পরীক্ষিত) না হয়, তবে তা' যে কতখানি genuine (খাঁটি), তা' ঠিক পাও না।

২রা আষাঢ়, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ১৬। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে কারখানার পাশে ব'সে প্রফুল্লকে পূজনীয়া রাঙামার কাছে একটি চিঠির শ্রুতলিখন দিলেন।

৩রা আষাঢ়, ১৩৬০, বুধবার (ইং ১৭। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশ্বত্থতলায় ব'সে সাঁওতাল পরগণা জেলা শরণার্থী সম্মেলন উপলক্ষে একটি বাণী দিলেন।

জনৈক পঙ্গুভাই শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশে ও ব্যবস্থামতো চিকিৎসার ফলে অনেকখানি সবল হ'য়ে লাঠি ভর দিয়ে দূর থেকে আসছে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত হ'য়ে বললেন—বাঃ বাঃ বাঃ, এমনি ক'রে সবাই আমরা দাঁড়াতে পারব, যদি লাঠি থাকে।

পূজনীয়া শোভনামার বিয়ে-উপলক্ষে বরযাত্রী যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সাথে দেখা ক'রতে আসলেন। তাঁরা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা ক'রে বসালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাচ্ছলে পাত্রের মামাকে বললেন—আপনারই কিন্তু সব দেখেশুনে করা লাগবে।

তাতে তিনি খুবই প্রীত হ'লেন।

৫ই আষাঢ়, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ১৯। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

আজ দু-তিন দিন ধ'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর অসুস্থ। রাত্রে ঘুমোতে পারেন না, শরীরে ঝাঁকুনি হয়, পেটে অস্বস্তিবোধ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর মাঠে তক্তাপোষে সমাসীন। ঝির-ঝির ক'রে হাওয়া বইছে। ভক্তবৃন্দ চারিদিকে ঘিরে ব'সে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ নিজে থেকে বললেন—আমার মনে হয় ভৃগু মানে ভরণদীপনা।

৭ই আষাঢ়, ১৩৬০, রবিবার (ইং ২১। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। আজ ডাঃ জে. সি. গুপ্ত আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে।

১১ই আষাঢ়, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ২৫। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), দোবেজী, প্রবোধদা (মিত্র), সুধাংশু (মৈত্র) প্রমুখ উপস্থিত।

সুধাংশুদা বললেন—আগে যে কেন আমাদের গুরুগৃহবাসের পদ্ধতি ছিল, তা' এখন বুঝতে পারছি। ঘরে ব'সে যে জিনিসটা ভাল ক'রে বুঝতে পারি না সেটা আপনার সামনে প'ড়লে যেন পরিষ্কার মনে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাছাড়া একটা জিনিস হয়, education (শিক্ষা)-টা homely (ঘরোয়া) হয়, শুধু একটা formal style (নিয়মানুগ রীতি)-মত হয় না। গুরুগৃহবাস যদি না হয়, তবে কোন জিনিসটা সত্তায় বসে না, একটা সাজসজ্জার মতো থাকে, তাতে বোধি গড়ে না।

কুচবিহারের একটি দাদা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আমার বরজ মরে যাচ্ছে, তার প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি ব্যাকটিরিয়াজনিত হয়, তবে copper sulphet solution (তুঁতের জল) spray ক'রলে (ছিটালে) উপকার হ'তে পারে।

কেষ্টদা—আগে আপনি যখন কথা বলতেন, তখন তার মধ্যে ভাষা ছিল কম, অনুভব ছিল বেশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আকুপাকু ক'রতাম, ভাষাও পেতাম না, অথচ চোখের সামনে বহু জিনিস জ্বলজ্বল ক'রে ভাসতে দেখতাম। হাত-পা নেড়ে, কখনও মাটিতে এঁকে বোঝাতে চেষ্টা ক'রতাম। Atom-breaking (পরমাণু-বিভাজন)-এর কথা সে কবে বলেছি। বাঁশের চোঙা মোটা তামার তার দিয়ে ভাল ক'রে বেঁধে পটাশ ক্লোরাস ও পারমাঙ্গানেট অব পটাশের স্প্রে তার উপর দেওয়ায় তামার তার ছাতু-ছাতু হ'য়ে গেল। সে কী ভীষণ শব্দ, ভূমিকম্পের মতো কাঁপতে লাগল।

তখন সারা দিন-রাত ঐ চ'লত। কতদিন তামার তার দিয়ে ঘুড়ি ওড়ানো হ'য়েছে, সে কিরকম spark হ'তো (ঝলক দিত)। তখন ছোট্ট একটা কামারশালা ছিল, পাশে একটা নিমগাছ ছিল, সেখানে দিনরাত ঐ সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চ'লত। সে একটা কী দিনই গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে পূজনীয় সুধাংশুদা (মৈত্র)-র সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অনেকেই আমাদের অহং-এ আঘাত দেয়, কিন্তু আমাদের অহংকারের দরুন সে জিনিসটা কাজে লাগাতে পারি না। আমি দেখব কোন্ জিনিসটা আমার পক্ষে অনুকূল, কোন্টা আমার পক্ষে প্রতিকূল। আমার স্বার্থই হ'ল ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা। কেউ যদি আমার মুখে থুথু দেয় বা আমাকে জুতোর মালা পরিয়ে দেয়, আর তার ভিতর দিয়েও যদি আমার ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, সেটাই আমার লাভ। কেষ্টঠাকুর ছিলেন কেমন wise and tactful (প্রাজ্ঞ ও কৌশলী)। প্রত্যেকটা situation (অবস্থা) এমনভাবে পরিচালনা ক'রতেন যে ছলে-বলে-কৌশলে প্রতিপদক্ষেপে জয়ী হ'য়ে গেছেন। প্রত্যাশার কাঙাল হ'লে, মানুষের কাছ থেকে কোন প্রত্যাশা থাকলে তার পারা মুশকিল। আমি adored (পূজিত) হব, এমনতর বুদ্ধি ভালই না।

সুধাংশুদা—আমাদের নিজেদের বড় হবার ambition (গর্ব্বেপ্সা) থাকে, তাই পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ambitious (গর্ব্বেপ্সু) হওয়ার থেকে auspicious (মঙ্গল-লিপ্সু) হওয়া ঢের ভাল। Auspicious (মঙ্গল-লিপ্সু) মানে তাঁর তৃপ্তিতে আমি তৃপ্ত। মানুষকে বড় ক'রে সুখী হওয়ার বুদ্ধি যার। আর ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) হ'ল অন্যকে down ক'রে (খাটো ক'রে) বড় হওয়ার বুদ্ধি।

প্রত্যেকটা মানুষের এক-একটা universe (বিশ্ব) আছে। এর আবার নানারকম গতি আছে। তোমার প্রত্যেকটি কথাকে এমনভাবে mould (নিয়ন্ত্রণ) ক'রবে—সহানুভূতি, ভালবাসা, সৌজন্য নিয়ে যাতে তা' মানুষকে অনুপ্রেরণা-প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে। মানুষের যদি sub-servient mentality (দাস-মনোবৃত্তি) হয়, তাহ'লে খোশামুদে রকম হয়, তা' মানুষের ভাল লাগে না। 'তোমারই গরবে গরবিনী হাম,

রূপসী তোমারই রূপে'—এমনতর ইষ্টানুগ রকম থাকা দরকার। তুমি নিজেকে কারও থেকে বিদ্বানও ভেবো না, মূর্খও ভেবো না। Sub-servient mentality (দাস-মনোবৃত্তি) থাকলে মানুষকে influence (প্রভাবিত) ক'রতে পারে না, influenced (প্রভাবিত) হ'য়ে আসে। প্রভাবের মধ্যে হওয়া আছে। হও তাহ'লে তো পাবে। তোমার কর্ম্ম, বাক্য সেবা ইত্যাদির ভিতর-দিয়ে একজন যখন পরিপ্লাবিত হয়, তখন তার উপর তোমার প্রভাব হয়। তোমার ভিতর তেমনতর দানাবাঁধা ভাব যদি না থাকে, তাহ'লে ঐভাবে অভিষিক্ত ক'রবে কি ক'রে?

সুধাংশুদা—মানুষকে সহ্য ক'রতে পারলেই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সহ্য করাই লাগবে, নাহ'লে পাবে কি ক'রে তাকে। সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায় তিনটেই চাই, এর একটা বাদ দিলেও চ'লবে না।

পরে চিঠিপত্র লেখা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কতকগুলি মামুলি সম্বোধন আছে, কিন্তু সম্মানজনক ও সৌজন্যপূর্ণ অন্যরকম সম্বোধন ক'রলে অনেক সময় প্রাণে একটা ঝুন দেয়। হয়তো একজনকে সম্বোধন ক'রলে My honour (আমার সম্মান), এই কথাটা তার প্রাণে একটা সাড়া তোলে। তথাকথিত লেখার মধ্যে ব্যক্তিত্ব থাকে না, তাই তা' মানুষকে প্রভাবিত করে না। হয়তো নেহেরুজীকে লিখলে My blessed kith (আমার ধন্য প্রিয়জন), আগেই তাকে আপন ক'রে নিলে।

চিঠিপত্রে কতকগুলি কথা লিখলেই যে ভাল হয়, তা' হয় না। অল্প কথা এমন adjusted, pointed ও keen (বিন্যস্ত, যথাযথ ও তীক্ষ্ণ) হবে যে তার মধ্যে সব কথার solution (সমাধান) থেকে যাবে।

জাফরুল্লা UNO-তে বক্তৃতা করে। এমন চাপান দিয়ে বলে যে তাদের দোষটা ঢাকা প'ড়ে যায়, অন্যের দোষটাই বড় হ'য়ে ওঠে। আমাদের নেতারা ঐ কায়দায় কথা ব'লতে পারে কিন্তু কমই।

কালিষষ্ঠী-মা বাড়ী যাচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—কি রে! কোথায় যাস্?

কালিষষ্ঠী-মা—বাড়ী যাচ্ছি, গেঞ্জির খদ্দের এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যা! যা! যা! তাড়াতাড়ি যা!

কালিষষ্ঠী-মা চ'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালিষষ্ঠী-মাকে ঐ ডাকার ঘটনাটা ব'লে বললেন—এই যে ওকে ডেকে যা' যা' বললাম এতে ওর মনে স্ফূর্তি হ'ল, ওর এখন খরিদ্দারের সঙ্গে কথা ব'লতে গিয়ে মুখ খুলে যাবে।

কেমন ক'রে, কোথায়, কেন, কী করি, যদি তোমরা বুঝে-বুঝে তোমাদের চরিত্রে সাজায়ে নেও, তবে তোমরা লেখাপড়া জান বা না জান, অসাধারণ মানুষ হ'য়ে উঠবে।

শচীনদা (গাঙ্গুলী) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—বাদলের বেয়াইরা চিঠি লিখেছে, 'গাঙ্গুলীমশাইয়ের মতো লোক দেখিনি।' গাঙ্গুলীমশাইয়ের কী সুখ্যাতি!

শচীনদা—ওরা নিজেরাই খুব ভাল লোক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আন্তরিকতাহীন বাহ্যিক সৌজন্য আছে, কিন্তু ভিতর ভাল নয়, তার থেকে ভিতর ভাল, বাহ্যিক সৌজন্য কম, তা' বরং ভাল। তবে দুটোর normal balance (স্বাভাবিক সমতা)-ই সব থেকে ভাল।

সুধাংশুদা—মন-মুখ এক হয় কি ক'রে? নানা বিবেচনায় তা' তো ঠিক হ'য়ে ওঠে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন-মুখ এক হওয়াই যথেষ্ট নয়। পাগলেরও মন-মুখ এক হয়। কিন্তু তার সঙ্গে সুকেন্দ্রিক হওয়া চাই করা-বলার সঙ্গতি নিয়ে। যতই বুদ্ধি থাক, যতই যাই কর, concentric (সুকেন্দ্রিক) না হওয়া পর্য্যন্ত কিছুতেই কিছু ক'রতে পারবে না, সঙ্গতিই ফুটে উঠবে না।

এরপর সবাই তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

১২ই আষাঢ়, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ২৬। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। কালিদাসদা (মজুমদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রবোধদা (মিত্র), সুধাংশুদা (মৈত্র), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাংশুদাকে বললেন—ভাল ক'রে বক্তৃতা শিখতে হয়।

সুধাংশুদা—বক্তৃতা বা লেখা কোন্‌টার উপর বেশী জোর দেওয়া ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন্ দিকে জোর দেব, ও-কথা ভেবই না। বাজান লাগে তো বাজাবে, নাচতে হয়তো নাচবে, যেখানে যেমন সেখানে তেমনি, ever ready (সর্ব্বদা প্রস্তুত)।

সুধাংশুদা—লেখার অভ্যাস ছিল না কোনদিন, একটু-একটু লিখছি। অনেকেই বলে ভাল লাগে তাদের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনিই এসে যাবে সব। (সুর ক'রে) 'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্, যৎকৃপা তম্ অহম্ বন্দে পরমানন্দমাধবম্'। তোমাকে যে-সব তুক ব'লেছি, সেগুলি ভুলো না। এমন হওয়া চাই যে একজন বিষণ্ণ মানুষের সঙ্গে দুটো কথা ব'লে তার পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিলে সে মুহূর্তে চাঙ্গা হ'য়ে উঠবে। তখন

তোমাদের দেখে লোকে বলবে 'যাদুকরের ছেলের মত শ্যাম কত রঙ্গ জানে।' আসল কথা active inclination towards the Love and active sympathy for all (প্রেষ্ঠের প্রতি সক্রিয় ঝোঁক এবং সবার প্রতি সক্রিয় সহানুভূতি)। ওর মধ্যে দিয়েই সব ঠিক হ'য়ে যায়। তখন তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র, যেমন করাও তেমনি করি। এ-কথাটা মানুষ অনেক সময় ভুল বোঝে। আসল কথা, তাঁতে অতিশায়নী সম্বেগ যদি থাকে, তবে তার প্রভাবেই মানুষের চলন যেখানে যেমন শোভন তেমনই হ'য়ে ওঠে।

সুধাংশুদা—অনেক সময় লোকের সঙ্গে যাজন ক'রতে গিয়ে ঝগড়া বাধার উপক্রম হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে হয়তো তোমাকে রাগাবার জন্য একটা কথা বলল, তখন তুমি হয়তো মিষ্টি করে একটু হেসে নিলে, তাতে তার ভাবভূমি অনেকখানি বদলে যাবে। তারপর বিহিত উত্তর দিতে হয়।

সুধাংশুদা ও কালিদাসদা উভয়েই তাঁদের হাসির কুফলের অভিজ্ঞতার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন্ ভঙ্গিতে কেমন ক'রে কী expression (অভিব্যক্তি) দিতে হয়, তার একটা মাত্রা আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যায়।

সুধাংশুদা—ভালবাসাটাই প্রধান জিনিস। ও থাকলে সকলকে নিয়েই চ'লতে পারা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন তুমি দেখবে, panacea for all (সবার ওষুধ) হ'য়ে গেছ।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—মান-অভিমান ক'রতে নেই। মানের কাঙাল হ'লেই মুশকিল।

সুধাংশুদা—কেউ যদি অপমান করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যদি অপমান করেও, তবে আমি তো গায়ে মাখবো না। অবশ্য, সব সময় একটা respectable distance ও dignified attitude (সম্মানজনক দূরত্ব এবং মর্য্যাদাপূর্ণ ভঙ্গী) বজায় রেখে চলা দরকার।

প্রবোধদা—ভালবাসা কি সবার মধ্যে থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই শালা এক পাগল! জন্ম নিতেই লাগে love-affinity (প্রীতি-সঙ্গতি)।

প্রবোধদা—ভালবাসায় বুদ্ধি লাগে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলিস কি রে! আমাদের সত্তাই হল বোধিময়। যাকে বলা যায় বোধিসত্ত্ব। ভালবাসার মধ্যে intelligence-এর (বোধির) play (খেলা) থাকবে না, তবে কি ভালবাসায় মানুষ বেকুব হবে? কথায় বলে 'প্রণয় পরম বেদ' (love is supreme knowledge)।

Personality (ব্যক্তিত্ব) সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Personality (ব্যক্তিত্ব) মানেই আপূরণী আবেগ। মানুষের শ্রেয়-আপূরণী আবেগই তার ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—দীক্ষা বাড়ানো ও special train (স্পেশাল ট্রেন) আনার ব্যাপারে হুজুগ দিতে হয়। হুজুগ মানে wave (তরঙ্গ) সৃষ্টি করা। তা' এমনভাবে করা চাই যাতে আদর্শকে পরিপূরণ করে।

রামানন্দ পাণ্ডাজী এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে চরণামৃত দেওয়ার সময় বারান্দায় একফোঁটা চরণামৃত পড়ে। কালিদাসদা তার উপর একটু জল দেন, সেই জলটা আস্তে আস্তে বেয়ে যেতে থাকে। খানিকক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি অনেক সময় ধ'রে দেখছিলাম, তুই কিংবা তোর তালবেলাম যারা আছে, তাদের কেউ ঐ জলটা মুছে দিস্ কিনা, নিজে থেকে তোদের এদিকে লক্ষ্য পড়ে কিনা।

সবাই তখন লজ্জিত হ'লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—আমার বাবার কাছে কেউ টাকা ধার নিতে আসলে তাকে অনেক সময় তামাক সাজতে দিতেন। এক ছিলিম তামাক সাজতে যতটুকু তামাক লাগে, তার চাইতে হয়তো একটু বেশী তামাক তার হাতে তুলে দিতেন এবং দেখতেন ঐ বেশী তামাকটুকু সে কী করে! তাই দেখে বুঝতে পারতেন, সে মিতব্যয়ী না অমিতব্যয়ী। ঐ-টুকু দেখেই ঠিক পেতেন তার সমগ্র জীবনের ধারাটা কেমন।

সুধাংশুদা—আজকাল আমাদের দৃষ্টিটাই shallow (উপরসা) হ'য়ে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের education (শিক্ষা)-টাই অন্যরকম হ'য়ে গেছে। Education (শিক্ষা) যদি ঠিক হয়, তবে তা' একটা atmosphere (আবহাওয়া) সৃষ্টি করে। আজকালকার university education-ই (বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষাই) ছেলেদের খোঁড়া ক'রে দেয়।

সুধাংশুদা—Education (শিক্ষা) আপনি কেমন চান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Education (শিক্ষা) যত homely (ঘরোয়া) হয়, ততই ভাল।

১৩ই আষাঢ়, ১৩৬০, শনিবার (ইং ২৭। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। কালিদাসদা (মজুমদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), পূজনীয় সুধাংশুদা (মৈত্র) এবং দেবী (মুখোপাধ্যায়), রেবতী (বিশ্বাস), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

আজকের সকালটা মেঘলা।

সুধাংশুদা মানুষ নিয়ে চলার পথে নানা অসুবিধার কথা উল্লেখ ক'রলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শ্রেয়কেন্দ্রিক হ'য়ে তোমার universe (বিশ্ব)-এর প্রত্যেকটি aspect (দিক)-কে ঐ শ্রেয়ের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠায় যদি adjust (নিয়ন্ত্রণ) কর এবং behaviour (ব্যবহার)-টা যদি cordial (হৃদ্য) হয়, তাহ'লেই হয়।

সুধাংশুদা—আন্তরিকভাবে কারও গুণগ্রহণ ক'রলেও সে যদি মনে করে অভিনয় ক'রে বলা হ'চ্ছে, সেখানে কী করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' করুক না, তার তফিল নিয়ে সে থাকুক। তুমি তোমার শুভ সম্বেগকে বিহিত অভিব্যক্তি না দিয়ে চেপে রেখে loser (ক্ষতিগ্রস্ত) হ'তে যাবে কেন?

সুধাংশুদা—অভিমান ত্যাগ ক'রতে পারলে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নরক কি মূল অভিমান। অভিমান মানে তাঁর কাছে তাঁর চাইতে নিজের ওজন বাড়ান।

অনেকে বলে, এ না হ'লে তোমার নাম আর কেউ ল'বে না। কেউ ভগবানের নাম করুক বা না-করুক তাতে তাঁর ব'য়েই গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—মা'র কাছে আমি সব কথা ক'তাম, বড় বৌ-এর সঙ্গে কী কথা হ'ল, তাও ক'তাম। বড়খোকাও আবার ঐ রকম কয় তার মার কাছে। মা গেলে খ্যাপার কাছে বলতাম। আমার মনে হ'ত, খ্যাপাকে ছেড়ে থাকতেই পারব না। কিন্তু পরে ও কায়দা ক'রে চ'লে গেল।

সেইদিন সুশীল ছেলেটি জিজ্ঞাসা ক'রছিল আমি মহাপুরুষ কিনা, সাধু কিনা। আমি তাকে বললাম—আমি মহাপুরুষ কিংবা সাধু কিনা জানি না, কিন্তু আমার সবার উপর মমতা আছে ভীষণ। সে মমতা আমি ছাড়তেই পারি না। কাউকে বক্‌তে-টক্‌তে পারি না, ভয় হয় যদি সে মরে যায়। অথচ বুঝি, ব'ক্‌তে পারলে অনেকের উপকার হয়, কিন্তু তা' পারি না। নিরাশী ও নির্ম্মম হওয়া আমার জীবনে কখনও সম্ভব হবে না। সুশীলকে তো আগে কখনও দেখিনি, এই ক'দিন দেখছি। কিন্তু সে-কথা মনে হয় না। ও সেদিন যখন যেতে চাইল, আমার মনটা যেন কেমন ক'রতে লাগল। তাই বললাম, যে ক'দিন পারিস্ থাক।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। দুমকা থেকে কালিদা (গুপ্ত), তারাদা (গুপ্ত), অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), নির্ম্মলদা (বসু), হারুদা (গাঙ্গুলি) প্রমুখ কয়েকজন এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বললেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের কতকগুলি বাণী পড়ে ওঁদের শোনান হ'ল।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর অশত্থতলায় তক্তপোষে উপবিষ্ট। বিনোদানন্দবাবু আসলেন। কেষ্টদা, চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ তখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ছিলেন। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হ'তে লাগল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের ব্যক্তিত্বই এমন যে সে বুঝতে পারে না তার নিজের ভাল কিসে, যা' দেখে তাতেই ভুলে যায়, আভিজাত্য ব'লে জিনিসটাই নেই, আভিজাত্য কাকে কয় তাই বোঝে না।

বিলেতে দেখেন এখনও কেমন গোঁড়া। Coronation (রাজ্যাভিষেক)-এর সময়কার সুপ্রাচীন প্রথাগুলি এখনও ছাড়েনি। আমাদের শুভ প্রথা-পদ্ধতি, আচার-আচরণ যেগুলি, সেগুলির অনুশীলন যদি আমরা না করি, তবে আমাদের sentiment (ভাবানুকম্পিতা) nourished (পুষ্ট) হয় না, অবান্তর প্লাবন থেকে আমরা আত্মরক্ষা ক'রতে পারি না।

অনেক কথাবার্ত্তার পর বিনোদাবাবু রাত ন'টার পর বিদায় নিলেন। বিনোদাবাবু চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিনোদাবাবু normally educated (স্বাভাবিকভাবে শিক্ষিত)। আমার মনে হয়, এমন লোক আজকাল কমই পাওয়া যায়।

কালিদার (গুপ্ত) শরীর খারাপ, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বারবার যতি-আশ্রমে খবর পাঠাচ্ছেন—তার খাওয়া ও শোওয়ার যেন কোন অসুবিধা না হয়।

১৪ই আষাঢ়, ১৩৬০, রবিবার (ইং ২৮। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে প্রাতে গোলতাঁবুতে সমাসীন।

প্রফুল্ল আনন্দবাজার পত্রিকা প'ড়ে শোনাচ্ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তেনজিং ও হিলারীর পর্ব্বতারোহণ সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। সে-বিষয়ে কাগজে বিশেষ কিছু বেরোয়নি। সাধারণভাবে আলোচনা হ'চ্ছিল।

দুমকার দাদাদের জন্য যতি-আশ্রমে বিশেষ রান্নার ব্যবস্থা হ'য়েছে। মায়ামাসিমা রান্নাবান্না ক'রছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর স্বয়ং একবার যতি-আশ্রমের রান্নাঘরে ঢুকে ব'সে রান্নার খোঁজখবর নিয়ে গেলেন। কালিদার রান্নাতে যাতে ঝাল না দেওয়া হয় সে-কথা বিশেষ ক'রে ব'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় অশত্থতলায়। বিনোদাবাবু এসেছেন। কথায়-কথায় তিনি বললেন—আমাদের মধ্যে মাংস খাওয়ার প্রথা বড় বেশী। পূজা-আচ্চা, বিয়ে-থাওয়ার ব্যাপারে পাঁঠা কাটার ধুম পড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা ভাল নয়। আগে বামুনরা বড় একটা মাংস খেত না।

এরপর তেনজিং ও হিলারীর মাউন্ট এভারেস্ট আরোহণ সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাহাড়ে ওঠার কথা শুনে মনে হ'চ্ছে, আমি আগে যখন ভজন-টজন খুব ক'রতাম, সে সময়কার কথা। তখন এক-এক সময় মনে হ'ত অসম্ভব, আর যেন পারা যায় না।

বিনোদাবাবু—ওরা যে এবার অভিযানে কৃতকার্য্য হ'য়েছে, তার পেছনে ওদের আগ্রহ ছিল রাজ্যাভিষেকের আগে এলিজাবেথকে বিজয়বার্ত্তা জানান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাজতন্ত্রের রকমটা যদি থাকে তাহ'লে অমনি হয়। শুধু গণতন্ত্রে তা' হবে না। ঐরকমটা ছিল জাপানে। ইংল্যাণ্ডে এখনও আছে।

Ism-এর (বাদের) যত সৃষ্টি হয় ততই healthy tradition (সুষ্ঠু ঐতিহ্য) বাদ পড়ে যায়, তাতে সমস্ত জাতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আপনাদের যা' ছিল, তা' সবাইকে fulfil করে (পরিপূরণ করে), বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সুবিন্যস্তভাবে।

কেষ্টদা—সমগ্র ভারত জুড়ে এ রকমটা ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখনকার ভারতবর্ষ যা' ছিল, তা' জুড়ে ছিল।

বিনোদাবাবু—মানুষের ভৌতিক উন্নতির সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতি যদি এগিয়ে না চলে, তাহ'লে সে আবদ্ধ হ'য়ে পড়ে। আধ্যাত্মিক উন্নতি হ'ল বন্ধন খোলার শক্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধ্যাত্মিক শক্তি যত দুর্ব্বল হ'য়ে যায়, তত মানুষ concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'তে ভুলে যায়। সেইজন্য আমাদের সব পূজার আগে গুরুপূজা ক'রতে হয়।

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্পর্কে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম আমাদের অনেক ক্ষতি ক'রেছে, তা' কিন্তু বুদ্ধের বৌদ্ধধর্ম্ম নয়।

কথায় কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ মানুষ নেই দেশে। যেমনটি যাচ্ছে, তেমনটি আর হ'চ্ছে না। শ্যামাপ্রসাদ গেছেন, কিন্তু তাঁর মতো আর একজন পাওয়া যায়নি। যখন সততা তিরস্কৃত হয়, তখন দেশের দুর্দ্দশা হয়। বিনোদাবাবু এখানে ভোট পেলেন, পরে তাঁর যেয়ে দাঁড়ান লাগল অন্য জায়গা থেকে। এর চাইতে আর দুঃখের কথা কী হ'তে পারে।

বিনোদাবাবু হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে প্রসঙ্গ তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিন্দুদের বহু বিষয়ের interpretation (ব্যাখ্যা) আজকাল খারাপ হ'য়ে গেছে। সবাইকে assimilate (আত্মীকৃত) করার অদ্ভুত প্রথা ছিল আমাদের। ঐ-রকমটা চালু থাকলে সকলকেই হজম করতে পারতাম আমরা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের চৌকির নীচ থেকে ফস্ ক'রে কি একটা দ্রুত বেগে চ'লে গেল। কেউ বললেন সাপ, কেউ বললেন ছুঁচো। শ্রীশ্রীঠাকুর তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখতে বললেন।

বিনোদাবাবু—বামুনরা হাল চালাবে না, এই যে প্রথা, বর্ত্তমান অবস্থায় তাও কি রাখা সমীচীন? গরীব বামুন যদি নিজের জমি চাষ ক'রতে না পারে, তাহ'লে চলবে কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কে বলল বামুন হাল চাষ ক'রতে পারবে না, ও-সব পরে এসেছে। চতুর্বর্ণের মধ্যে আগে গভীর সঙ্গতি ছিল। কোন দেশ জয় ক'রলে ক্ষত্রিয়কে রাজা ক'রত। অর্থবিভাগ থাকত বৈশ্যের, বিপ্র গবেষণা নিয়ে থাকত, ক্ষত্রিয়কে বামুনের অধীনে থাকতে হ'তো। পরে ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সঙ্গে সমঝোতা ক'রে বামুনকে কোণঠাসা ক'রল। আমরা বামুনরা নিজেদের সমাজটা ছেড়ে দিলাম। বিহার, ইউ পি, কনৌজ ইত্যাদির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক রাখলাম না, এটা ঠিক হয়নি।

কেষ্টদা—আগে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছোট ছোট থাকলেও অবাধ রকম ছিল। কোনও restriction (বাধা) ছিল না। একই প্রদেশের বিভিন্ন জেলার মত। অশোক এসে বৌদ্ধধর্ম্মের যে রূপ দিলেন, তাতে মুসলমান আসার পথ হ'ল।

কেষ্টদা—অনেকে বলেন, আমরা যে সহস্র বছর ধরে পরাজিত, তার পিছনে কোনও অন্তর্নিহিত গলদ আছে।

বিনোদাবাবু—আবার এ-কথাও ভাবতে হবে, অন্তর্নিহিত এমন কোন গুণ আছে, যার দরুন হাজার বছর ধ'রে পরাজিত হ'য়েও টিকে আছি, নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাইনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইংরেজের কাছে cultural conquest (কৃষ্টিগত পরাভব), আমার মনে হয় আমাদের সবচেয়ে বেশী সর্ব্বনাশ করেছে। দেশবিভাগ উভয় দেশের পক্ষেই খারাপ হয়েছে।

বিনোদাবাবু—আমাদের দুর্ব্বলতার জন্যই এটা সম্ভব হ'য়েছে।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শুনেছি একসময়, কাশ্মীরের ধর্ম্মান্তরিত মুসলমানরা হিন্দু হ'তে চেয়েছিল, কিন্তু কাশীর পণ্ডিতসমাজই নাকি তা' অনুমোদন করেননি। সমাজ থেকে বের ক'রে দেওয়া, খরচ ক'রে দেওয়া আমাদের শাস্ত্রে বলে না। সে-রকমটা এসেছে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে। সবাইকে আপন ক'রে নেবার বুদ্ধি রাখাই ভাল। হিন্দুরা মুচি-চামার সম্প্রদায়ের মহৎ মানুষদেরও পূজা করে। অবশ্য, প্রতিলোম-বিবাহ যাতে না হয়, সে বিষয়ে হিন্দুরা বরাবরই খুব সাবধান ছিল।

১৫ই আষাঢ়, ১৩৬০, সোমবার (ইং ২৯। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। পূজনীয় সুধাংশুদা (মৈত্র), শচীনদা (গাঙ্গুলী), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), দেবীপ্রসাদ (মুখোপাধ্যায়), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শরীরের প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে সপ্তলোক অর্থাৎ ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ, জন, তপঃ, সত্য, চিদণু, পরমাণু, অণু, কণা, পিণ্ডিকা ইত্যাদি বর্ত্তমান। তার মধ্যে আবার আছে সুমেরু, কুমেরু।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। পূজনীয় সুধাংশুদা (মৈত্র), বৈদ্যনাথদা (শীল), কালিদাসদা (মজুমদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), রেবতী (বিশ্বাস), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত। বারান্দায় বেশী গরম লাগছিল, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে ঈষৎ ছায়ার মধ্যে বসলেন। যতি-আশ্রমের বাইরে বহু দাদা ও মা দাঁড়িয়ে প্রাণভরে তাঁকে দর্শন করছেন। এক ভদ্রলোক আসলেন, তিনি ক্যানিং-এর দারোগা, তিনি প্রণাম ক'রে বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আপনি কোথায় থাকেন?

উক্ত ভদ্রলোক—ক্যানিং থানায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাড়ী কোথায়?

উক্ত ভদ্রলোক—চট্টগ্রামে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এদিকে বাড়ী ঘরদুয়োর করেছেন?

উক্ত ভদ্রলোক—যাদবপুরে একটু জমি কেনা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'হলে আশা আছে।

মানুষের ফাঁকিবাজি সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের বুদ্ধিই উল্টো হয়ে গেছে, ফাঁকিবাজি ক'রে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ক'রতে চাই। কিন্তু আমাদের স্বার্থ কী তাই আমরা বুঝি না। অন্যকে ফাঁকি দেওয়া মানে নিজেকেই ফাঁকি দেওয়া। মানুষ, মানুষ উপায় না ক'রে টাকার দিকে ঝোঁকে। কিন্তু মানুষ যদি না থাকে, তাদের উৎপাদন যদি না থাকে, তবে মানুষ কিন্তু পয়সা খেয়ে বাঁচে না। পয়সা দেওয়া-নেওয়া কেনাবেচার একটা মাধ্যম। পরিশ্রমের রূপ হল পয়সা। পয়সা দিয়ে আমাদের উপযোগী ও প্রয়োজনীয় যা', তা' সংগ্রহ করি। এ সব কিছুর মূলে আছে মানুষের যোগ্যতা ও কর্ম্মশক্তি, তা' আবার প্রত্যেকের তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী।

হাউজারম্যানদা ও বিষ্ণুদা আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোর পায়ে কী হল?

হাউজারম্যানদা—কেটে গেছে।

ক্যানিং-এর দারোগাবাবু গীতা ও বাইবেলের কথা তুলে বললেন—গীতায় বলছে শত্রুনাশের কথা আর বাইবেলে বলছে এক গালে চড় দিলে আর এক গাল ফিরিয়ে দেবার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটোর মধ্যেই আছে অসৎ নিরসনের তুক। দুটোরই উদ্দেশ্য সত্তার মঙ্গলসাধন! আমরা পাপকে ঘৃণা করলেও পাপীকে যেন ঘৃণা না করি। মানুষের ভিতরের দেবত্ব জাগিয়ে তোলাই আমাদের প্রধান কাজ। যেন-তেন-প্রকারেণ এই কাজটা আমাদের করতে হবে।

হাউজারম্যানদা—নির্ভরতা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে fulfil (পরিপূরণ) কর, fulfilled (পরিপূরিত) হও।

১৬ই আষাঢ়, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ৩০। ৬। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—অনেকে রামকৃষ্ণদেবের কাছে যেত, কিন্তু তাঁর চাল-চলন, আচার-আচরণ দেখে তাঁকে বুঝতে পারত না। হয়ত তামাক খেতে-খেতে ভাব হয়ে গেল। একটু পরে আবার তামাক খেলেন। মায়েদের সামনে সখীবেশে নাচতেন। আরও কত কী! এই সব দেখে ভাবত, বিটকেল। পরে তাদের কত জনে আমার কাছে এসে কেঁদেছে। তোমাদের কাছে থেকেও অনেকে তেমনি এখানকার ব্যাপার বুঝতে পারে না। ভাবে, কী না কী! মানুষের বোধসঙ্গতি না থাকলেই অমনি হয়। কিন্তু সিঁথির হীরালালদাকে দেখতাম খুব normal (স্বাভাবিক)। সে সবটার সঙ্গতি টের পেত। (ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন এবং পরবর্ত্তীকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে আসেন)।

অর্দ্ধনারীশ্বরের কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অর্দ্ধনারীশ্বর অবস্থায় নারীপুরুষ দুইই এক হয়ে ছিল। পরে নারী-পুরুষ আলাদা হয়ে গেল সুবিধার জন্য। বিয়ের ব্যাপারটা এত কঠিন এইজন্য যে দুটো দেহ হয়েও এক সত্তা, এক মন হওয়া চাই।

প্রবোধদা—তাহ'লে কি কেউ স্রষ্টা নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেই স্রষ্টাই হল তোমার essence of life (জীবনের তাৎপর্য্য)।

প্রবোধদা—তাঁর ইচ্ছাতে হয়েছি তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছা।

প্রবোধদা—তাহ'লে যে বলে তিনি যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ইচ্ছাই ক্রিয়া করে। কিন্তু সে ইচ্ছা তাঁতেই অতিশায়নী সম্বেগ নিয়ে ক্রিয়া করে যখন, তখন তিনিই যেন যন্ত্রী, আমরা যেন যন্ত্র।

কালিদাসদা—তাহলে গুরুর প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যাই হও, তুমি কাউকে না ধ'রে concentric (সুকেন্দ্রিক) হতে পার না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে বসে পূজনীয় সুধাংশুদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমাদের শরীরের প্রত্যেকটি কোষে সপ্তলোক আছে। নাম করায় শরীরের প্রত্যেকটা কোষের স্পন্দন, আকুঞ্চন, প্রসারণ যত বেড়ে যায়, তত প্রত্যেকটা gene (জনি) excited (উদ্দীপ্ত) হয়ে ওঠে ও তদনুস্যূত বোধ revealed (প্রকাশিত) হয়।

হয়ত দেখলে তুমি গাছ হয়ে পড়ে আছ। কোথাও হয়ত একটা কুমীর হয়ে আছ। তাই শাস্ত্রে আছে, 'সংস্কার-সাক্ষাৎকারাৎ পূর্ব্বজাতিজ্ঞানম্'। এইরকম করতে করতে intuition (অন্তর্দৃষ্টি) হয়।

আঁচ করতে করতে সঠিক বলা যায়। যেমন হয়তো দশটা ডাল নিয়ে প্রত্যেকটা সম্বন্ধে ভাবলে এতে কত পাতা আছে। আন্দাজ ক'রে একটা মনে করলে, পরে গুণে দেখলে। এইভাবে অনেকগুলি আঁচ করতে করতে পরে দেখেই ঠিক বলে দেওয়া যায় কোন্ ডালে কত পাতা আছে। অনেক কম্পাউণ্ডার ওষুধ হাতে ধ'রে নির্ভুলভাবে বলে দিতে পারে কতটুকু ক'গ্রেন। আমিও বলতে পারতাম, হাতে ধরেই ঠিক পেতাম। অভিজ্ঞতাগুলি যখন একসূত্রে সঙ্গত হয়, তখন intuition (অন্তর্দৃষ্টি) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বিতার বিয়ের জন্য আঠারো তোলা সোনার প্রতিশ্রুতি এক জায়গায় বসে সংগ্রহ করলেন। তা ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসও সংগ্রহের ব্যবস্থা করলেন। সর্ব্বসাকুল্যে তিন হাজার টাকার জিনিস সংগ্রহের ব্যবস্থা শ্রীশ্রীঠাকুর দেখতে দেখতে ক'রে ফেললেন।

সেই প্রসঙ্গে তিনি বললেন—আমরা যত বড় ফকিরই হই না কেন, আমরা রাজ-রাজেশ্বর। খুদখুড়ো দিলেও খুদের পাহাড় হয়ে যাবে। 'যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি, সে মুহূর্তে কিছু তব নাই, তুমি তাই পবিত্র সদাই।'

১৭ই আষাঢ়, ১৩৬০, বুধবার (ইং ১। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। হরিপদদা (সাহা), কালিদাসদা (মজুমদার), হরিদাসদা (সিংহ), কাপুরদা প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাপুর! তুমি নাম কর কতক্ষণ?

কাপুরদা—আজকাল তেমন হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sound (শব্দ), light (আলো), জ্যোতি—টের পাও না?

কাপুরদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, আর একটু চেপে করলে হয়। দুইবার নাম করা লাগে—রাত্রে আর ভোরে, অন্তত আধঘণ্টা করে, আর একটু বেশী করতে পারলেই ভাল হয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন।

পরে পূজনীয় সুধাংশুদার (মৈত্র) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—কতকগুলি জিনিস আছে non-conductor (অপরিবাহী)। তার মানে তার ভিতরের electron (ইলেকট্রন), proton (প্রোটন) ইত্যাদির adjustment (বিন্যাস) এমন stable (স্থির) যে তার আর eletricity-র (বিদ্যুৎ-এর) current (স্রোত) বা তৎজাতীয় shooting

(বিচ্ছুরণ) ভিতরে নিতে চায় না। Stable (স্থির) মানে, মনে হয় তার ভিতরের প্রত্যেকটা atom-এর (পরমাণুর) electron-গুলির প্রোটনের প্রতি আকর্ষণ অর্থাৎ কেন্দ্রানুশয়িতা প্রবল।

১৮ই আষাঢ়, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ২। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। কালিদাসদা (মজুমদার), রেবতী (বিশ্বাস) ও বহিরাগত ২/১ জন উপস্থিত।

জনৈক ভাই পরিবেশের প্রতিকূলতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের কানা ধারণা, স্বকপোলকল্পিত ধারণা। তাই তুমি কোথাও ভাল করতে গেলেও মানুষ হয়তো তোমার সৎ উদ্দেশ্য না বুঝে তোমাকে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করবে। কিন্তু তোমার প্রস্তুতি এমন হওয়া চাই যাতে কেউ তোমাকে কোন প্যাঁচে ফেলতে না পারে। কাউকে বিশ্বাসও করতে যেও না, অবিশ্বাসও করতে যেও না। কিন্তু প্রত্যেকের যাতে ভাল হয়, তাই করো। তোমার শুভ ইচ্ছা যেন কাজের ভিতর দিয়ে অভিব্যক্তি লাভ করে এবং মানুষেও তা' টের পায়—তোমার নিয়ন্ত্রণ ও বিনায়নের ভিতর দিয়ে। যাই কর, সব কাজের ভিতর লক্ষ্য রাখবে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠা। ঐটেই হল প্রত্যেকের মঙ্গলের soil (ভূমি)।

কোন জায়গায় মধ্যস্থ হতে গেলে সব সময় লক্ষ্য রেখো যাতে উভয়েরই ভাল হয়। যেখানে এক পক্ষের ক্ষতি হওয়া ছাড়া উপায় নেই, সেখানে সেই পক্ষকে এমন ক'রে বুঝিয়ে বলো যাতে তারা ক্ষুব্ধ না হয়।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাঁচ লাখ স্বস্তিসেবক সংগ্রহ করা লাগে। তাদের বংশ যেন ভাল হয়। তাদের কাজ হবে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। তাদের active (সক্রিয়) ক'রে তুলতে হবে, যোগ্য ক'রে তুলতে হবে, যাতে তারা পরিবেশের সেবার ভিতর দিয়ে নিজেরা দাঁড়াতে পারে। এর ভিতর দিয়ে তাদের যোগ্যতা সঙ্গতিশীল হয়ে শক্তির সৃষ্টি করবে।

রেবতী—যারা scientist ও philosopher (বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক), তাদের সবার জ্ঞানের উৎসই তো ভগবান? কেউ যদি ঈশ্বরমুখী হয়, ইষ্টপরায়ণ হয়, তাঁকে জানতে চেষ্টা করে, তা'হলে তো তার অন্য বই না পড়লেও জ্ঞান হতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা হয়তো original philosopher (মৌলিক দার্শনিক), original scientist (মৌলিক বৈজ্ঞানিক), তারা অনেকে হয়তো লেখাপড়াই জানে না। কিন্তু মানুষকে বোঝাতে গেলে তাদের অভ্যস্ত রকমে বোঝাতে হয়। পড়াশুনো থাকলে তাতে সুবিধে হয়। তুমি তোমার জিনিসটা তোমার ভাষায় সর্ব্বপরিচিত প্রচলিত রকমে বলতে পার।

১৯শে আষাঢ়, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ৩। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), কালিদাসদা (মজুমদার), সুধাংশুদা (মৈত্র), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—মানুষের সত্তার কী চাহিদা, এমন-কি প্রত্যেকটি জীবের সত্তার কী চাহিদা, এবং তা' পরিপূরণের পন্থা কী তা' সূক্ষ্ম থেকে স্থূল পর্য্যন্ত বিস্তৃতভাবে যদি গুছিয়ে লিখে ফেলা যায়, তবে তার ভিতর দিয়ে social psychology (সামাজিক মনোবিজ্ঞান)-এর অভ্যুদয় হয়।

শিক্ষা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেকে বোঝানোর আগে ছেলেকে বোঝা লাগে।

সুধাংশুদা—'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী', কথার মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবৃত্তি মানে সম্যকভাবে লেগে থাকা। আর একটা মানে ঐ বিষয় বারবার ভাবা ও হাতেকলমে করা। তাতে মন লেগে থাকা চাই, সেটা cramming (না বুঝে মুখস্থ করা) নয়। বনত বনত বনি যাই, লখত লখত লখি যাই। সর্ব্বদা লেগে থাকায় বোধের থেকে বড় হওয়া হয়ে যায়। সেটা সত্তায় গেঁথে যায়।

সুধাংশুদা—বর্ত্তমান শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান অনুযায়ী ছেলেদের ক্রমাগত তাদের বৃত্তি-মাফিক চলতে দিলে কি ভাল হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃত্তিগুলি কাটা কাটা, meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) নেই। তাই, শিক্ষকের প্রতি অনুরাগ হওয়া চাই। শিক্ষককে দেখলেই সে যেন গলে যায়। ও ছাড়া শুধু প্রশ্রয় দিলেই হবে না। শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্। শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো, যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ। ছাত্রের যে interest (অন্তরাস), তার যে sense of beauty (সৌন্দর্য্যবোধ), সেইটে উস্কে দিতে হয়। তখন শিক্ষকের উপর ও শিক্ষার উপর আরও ঝুঁকে পড়বে।

কেষ্টদা—শিক্ষক যদি খারাপ হয়, অথচ তার উপর যদি ঝুঁকে পড়ে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খারাপ হলে ঝুঁকবেই না। খারাপ মানেই disconnected (বিচ্ছিন্ন)।

কেষ্টদা—মাইকেল যেমন তার অধ্যাপকের প্রতি অনুরাগ থেকে তার মদ খাওয়ার অভ্যাসটাও অনুকরণ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার বিশেষ গুণ ছিল, তার দরুন মুগ্ধ হয়েছিল। তাই, ভালটাও নিয়েছিল, খারাপটাও নিয়েছিল।

সুধাংশুদা—বর্ত্তমান শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান বলে education is the unfoldment of our innate tendencies (আমাদের অন্তর্নিহিত ঝোঁকের বিকাশই শিক্ষা)। এইটুকুই কি যথেষ্ট?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Education is the unfoldment of our innate tendencies that fulfil our becoming with a meaningful rational adjustment (শিক্ষা হ'ল আমাদের সেই সব অন্তর্নিহিত ঝোঁকের বিকাশ যা' কিনা আমাদের বিবর্দ্ধনকে সার্থক যুক্তিসঙ্গত বিন্যাস-সহকারে পরিপূরিত করে)। তুমি যা' শিখেছ সেই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় অনুসিক্ত হ'তে হবে।

এই যে বলে প্রভাব, তার মানে প্রকৃষ্টভাবে হওয়া যদি না থাকে তবে তোমার দ্বারা কেউ প্রভাবান্বিত হবে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে অনুকাদি ও ভূষণীমার নিকট দুটি চিঠির বয়ান বললেন।

২০শে আষাঢ়, ১৩৬০, শনিবার (ইং ৪। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। কালিদাসদা (মজুমদার), হরিদাসদা (সিংহ), ভগীরথদা (সরকার), প্রফুল্লদা (চট্টোপাধ্যায়) প্রমুখ উপস্থিত।

মহারাজা শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র নারায়ণ নন্দী মহাশয়ের গুরু শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ চক্রবর্ত্তী আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি নিভৃতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে যুগপুরুষোত্তমের অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন। সেই প্রসঙ্গে বললেন—লক্ষ দল থাকলেও কিছু হয় না, যদি একাদর্শ হয়।

পরে কথায়-কথায় বললেন—কুলতপা হ'লে কৌষিক উপাদানের বিহিত বিন্যাস হয়, নচেৎ তার অভাব হয়, জৈবী-সংস্থিতি হীন হ'য়ে পড়ে। তাদের কাছে মেয়ে দেওয়া চলে না। তাদের মেয়ে নেওয়া যেতে পারে।

এরপর শম্ভুবাবু বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—হরিদাসের (ভট্টাচার্য্য) তো কোনও খবর পেলাম না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসদাকে (সিংহ) বললেন, যা তো দেখে আয়, হরিদাস ও মাসীমার খবর নিয়ে আয়।

পরে শম্ভুবাবু সম্বন্ধে কথা উঠল। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্র ভাল জানেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—জাতক কৌমুদী ও রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের বই কখানা এবং গ্রহের চরিত্র ও চেহারা ইত্যাদির বিবরণওয়ালা কয়েকখানা বই যদি পড়, তাহ'লে তোমরাই আয়ত্ত ক'রে নিতে পার। তবে সিদ্ধাইয়ের দিকে নজর দিতে নেই, ওতে ঐ দিকে মন ঢ'লে পড়ে।

২২শে আষাঢ়, ১৩৬০, সোমবার (ইং ৬। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), দেবুদা (বাগচী), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), কালিদাসদা (মজুমদার) প্রমুখ উপস্থিত।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বোকা না হলে মানুষ নিজের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেই। বোকা তারাই বেশী যারা নিতে ও পেতে চায়, কিন্তু কিছুই দিতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর দেবুদাকে বললেন—সেবার জন্য পনেরো ভরি সোনা জোগাড় করা আছে, তুই খুব ভাল ক'রে গয়না ক'রে দিবি, একেবারে চামপিয়ারা মতো হওয়া চাই।

তারপর তিনি সকলের দিকে চেয়ে বললেন—ওর খুব ভাল test (পছন্দ) আছে।

একটু বাদে শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—ওকে দিলে সবার মধ্যে লেগে যাবে ধূম!

হরিদাসদা (সিংহ)—তাহলে তো আবার দেওয়া লাগবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—পেলে আমার দেওয়ার আপত্তি কি? একজনের চরিত্র-চলন যদি সুকেন্দ্রিক হয়, মিষ্টি মনোজ্ঞ হয়, তবে তার রূপের কাছে হাজার গয়না-পরা একজনকে চোখে লাগে না। তার প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, কথাবার্ত্তা স্বতঃই মানুষের মন কেড়ে নেয়। অনেক রূপসীর থেকেও তাকে ঢের বেশী আদরণীয় মনে হয়। মেয়েদের বেলায় যেমন, পুরুষের বেলায়ও তেমন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিনন্দনদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ঘটককে তোমাদের দেশে কী বলে?

হরিনন্দনদা—আমাদের দেশে ঘটক বলে, মৈথিলীরা বলে পঞ্জিয়ার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি জায়গা-টায়গা ঠিক করতে পারলে একটা residential university (আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়) মত করতাম। সেখানে college of Genetics and Biology (জননবিদ্যা ও জীববিদ্যার মহাবিদ্যালয়) করতাম। এম জি, বি জি ইত্যাদি ডিগ্রী হতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। কালিদাসদা (মজুমদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্রফুল্ল, রেবতী (বিশ্বাস) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর রেবতীকে পেটের জন্য খাওয়ার পর নুন ও জলসহ চার/পাঁচটা গোলমরিচ চিবিয়ে খেতে বললেন।

কথায়-কথায় ননীদা বললেন—মেয়েছেলে কিছু না পেয়েও খুশী থাকে, এমন বড় দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে নারী দেবজন্ম, তারা স্বামী নিয়েই খুশী থাকে। চিন্তা যেমন ছিল শ্রীবৎসকে নিয়ে, দময়ন্তী যেমন ছিল নলকে নিয়ে, সাবিত্রী যেমন ছিল সত্যবানকে নিয়ে, এইরকম অল্পই দেখা যায়।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গত বললেন—বেশীর ভাগ পুরুষ জানে না কিভাবে স্ত্রীর সঙ্গে মিশতে হয় এবং মেয়েরাও জানে না কিভাবে স্বামী-সেবা করতে হয়।

যৌন উপভোগ কাকে বলে, তাও বহু পুরুষ ও মেয়ে জানে না। আদর্শ বিবাহ কাকে বলে সে সম্বন্ধেও একটা পরিষ্কার ধারণা অনেকের নেই। তা' যদি থাকত, তা'হলে এমন একটা sentiment (ভাবানুকম্পিতা) মেয়েদের মধ্যে জাগ্রত থাকত যে, বিবাহবিচ্ছেদের কথায় তারা আগুন ধরিয়ে ছেড়ে দিত। ভালবাসা বাদ দিয়ে যৌন উপভোগের ইচ্ছা একটা নোংরা জিনিস। সব ব্যাপারে আমাদের চলন হওয়া চাই আদর্শানুগ।

টাটানগর থেকে জনৈক দাদা এসেছেন। তাঁর চাকরি গেছে, তাই তিনি নিজের দুরবস্থার কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘাবড়াস্ না, একটা খুঁজে পেতে নিয়ে লেগে যা। তোরা ঘাবড়াবি কেন? এত সম্পদ থাকতে ঘাবড়াবি কেন? অবশ্য, সেই সঙ্গে অন্তরের সম্পদও থাকা চাই।

উক্ত দাদা—আগে আমি ব্যবসা করেছি, কিন্তু তাতে লোকসান হওয়ায় আর করি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যবসার ক'টা তুক দেওয়া আছে, সেটা মেনে চলা চাই। যা' করব চার আল বেঁধে করা লাগে, যাতে কিছুতেই লোকসান না হয়। চাই নিষ্ঠা, ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণ, সেবাপরায়ণ ব্যবহার, কথায়-কাজে মিতালি, ইষ্টার্থী ক্লেশসুখপ্রিয় আত্মপ্রসাদ, যজন-যাজন-ইষ্টভৃতির পরিপালন, সুকেন্দ্রিক সুবিনায়িত চরিত্র, সততা, লাভজনক পরিচালনা, হিসাবপত্র ঠিক রাখা, কাউকে ফাঁকি না দেওয়া, লাভের অন্তত এক-চতুর্থাংশ মূলধনে যোগ করা।

উত্তরবঙ্গের সুধীর বিশ্বাসদা প্রয়োজনপীড়িত হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে কিছু টাকা তুলে দিলেন। তারপর বললেন—আমি সুধীরদাকে দিলাম, কিন্তু সুধীর আর অন্যের জন্য করল না কিংবা অন্য কাউকে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলল না অভাবীকে দেওয়ার জন্য, তাহ'লে ওর পাওয়ার কোনও মূল্য থাকে না।

অনেকে অভাবীর জন্য নিজে কিছু না ক'রে আমার কাছে নিয়ে আসে। তখন হয়ত বলে, আপনি ভগবান। আমি বলি, আমি ভগবানই হই, আর শয়তানই হই, তাতে তোর কী? তুই যদি না করিস, তাহ'লে তো তোর যোগ্যতা বাড়বে না। ও কথা কয় নিজের দায়িত্বকে এড়াবার জন্য। ফাঁকি দেবার জন্য।

২৩শে আষাঢ়, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ৭। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। কালিদাসদা (মজুমদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), কিশোরীদা (চৌধুরী), প্রফুল্ল ও দেবীপ্রসাদ (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ কাছে আছেন।

আশু জোয়ারদার-দা এক মাসের মধ্যে সহস্রাধিক টাকার ওষুধপত্র, সোনা ইত্যাদি দিয়েছেন, সেই সম্পর্কে কথা হ'চ্ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন বললেন—

'আগ্রহ যখন অপারগতাকে
মনন করে না,
পারগতার পথ তখনই
প্রশস্ত হ'য়ে উঠতে থাকে।'

এরপর অনুলোম, প্রতিলোম ইত্যাদি নানা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

কিশোরীদা—আজকাল এ সম্বন্ধে লোকের কোন ধারণা নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রফুল্লর 'আলোচনা প্রসঙ্গে' গুলি বেরুলে লোকের খুব সুবিধে হবে। আমার দেওয়া লেখাগুলি তো আছেই। এইগুলির ওপর দাঁড়িয়ে ঐ লেখাগুলি খুব কার্য্যকরী হবে। প্রফুল্ল হবে rescue of society (সমাজের উদ্ধাতা)।'

বেলা ন'টার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্র শয্যায় এসে বসেছেন। বনবিহারীদা (ঘোষ), মেন্টু (বসু), নিখিল (ঘোষ), সুশীলদা (দাস), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), প্রফুল্ল, প্যারীদা (নন্দী), কালিদাসী মা, হেমপ্রভামা, রেণুমা, মঙ্গলা-মা, প্রমুখ উপস্থিত।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—উপযুক্ত পুরুষের প্রতি যদি একটা মেয়ের সর্ব্বতোভাবে টান হয়, তবে সে মেয়ে unconsciously (অজ্ঞাতসারে) moulded (নিয়ন্ত্রিত) হ'য়ে যায়। সে তার যা-কিছুর প্রতি একটা affinity (টান) বোধ করে। আর, সেইভাবে নিজেকে গঠিত ক'রে তুলতে চায়। কিসে পুরুষ সুখী হবে, সেই তার ধান্দা হ'য়ে ওঠে। ভাল instinct (সংস্কার) থাকলে এমনি হয়। এতে তার রজস-শৌর্য্য বেড়ে যায়। সে সুখীও হয়। যেখানে শ্রেয়ে আকর্ষণের ভিতর দিয়ে বুকখানা ভরা থাকে, ভাবসন্দীপ্ত হ'য়ে থাকে, সুখ সেখানেই উথলে ওঠে। অন্য কিছুতেই সুখ নেই। Concentric (সুকেন্দ্রিক) না হ'লে তার মধ্যে ছন্নতা থাকবেই। প্রবৃত্তি-অভিভূত প্রচ্ছন্ন ছন্নতা যে কত রকমের থাকে, তা' ঠিক নেই। কত পুরুষ আছে বৌয়ের পেছনে পেছনে ঘোরে, তরকারি কুটে দেয়, ছেলের গুর কাঁথা কেচে দেয়, স্ত্রীর পায়ের ময়লা ঘ'সে পরিষ্কার করে দেয়। সে জায়গায় স্ত্রী কখনও সুখী হয় না। ভাবে বাপ-মা আমাকে এমনই নপুংসকের হাতেই দিয়েছে! Negative (স্ত্রী) যদি positive (পুরুষ) থেকে strong (সবল) হয়, সে negative (স্ত্রী) positive (পুরুষ)-এর মত work (কাজ) করে।

দাম্পত্য প্রণয় সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পুরুষ ও নারীর পরস্পরের প্রতি পরস্পরের টান না থাকলে, উভয়ের ভালবাসার expression (অভিব্যক্তি) active (সক্রিয়) না হ'লে একজন ও-সম্বন্ধে inert (নিথর) হ'লে

সন্তান-সন্ততির মধ্যে কিছু defect (গলদ) থাকেই। স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে আদর ক'রে যদি খুশি না হয়, একজন যদি নিথর হ'য়ে থাকে, তবে তার ফলে আরেকজনের সজীব ভাব ক'মে যেতে থাকে। একটা মেয়ে হয়ত খারাপ নয়, ভালই। কিন্তু স্বামীর প্রতি যদি তার উদগ্র টান না থাকে, তাহ'লে স্বামীকে জীবনপথে উদ্দীপিত ক'রে রাখতে পারে না। স্বামীর স্বাভাবিক প্রীতি-অভিব্যক্তিতে যে মেয়েরা সাড়া দেয় না, কিংবা স্বামীর প্রতি যারা প্রীতি-অভিব্যক্তিসম্পন্ন নয়, প্রায়ই দেখা যায়, তাদের ভিতর কোন suppression (অবদমন) আছে। আবার, তারা যদি খুব তরতরে হয়, তাদের সব-কিছু নিয়ে স্বামীর প্রতি উদগ্র হ'য়ে থাকে, তার তুষ্টি, তৃপ্তি তাদের একমাত্র কাম্য হয়, স্বামী-সংসার, তার গুরুজন-প্রিয়-পরিজন-সন্তানসন্ততিকে সুস্থ ও দীপ্ত রাখার জন্য সদাসক্রিয় থাকে, তখন তাদের স্পর্শে স্বামীর কর্ম্মশক্তিও অনেকখানি বেড়ে যায়। তাদের ওই চরভাব পুরুষকে অনেকখানি induced (উদ্বুদ্ধ) ক'রে তোলে।

স্বামী যে নারীর কতখানি, কুমারসম্ভবের মধ্যে তার চিত্রটি পাওয়া যায়। অবশ্য, আমি তো পড়িনি, আমার শোনা কথা।

গোবর্দ্ধন বলে একটি ছেলের নামে একখানা চিঠি এসেছে। গোবর্দ্ধনের নাম ক'রতেই শ্রীশ্রীঠাকুর সুর ক'রে বললেন—গোবর্দ্ধনধারী। আবার বললেন—গোবর্দ্ধন মানে পৃথিবীর বর্দ্ধন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বিছানার উপর সর্ব্বাঙ্গ ছেড়ে দিয়ে টানটান হ'য়ে শুয়ে পড়লেন।

আজ দু'দিন ধরে শ্রীশ্রীঠাকুর ডজন-ডজন বাহারী ছাতা এনে বিলোচ্ছেন। আজ রমনদার (সাহা) মাকেও সেই ছাতা একটা দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর অশত্থতলায় এসে বসেছেন। বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), গোপেনদা (রায়), কালীদা (সেন), যতীনদা (দাস) প্রমুখ কাছে আছেন।

এমন সময় জালেশ্বরবাবু (প্রসাদ) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কুশলবার্ত্তাদি শুনলেন। তারপর বললেন—জালেশ্বরবাবুকে দেখে আমার খুব ভাল লাগছে।

তারপর কথায়-কথায় বললেন—এক-একটা complex (বৃত্তি) এক-একটা universe (বিশ্ব)। তার মধ্যে কত যে suppression (অবদমন) আছে, কত obsession (অভিভূতি) আছে, তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু পরমপিতার blessing (আশীর্ব্বাদ) আমাদের মধ্যে আছে যোগাবেগ রূপে। সেই যোগাবেগ দিয়ে আমরা যত ইষ্টে আকৃষ্ট হই, তাঁকে profitable (উপচয়ী) ক'রে তুলতে চাই—আমাদের সব-কিছু নিয়ে,—ততই suppression ও obsession (অবদমন ও অভিভূতি)-গুলি ধরা পড়তে থাকে। ওই পথেই ওগুলি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। তাঁর দিকে নজর না দিয়ে ওদিকে নজর যত দেব, তত বিধ্বস্ত হব। তাই, ভক্তির মতো জিনিস নেই। কাম-ক্রোধ-

লোভ-মোহ যায় না, কিন্তু adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। ওগুলি নষ্ট ক'রে দিলে মানুষ sub-man (অপমানব) হ'য়ে যায়। অনেকের ধারণা ওগুলিকে annihilate (ধ্বংস) ক'রতে হবে। কিন্তু তাতে লাভ নেই। অনেক সাধু, সন্ন্যাসী পুরুষাঙ্গে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে। কিন্তু ওকে শিকল দিয়ে বেঁধে কী হবে, মনকে তো আর শিকল দিয়ে বাঁধতে পারবে না।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ) শ্রীশ্রীঠাকুরের কথাগুলি হিন্দী ক'রে জালেশ্বরবাবুকে বললেন।

জালেশ্বরবাবু খুব প্রীত হ'লেন।

২৪শে আষাঢ়, ১৩৬০, বুধবার (ইং ৮। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের প্রাঙ্গণে এসে বসেছেন। কালিদাসদা (মজুমদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), পরিমলদা (বেরা), চারুদা (করণ), অজিত ভাই (গাঙ্গুলী), প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন, পরে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—প্রেম যেখানে, সেখানে পরাক্রম থাকবেই। শুনেছি চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে নাকি উড়িষ্যার বিশিষ্ট লোকেরা বলেছেন যে, তাঁর প্রভাবে উড়িষ্যা নির্বীর্য্য হ'য়ে গেছে, শক্তিহীন হ'য়ে গেছে।

চৈতন্যদেবের জীবনটা দেখলে একথা কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। তাঁর জীবন অসৎনিরোধী পরাক্রমের দৃষ্টান্তে ভরা। লেজামুড়ো বাদ দিয়ে নেয়। ওতে কি কোনও জীবনের মর্ম্ম বোঝা যায়? 'এই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন।'

ননীদা—মানুষের অভাব যায় কখন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাব-ভরা হৃদয়ে অভাব থাকে না। অভাবের বোধই তার থাকে না। তার কথায়, তার চলনে, তার রকমে—সবটার মধ্য দিয়েই তার ঐ ভাব ফুটে ওঠে।

ননীদা—চৈতন্যদেব তো সারাজীবন ধরে কাঁদলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটো জিনিস থাকে—ভাবে ভরা থাকে। তার মধ্যে বিরহও থাকে, মিলনও থাকে। দুটো দিয়ে ভরা থাকে। সে বিরহের কষ্ট ছাড়তে চায় না। আমার মার জন্য যে কষ্ট, সে কষ্ট কেউ যদি ছাড়তে কয়, তাহ'লে যেন আমার মাকেই ছাড়তে কওয়ার মত হয়। সকলে কয়, ভুলে যাও। আমি এসব কথা খুব কম কই।

ননীদা—আত্মসমাহিত অবস্থা, তার মধ্যে এত কষ্ট, এ কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সুর ক'রে) 'বিষামৃতে একত্র মিলন।' Philosophy of love (ভালবাসার দর্শন) বৈষ্ণবশাস্ত্রে যেমন পরিস্ফুট, এমন খুব কমই দেখা যায়। কবীরের কথার অনুবাদ আছে 'বিরহেরই অগ্নিতাপে দগ্ধে মরে যারা, তাদেরই মন পূর্ণেতে হয় স্থির।'

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। কালিদাসদা (মজুমদার), শ্রীকণ্ঠদা (মাইতি), প্রমথদা (গাঙ্গুলী), যতীনদা (দাস), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ আছেন।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ) জালেশ্বরবাবু-সহ আসলেন।

জালেশ্বরবাবু অনেকের অসুখবিসুখের কথা বললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি টোটকা ব'লে দিলেন।

হরিনন্দনদা—দীক্ষা না নিয়ে নাম ক'রলে কি সুবিধা হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুবিধা হয় না। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে নাম করা লাগে। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'তে একটা লোক চাই। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে নাম ক'রলে vital power (জীবনীশক্তি) বেড়ে যায়। কুষ্ঠিয়ায় নাম ক'রে রোগী সারানোর হাসপাতাল করেছিলাম। তাতে অসম্ভব সব ব্যাপার ঘটত। নাম করলে আমাদের brain cell (মস্তিষ্ককোষ) যেমন sensitive (সাড়াপ্রবণ) হয়ে ওঠে, আমাদের complex (বৃত্তি)-গুলিও তেমনি sensitive (সাড়াপ্রবণ) ও চাঙ্গা হয়। একটা কেন্দ্র না থাকলে সেগুলি কিন্তু adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা যায় না।

জালেশ্বরবাবু—রামনামের মহিমা খুব শুনেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরু যে নাম দেন, সেই নামই রামনাম। বাইবেলে আছে new name (নতুন নাম)-এর কথা।

চন্দ্রেশ্বর ভাই (শর্ম্মা)—সদ্‌গুরু মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যিনি বাঁচাবাড়ার বিধি জানেন, তিনিই সদ্‌গুরু। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি।'

চন্দ্রেশ্বর ভাই—কেমন ক'রে বুঝব যে একজন অস্তিত্বের বিধি জানেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধয়া দৃষ্টিশুদ্ধতা, দৃষ্টিশুদ্ধের্হি বিশ্বাসঃ, বিশ্বাসাৎ নির্ব্বিচারতা, নির্ব্বিচারাৎ ভবেৎ প্রেম, প্রেম্নশ্চাত্মসমর্পণম্।' (সঙ্গ থেকে শ্রদ্ধা হয়, শ্রদ্ধা থেকে হয় দৃষ্টিশুদ্ধি, দৃষ্টিশুদ্ধি থেকে আসে বিশ্বাস, বিশ্বাস থেকে আসে নির্বিচারভাব, তা' থেকে আসে প্রেম, প্রেম থেকে আসে আত্মসমর্পণ।)

হরিনন্দনদা—দীক্ষা না নিলে কি সঙ্গ ঠিকঠিক হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—External (বাহ্যিক) হয়, internal (আভ্যন্তরীণ) হয় না। Initiation (দীক্ষা) মানে to go into (ভিতরে প্রবেশ করা)। দীক্ষা নেবার থেকে মানুষ দক্ষতা লাভ করে।

জনৈক দাদা—মানুষ কাকে বলে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন আছে যার, মন যার developed (বিকশিত), তাকে বলে বোধ হয় মানুষ।

সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হ'ল।

জালেশ্বরবাবু—আমি বহুদিন থেকেই রামনাম করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার ঐ লাঠিটাকে (শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত) রামচন্দ্র মনে করলে হয়। ঐটেই আপনাকে concentric (সুকেন্দ্রিক) ক'রে তুলবে।

জালেশ্বরবাবু পুনরায় নাম ক'রে রোগ সারাবার প্রসঙ্গ তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নাম ক'রে রোগ সারাব, কিছু পাব, এ বুদ্ধি নিয়ে নাম করা ভাল না। তাঁকে ভালবেসে তাঁরই জন্য নাম করা ভাল।

জালেশ্বরবাবু—নামে মন বসতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Effort (চেষ্টা) ক'রে ক'রতে ক'রতে automatic (স্বতঃ) হয়ে যায়। প্রথম তো মন বসতে চায় না, এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করে। কিন্তু ওর মধ্য দিয়েই interest (অন্তরাস) আসতে থাকে।

কিছু সময় পরে নাম ক'রে রোগ সারানোর হাসপাতাল সম্বন্ধে আবার কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনেকে করেছে।

তারমধ্যে একজনের নাম রাধারমন। সে এখানে আছে। কুষ্টিয়ার গোকুল ডাক্তারও ঐ সঙ্গে ছিল।

পরে জালেশ্বরবাবু উঠলেন। কেষ্টদা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—আমার মনে হয়, যে-কোন একটা জিনিস যে হ'য়ে গেলাম, যেমন গাছ, কুমীর, বাঘ, গরু ইত্যাদি, ওগুলি gene (জনি)-এর কাম কিনা কি জানি! আমি যে মানুষ, মানুষের intelligence (বুদ্ধি) নিয়ে যে আছি, মানুষের intelligence (বুদ্ধি) দিয়ে যে বোধ করছি, তা' আর বোঝা যায় না। সন্ধ্যা করছি। করতে করতে দেখছি ঠিক যেন আমি একটা গরু হ'য়ে গেলাম। আবার হয়তো দেখলাম গাছ হ'লাম। এইরকম কত কী দেখতাম! বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে তার যেন কোন সম্পর্ক নেই। তবে বোঝা যায় এটা তারই, ঐ বোধগুলিরই development (বিকাশ)।

২৫শে আষাঢ়, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ৯। ৭। ১৯৫৩)

বেলা নটার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে আছেন। অনেকেই কাছে আছেন।

দ্বারভাঙ্গা থেকে দু'জন দয়ালবাগের সৎসঙ্গী এসেছেন। তাঁরা বললেন—পরমপিতার দয়ায় আপনি প্রকট হ'য়েছেন। আপনাদের মতো সন্তের দয়াতেই জীব উদ্ধার পাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কী, তা' জানি না। তবে আমি প্রকট হ'য়েছি এইটুকু বুঝি।

জনৈক সৎসঙ্গী ভাই—আমাদের এমন কোন শক্তি নেই যে আমরা উদ্ধার পাই, আপনারাই আমাদের একমাত্র ভরসা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার ধারা, তাঁর প্রেরণা যা' আমাকে বলে, তাই আমি বলি।

উক্ত ভাই—তাঁর ধারাই তো জীবোদ্ধারের কাজ ক'রে চলেছে দুনিয়ার। মানুষের কী শক্তি আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে যা' ছিল, সে হ'ল উপক্রমণিকা। এখন যা' চলছে, তা অধ্যায়। যা ধ'রে চলতে হবে, তাই হ'ল অধ্যায়। বহু সহস্র বৎসর ধ'রে চলার মতো জিনিস দেওয়া হ'ল এখন। আগে কাটা-কাটা অনেক কিছু ছিল। কিন্তু সবটার সঙ্গতি নিয়ে এমন ক'রে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

২৭শে আষাঢ়, ১৩৬০, শনিবার (ইং ১১। ৭। ৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকাল আটটার পর বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), শরৎদা (হালদার), হরিনন্দনদা (প্রসাদ) প্রমুখ উপস্থিত।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আগে আশ্রমে খাওয়া-দাওয়া কি-রকম ছিল, সে তো জানেন। জলের মত ডাল আর আউসের চালের ভাত। পাতে একটা লঙ্কা পড়লে যেন ফিস্ট। তখন রাতের পর রাত কাজ চ'লত। এত যে খাটত, এত যে খাওয়ার কষ্ট, সে-সম্বন্ধে কারও বোধ ছিল না। সারা রাত জেগে কাজ ক'রত, নামধ্যানও সবাই খুব ক'রত।

কেষ্টদা—খুব সৌভাগ্য না থাকলে ঐ-রকম জিনিস উপভোগ করা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি সৌভাগ্য মনে করছেন, অনেকে মনে করে এর মত দুর্ভাগ্য আর নেই।

একটু পরে বললেন—আমি ভাবি, আমি যদি একটা গণ্ডগ্রামের মধ্যে ব'সে ঐ-ভাবে হাল-বেহালে না ক'রতাম, তাহ'লে এগুলি কিছু বেরোত না। নামের কী তাৎপর্য্য তা' বুঝতে পারতাম না। আগেও কত কথা বলতাম কিন্তু ভাষা ছিল না। মাথা-টাথা, হাত-পা নেড়ে বোঝাতে চাইতাম। Contraction, Expansion, Stagnation (আকুঞ্চন, প্রসারণ, বিরমণ) ইত্যাদি কথা ক'তাম।

কেষ্টদা—নাম-টাম ক'রে কিছু দূর অগ্রসর হ'য়ে অনেকের আর তেমন progress (উন্নতি) হয় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—করে না।

কেষ্টদা—এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর নীরব রইলেন।

কেষ্টদা—বোধহয় সম্বেগ থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! আর নানারকম বিক্ষেপের পাল্লায় প'ড়ে যায়।

পূজনীয় বাদলদা এসে বললেন—তাঁর বাড়িতে ঢিল পড়ে, তাছাড়া চোরের উপদ্রবও আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখনই সত্য শর্ম্মাকে ডেকে বললেন—ডাকুবাবুকে সব বৃত্তান্ত জানিয়ে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা ক'রো। নিজেদের তরফ থেকে যা' করণীয়, তাও ক'রো।

দয়ালবাগের একজন সৎসঙ্গীর সঙ্গে সাধন-ভজন সম্পর্কে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—গুরু যে হবে, পূর্ব্বতন গুরুর পরিপূরণই হবে তাঁর জীবনের একমাত্র কামনা ও তপস্যা। তাঁর মধ্যে ধারাটা অবিকৃত থাকে। তাঁর প্রতি টান চাই। শব্দ অনুসন্ধান করা চাই। ঐদিকেই থাকবে মনের গতি। খাওয়া-দাওয়া ঠিকমত হওয়া চাই। খাওয়া-দাওয়া বেশী হ'লে বা অনুপযোগী হ'লে শরীর ভারী হ'য়ে যায়। তামসিক ভাব বা রাজসিক ভাব হয়তো প্রবল হয়। সুরতকে উপরে চড়তে দেয় না, টেনে নামিয়ে রাখে। আর, বর্ণাশ্রম মানা ভাল। জৈবী-সংস্থিতি যদি ব্যতিক্রমগ্রস্ত হয় তাহ'লে শব্দজ্যোতি আসে না, cleaved continuity (সংবদ্ধ ক্রমাগতি) হয় না। আমার বাহন হ'লো শরীর, সুরত। সেটা ঠিক রাখা চাই। ঘোড়া যদি খারাপ হয়, কোথায় নিয়ে ফেলবে ঠিক কি? যোগাবেগ যদি বিকৃত হ'য়ে পড়ে, তবে এগুতে পারব না। শাস্ত্রে আছে, সন্ন্যাসীর বর্ণাশ্রম নেই। কারণ, তার কোনও sextual life (যৌন জীবন) নেই। কিন্তু সে যদি sex life (যৌন জীবন)-এ ঢোকে সেখানে ওটা মানাই চাই।

২৮শে আষাঢ়, ১৩৬০, রবিবার, (ইং ১২। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর সুস্থ নয়। গা ব্যথা ও মাথা ধরা আছে। সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশ্রাম নিচ্ছেন। পূজনীয় বড়দা ও কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে কলোনীর জমি সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে বললেন—টাউন থেকে বেশী দূর না হয়, স্বাস্থ্য ভাল হয়, যাতায়াতের সুবিধা থাকে, কাছে নদী থাকে, আবার দাম বেশী না হয়, এমনতর সব দিককার সুবিধাওয়ালা জমি দরকার।

২৯শে আষাঢ়, ১৩৬০, সোমবার (ইং ১৩। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে আছেন। আজ তাঁর শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল। পূজনীয় বাদলদার কন্যা ও জামাতাকে শ্রীশ্রীঠাকুর চিঠি লেখালেন প্রফুল্লকে দিয়ে।

গতকাল এবং আজ এই দুই দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি বাণী দিলেন।

৩০শে আষাঢ়, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ১৪। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), সুরেনদা (বিশ্বাস), কালিদাসদা (মজুমদার), নরেনদা (মিত্র) প্রমুখ কাছে আছেন।

চলা-ফেরা, নিয়ম-শৃঙ্খলা, আহার-বিহার, দৈনন্দিন অভ্যাস ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের normal (স্বাভাবিক) কয়টা দিক আছে; যোগ, যমন, নিয়মন, সন্ধিৎসা,—এই কয়টা প্রত্যেকের সত্তার সাথে অল্পবিস্তর গাঁথা থাকে। এগুলিকে কখনও ঢিলে হ'তে দিতে নেই।

৩১শে আষাঢ়, ১৩৬০, বুধবার (ইং ১৫। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ, প্রফুল্ল, নিখিল, দেবীপ্রসাদ (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনেক মানুষের মধ্যে বিশেষ-বিশেষ জন্তুর glimpse (ঝলক) পাওয়া যায়।

শরৎদা কাম ও প্রেমের পার্থক্য সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাম চায় প্রিয়কে দিয়ে আত্মস্বার্থসিদ্ধি। প্রেম চায় প্রিয়ের জন্য আত্মোৎসর্গ। প্রিয়ই তার স্বার্থ হ'য়ে ওঠে। কামের ভিতর আছে লোভ ও বিক্ষোভ, আর প্রেমে আছে প্রসাদ-তৃপণা। হীনম্মন্যতা থাকলে স্বার্থবুদ্ধি হয়। কাম আত্মমুখী করে, প্রেম প্রিয়মুখী করে। প্রেম নির্ম্মল ভাস্বর। দুটোয় আকাশ-পাতাল ফারাক। চাউনি-চলন-চরিত্র সবই আলাদা হ'য়ে যায়।

কাজলার সুশীলদার উপর খুব টান। অমন কম দেখা যায়। কখনও স্নেহল শ্রদ্ধা, কখনও সোহাগ-মাখান ভাব, কখনও গম্ভীর শ্রদ্ধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। নীরদ চক্রবর্ত্তী নামক একজন বহিরাগত সাধক পরপর নানা বিষয়ে প্রশ্ন ক'রলেন।

প্রশ্ন—সন্ন্যাসের কি প্রয়োজন নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চৈতন্যদেব বলেছিলেন, 'সন্ন্যাস লইনু যবে ছন্ন হইল মন, কি কাজ সন্ন্যাসে মোর, প্রেম প্রয়োজন।' সন্ন্যাস নেওয়া লাগে না, সন্ন্যাস আপনিই আসে। আমি শাস্ত্রকথা বিশেষ বুঝি না। আমি বুঝি সুরতের সম্বেগকে কেন্দ্রায়িত ও বিনায়িত ক'রে তোলা। এর ভিতর দিয়েই আমরা পাই ও হই। ভাবটাকে পেতে হ'লে যেতে হবে সেইভাবে। চতুরাশ্রমের মধ্যে দিয়ে স্বাভাবিক সন্ন্যাস বুঝি। আর বুঝি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর জীবন। তারা হয়তো গুরুকে ছেড়ে যেতেই চায় না।

প্রশ্ন—আত্মোপলব্ধি কী ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তাঁকে fulfil (পরিপূরণ) ক'রতে চাই। তাঁকে fulfil (পরিপূরণ) ক'রতে গিয়ে নিজেকে জেনে ফেলি। আত্মবীক্ষণ আসে, নিয়ন্ত্রণ আসে। ধাক্কা খাই, আবার চলি, conflict (দ্বন্দ্ব) আসে। ঠাকুর কয়, তার মানে তিনি ঠক্করে ঠক্করে ঠিক ক'রে দেন।

প্রশ্ন—আগম-নিগম কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কেমন ক'রে হ'লাম, হ'য়েও কেমন ক'রে যা' ছিলাম, তাই আছি বা তাই হব, তার পথ হ'ল আগম। নিগম মানে যেখানে যাওয়া-আসা নাই। অনন্ত থাকাকে জানলে নিগম হাতে হাতে আসে।

প্রশ্ন—জানাটা কোন্ সময় হ'চ্ছে, আগে, মধ্যে না শেষে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মধ্যেই হোক, শেষেই হোক, আগেই হোক, হ'লে যেমন ক'রে যেটা হয়, সেটা জানবই।

প্রশ্ন—জ্ঞানে কর্ম্ম লয় হয়। সে কী রকম জ্ঞান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা কর্ম্ম করি, তা' থেকে বোধ আসে। বহুদর্শিতায় সঙ্গতি আসে কী ক'রে কী হয়। যেখানে বহু ঘুরে-ফিরে ক'রতাম, সেখানে এক জায়গায় ব'সে ক'রতে পারি। প্রজ্ঞা আসে। কোথায় গিয়ে কোন্ টিপ দিলে কী হয় বুঝতে পারি। কিন্তু শিক্ষার্থী যারা তাদের বিহিত করার পথে যদি পরিচালিত না কর, তাহ'লে হবে না। জ্ঞানে আজেবাজে করার পথ বন্ধ হয়।

প্রশ্ন—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও আমি বুঝি না, আমি বুঝি ব্রহ্মও সত্য, জগৎও সত্য। আমি বুঝি, পরিবর্ত্তনীয় সৎ ও অপরিবর্ত্তনীয় সৎ। পরিবর্ত্তনীয় সতের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয় যা', তাই আত্মা, যা' কিনা নিয়ত গতিশীল। মায়া মানে বুঝি পরিমাপন। এক-একজন এক-একরকম হ'য়েছে। মা কই, —তার মানে তিনি মেপে দিয়েছেন। বাপকে বাবা কই—তার মানে তিনি আমাকে বপন ক'রেছেন।

প্রশ্ন—কোথাও ভক্তি মুখ্য, কোথাও জ্ঞান মুখ্য, এর কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব-কিছুর মূলেই থাকে ভক্তি। ভক্তি থেকে করা আসে। করা থেকে আসে জ্ঞান। সুকেন্দ্রিক না হ'লে মানুষ নিজের অস্তিত্ব ঠিক রাখতে পারে না। জীবাত্মার মধ্যেই রয়েছে কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে অস্তিত্ব বজায় রাখার আকুতি।

প্রশ্ন—নানাবিধ তত্ত্ব তো আছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব থেকে ভাল জিনিস শ্রদ্ধা, ভক্তি। ওটা আমাদের ভিতর দেওয়াই আছে। আমার একটা কেন্দ্র না থাকলে আমিও থাকি না। এক জায়গায় অনুরক্ত না হ'লে ফাঁকায় দাঁড়াতে পারি না। ব্যক্তিত্ব আসে ব্যক্ত আদর্শে নিষ্ঠার ভিতর-দিয়ে।

ব্যক্ত থেকে অব্যক্তে যেতে হবে। আগে অব্যক্ত ধ'রতে যেয়ো না। ব্যক্ত না ধ'রলে পাবে না তাঁকে। ইষ্টকে জানলে সব জানা হয়। তাই আছে গীতায় বিশ্বরূপ দর্শনের কথা।

প্রশ্ন—শুধু পূর্ণ বলে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পূর্ণ, অপূর্ণ, পূর্ণাপূর্ণ, যা' সব মিলে তিনি। পূর্ণর খণ্ড যেটা সেটাও পূর্ণ। এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে অপূর্ণ কিছুই নেই। Finite (সসীম) বাদ দিয়ে infinite (অসীম)-এ যেতে পারি না। অসীম মানে সীমাহীন সসীম।

প্রশ্ন—কি হ'লে তত্ত্বটা বোঝা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্মৃতিবাহী চেতনা লাভ ক'রলে তখন আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের মৃত্যু মৃত্যু নয়, আমরা অমৃতের সন্তান।

প্রশ্ন—চৈতন্য কি একই সঙ্গে দেহগত ও দেহাতীত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! সবসময় সুকেন্দ্রিক থাকা ভাল, নচেৎ আমরা উবে যেতে পারি, বিশ্লিষ্ট হ'য়ে যেতে পারি। পৃথিবী সূর্য্যে সুকেন্দ্রিক ব'লে ঠিক আছে। নচেৎ ছিটকে যেয়ে কতকগুলি উপলখণ্ডে পরিণত হ'ত।

প্রশ্ন—কার্য্যকারণ সম্পর্ক কি শেষ পর্য্যন্ত টেনে নেওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতদূর যেতে পারি, ততদূর যাব। কিন্তু কার্য্যকারণকে যদি এখনই বাদ দিই, বেকুব হ'য়ে যাব।

প্রশ্ন—জীবনের লক্ষ্য কি কর্ম্ম না জ্ঞান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈষ্ণবদের কথাই ভাল লাগে, তারা বলে সবটাই লীলা। লীলা মানে আলিঙ্গন ও গ্রহণ, এতে একটা রস আছে। তিনি লীলা ক'রছেন, তুমি না ক'রে যাবে কোথায়? কর, do ফুর্ত্তি (আনন্দ কর)।

প্রশ্ন—কর্ম্মের ভিতর-দিয়েই তো হ'চ্ছে, এর মধ্যে কি ঈশ্বর আছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্মজগতের উপরে ধর্ম্ম, বিভু, ঈশ্বর। আমি কই, তিনি আছেন এবং যা-কিছু হচ্ছে তাঁর বিধি-অনুযায়ীই হ'চ্ছে। ফলকথা, জগন্নাথের হাত নেই। তাঁকে যদি ধরি, তিনি টেনে নিতে পারেন। কিন্তু জগন্নাথ আমাকে ধ'রে নিতে পারেন না। আমি নিজেকে যেমন ক'রেছি, তেমনি হ'য়েছি, তিনি আমাকে তাই-ই মঞ্জুর ক'রেছেন। 'তুম যেইসে রামকো, তেইসে তুমকো রাম। ডাইনে যাও তো ডাহিন, বামে যাও তো বাম'।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—বাদ নিয়ে টান পাড়াপাড়ি ক'রে সুবিধে হয় না। ওতে অনেক কিছু বাদ পড়ে যায়। সাধলে সব টের পাওয়া যায়। সাধা মানে দেখা, ভাবা, বলা, করা। ক'রে দেখতে হয়। তেসরা চাষ আগে দিয়ে লাভ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

শরৎদা (হালদার) জিজ্ঞাসা ক'রলেন—সদ্‌গুরু গত হ'লেও তিনি কি দেহধারী হ'য়ে শিষ্যকে সাহায্য ক'রতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা impetus (প্রেরণা) দিয়ে দেন। মানুষের মাথায় তাঁর একটা impression (ছাপ) থাকে। তার complex (বৃত্তি)-গুলিরও ঐ impression (ছাপ)-এর সাথে একটা সঙ্গতি হয়। বিশেষ সঙ্কটে স্মরণ-মননের ভিতর দিয়ে সেই impression (ছাপ) objectified (বাস্তবায়িত) হ'য়ে একটা impetus (প্রেরণা) দিয়ে যায়।

হরিদাসদা (সিংহ)—তিনি কি রূপ ধ'রে এসে দাঁড়াতে পারেন, জীবন্ত মানুষের মত সাহায্য ক'রতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কতরকম হয়, তার কি ঠিক আছে? আমার এখানে সবগুলির মধ্যে দিয়ে একটা কথাই বলা হ'য়েছে। একটা জিনিসই নানা ব্যাপারের মধ্যে দিয়ে হাঁটিয়ে নেওয়া হ'য়েছে।

এরপর খগেনদা (তপাদার) এসে বললেন—কাচ এনেছি। (ভোলারামের খাবারের দোকানের আলমারির জন্য।)

শ্রীশ্রীঠাকুর—চল, দেখে আসি।

এই বলে উঠে পড়লেন।

৩২শে আষাঢ়, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ১৬। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট।

নরেশদা (অধিকারী) শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—ধর্ম্মনগর সৎসঙ্গ শাখায় কি কি সংগঠনমূলক কাজ করা দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন যেমন প্রয়োজন, তখন সেইরকম করাই ভাল।

১লা শ্রাবণ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ১৭। ৭। ১৯৫৩)

আজ থেকে ৬১তম ঋত্বিক অধিবেশন শুরু হবে। বাইরে ভিড় থাকায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে দুটি বাণী দিলেন।

তারপর তিনি তাঁর নিজের ঘরে এসে বসলেন। অনেকে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিতভাবে বলে উঠলেন—ত্রৈলোক্যদা কখন আলেন।

ত্রৈলোক্যদা (চক্রবর্ত্তী)—এই তো আজ সকালে। আপনার দয়ায় এই বইখানা অতি কষ্টে বের ক'রতে পেরেছি।

এই বলে 'যাজন পথে' দ্বিতীয় ভাগখানি তাঁর হাতে তুলে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তা' আগ্রহভরে পাতা উল্টিয়ে দেখতে লাগলেন।

এরপর করুণাদা (মুখোপাধ্যায়) তাঁর লিখিত 'উদ্বর্দ্ধনে নারী'র নতুন ছাপান দ্বিতীয় সংস্করণ বইখানি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিলেন। তিনি সেটাও পাতা উল্টিয়ে উল্টিয়ে দেখলেন। পরে শ্রীশ্রীঠাকুর দুটো বই-ই প্রফুল্লর হাতে ফেরত দিলেন।

মেদিনীপুরের যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত) ও হরিচরণদা (ভূএগ্রা) আনীত ৫ হাত × ৬ হাত মাদুর দেখে খুব স্ফূর্ত্তিযুক্তভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বারে! বেশ মাদুর আনিছিস তো! এইখানেই পাত, আমি এখনই শোব!

যাঁরা এনেছিলেন, তাঁরা তো হাতে স্বর্গ পেলেন। তখনই মেঝেতে মাদুর পাতা হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে শুয়ে পড়লেন। শুয়ে সরল শিশুর মত হাসিমুখে এপাশ-ওপাশ ফিরে আনন্দ ক'রতে লাগলেন। হরিচরণদা বললেন—এটা আমার বাড়িতে তৈরি হ'য়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে বললেন—আগে ক'স না কেন? শোয়ার আগে ক'বি, তা' না, শোয়া-টোয়া হ'য়ে গেল এখন কচ্ছিস!

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে শ্রীশ্রীবড়মার কাছে গেলেন। ভক্তবৃন্দ পিছনে-পিছনে গেলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীশ্রীবড়মার সঙ্গে অল্পসময় কথাবার্ত্তা ব'লে আবার বাইরে আসলেন। চক্রপাণিদাকে (দাস) দূর থেকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর চিৎকার ক'রে বললেন—'কি রে!' এরপর সুর ক'রে বললেন—'এই আসি বলে চলে গেলে প্রিয়, এতদিন পরে হ'ল আসিবার বেলা'। সুশীলদা বলছিল, এবার তুই থাকলে দিল্লিতে খুব ভাল কাজ হ'ত। —এই কথা বলতে বলতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের বারান্দায় এসে বসলেন।

ক্রমাগত ভক্তবৃন্দ এসে প্রণাম করতে লাগলেন।

সমস্তিপুরের জনৈক ভাই-এর পৈতে ছিঁড়ে গেছে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর কালিদাসী-মাকে দিয়ে তার জন্য একটি পৈতে আনিয়ে দিলেন। এক-এক ক'রে অনেকেরই খোঁজখবর নিলেন। মুখে তাঁর মধুর হাসি। স্নেহাতুর পিতার কাছে হারানিধি সব ফিরে আসলে তাঁর যেমন আনন্দ ধরে না, দাদা ও মায়েরা বাইরে থেকে আসাতে তাদের দেখে তিনিও তেমনি আনন্দে আত্মহারা।

শরীরের কষ্ট নিয়েও কিছুসময় এইভাবে কাটল। এর মাঝে আবার খবর নিলেন, চালা করবার কাঠ এসেছে কিনা!

যতীনদার আনীত তাঁবুটা আশ্রমে খাটান হ'চ্ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর তা' দেখে বললেন—যতীনদা তাঁবুটা এনেছে বেশ! গোটা কুড়ি তাঁবু হয়, তা'হলে যে-কোন জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে বেশ কিছুদিন থাকা যায়।

কাউকে খাওয়াতে চান, তাই সুধাদিকে ডেকে খবর নিলেন ইঁচড় যোগাড় হ'য়েছে কিনা।

সুধাদি বললেন—হ'য়েছে।

সুধাদিকে আবার শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটু ঝোল রাখিস্।

প্রফুল্লর সর্দ্দি হ'য়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে ডাকিয়ে বললেন—ওর সর্দ্দিমত হ'য়েছে, বেশ খানিকটা ভিটামিন সি দে। এখন না দিলে মুশকিল হ'য়ে পড়বে।

পরে আবার প্রফুল্লকে বললেন—পান্তাভাতের জল খাস্ না কেন? ওটা খাবি। ওতে যথেষ্ট ভিটামিন আছে। ও খেলে মানুষ মোটা হ'য়ে যায়। দেখিস না পণ্ডিতের মা খেয়ে কেমন মোটা হ'য়ে গেছে।

একটি দাদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কি রে! কখন আলি?

তিনি ঠিক বুঝতে পারছিলেন না, শ্রীশ্রীঠাকুর কাকে বলছেন, তাই এদিক-ওদিক দেখছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কি রে, কথা বুঝিস না কেন?

এর মধ্যে কেউ দীক্ষার অনুমতি নিয়ে গেলেন, কয়েকজন ব্যক্তিগত সমস্যার বিষয় জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরীর খারাপ বোধ করতে থাকায় ঘরে গিয়ে শুলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ এবং আরও অনেকে আছেন।

নীরদ ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কি এখন পরিব্রাজক হিসেবে থাকব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে কী লাভ, তা' জানি না। মানুষ যত লোকালয়ে দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে, তত ভাল। ঐগুলিই adjust (নিয়ন্ত্রণ) করার মধ্য-দিয়ে বোধি বিনায়িত হয়, ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হয়, সংহত হয়, অবশ্য, আকণ্ঠ ইষ্টার্থ-অনুবেদনা থাকা চাই। তা' না থাকলে কিছুতেই কিছু হয় না। চারিদিকের সাড়া ঐ অনুবেদনাকে ভেঙ্গে দিতে চায়। কিন্তু ঐ অনুবেদনার আকূতি বলে, আমি লাখ কষ্ট পাই, সেও ভাল, কিন্তু তাঁকে যেন ভুলতে না হয়। তাঁকে সার্থক করার, উপচয়ী করার, আবেগময় ঝোঁক থাকলে কোন বিক্ষেপই আমাদের নড়াতে পারে না।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রহ্মচারীজীকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আমার কথাগুলো তোকে ব্যথা দেয় না তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকজনকে মলিকিউলের বর্ষণ দেখিয়েছিলেন। সেই সম্পর্কে বললেন—আমাদের বোধশক্তি কতকগুলি জিনিসকে বোধ করে, আবার কতকগুলি বিষয় ভুলে থাকে, নচেৎ সব জিনিস সম্বন্ধে সচেতন হ'লে আমাদের টেকাই মুশকিল ছিল। আমাদের প্রাকজীবন ছিল। সেখান থেকে আমরা বহু জীবনের মধ্য দিয়ে পরাবর্ত্তনী রকমে এতদূর পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছি। আমরা গাছপালা কত কি যে ছিলাম, তার ঠিক নেই। যখন ঠিকমত নাম করি, তখন আমাদের ভিতরের gene (জনি)-গুলি সচেতন হ'য়ে ওঠে। হয়তো দেখি কুমির হ'য়ে জলে ভেসে যাচ্ছি। ব্যাঙ হ'য়ে লাফাচ্ছি, সাপ হয়ে ছুটছি, আরও কত কী! এমনি ক'রে সার্থক সঙ্গতিসম্পন্ন জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান ধীরে ধীরে জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। সূত্রহারা, সঙ্গতিহারা কিছু থাকে না। সেই এক নানা বৈশিষ্ট্য নিয়ে কিভাবে আছে, তা' ধরা পড়ে। তাই, ব্রহ্মজ্ঞানী বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ হবেনই। ব্রহ্মজ্ঞান আছে, অথচ বৈশিষ্ট্যজ্ঞান যদি না থাকে তবে সে ব্রহ্মজ্ঞান মেকী।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—এ-সব বোধের ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভেদ এবং অভেদ দুটো বোধই থাকে। গাছটার সঙ্গে আপনার ভেদ অনেক, কিন্তু উপাদান-সামান্য দিয়ে অভেদও তার সঙ্গে। কখনও কখনও দেখা যায়, আপনি গাছের কথা বেঝেন, আবার গাছও আপনার কথা বোঝে। বৈষ্ণব-সাহিত্যে এর বড় সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যায়। বিরহী মাধবীলতাকে সম্বোধন ক'রে বলছে, তুই তাঁকে দেখেছিস বুঝি, তোর বুঝি তাঁর হাওয়া গায়ে লেগেছে, তাই তোর এত আনন্দ।

কেষ্টদা রাসায়নিক সংযোগের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানেও সবটার সঙ্গে সবটার মেলে না। কোন্‌টার সঙ্গে কোন্‌টার মিল হবে, কোথায় বা হবে না, উল্টো হবে, বিস্ফোরণ ঘটবে, তার বিধি আছে।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তুমি-আমি একটা atomic synthesis (আণবিক সংশ্লেষণ) ছাড়া আর কিছু নয়।

একটু সময় চুপ করে থেকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সুশীলদা আগে আমাকে একখানা বই দেখিয়েছিলেন, তার মধ্যে পশুপক্ষী, বৃক্ষলতার ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে সঙ্কেত ছিল। একটা গাছের পোষণ কখন, কোন্ সময়, কেমনভাবে দিতে হবে, তার পদ্ধতির কথা ছিল।

কেষ্টদা—Chemical study (রাসায়নিক পর্য্যবেক্ষণ) না ক'রে মন্ত্র পাঠ ক'রে যদি পোষণ দেওয়া যায়, তা' কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মধ্যে সবই involved (জড়িত) আছে।

কেষ্টদা—এডিংটন বলেন, বস্তুজগৎ বাদ দিয়েও আমাদের জ্ঞান হতে পারে, কিন্তু জিন্‌স সেটা স্বীকার করেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-কথাটা লিখে রাখা ভাল।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—একটা কোষের মধ্যে সপ্তলোক সুসজ্জিত, বিনায়িত। অবশ্য, সপ্তলোক যদি কন।

কেষ্টদা—সুসজ্জিত তাঁর কাছে, যিনি সেটা জানেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা সবার কাছেই। আপনি করলেও পারেন, যে কেউ করলেও পারে।

২রা শ্রাবণ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ১৮। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে বসে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য)র উপস্থিতিতে আশীর্ব্বাণী দিচ্ছিলেন। প্রফুল্ল ও নিখিল তা' লিখে নিল। ১০-১০ মিনিটে আশীর্ব্বাণী দেওয়া সমাপ্ত হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। সুধাংশুদা (মৈত্র), সুশীলদা (বসু) ও যতিবৃন্দ উপস্থিত।

সৃষ্টি সম্বন্ধে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই যে ছায়াপথ, এ কিন্তু একটা নয়। বহু ছায়াপথ আছে। 'কত চতুরানন মরি মরি যাওত ন তুয়া আদি অবসানা।' সৃজন-সম্বেগ তাঁর একটা খেয়াল ব'লে ভাবলেও, সে খেয়াল নিছক খেয়াল নয়। তার ক্রম ও কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ আছে। দুনিয়ার সমস্ত ছায়াপথ নিয়েও সবটা মিলে সীমাহীন সসীম।

শরৎদা (হালদার), নীরদ ব্রহ্মচারীর হ'য়ে বললেন—উনি জানতে চান, উনি সন্ন্যাসের রীতিমাফিক পোষাক-পরিচ্ছদ পরবেন কিনা এবং কিভাবে চলবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি সন্ন্যাসীর রীতি নিয়েই চলা ভাল। অবশ্য, সন্ন্যাসীর রীতির মধ্যে বিশেষ পোষাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ প্রয়োজন কিনা জানি না। আমি বুঝি সন্ন্যাসমুখী মন হোক—সহজ চলাফেরার মধ্য দিয়ে সহজভাব সন্ন্যাস আসুক। সত্যিকার সন্ন্যাসীই শ্রেষ্ঠ মানব। তাঁরাই মানুষের পরম আদর্শ। তাঁরাই সমাজ-পুরোহিত। আমি ভাবি, কী কথা ক'ব নে, ওর আবার ব্যথাই লাগে না কি! বেকুবের মতো কথা কই, ও ভাববে, কী আবার এ-সব।

ব্রহ্মচারীজী—এ-সব তো খুব প্রেরণাদায়ক কথা।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর অশত্থতলায় গিয়ে বসলেন। বহু লোক জমায়েত হ'লেন সেখানে। তপোবনের ছেলেমেয়েরা সেখানে আবৃত্তি, গান ইত্যাদি ক'রল।

এরপর ওয়েস্ট-এণ্ডে শরৎদার (হালদার) সভাপতিত্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে সাধারণ-সভা হ'ল। শ্রীসুধীরকুমার বসু, শ্রীহরিনন্দন প্রসাদ, শ্রীযামিনীকান্ত রায়চৌধুরী, শ্রীকরুণাসিন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুধাংশু সুন্দর মৈত্র ভাষণ দেন।

৩রা শ্রাবণ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ১৯। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

আজ ঋত্বিক-অধিবেশনের শেষ দিন। শ্রীশ্রীঠাকুর-সমক্ষে বিনতি-প্রার্থনা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী পাঠের কথা আছে। তাই সকাল থেকেই দাদা ও মায়েরা এসে যতি-আশ্রমের সামনে ভক্তিযুত চিত্তে সমবেত হ'তে লাগলেন। বেলা ৭টায় কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) সমবেত ভক্তবৃন্দসহ যুক্ত করে প্রার্থনা শুরু করলেন। সকলেরই দৃষ্টি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি নিবদ্ধ। শ্রীশ্রীঠাকুরও সহজ ললিতগম্ভীর ভঙ্গীতে যুক্ত করে ব'সে রইলেন—তাঁরও চোখেমুখে প্রার্থনারত ভাব—তিনি যেন তাঁর প্রিয়তমের স্মরণ-মননে এবং লোককল্যাণের প্রার্থনায় মগ্ন। তিনি সোজা হ'য়ে বসেছেন, পেছনে একটি তাকিয়া—সামনে কোলবালিসের উপর হাঁটু দুখানি গোটান অবস্থায় ঠেসান দেওয়া। খালি গা, গলায় পৈতেটা ঝুলছে, শুভ্র বসনের কোঁচাটি গোঁজা রয়েছে নাভিদেশে। যেখানে কোঁচাটি গোঁজা আছে, সেখানে কাপড়ের কালো পাড় ও সাদা খোল একটি ফুলের মত সুবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথাটি মাঝে মাঝে ঈষৎ দুলছে—মনে হচ্ছে, তিনি যেন সকলের প্রার্থনাই গ্রহণ করছেন এবং তা' আবার তাঁর একান্তের চরণে পৌঁছে দিচ্ছেন। প্রার্থনার মধ্যে বারবার প্রণাম-মন্ত্র পাঠ ক'রে সমবেত জনতা যখন প্রণাম করছেন, তিনিও তখন প্রতিবার যুক্তকর উত্তোলিত ক'রে প্রতিনমস্কার করছেন। উপাস্য ও উপাসকের এমনতর মিলনভূমি যেখানে, সেখানেই মনে হয় স্বর্গ সশরীরে নেমে এসেছে। প্রার্থনার পর কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুর-প্রদত্ত আশীর্ব্বাণী পাঠ করলেন। এরপর সবাই অর্ঘ্যাদিসহ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দূর থেকে প্রণাম করলেন। এরপর সেখান থেকে তিনি বড়াল-বাংলোর ঘরে গিয়ে বসলেন।

একটু পরেই অনিলদা (সরকার) এবং লালমোহনদা (দাস) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে বললেন—এবার খুব লেগে যাও, কোটি-কোটি লোককে দীক্ষিত ক'রে তোল। প্রধানদের দীক্ষা দেওয়া চাই। তাদের ধ'রে দলকে দল দীক্ষিত ক'রে তোল। আর, আগামী উৎসবে পঁচিশ-তিরিশখানি স্পেশাল ট্রেন আনা চাই। এমনভাবে কাজ কর যাতে আপনা থেকে চাকরী ছেড়ে যায়। কয়েক টার্ম পরে আর চাকরী করা না লাগে। লালমোহন যদি নেংটে হ'ত, তাহ'লে কথা ছিল না। ও যে চাকরী ক'রে দু-চার পয়সা পায়। এই অবস্থায় পয়সার উপর, চাকরীর উপর মায়া হয়। প্রমোশনের লোভ থেকে সেই ফিকিরে ঘোরে।

লালমোহনদা—যাজন-টাজন ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একটু হাসলেন।

অনিলদা—কত চেষ্টা করি, দীক্ষা তো তেমন হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের বহু বিচ্ছিন্ন ধারণা আছে, সেগুলি সুবিন্যস্তভাবে গেঁথে তুলে একমুখী ক'রে তুলতে হবে। এটা ঠিক জেনো, প্রত্যেকটা মানুষ তোমাদের জন্য হাহাকার ক'রছে, তোমরা পরিবেশন ক'রতে পারলেই হয়।

লালমোহনদা—আজকাল মানুষ বড় কষ্ট ও অভাব-অভিযোগের মধ্যে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্টের ক-ও থাকবে না, অভাব বলতে কিছু থাকবে না, এমন ক'রে তোল।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কাজের মধ্যে সবসময় লক্ষ্য রেখো, যাতে বিচ্ছিন্ন দলের সৃষ্টি না হয়। প্রত্যেকে প্রত্যেকের fulfilling (পরিপূরণী) হয়। যাদের মধ্যে বিরোধ বা বিচ্ছেদ আছে, তোমাদের মৈত্রী-কৌটিল্যে তারা যেন প্রীতিনিবদ্ধ হ'য়ে ওঠে।

প্রমথদা (গাঙ্গুলী) আসলেন।

তিনি এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর হাত বাড়িয়ে অপূর্ব্ব সহজসুন্দর ভঙ্গীতে বললেন—তিন তোলা সোনা, তিন তোলা সোনা, তিন তোলা সোনা।

প্রমথদার বুঝতে একটু সময় নিল।

তিনি বোঝামাত্র বললেন—হ্যাঁ দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্য বদনে বললেন—এরা আমার পুরোন বলদ, কত টেনেছে আমাকে।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর দীপ্ত আবেগে বললেন—মানুষগুলিকে বাঁচাও, প্রাণভরে তাদের প্রাণ হ'য়ে ওঠো তোমরা। মানুষকে দীক্ষিত ক'রে তোল, তাদের পেছনে খবরদারী কর, তাদের যোগ্যতা বাড়াও, king-maker (রাজা-স্রষ্টা) হ'য়ে ওঠো তোমরা। রাজা হ'য়ো না, রাজা ক'রে তোল সকলকে। একটা মানুষও যেন যোগ্যতায় খাটো না থাকে। প্রত্যেকেই যেন তার attitude (প্রবণতা)-অনুযায়ী able (সমর্থ) হ'য়ে ওঠে। কেউ অভাব-অভিযোগ বা দুঃখের মধ্যে আছে, এটা তোমাদের পক্ষে কলঙ্কের। কেউ যেন দুঃখে না থাকে। প্রত্যেকটি পরিবারই যেন সুকেন্দ্রিক, সুসংহত, সুবিনায়িত হ'য়ে ওঠে। স্বামী-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-ভ্রাতা-ভগ্নী কে কেমনভাবে চলবে, কে কার প্রতি কেমন ব্যবহার ক'রবে, সে-বিষয়ে সকলকে সুশিক্ষিত ক'রে তোল। তোমাদের পায়ের ধূলি কবচ ক'রে সকলে যেন গলার মালা ক'রে রাখে। নিজেদের এমন শাসন ক'রবে, যেখানে দাঁড়াবে, মানুষ যেন তোমাদের শিষ্ট চরিত্র দেখে দেবতা বলে অভিবাদন করে। চরিত্রবলে বলীয়ান হও। আর, ইষ্টার্থপরায়ণতাই যেন তোমাদের চরিত্রের একমাত্র নিয়ামক হয়। ইষ্টের ব্যপারে কোথাও compromise (আপোষ) ক'রো না। তোমাদের চরিত্র এমন হ'লে তোমরাই মানুষের দুঃখ ঘুচিয়ে দিতে পারবে।

অনিলদা—যাদের প্রকৃতি খারাপ, তারা তো দুঃখ পাবেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু কেউ দুঃখ চায় না। কাউকে ছেড়ো না। কানাকড়িটাও যেন তোমার কড়ি হয়। কাউকে ফেলো না। প্রত্যেককে কীভাবে উপচয়ী ক'রে তোলা যায়, তাই দেখবে।

চাকরী ছেড়ে কাজ করা সম্বন্ধে আবার কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—চাকরী ছেড়ে খেতে পাবে না, এ যেন না হয়। বামুনের পাওনার চাইতে বড় পাওনা নাই মানুষের। মানুষ প্রণাম ক'রে দেবে, তার এক কণায় তোমার ও পরিবারবর্গের কোনভাবে চ'লে যাবে। উদ্বৃত্ত যা' থাকবে, মানুষকে বিলিয়ে দেবে, এমনটা হওয়া চাই। একটা লাউ যদি দেয়, তাই সাগ্রহে নিয়ে তার মুখে পঁচিশটা চুমু খাও। এতে তারও করার আগ্রহ ও দেবার আগ্রহ বেড়ে যাবে। দেবার আগ্রহ, দেবার লোভ যত বাড়ে ততই ভাল। তার মধ্যে দিয়ে তাদের উন্নতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমথদার দিকে চেয়ে বললেন—খবরদার! আলসেমি আর কোর না। পরমপিতার দয়ায় তুমি আর নোকর নেই। এখন পরমপিতার নোকর হ'য়ে পড়।

প্রমথদা বিনীতভাবে সম্মতি জানালেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অশোকদাকে (বসু) ডেকে পাঠালেন। তিনি অশোকদার সঙ্গে নিভৃতে কথা বললেন।

অশোকদা—আজকাল চারিদিক থেকে ধাক্কা খাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-কথা ছেড়ে দাও। ধাক্কা খাওয়া লাগবে, ধাক্কা হজম করা লাগবে।

অশোকদা—সব দিক দিয়ে বাধা পাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ খুব শুভ লক্ষণ, তুমি manipulate (নিয়ন্ত্রণ) ক'রতে পারলে হয়। মানুষের আগ্রহ বা বিরুদ্ধতা, এর কোন একটা না থাকলে, তাঁর কথা কইবে কি ক'রে? মানুষের বুকখানা ধ'রে টানবে কি ক'রে? তাদের বুকের রাজা হবে কিভাবে? প্রত্যেকটা মানুষ তোমার asset (সম্পদ) হওয়া চাই। তাকে যোগ্যতর ক'রে তোলা চাই। সংহত ক'রে তোলা চাই। যার যেমন বৈশিষ্ট্য সেই অনুযায়ী ধাক্কা যদি না দেয়, তবে তাদের মধ্যে ঢুকবে কি ক'রে?

অশোকদা—অনেক সময় মনে হয়, এদের ধ্বংস ক'রে দিই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধ্বংস ক'রলে কাম হবে না। ধ্বংস ক'রলে তুমি কী নিয়ে থাকবে।

অশোকদার Wholetime worker (পূর্ণকালিক কর্ম্মী) হওয়ার কথা হ'চ্ছিল এবং তাহ'লে কিভাবে চ'লবে, সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমার চলনই তোমার সংসার চালাবে। বামুনের প্রাপ্তির চাইতে honourable এবং pious income (সম্মানজনক এবং পুণ্য উপার্জ্জন) আর নেই। একটা লাউ নিয়ে এসে প্রণাম ক'রল, তুমি বুকে জড়িয়ে ধ'রে পঁচিশটা চুমু খেলে। এতে তার লাউ ফলান'র যোগ্যতাও বেড়ে যাবে।

যাজনের ক্ষেত্রে ভিনি, ভিডি, ভিসি—আসলাম, দেখলাম, জয় ক'রলাম এমনতর হওয়া চাই। প্রত্যেকটি মানুষ উদগ্রীব হয়ে আছে তোমাদের জন্য। তারা বোঝে না, জানে না, তারা কী চায়। কিন্তু তোমরা বললে বোঝে যে এই তাদের চাওয়া, তাই তারা পাগল হ'য়ে ওঠে তোমাদের কথা শুনে। আমি বলি, লোকলোভী হও। মানুষ যেমন অর্থলোভী হ'য়, তোমরা তেমন লোকলোভী হও।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। বহু দাদা ও মায়েরা সেখানে এসে সমবেত হলেন। এক-একজন স্ব-স্ব ব্যক্তিগত সমস্যার বিষয় শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ব'লে সমাধান নিতে লাগলেন। রোগ, শোক, অভাব-অভিযোগ, মামলা-মোকদ্দমা ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব, সঙ্ঘাত, মানসিক অশান্তি ইত্যাদি নানা সমস্যা নিয়ে তাঁরা এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একজনের ভগ্ন স্বাস্থ্যের প্রতিকারকল্পে রোজ সকালে পান্তাভাত খেতে বললেন। সেই প্রসঙ্গে জোরহাটের হেমদা (ঘোষ) বললেন—আগে তো অনেকে পান্তাভাত খেয়ে ভালই থাকতেন, কিন্তু আজকালকার লোকে পান্তা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবা জগন্নাথের কিন্তু নিত্য পান্তা না-হ'লে চলে না। বাচ্চা যদি বাপের অনুবর্ত্তন ক'রতে লজ্জা বোধ করে, তাহ'লে যা' হবার তা' হবে। আমাদের মা জগজ্জননী দুর্গা দৈ-পান্তা খেয়ে প্রতি বৎসর বিজয়ার দিন বিদায় নেন। আর আমাদেরই পান্তা খেতে লজ্জা।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ এবং অন্য অনেকে আছেন। জনৈক দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার কোনও কাজকর্ম্ম নেই, কী ক'রব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' জোটে, তাই ক'রবি। যাজন ছেড়ে যা' ক'রবি, তাই sterile (বন্ধ্যা) হ'য়ে উঠবে।

আর একটি দাদা—নিয়তিকে কি রোধ করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিয়তি মানে যা' নিয়ে যায়। চালকশক্তিটাকে যদি ঘুরিয়ে দিই, তবে নিয়তি সেইরকম হ'য়ে যাবে। কর্ম্মফল মাথায় গোঁজা থাকে, আমাদের impetus (প্রেরণা) দেয়। যখন আমরা ইষ্টস্বার্থ-পরায়ণ হ'য়ে তাঁকেই উপচয়ী ক'রতে চাই সব দিয়ে, তখন কর্ম্মফল re-adjusted (পুনর্বিন্যস্ত) হয়। এই আগ্রহ যার যেমন অদম্য, তার বিন্যাসও তেমন ক্ষিপ্র ও শক্তিদীপ্ত।

৪ঠা শ্রাবণ, ১৩৬০, সোমবার (ইং ২০। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। কিন্তু শরীর খারাপ বোধ করার দরুন ঘরে গিয়ে শুলেন। দুপুরে তাঁর খুব জ্বর আসলো, সমস্ত দিনরাত জ্বরে অত্যন্ত কষ্ট পেলেন।

আজ সকালে, বিকালে ও সন্ধ্যায় কর্ম্মীদের বৈঠকে স্থির হ'ল যে আগামী উৎসব ও কন্‌ফারেন্স একই সঙ্গে বিজয়ার পর শুক্লা দ্বাদশী থেকে এখানেই অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন প্রদেশে আলাদা ক'রে উৎসব এবার আর হবে না। সমগ্র ভারতের উৎসব এখানেই হবে এবং সেই উপলক্ষে ২৫/৩০ খানা শামিয়ানা যাতে আসে, সেই চেষ্টা করা হবে।

৫ই শ্রাবণ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ২১। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্বর আজও বেশ আছে। তবে কালকের থেকে আজ একটু শরীরের কষ্ট কম এবং জ্বর অপেক্ষাকৃত কম। আজ সন্ধ্যায় পূজনীয় বড়দাকে নিয়ে যতি-আশ্রমের বারান্দায় পুনরায় কর্ম্মী-বৈঠক বসলো। উৎসব সম্পর্কে সামগ্রিক পরিচালনার দায়িত্ব শ্রীশ্রীবড়দাকে দেওয়া হ'ল। প্রত্যেক জায়গা থেকে যাতে সর্ব্বাধিক পরিমাণ উৎসব-অর্ঘ্য আসে এবং স্পেশাল ট্রেন অধিক সংখ্যায় আসে, সে ব্যাপারে কর্ম্মীরা সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করবেন। তাছাড়া কর্ম্মীরা বিহার, বাংলা, উড়িষ্যা, আসামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সভাপতি, প্রধান অতিথি ঠিক ক'রতে চেষ্টা করবেন।

৬ই শ্রাবণ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ২২। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুরের জ্বর আজ ছেড়ে গেছে। তিনি আজ অন্ন-পথ্য করলেন। আজ বিকেলে কর্ম্মী-বৈঠক হ'লো বড়ালের বারান্দায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কর্ম্মীদের উদ্দেশ্যে বললেন—সামনের টার্মটা বড় নয়, কিন্তু কাজ অনেক, সেগুলি করতে হবে। এই টার্মে তোমাদের কাজকর্ম্ম মন্দ হয়নি। তোমাদের রকম দেখে, প্রাণের আবেগ, স্ফূর্ত্ত চলন দেখে আমার প্রাণে বল হয়। ভরসা হয় যে, যে-সংখ্যার কথা বলছি, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে তা' তো হবেই, এমনকি তা' ছাড়িয়েও যেতে পারে।

মনে রেখো—তোমাদের এই সম্বেগের ওপর, চলনের ওপর, মানুষের যা-কিছু নির্ভর ক'রছে—ইহকাল, রাষ্ট্রিক জীবন, পারিবারিক জীবন, নৈতিক জীবন, এমনকি তার স্বচ্ছন্দতাও পর্য্যন্ত। এই দেখ, দুদিন আগে তোমাদিগকে দেখে বাইরের লোকে ভাবত—নগণ্য, কদর্য্য ও অকর্ম্মণ্য। এখন কিন্তু তারা আর তা' বলে না। কতখানি যোগ্যতা অর্জ্জন ক'রেছ এর মধ্যেই। দেখতে পাবে, এই নগণ্য লোকেরাই অচিরেই গণ্য হ'য়ে উঠেছে। আমার শরীর অসুস্থ, তা' সত্ত্বেও তোমাদের সাথে কথাবার্ত্তা বলার প্রলোভন ত্যাগ ক'রতে পারলাম না।

আর দলাদলি সৃষ্টি ক'রো না। ভেবো, প্রত্যেকেই প্রত্যেক দলের লোক। যে, যে-কোনও এলাকায় যাক না কেন, সেখানেই যেন স্বচ্ছন্দে কাজ করার সুযোগ পায়।

দলগুচ্ছ যদি গ'ড়ে ওঠে স্থানে স্থানে, তাতে কিছু এসে যায় না, যদি তাদের একনিষ্ঠ চলন ও একাদর্শপরায়ণতা অটুট থাকে এবং ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠ অন্যান্য দলগুচ্ছগুলির সঙ্গে সঙ্গতি থাকে।

মানুষের ভুলভ্রান্তি অনেক হয়, কিন্তু যদি পরস্পরের প্রতি প্রীতি না থাকে, তাহ'লে পরস্পর পরস্পরকে সয়ে-ব'য়ে সদনুপ্রাণনায় অনুপ্রাণিত ক'রে তুলতে পারে না।

চরিত্র হ'চ্ছে আসল সম্পদ, উদ্ধাতা;—তা' প্রকাশ পায় অন্তরে ও বাহিরে। তোমাদের সঙ্গ পেয়ে মানুষ যত উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠবে, সৎপ্রেরণাপ্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠবে, ততই তারা সম্পদ হ'য়ে উঠবে দেশের ও দশের। প্রত্যেক ঋত্বিক, অধ্বর্য্যু, যাজক, এমনকি প্রত্যেকটি সৎসঙ্গী এইগুলির ওপর নজর রাখবে। যাজক, অধ্বর্য্যু, ঋত্বিক বলি কেন? কারণ, তারা সব ব্যাপারে অগ্রণী হয়—বাইবেলে বর্ণিত মেষপালক বা শেফার্ডের মতো।

কিন্তু সব কথার পেছনে মনে রেখো, সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। অর্থাৎ, সব কাজের মধ্যে লোকসংগ্রহ করাই চাই।

যদি স্পেশাল ট্রেনের আয়োজন কর, বিরাট সংখ্যায় লোক আসবে। তার জন্য যা' যা' করা প্রয়োজন তা' ক'রতে ত্রুটি ক'রো না। স্পেশাল ট্রেনের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এটা তোমরা গত কনফারেন্সের ফল দেখেই বুঝতে পেরেছ।

আমি বলি
ধর্ম্ম বেঁচে থাক,
ইষ্ট বেঁচে থাক,
কৃষ্টি বেঁচে থাক,
সাধুসত্তা বেঁচে থাক,
স-পুরোধ্যাসী স্বরাজ বেঁচে থাক—
সুষ্ঠু সম্বর্দ্ধনা নিয়ে,
ঋত্বিক বেঁচে থাক,
প্রতিপ্রত্যেকটি মানুষ বেঁচে থাক—
সন্তান-সন্ততি নিয়ে,
পরিবার-পরিবেশ সহ,
ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যকে বজায় রেখে,
স্বচ্ছন্দতাকে অটুট রেখে;
দুনিয়াটা স্বর্গরাজ্যে পরিণত হোক—
শান্তি, স্বস্তি ও সম্বর্দ্ধনার
সম্বেগী চলন নিয়ে।

৭ই শ্রাবণ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ২৩। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুতে এসে বসেছেন। অনেকে চারদিকে ঘিরে আছেন।

ভোলারাম একজনের জন্য দুশ টাকা সাহায্য প্রার্থনা ক'রে বলেছিল—ছোটলোক হাতে রাখা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ছোটলোককেও হাতে রাখতে চাই না, বড়লোককেও হাতে রাখতে চাই না। আমার কাছে ছোট ও বড়, বড় ও ছোট, আমি কাউকে হাতে রাখার জন্য কিছু করি না। আমি ভালবাসি, তাই মন যার জন্য যা' চায়, তাই করি, মানুষ যেমন নিজের ছেলেপেলের জন্য করে। হাতে থাকলে সে আমার খুব সুবিধা ক'রে দেবে, আর হাতে না থাকলে আমি বিপন্ন হ'য়ে পড়ব—এ আমার মনে হয় না।

যে যাকে ভালবাসে, তার কাছে সেই বড়। তোমার কাছে তোমার ছেলে যেমন কত বড়। তা'র জন্য কত কর।

তুমি যা'র কথা বলছ, আমি তাকে ভালবাসি, তাই তার জন্য কী করা যায়, সেদিকে আমার নিজেরই খেয়াল আছে।

৮ই শ্রাবণ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ২৪। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে।

কয়েকদিন অসুস্থতার পর শ্রীশ্রীঠাকুর আজ বিকালে প্রথম যতি-আশ্রমে আসলেন।

৯ই শ্রাবণ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ২৫। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আশুদাকে (জোয়ার্দ্দার) ডাকলেন।

আশুদা কাছে এসে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এবার কাজ যে ক'রবে, একেবারে তুফান মেলের মতো। সামনের কনফারেন্সে স্পেশাল ট্রেন পঁচিশ-তিরিশখানা আনার কথা ঠিক ক'রছে, তা' আনাই চাই।

এরপর বললেন—দু' খানা হিন্দ-সাইকেল যদি আনতে পারিস...!

আশুদা খুশী হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রদত্ত দায়িত্ব মাথা পেতে নিলেন।

পূজনীয় বড়দা এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ বিকালে কর্ম্মীদের যতি-আশ্রমে ডেকে হাজার বাঁধ টিনের জন্য বললেন। আসাম-৫০০ বাঁধ, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার-৩০০ বাঁধ, মেদিনীপুর-

২০০ বাঁধ; —এইভাবে হাজার বাঁধের ব্যবস্থা করা হবে বলে কর্ম্মীরা নিজেদের মধ্যে স্থির করলেন।

১০ই শ্রাবণ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ২৬। ৭। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। আজও তিনি এক-একদল কর্ম্মীকে ডেকে কথা বলছেন।

বিকালে বলদেববাবুর (সহায়) স্ত্রী ও ছেলে আসলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর বলদেববাবুর জন্য একটিন মধু দিয়ে দিলেন। তারপর তিনি যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও যতিবৃন্দ আছেন।

শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে কথা হ'চ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যদি লেখনেওয়ালা হ'তাম, তবে একটা ছবি ফুটিয়ে তুলতাম।

১৬ই শ্রাবণ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ১। ৮। ১৯৫৩)

বিকালবেলায় চারিদিকে মেঘলা, কোথাও সূর্য্যরশ্মি দৃষ্টিগোচর হ'চ্ছে না। গাঢ় শ্যাম গাছপালা লতাপাতা মাঠঘাট স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে বিরাজমান। কিন্তু দূরে পূবদিকে ত্রিকূট পাহাড়ের দিকে চাইতেই দেখা গেল—সোনার কিরণে ছেয়ে আছে সারা পাহাড়। আর আকাশটা যেন পাহাড়ের সাথে এক হয়ে জোড়া লেগে আছে। নীল আকাশে সাদাসাদা মেঘের পুঞ্জ এক অভিনব রূপ রচনা করেছে। আবার পাহাড়ের আলোর নীচেই ঘন ছায়া মায়া-অঞ্জন এঁকে তুলেছে ভূধর-সানুদেশে।

বড়াল-বাংলোর মধ্যে চারিদিকে কতকগুলি ছোট ছোট তাঁবু, এদিকে ওদিকে কয়েকটা গরু চরে বেড়াচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বারান্দায় তক্তপোষে শুভ্রশয্যায় বসে আছেন। কাশতে কাশতে গলা ভেঙে গেছে। কথা বলতে পারছেন না। বিশেষ প্রয়োজন হ'লে খাতায় লিখে দিচ্ছেন। প্যারীদা, কেষ্টদা, সরোজিনীমা, কালিদাসীমা, ননীমা, রেণুমা প্রমুখ সেবা করছেন। একটু দূরে বসে অনেকে নীরবে নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছেন তাঁর পানে। পশ্চিম দিকের মাঠ ধান, ঘাস ও লতাগুল্মে ছেয়ে গেছে। ক্ষীণতোয়া দারোয়া বয়ে চলেছে ধীর মন্থর গতিতে।

২০শে শ্রাবণ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ৫। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে গোলতাঁবুতে। তিনি অনেকদিন পর আজ এখানে আসলেন। বেশ হাসিখুশী হয়ে গল্পসল্প করছেন। এখানে বসে শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিলেন।

২১শে শ্রাবণ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ৬।৮।১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় তক্তপোষে উপবিষ্ট। ভক্তবৃন্দ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পাবনার সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার আসাবুদ্দীন আহ্মদকে দেন এবং এই মর্মে আমমোক্তারনামাও দেন। তারপর পূজনীয় খেপুদা ও বাদলদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে কিছু জিজ্ঞাসা না ক'রে এনায়েত বিশ্বাসকে আমমোক্তারনামা লিখে দিয়েছেন।

এই সংবাদে শ্রীশ্রীঠাকুর দুঃখ করে বললেন—এখন এই দুইজনে রেষারেষি হয়ে পরস্পর পরস্পরের দোষারোপ ক'রে ফাঁকি দেবার বেশী সুযোগ পাবে। শেষে হয়ত সবই বেহাতি হয়ে যাবে। আমার ঐ জায়গার লোভ আর কিছু না, মায়ের স্মৃতির সঙ্গে জড়িত বলে বিশেষ একটা সেন্টিমেন্ট আছে। তা যদি না থাকে, তাহলে মানুষ অমানুষ। এই সব কথা চিন্তা ক'রে কাল রাত্রে আমি ঘুমোতে পারিনি।

হেমেনবাবু (চট্টোপাধ্যায়, স্থানীয় সরকারি ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার) আসলেন।

তিনি দেশবিভাগের প্রসঙ্গ তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এটা ভাল হয়নি। ভারত ও পাকিস্তান উভয়ে উভয়ের পক্ষে ক্যানসারের মত। আজও আমরা আদর্শ, কৃষ্টি বা সংহতির ধার ধারি না। ইউরোপের পরিত্যক্ত যা', তাই নিয়ে আছি। দেশ আজ নানা দলে বিভক্ত। নানা দল থাকলেও কিছু হয় না। যদি একাদর্শে ঐক্যবদ্ধ হয়। নচেৎ ভাঙনপ্রবণ হয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজকাল কৌলিন্য-টৌলিন্য আমরা মানি না। অথচ সুপ্রজননের জন্য এ-সব দেখা লাগে। আমরা দেশে যত জিনিসেরই চাষ করি, ভাল মানুষের চাষ যদি না করি, কিছুই ভাল ক'রে গড়ে তুলতে পারব না। তাই, সুবিবাহ বিশেষ প্রয়োজন। মানুষের চাষ করে কাজ করতে সময় লাগে, অথচ এটা না হলেও নয়। তাই এটা আরম্ভ করা উচিত সব চাইতে আগে। যত দেরী করব, ততই লোকসানে পড়ে যাব।

আগে ঘটক ছিল। তারা ছিল Eugenic experts (সুপ্রজননে পারদর্শী)। আজকের Western genetics and eugenic (পাশ্চাত্য জনন ও সুপ্রজনন-বিদ্যা) অতদূর এগিয়েছে কিনা বলতে পারি না। বংশানুক্রমিক ধারাকে উন্নত হতে উন্নততর ক'রে তোলা যদি না যায়, তাহলে বৈজ্ঞানিকের দাম কি? বিশ্ববিদ্যালয় মানুষ ক'রে দিতে পারে না। মানুষ সহজাত সংস্কার নিয়ে জন্মায়, তাকে আরও পরিমার্জ্জিত করে শিক্ষা।

হেমেনবাবু—আমার মনে হয়, কোনও লোক নিয়োগ করতে গেলে বংশটা দেখা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত বড় পদ, বংশমর্য্যাদাও তত উন্নত হওয়া ভাল। তাই বলে আমি এ বলছি না যে একটা সাঁওতাল একটা বড় পদে যেতে পারবে না। কিন্তু সেখানেও তার hereditary tradition (বংশানুক্রমিক ঐতিহ্য) দেখা ভাল। কুলীন মানে কুল আছে যার, অর্থাৎ যে-কুলে ব্যতিক্রমী বিবাহ হয়নি। তবে প্রত্যেকটা মানুষকে তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী কাজে নিয়োগ করা ভাল। যে একজন ভাল soldier (সৈনিক) হবে, সে হয়ত একজন ভাল minister (মন্ত্রী) হবে না। যার যেমন বৈশিষ্ট্য, তদনুগ কাজেই সে উন্নতি লাভ করে।

হেমেনবাবু—পাশ্চাত্যে এখনও সততার মান আমাদের দেশ থেকে অনেক উন্নত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐখানেও ঐ আভিজাত্যের কথা আসে। মেগাস্থিনিসের রিপোর্টে পাওয়া যায় যে আমাদের দেশের লোক একসময় এত সাধু প্রকৃতির ছিল যে রাস্তায় সোনার তাল ফেলে রাখলেও কেউ নিত না।

হেমেনবাবু—আমাদের চরিত্র যদি উন্নত না হয়, তবে আমরা স্বাধীনতা পেয়েও তা' রক্ষা করতে পারব না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চরিত্র না হলেও হবে না। আবার, common ideal (অভিন্ন আদর্শ) না হলেও হবে না। তা' বাদ দিয়ে সংহতি আসবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেমেনবাবুকে আবার আসতে বললেন। বিশেষতঃ আগামী উৎসবের সময়।

হেমেনবাবু—আসব, এসে আমি নিজে দেখব, যাতে আলোর কোনও অসুবিধা না হয়।

হেমেনবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। পূজনীয় বড়দা, জ্ঞানদা (গোস্বামী), সুরথদা (ঘোষ), পঞ্চাননদা (সরকার) প্রমুখ আসলেন।

সুরথদা—'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়' —এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লজ্জা মানে ধর, একটা কথা তুমি ভাল বিবেচনা ক'রেও বলতে পারলে না। ঘৃণা মানে অন্যকে ঘৃণা করা। ভয় মানে সঙ্কোচ। এ সব থাকলে কাজের পথে বাধা সৃষ্টি হয়।

সুরথদা—'ইষ্টীচলন থাকেই যদি, রুখবে না তোয় দুর্গতি/দুর্গতি সব দুর্গ হয়ে আনবে জয়ে উন্নতি'—এর মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টীচলন মানে শুভচলন, সপারিপার্শ্বিক ইষ্টার্থী চলন। এ যদি থাকে তাহলে সব বদলে যায়। আমাদের জীবনের তপই হল ইষ্টার্থী চলন। ভাল-মন্দ যা-কিছুই হোক বা থাকুক, তাকে ইষ্টার্থী ক'রে বিন্যস্ত করা লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পাকিস্তানের হিন্দু মেয়েদের উপর যে অত্যাচার হয়েছে, সে সম্বন্ধে বললেন—ঐ বিভীষিকার চিত্র আমার সামনে সবসময় ভাসে। ও আমি ভুলতে পারি না।

কনফারেন্স সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কনফারেন্স একটা লোকযজ্ঞ-বিশেষ। এতে educational uplift (শিক্ষাগত উন্নতি) হয়, familiarity (অন্তরঙ্গতা) বাড়ে, একটা family tie (পারিবারিক বন্ধন) সৃষ্টি হয়।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পিতৃযজ্ঞ না করলে আভিজাত্য হয় না।

পঞ্চাননদা—আপনি তো রোজ খাবার সময় করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও না করলে ভাল লাগে না। যদি কোনও দিন ভুল হয়ে যায়, আবার ভাত আনিয়ে নিয়ে করি। মা-বাবা ইত্যাদির জন্য তো করিই, তাছাড়া প্রত্যেকটি স্বর্গত সৎসঙ্গীর জন্যও করি।

২৪শে শ্রাবণ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ৯। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর গোলতাঁবুতে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (মিত্র), অনিলদা (গাঙ্গুলী) প্রমুখ আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জীব তার কোষের ঔপাদানিক সংশ্রয়ের ভিতর-দিয়ে গুণান্বিত হয়ে ওঠে। মানুষের কোষও জান্তব কোষ। কিন্তু মানুষের কোষে যা' আছে, কুকুরের কোষে তা' নেই। শিক্ষিত কুকুরের যে কোষ ও আর এমনি একটি কুকুরের কোষও একরকম নয়।

মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যে channels of associations (যৌগিক সঙ্গতির প্রণালী) কম, তাই মেধাসঙ্গতি সৃষ্টি হয় না।

কৌষিক উপাদান সবার সমান নয়। যেমন gold (সোনা) আছে, ম্যাঙ্গানীজ আছে, copper (তামা) আছে, iron (লোহা) আছে। এগুলি এক একজনের এক একরকম আছে। যার যেমন আছে, সে তেমনভাবে সাড়া গ্রহণ করে। একজনের মধ্যে হয়ত ধরেন iron (লোহা) কম থাকায় যোগাবেগই শিথিল। সেইজন্য আমি যেমন জীবন চাই, যেমন তপস্যা চাই, আদর্শকে অবলম্বন ক'রে আমার সেইমত চালচলন ও আহারাদি করা দরকার। সুকেন্দ্রিক হলে বৈধানিক সংগঠন তেমন হয়।

পুংমৈথুনে মেধানাড়ী ছিঁড়ে যায়। মেয়েদের সঙ্গে বিহিত যৌনসংস্রবে কিন্তু তা' হয় না। তবে মেয়েরা সুকেন্দ্রিক না হলে মুশকিল। তাদের নিরভিমান শ্রদ্ধোষিত অনুচর্য্যাপরায়ণ হওয়া দরকার। যদি ভোগলিপ্সু হয়, খেয়ালি হয়, তাহলে হয় না। তাতে সুখ বলে জিনিসটাই বোধ করতে পারে না, জীবন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

কেষ্টদা—By birth (জন্মের ভিতর দিয়ে) কতখানি হয়, আর শিক্ষার ভিতর দিয়েই বা কতখানি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জন্ম তো চাই-ই। কিন্তু শিক্ষাও ঐরকমের দরকার। আবার, লেখাপড়া যতটুকু জানুক বা না-জানুক, সর্ব্ববৃত্তি নিয়ে সুকেন্দ্রিক হ'লেই ঠিক ঠিক শিক্ষা যা' হবার তা' হয়। আমাদের নিজেদের মত একটা residential university (আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়) যদি করা যায়—যেখানে সর্ব্ববিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে, তা'হলে ভাল হয়।

২৫শে শ্রাবণ, ১৩৬০, সোমবার (ইং ১০।৮।১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়ালের ঘরে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), চুনীদা (রায়চৌধুরী), শৈলেনদা (ভট্টাচার্য্য), দক্ষিণাদা (সেনগুপ্ত), বীরেনদা (মিত্র), মন্মথদা (ব্যানার্জ্জী) প্রমুখ উপস্থিত।

প্রফুল্ল শেখ আবদুল্লার পদচ্যুতির বিষয় স্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে পড়ে শোনাল।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—আগের কালে বিশেষ বিশেষ পরিবারে, বিশেষতঃ রাজপরিবারে প্রথা ছিল, যাঁরা মারা যাবেন, একটা মন্দিরগৃহে তাঁদের মূর্ত্তি থাকবে এবং তাঁদের জীবন ও কীর্ত্তিকাহিনী সেখানে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকবে। শুনেছি, বিলেতে এখনও খুব বড় বড় পরিবারে এই প্রথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জিনিসটা খুব ভাল। ওতে পিতৃপুরুষের স্মৃতি ও তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জীয়ন্ত থাকে।

২৬শে শ্রাবণ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ১১।৮।১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে আছেন। ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঘিরে আছেন।

বর্দ্ধমানের নলিনীদা (দাস) জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর কী করতে ইচ্ছে করে?

নলিনীদা—আমার তো এখানে থাকতে ইচ্ছে করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে খুব কষ্ট, সহ্য করতে পারবি তো?

নলিনীদা—হ্যাঁ। প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো এ কথা শুনলে ভালই লাগে। থাক্। প্রফুল্ল, ননী এদের সঙ্গে আলাপ-টালাপ ক'রে ভাবধারাটা ভাল ক'রে বুঝে নে। আর, বক্তৃতা করার অভ্যাস-টভ্যাস আছে তো?

নলিনীদা—স্কুলে থাকতে বক্তৃতা করতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ নিয়ে থাকতে হলে চৌকস হওয়া লাগবে। রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন, নিজেকে একটা নরুন দিয়ে মারা যায়, কিন্তু অন্যকে মারতে গেলে ঢাল-তরোয়াল দুই-ই লাগে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সকালে ওর মুখে এই কথা শুনে আমার ভালই লাগছে। তবে স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তাহলেই হয়। সঙ্কল্প এতখানি শক্ত হওয়া চাই যে লাখ ঝঞ্ঝাও তোমাকে টলাতে পারবে না। দুনিয়ার অস্থির রকমে তোমার স্থৈর্য্য যদি নষ্ট হয়ে যায়, তাহলেই কিছু করতে পারবে না। ইষ্টানুগ আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিতর দিয়ে গণেশ অর্থাৎ গণনায়ক হয়ে ওঠা লাগবে তোমাকে। একটা বাজে লোকও যদি তোমাকে অপমান করে, তা'হলে মানিয়ে-পাতিয়ে চলতে পারবে তো?

নলিনীদা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভিক্ষা ক'রে খেতে বা গাছতলায় শুয়ে থাকতে কষ্ট হবে না তো?

নলিনীদা—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি লোকের কাছে চাইবে না, অথচ এমন হওয়া চাই যে লোকের প্রীতি-অর্ঘ্য তোমাকে অঢেল ক'রে তুলবে। ব্রাহ্মণের ছিল উঞ্ছবৃত্তি। মানুষ উচ্ছলতার ভিতর দিয়ে উদ্বৃত্ত দু-চার কণা যা' দিত, তাই দিয়ে তারা জীবন-ধারণ করত।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে ঘরে গিয়ে বসলেন।

মন্মথদা—এখন কোথায় থাকব? অন্য কোথাও যাব কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখানে থাকার প্রয়োজন ও সুবিধা হয়, সেখানেই থাকবে। 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে'।

মন্মথদা—তা'হলে অন্য জায়গায় যেতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তবে সেটা যেন প্রয়োজনবশতঃ হয়, প্রবৃত্তিবশতঃ না হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে নলিনীদাকে বললেন—তুই খারাপ দিনে এসেছিস, যাত্রা বদল ক'রে আয় গিয়ে। সবাইকে খুশি ক'রে আসবে কিন্তু!

লালভাই এসে ব'সল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লাল যদি বাংলা শিখত, তা'হলে ওকে বাংলায় পাঠিয়ে দেখা যেত!.....

তুই বক্তৃতা করতে পারিস তো?

লাল-ভাই—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইংরেজিতে বক্তৃতা ক'রতে পারিস?

লালভাই—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইংরেজিতে বক্তৃতা করা শেখা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—কর্ম্মীদের জন্য ভাল লাইব্রেরী করা লাগে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ভক্তিতে আত্মগৌরব নেই, গুরুগৌরব আছে। ভক্তিতে বিদ্রোহ নেই, বিপ্লব আছে, বিনয় আছে। আর, বিদ্রোহ আছে অসতের বিরুদ্ধে। ভক্তি থাকলে পরাক্রম থাকবেই। কাগজে বেরিয়েছিল, একটা গরু নাকি বাচ্চাকে বাঁচাতে গিয়ে একটা বাঘকে মেরে ফেলেছিল। ভক্তি থাকলে যাজনের সময় প্রয়োজনমতো মানুষের মুখে তুফান ছোটে।

লালভাই—Doubt (সন্দেহ) থাকলে কি যাজন করা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Doubt (সন্দেহ) আবার কী? যা' তুই জানিস, তাই বলবি। তথাকথিত বুদ্ধির কসরত ক'রলে doubt (সন্দেহ) আসতে পারে। খোলা চোখে যা' দেখেছিস, বুঝেছিস, সেই বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে বলবি।

প্রবোধদা (মিত্র)—কারও দুঃখে দ্রবীভূত হওয়া কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্রবীভূত হ'য়ে নিরাকরণবুদ্ধি যদি থাকে, তবে ভাল। নচেৎ উভয়েই 'চিৎ' হয়ে পড়ে।

প্রবোধদা—আর একজনের নেই, আমার কম্বলটা দিয়ে দিলাম, সে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ ভাল। তবে তোমার নিজের স্বাস্থ্য ও স্বস্তিকে বজায় রেখে করা ভাল, যাতে তুমি বরাবর ক'রতে পার। তোমার দুখানা থাকলে একখানা দিতে পার।

প্রবোধদা—যদি একখানা থাকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেটে দু-খণ্ড ক'রে এক খণ্ড দিতে পার।

প্রবোধদা—তাতে যদি কারও কাজ না হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য তোমার প্রস্তুতি থাকা ভাল, যাতে অন্যের জন্য কাজ ক'রতে পার। আর, একটা কম্বল না হ'লেও যদি তোমার চলে, তবে একটাও দিতে পার। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোনও পুণ্যকর্ম্ম করেছ? দ্রৌপদী বলল, মনে পড়ে না। তবে একটি মেয়েকে একসময় বিপন্ন অবস্থায় আমার কাপড়ের অর্দ্ধেক দিয়ে তার লজ্জা নিবারণ করেছিলাম। শ্রীকৃষ্ণ তখন বললেন, তা'হলে তোমার কাপড়ের অভাব হবে না।

প্রবোধদা—ভগবান পাওয়া মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাওয়া মানে হওয়া। ভগবানের মন্ত্রগুলি যখন তোমার মধ্যে রপ্ত হ'য়ে গেল, সেইটাই হ'ল পাওয়া।

প্রবোধদা—মানুষ তো ভগবানকে ভালবাসতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি তাঁকে ভালবাস, আবার তোমাকে যদি কেউ ভালবাসে, তা'হলে তুমিই তার rescue (উদ্ধাতা) হ'য়ে উঠতে পার।

শৈলেনদা—তুলসীদাস বলেছেন, সুসময়ে কেউ যদি হরিভজন ক'রতে পারে, তা'হলে তার দুঃখ আসতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তোমার অন্তর যদি তাঁর প্রেমে ভাবঘন হ'য়ে থাকে, তবে দুঃখ আসবে কোথা থেকে? তুমি যাই কর, তার মধ্যে দিয়ে যদি ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠা কর, তা'হলে সবকিছুই মঙ্গলে পর্য্যবসিত হয়।

শৈলেনদা—ঈশ্বরকে ভালবাসা কঠিন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টকে ভালবাসলেই হয়। তাঁর উপর টান গজালেই সব ঠিক হ'য়ে যায়। খুব সোজা। ভালবাসলে যেমন করে, বলে, ভাবে, অন্তরের আগ্রহ নিয়ে সেইভাবে অভিনয় ক'রতে-ক'রতেও ভালবাসা এসে যায়।

মনোহরভাইকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যতিদের জন্য আর একখানা ঘর ক'রতে হবে।

মনোহরভাই—আচ্ছা।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে-খেতে কথা বলছিলেন;

চুনীদা—প্রাপ্তি মানে তো হওয়া। ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাক্ষাৎকার মানেও ঐ। সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ উভয় রূপেই তাঁর বোধ হয়। Being (সত্তা)-টা যদি ঐরকম না হয়, তা'হলে সাক্ষাৎকার হ'ল না । কথাবার্ত্তা, চাল-চলন সবটার মধ্য দিয়ে রকমটা ফুটে বেরোয়। বাংলা কথা হ'চ্ছে, তার মধ্য দিয়ে মধু ঝ'রে পড়ে। যে পায়, সে মুর্খ হ'লেও পণ্ডিতের গুরু হ'য়ে দাঁড়ায়। কথায় বলে, তিনি জ্ঞান-অজ্ঞানের পার। 'অবাঙ্মনসগোচরম্' 'বোঝে প্রাণ বোঝে যার,'... রামকৃষ্ণ ঠাকুরের কাছে কালী কিন্তু পাথরের কালী নন, কালী তাঁর কাছে চিন্ময়ী।

চুনীদা—ঈশ্বর কথা কন কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ, তাও হয়। তুমি ব'সে আছ, ঠিক শুনলে মাথার ভিতর কে ডাক দিল 'চুনী'। এমনটা হয়। আসল কথা হ'ল তাঁকে তত্ত্বতঃ জানা। সব কিছু নিয়ে রক্ত-মাংস দিয়ে তিনি যেমনটি—সেইভাবে। কেষ্টঠাকুরকে কতবার বাঁশি বাজাতে দেখেছি! মা কালীকে কতবার দেখেছি, বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখেছি!—এ এক অশৈলী কাণ্ড। সিদ্ধ হওয়া মানে অভ্যস্ত হওয়া। তত্ত্বতঃ সবটা adjusted (বিন্যস্ত) হ'লে, meaningful (সার্থক) হ'লে তখন হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রবোধদার কাছে নতুন ঘরের জন্য কতকগুলি জিনিস চাইলেন। তাতে প্রায় তিনশ' টাকা লাগবে। প্রবোধদা একটু ভাবছিলেন দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের বুকে হাত দিয়ে বললেন—তুই ভয় পাইছিস্?

প্রবোধদা—না, তবে দেরী হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ তো, কিছুতেই বুঝিস না! ঐরকম বলার ফলেই যে দেরী হয়। সম্বেগ শিথিল হ'য়ে যায়। ...

ক্ষণেক নীরবতার পর শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—মনচোর মানে কী?

প্রবোধদা—যে মন চুরি ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন চুরি করে কেমন ক'রে?

প্রবোধদা—ভাল লেগে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল লাগে কী ক'রে?

প্রবোধদা—ভাল লাগে কী ক'রে তা' তো বলা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি কারও সত্তাস্বার্থী হও, তোমার কথাগুলি তার স্বার্থে স্বার্থান্বিত হ'য়ে উঠবে, তার যাতে ভাল হয়, তাই করবে। তাকে তোমার দেখতে ভাল লাগবে, শুনতে ভাল লাগবে; —এমন ক'রে তুমি মনচোর হ'য়ে উঠবে। ...

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আপন মনে বললেন—ভগবান যিনি, পুরুষোত্তম যিনি, তাঁর সঙ্গে যার যে-দিক্ দিয়ে অভাব থাকে, সে সেই দিক দিয়ে সম্পর্ক পাতিয়ে নেয়। কেউ বাবা কয়, কেউ ভাই কয়। আমাকে একজন দাদা কয়, আমার বেশ মিষ্টি লাগে। কেউ বাবা কয়, সবই মিষ্টি লাগে।

মণি লাহিড়ীদা এসেছেন, তাঁর মেয়ের বিয়ে। পূজনীয় বড়দা তাঁকে সাত ভরি সোনা দিতে চেয়েছেন, তিনি সেই কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনে খুব সুখী হ'লাম। বড়খোকার খুব প্রাণ আছে, দেবার ইচ্ছাও আছে। তবে আগে স্বীকার করে না। তালে থাকে, পারলেই দিয়ে ফেলে।

প্যারীদা একটা ওষুধের কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিশুর কাছে দেও। ওর কাছে দিয়ে দেও, ও ঠিক ক'রে ফেলবে। ও তো ছোটখাট রাজাবিশেষ। ও কত কিছু ক'রে!

শ্রীশ্রীঠাকুর কার্ত্তিকদাকে (পাল) দেখে বললেন—রমণের মা কোথায়?

কার্ত্তিকদা—বাড়ী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও তোকে দেখলে অমন করে কেন? কাল তুই একটা কথাও বলিসনি, তোর কাছা খোলা দেখেই চ'টে অস্থির। কত লোকই তো কাছা খুলে বেড়ায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধাদিকে জিজ্ঞাসা করলেন—কে রান্না ক'রছে বাড়ীতে?

সুধাদি—একটি ছেলে আছে, সেই করছে।

প্রবোধদা বিদায় নিচ্ছেন, এমন সময় তাঁকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাড়াতাড়ি কর মণি। তাড়াতাড়ি না ক'রলে সুখ হবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর কার্ত্তিকদাকে বললেন—তুই রমণের মাকে বলিস, ভাল ক'রে রান্নাবাড়া করেন, খেয়েদেয়ে নেন, আমি কি আপনার কষ্ট দেখতে পারি? দোষের মধ্যে আমার দোষ এই যে আপনাকে না দেখে থাকতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। যতিবৃন্দ আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিলেন।

প্রফুল্ল বলল—মানুষ চিঠিতে দুঃখের এমন মর্ম্মান্তিক চিত্র এঁকে তোলে যে বড় কষ্ট লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি এমন কর্ম্মান্তিক zeal (উৎসাহ) ফুটিয়ে তুলবে, যাতে সে দাঁড়াতে পারে। মানুষ বিপন্ন হ'য়ে যখন আমার কাছে আসে, তখন ব্যথিত হই, কিন্তু বিবশ হই না। তার কারণ, আমি যদি বিবশ হই, তারা ডেবে যাবে আরও চুয়াল্লিশ হাত। আমি হয়তো ক'লাম, শালা কী হইছে? উঠেপ'ড়ে লাগ, ঠেলে ওঠ! যোগ্যতা বাড়িয়ে দেও। এমন ক'রে চিঠি দেবে যাতে মানুষের আত্মবিশ্বাস গজিয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর পিতৃদেব সম্বন্ধে বললেন—আমার বাবা খুব wise ও practical (প্রাজ্ঞ ও করিৎকর্ম্মা) ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলতাঁবুতে ব'সে আছেন। ভক্তবৃন্দ কাছে আছেন।

কেষ্টদা জিজ্ঞাসা করলেন—অনেকে বলে মৃত্যুর সময় যা' খেতে ইচ্ছে করুক না কেন, খেতে দেওয়া ভাল। একজন হয়তো সারাজীবন নিরামিষাশী; মৃত্যুর সময় সে মাংস খেতে চাইলে তা' কি দেওয়া ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুখাদ্য খেতে দেওয়া ভাল।

কেষ্টদা—অনেকে বলে গর্ভিণী অবস্থায় মায়েরা যা' খেতে চায়, তা' খেতে দিতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সুখাদ্য যা', যা' খেলে তার নিজের ও সন্তানের স্বাস্থ্য ভাল হয়, তাই খেতে দেওয়া ভাল।

রমণদার মা ও কার্ত্তিকদা এসে উপস্থিত।

রমণদার মা নিজের বিষয়ে দুঃখ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরমপিতার খুব দয়া তোমার উপর। কিন্তু তুমি যে পরমপিতাকে রাখ না।

২৭শে শ্রাবণ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ১২। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে বসে ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছেন।

প্রফুল্ল বলল—ঠাকুর! ভিক্ষা করতে আমার খুব একটা অস্বস্তি বোধ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো হওয়া উচিত নয়। আমার ভিক্ষা করতে ভালই লাগে। ছেলেবেলা থেকে এইরকম। যা' কিছু করেছি ভিক্ষা ক'রে। আমার বরং নিজের জন্য তোমাদের কাছে কিছু বলতে ভাল লাগে না। তোমরা কর—তাই ভাল। কিন্তু তোমাদের জন্য চাইতে আমার খুবই ভাল লাগে। বলি—আমাকে দাও। লোকপ্রসাদভুক হওয়াটাই গৌরবের মনে করি। বামুনের ঐ কাজ। যদি বামুন group (শ্রেণী)-এর হও, তাহ'লে ভিক্ষাই তো তোমাদের উপজীবিকা। চাকরিটা বরং আমার কোনওদিন পছন্দ হয় না। একজন বামুন জজিয়তি করে তিন হাজার টাকা পায়। এতে কোন গৌরব নেই। আমি বরং বলব—তুমি জজিয়তি কর ভাল। কিন্তু ও ক'রে পয়সা নিও না। লোকপ্রসাদভুক হও তুমি। আর, প্রকৃতপক্ষে লোকপ্রসাদভুক সকলেই। মানুষ চাকরিতে যে মাইনে পায়, তাও তো লোকের দেওয়া টাকা। লোকে যদি না দিত তবে গভর্নমেন্ট টাকা পেত কোথায়? মানুষ মার পেট থেকে কেউ টাকা নিয়ে পড়ে না। সকলেই লোক-অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ভিক্ষা সম্বন্ধে একটি বাণী দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতিবৃন্দ, সুশীলদা (বসু) প্রমুখ সহ যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। বিনোদাবাবু (ঝা) আসলেন।

চারিদিকে কলেরা হচ্ছে সেই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর অবিলম্বে আশেপাশে কলেরা-ইনজেকশন দেবার ব্যবস্থা করতে বললেন।

উৎসব-সম্পর্কিত কাজে সুশীলদা দিল্লী যাবেন স্থির হল। বিনোদাবাবু সুশীলদার হাতে দু'জনের কাছে চিঠি লিখে দিলেন যাতে রেলওয়ে কনসেসনের ব্যাপারে চেষ্টা করার সুবিধা হয়।

২৮শে শ্রাবণ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ১৩। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে তক্তপোষে বিছানায় বসে আছেন।

পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), গোপেনদা (রায়) প্রমুখ আছেন। লালভাই আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে একজনের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন,—সে তোর পিসতুতো ভাই হয়, তাই না?

লাল—ফুফা ভাই।

সুশীলদা—কেমন করে সব উর্দু, আরবী কথা ঘরোয়া কথায় ঢুকে গেছে। আরো কথা হ'লো কাকাকে চাচা বলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেদের যে-সব কথা আছে, সেই সব কথা প্রবর্ত্তন করা লাগে। ও-সব উঠিয়ে দিতে হয়।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বৃহস্পতি ও শুক্রের মিল নেই, সঙ্গতি নেই। বৃহস্পতি ও শুক্র এক জায়গায় থাকলে বা উভয়ের দৃষ্টি এক জায়গায় থাকলে মানুষ তার প্রভাবে সেই ব্যাপারে বোধহয় সঙ্গতি খুঁজে পায় না। করব কি করব না, এমনতর দ্বন্দ্ব হয়।

সুশীলদা—হ্যাঁ!

প্রফুল্ল—কচ যে সঞ্জীবনী-মন্ত্র শিখবার জন্য শুক্রাচার্য্যের গৃহে গিয়েছিলেন, কিন্তু এ কেমন যে দেবতারা সঞ্জীবনী-মন্ত্র জানেন না, দৈত্যরা জানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমন আছে যে তোমরা যা' জান না, সাঁওতাল, কোল, ভিলরা তা' জানে। বলত—ভারতে তেত্রিশ কোটি দেবতা, তার মানে তেত্রিশ কোটি population (জনসংখ্যা)। ভারতের প্রত্যেকটি লোককে আগে দেবতা বলত।

যাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে আসছিলেন, তাদের অনেককেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কলেরার টিকে নিয়েছিস তো? না নিয়ে থাকলে নিয়ে নে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিশুভাইকে (মুখার্জি) একশত টাকা সংগ্রহ করতে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে যতি-আশ্রমে।

বিনোদাবাবু, গৌরীশঙ্কর ডালমিয়া ও হিন্দি বিদ্যাপীঠের পণ্ডিতজি আসলেন—বিনোবা ভাবে আসবেন, সেই ব্যাপারের খরচ সংগ্রহের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আচ্ছা! আমরা সংগ্রহ করি। আমাদের কথা জানেন তো! আমরা চেষ্টা করি।

কিছুক্ষণ পর ওঁরা বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা এবং বাকিদের বললেন—মধুক্ষ্যাপা যেমন বলত, জীবনের পথে চলতে গেলে চাল লাগে। Diplomatically (কূটনৈতিকভাবে) কোথায় কার কাছে কেমন বললে চললে কার্য্যকরী হয়, তা' বোঝা চাই। প্রত্যেকের রকমটা ধরা চাই এবং তার রকমে কথা বলা চাই, ব্যবহার করা চাই, যাতে সে প্রীত হয়। এইটে করতে না পারলে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বিষ্টুদা (ঘোষ)-কে বললেন—লালের ভাইকে তুমি কলকাতায় নিয়ে যেয়ে ভাল করে দেখাও। তার সঙ্গে এমনভাবে ব্যবহার করবে যাতে সে মনে করতে পারে যে সে নিজের বাবা-মার কাছে বাড়িতে আছে। তার টাকা-পয়সা, ওষুধপত্র যা' লাগে ব্যবস্থা করবে। তাকে feel (বোধ) করানো চাই যে তোমাদের প্রত্যেকটি লোক তার আপন। ওর মনে আঘাত লাগে, এমন কোনও ব্যবহার যেন কিছুতেই না করা হয়। ফল কথা, তোমাদের প্রীতির কথা, সেবার কথা, আত্মীয়তার কথা যেন চিরকাল তার স্মরণে থাকে।

কেষ্টদা—জীবনদা বলছিল—আসামে কাজ খুব হয়েছে, দীক্ষা যথেষ্ট হয়েছে, যাজনও হয় বেশ। কিন্তু এর মধ্যে ত্রুটি-বিচ্যুতি, বেসুরো রকম ও বিশৃঙ্খলাও খুব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও হবেই, ও কিছু না। ধান ছিটোলে পরে গাছ হয়। কিন্তু নাংলে দেওয়ার লোক না থাকলে হয় না। সাধারণ কর্মী ও সৎসঙ্গী যা' হয়েছে, তাদের নাংলে দেওয়ার লোক থাকলে দেখবেন কী হয়! মানুষের পিছনে খাটা লাগে তো!

২৯শে শ্রাবণ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ১৪। ৮। ১৯৫৩)

কয়েকদিন হল শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুর সম্প্রসারণ করতে বলেছেন। এই ব্যাপারে খগেনদা (তপাদার), সুধীরদা (দাস), মনোহর ভাই (সরকার)। তরণীদা (দাস), রাধানাথ ভাই (কর্মকার) প্রমুখ অবিশ্রান্তভাবে খেটে চলেছেন। রাত্রের দিকে অনেক রাত পর্য্যন্ত আলো জ্বালিয়ে কাজ করা হয়। কাজের যেন একটা মহোৎসব লেগে গিয়েছে। দেখে বেশ লাগে, দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। সবচাইতে ভাল লাগল আজ সন্ধ্যার দিকের দৃশ্য দেখে। হ্যাজাক জ্বালিয়ে জায়গাটা আলোয় আলোময় করে দেওয়া হয়েছে। হাউজারম্যানদা থেকে আরম্ভ করে আশ্রমের বহু যুবক ও প্রবীণ কর্ম্মী একযোগে মাটি তোলার কাজে লেগে গেছেন মহোল্লাসে। শ্রীশ্রীঠাকুরও এ কর্ম্মোৎসাহ দেখে মহা খুশি—অশত্থ-তলায় ত্রিপলের ছাটের নিচে চৌকিতে বসে সাগ্রহে কাজকর্ম দেখছেন, আর আনন্দিত মনে এমনতর কর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করছেন। সত্যিই যেন এক নতুন জীবনের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে।

আর, শ্রীশ্রীঠাকুর ইদানীং ক্রমাগত যেভাবে অজস্র অর্থ সংগ্রহ করছেন, সে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। সাধারণ মানুষকে দিয়ে তিনি যে অসাধ্য সাধন করেন তার তুলনা হয় না। তিনি যেন যন্ত্রী এবং ভক্তরা যেন যন্ত্র। ইতিবাচক মনোভাব, নিরহঙ্কার ভাব, আত্মপ্রসাদী উন্মাদনা ও বিহিত প্রচেষ্টা যেখানে সেইখানেই পরমপিতার দয়ায় কার্য্যসিদ্ধি হয়, তিনিই করিয়ে নেন। অহঙ্কারের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের কিছু করার সাধ্য নেই, বিশেষতঃ তাঁর কাজ। তন্মুখিতাই তাঁর কাজ করতে পারে। সক্রিয় ভক্তি-বিশ্বাসের একটা সৃজনী প্রভাব আছে। তাতেই মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। 'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং, যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।'

৩০শে শ্রাবণ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ১৫। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট।

হাউজারম্যানদা, বিশুভাই (মুখোপাধ্যায়), কাপুরদা প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাপুরদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কাপুর! তুমি sound (শব্দ) পাও না?

কাপুরদা—কিছু কিছু পাই। কিন্তু আজকাল ঠিকমত করা হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Light (আলো) পাও না?

কাপুরদা—না, তবে শুয়ে থাকলে খানিকটা semi-conscious (অর্দ্ধচেতন) অবস্থা মত হয় এবং খুব আনন্দ হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিশুভাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই sound (শব্দ) পাস না?

বিশুভাই—মাঝে-মাঝে এত পাই যে ধ্যানে ব্যাঘাত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই sound (শব্দ) পাস না?

হাউজারম্যানদা—আজকাল পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাপুরদাকে কানে আঙুল দিয়ে দেখতে বললেন তিনি কোনও শব্দ পান কিনা।

কাপুরদা কানে আঙুল দিয়ে একটু পরে বললেন—হুইসেলের শব্দ পাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজ্যারম্যানদাকে কানে আঙুল দিয়ে দেখতে বললেন।

হাউজারম্যানদা কানে আঙুল দিয়ে একটু পরে বললেন—পোকার sound (শব্দ) পাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঝিঁঝি পোকা?

হাউজারম্যানদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটু ভাল ক'রে করলেই হবে।

৩১শে শ্রাবণ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ১৬। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার সময় নূতন গোলতাঁবুতে এসে বসেছেন। অনেকেই কাছে আছেন। বিনোদাবাবু (ঝা) আসলেন। তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রসঙ্গ তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা যা' ছিল, তা' কিন্তু ভাল ছিল।

বিনোদাবাবু—যান্ত্রিকতার দরুন বর্ণাশ্রম ভেঙে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভেঙে যাওয়ায় বহু লোক pauper (দারিদ্র্যব্যাধিগ্রস্ত) হয়ে যাচ্ছে। সব চেয়ে pauper (নিঃস্ব) হ'য়ে যাচ্ছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী। বর্ণাশ্রমে কেউ less important (কম প্রয়োজনীয়) ছিল না। আর এর মধ্যে ঘৃণা ছিল না। ব্রাহ্মণ মুচির কাজ ক'রতে

পারত। কিন্তু তা' ক'রে পয়সা নিতে পারত না। সে শিক্ষক হিসাবে মুচির কাজ শেখাতে পারত। প্রত্যেকে একই সঙ্গে ধনিক ও শ্রমিক ছিল। জিনিস যথেষ্ট হত। এক-একটা বাড়ী এক-একটা কারখানার মতো ছিল। আপনাদের ঢাকাই মসলিন না হলে রোমের বাবুদের পাগড়ী হত না। কুতুবমিনারের কাছে যে rustless steel (মরচে না-পড়া ইস্পাত) আছে, সে তো বহুদিন আগে আবিষ্কৃত হয়েছিল। শুনেছি ঢাকায় এ দেশের কামারের তৈরি একটা বিরাট কামান আছে।

কেষ্টদা—বর্ণাশ্রম বর্ত্তমান অবস্থায় কেমন ক'রে প্রয়োগ করা যাবে, তাই ঠিক করতে পারছে না লোকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের চাষ যদি ভাল না হয়, তাদের যোগ্যতা যদি না বাড়ে তবে হাজার অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কী হবে? আজকাল মানুষের নৈতিক মান এমন হয়েছে যে পাঁচশ টাকা ধার নিতে গেলে দুশ' টাকা ঘুষ দিতে হয়। ভারত যদি নিজের ঐতিহ্যের উপর দাঁড়ায় এবং আদর্শে সংহত হয়ে ওঠে, তাহ'লে তার সঙ্গে কেউ পারবে না।

বিনোদাবাবু—নেতাদের অনেকে ভারতের ঐতিহ্য ঘৃণা করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তাদের কোনও আভিজাত্যবোধ নেই।

১লা ভাদ্র, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ১৮। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে। আজ তাঁর রক্তের চাপ ডায়স্টেলিক ১০৫, সিস্টলিক ১৬৫।

শ্রীশ্রীঠাকুর কার্ত্তিকদাকে (পাল) বললেন—তুই রমনের মা'র ওখানে গিয়ে হাপুস কাঁদবি। আর যেই রমনের মা বেরবে, অমনি পা জড়ায়ে কাঁদতে কাঁদতে বলবি—আপনি জগদম্বা, জগজ্জননী, দয়া ক'রে আমাকে ফেলবেন না, তাহ'লে আমি কোথায় যাব?

কার্ত্তিকদা হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন।

৩রা ভাদ্র, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ২০। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। বিহারের বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীযুত মুরলীমনোহর প্রসাদ আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথা ব'লে তিনি খুবই অনুপ্রাণিত হন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে একখানি লাঠি আশীর্ব্বাদস্বরূপ প্রদান করেন। তিনি দীক্ষাও গ্রহণ করেন।

৪ঠা ভাদ্র, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ২১। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সারাদিন অসুস্থ শরীরে বড়াল-বাংলোর ঘরে আছেন। ডাঃ গুপ্তর নির্দ্দেশমতো শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্লাডপ্রেসারের জন্য একটা নূতন ওষুধ খাওয়ানতে তাঁর খুব প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি বিকালে অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়েন।

৬ই ভাদ্র, ১৩৬০, রবিবার (ইং ২৩। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে বিছানায় শুয়ে আছেন। তাঁর ব্লাডপ্রেসার বেশী। শ্রীশ্রীবড়মা ও পূজনীয় বড়দা আছেন। সেবক-সেবিকাদের মধ্যেও কয়েকজন আছেন।

পাবনার নগেন অধিকারীদা এসে বললেন—খেপুদা ও বাদলদার প্রদত্ত আমমোক্তারনামার জোরে এনায়েৎ বিশ্বাস ওখানকার জমিজমার ব্যাপারে খুব উপদ্রব সৃষ্টি করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর ব্যথিত হ'য়ে বললেন—কী আর হবে? ও নিয়ে অতো গোলমালই যদি হয়, আমি বরং কাউকে দান ক'রে দেব। তার উপর তো কথা নেই।

শ্রীশ্রীবড়মা বললেন—তোমার শরীর খারাপ। এখন ওসব কথা দিয়ে দরকার নেই। যাক্ না ওখানকার সম্পত্তি। ও থেকেই বা কী লাভ হ'চ্ছে?

বড়দা বললেন—আজকাল দুনিয়ায় পশুশক্তি এত প্রবল যে তার নিরাকরণের জন্যই পশুশক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন। নচেৎ অনেক বেগ পেতে হয় এবং সময়ও লাগে খুব। আর ধর্ম্ম যেখানে সেখানে পরাক্রম থাকেই।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর ধর্ম্মানুগ অসৎনিরোধী পরাক্রম সম্বন্ধে একটি বাণী দিলেন।

৭ই ভাদ্র, ১৩৬০, সোমবার (ইং ২৪। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। অনেকেই কাছে আছেন। অন্যদিনের থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরকে আজ একটু ভাল মনে হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলতাঁবুর পাশে নূতন তৈরী বারান্দায় এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার) ও আরও অনেকে কাছে আছেন।

ঈশ্বর-দর্শন জিনিসটা কী কেষ্টদা সেই সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে তত্ত্বতঃ জানা আর ঈশ্বর-দর্শন এক কথা। ক্রাইস্ট বলেছেন—None can come to the Father but by me, 'He who has seen me has seen the Father.' (আমার মাধ্যমে ছাড়া কেউ ঈশ্বরকে পায় না, যে আমাকে দেখেছে

সে পরমপিতাকে দেখেছে), আর তা' না হলে 'অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং, পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্।'

ঈশ্বর-দর্শন হ'লে সবখানি নিয়ে একটা সামগ্রিক বোধসঙ্গতির উদয় হয়, —ঐ বোধটাকে বলা যায় দর্শন। সবটা নিয়ে একটা সঙ্গতি না হলে তাকে ঈশ্বর-দর্শন বলে না।

পঞ্চাননদা—রামকৃষ্ণদেব ও পূর্ব্বতন অবতার-মহাপুরুষদের প্রত্যেকের প্রতি আমাদের গভীর মমতা আছে, যদিও তাঁদের সবার সব কথা বুঝি না।

শরণাগতি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শরণাগতি মানে পালনবুদ্ধি, রক্ষণবুদ্ধি, উর্জ্জীভক্তি, যেমন ছিল হনূমানের। নইলে তাঁর কাছে বসে থাকব, কিছু করব না, করতে পারিও না কিছু, সব তুমি চালাবে, এ কিন্তু শরণাগতি নয়।

কেষ্টদা—ঝড়ের আগে এঁটোপাতের মত হয়ে থাকাকে শরণাগতির চরম বলা হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর মানে আমি বুঝি তুই নিজে কোনও ইচ্ছা করিস না, তাঁর ইচ্ছাই তোর ইচ্ছা হয়ে উঠুক। যাকে আমি বলি ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠা।

কেষ্টদা—গীতায় আছে নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি মানে তাঁর will (ইচ্ছা)-টা আমার will (ইচ্ছা) হয়ে কর্ম্মে পরিণত হচ্ছে অনায়াসে আপনা থেকে। তাঁর ইচ্ছায় ক্রিয়া হচ্ছে, তাই নিজের কর্ম্মটাকে কর্ম্ম বলে মনে হয় না। তাঁর প্রীতিকর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন কর্ম্ম যদি না থাকে, তাকেও নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি বলা যায়।

৮ই ভাদ্র, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ২৫।৮।১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্লাডপ্রেসার আজ খুব বেড়েছে।

সরমা গাঙ্গুলি নামক জনৈকা মা বললেন, আমার স্বামী আমাকে যেখানে-সেখানে ফেলে রাখে, আমার খোঁজখবর নেয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর একান্ত শারীরিক অসুবিধা সত্ত্বেও অত্যন্ত দরদভাবে বললেন, সে তোমার খোঁজখবর নিক বা না নিক, তুমি তার খোঁজ নিও। সে তোমাকে চাক বা না চাক, তুমি তাকে চেও। তুমি উচ্ছ্বসিতভাবে বলো, 'আমি তোমারই, আমি তোমারই, আমি তোমারই।' আর, আচরণে চ'লোও তেমনি।

উক্ত মা—মাঝে মাঝে মনে হয় সংসার আর করব না, ঠাকুর দেবতা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার ঐ ঠাকুর, তোমার স্বামীর বুকের মধ্যে আছেন। তাঁকে পূজায় সংবর্দ্ধনায়, সেবায় উচ্ছল করে তোল, তাতে সে স্বতঃই তোমার প্রতি প্রীতিযুক্ত হয়ে উঠবে। অবশ্য তোমার স্বামী তোমামুখী হওয়ায় তোমার কোনও সার্থকতা নেই। তুমি তাকে এমন করে তোল যাতে সে তার পিতামাতা পরিবার পরিবেশ নিয়ে সম্বর্দ্ধনমুখর হয়ে ওঠে।

উক্ত মা স্বামীগৃহে অত্যাচারের কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি তো বোঝ, তোমার উপর দিয়ে কম ঝঞ্ঝা যায়নি। বিরোধ-বিক্ষোভের মধ্যে তো দেখেছ শান্তি হয় না। তুমি ঐশী-দীপনা নিয়ে চল, যাতে তুমিও সুখী হও, তাদেরও সুখী করতে পার। তুমি মুখর হয়ো না, স্মিতগম্ভীর হও, স্বল্পভাষী হও। দুর্গা-মূর্ত্তি দেখেছ তো? কেমন মিষ্টিগম্ভীর, আবার অসুরনাশিনী! তোমার স্পর্শেও যেন মানুষের অসুরত্ব নষ্ট হয়ে যায়। মেয়েদের ওপর দুনিয়া দাঁড়িয়ে আছে। তাই সহ্য-ধৈর্য্য চাই। আর, মেয়েদের কখনও সস্তা হতে নাই। যেখানে সেখানে যাওয়া, যেমন তেমনভাবে কথাবার্ত্তা বলা, এটা মেয়েদের পক্ষে ভাল নয়। ওতে চরিত্র হাল্কা হয়ে যায়। অমনতর আধারে সারীবস্তু দাঁড়াতে পারে না।

উক্ত মা—আমার মাথায় একটু ছিটমতো আছে, মাঝে মাঝে গোলমাল ক'রে ফেলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছিট বা ঔদ্ধত্যভাব যা-কিছু, তা' বাবা বৈদ্যনাথের চরণে অর্পণ ক'রে এই ছিট নেও, যাতে তোমার অন্তরস্থ ভগবানকে তোমার জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপে, প্রতিটি আচরণে অভিব্যক্তি দিতে পার।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভাল না, কথা বলতে গিয়ে বারবার কাশি হচ্ছে। তাই প্যারীদা কথা বলতে বারণ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সে কথায় কর্ণপাত না করে উক্ত মাকে বললেন—ঐ স্বভাব এমনতর পাকা ক'রে ফেলবি যে তোকে দেবকীর মতো পাথরচাপা দিয়ে রাখলেও তোর ঐ স্বভাব থেকে বিচ্যুতি হবে না কিছুতেই। আবার বলি, লোকের কাছে কখনও সস্তা হবি না। যেখানে সেখানে একলা-একলা যাওয়া, ও সব ভাল নয়।

উক্ত মা—আমার রাগ হলে মাথার ঠিক থাকে না, গুরুজনকে মান দিয়ে কথা বলতে পারি না। মাঝে মাঝে কেমন একটা ছিট পেয়ে বসে। কান্নাকাটি করি, যাকে যা' বলার নয় তা' বলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এবার যেন সে দেখে যে সে-ছিট্ আর নেই, সবাইকেই মান দেয়—'অমানিনা মানদেন।' শ্বশুর-শাশুড়িকে তো মান দেয়ই, পাড়াপ্রতিবেশীকেও যাকে যেমন যোগ্য মান দেবার তাও দেয়। আবার সবার সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করে।

উক্ত মা—আমার শ্বশুর ধর্ম্মভাবে চলেন, তিনি অনেকটা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ ধর্ম্মভাবে চলুক আর না চলুক। কিন্তু তোমার চলন যেন এমন হয় যাতে তোমার সংস্পর্শে এসে তোমাকে দেখে মানুষ ধর্ম্মভাবাপন্ন হয়।

উক্ত মা—আমি একবার আমার স্বামীর একটা খারাপ চলন দেখে সেটা বলে ফেলি। তাতে তিনি আমার উপর খুব অত্যাচার করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণতঃ মানুষকে খারাপ বললে ভাল হয় না। খারাপটা লুকিয়ে ভালটা বলতে হয়।

উক্ত মা—আমি এরপর শ্বশুরবাড়ী গেলে ভাল হবে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই ঠিক করে চলবি। তোর শ্বশুর-শাশুড়ি যেন বউমা বলতে পাগল হয়ে যায়, ছেলেপেলে যেমন রসগোল্লা দেখলে হয়।

উক্ত মা—আমার শ্বশুর আমাকে স্নেহ করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্নেহ আদায় ক'রে নিবি। নিজের আচার-ব্যবহার দিয়ে। মানুষের মন্দটাকে নিরসন ক'রে তার ভালটাকেই ফুটিয়ে তুলবি তোর চাল-চলন দিয়ে। তোমার আচার-ব্যবহার, কথায়-কায়দায় মানুষ যেন আপনা থেকেই তোমার প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হয়ে ওঠে।

রাস্তায় বেরুবি না, ওতে মেয়েদের সম্ভ্রম থাকে না।

উক্ত মা—শ্বশুরবাড়িতে যখন দুর্ব্ব্যবহার করে, তখন বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কোথাও কারও কাছে খানিকটা দুঃখপ্রকাশ করলেও মনটা হাল্কা হয়। খুব মন খারাপ করলে মার কাছে চলে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাতে না যেতে হয়, তেমনি চলবি। মা ভগবতী বছরে একবার বাপের বাড়ী যেয়ে তিনদিনের বেশী থাকেন না। তোমার সেবা, জ্ঞান-বুদ্ধি, কথাবার্ত্তা, আচার-ব্যবহার, সংসারের আয়-ব্যয়, ব্যবস্থিতি, সবদিকে নিপুণ নজর, কত অল্পে কত ভাল করতে পার সেই দক্ষতা—তোমাকে যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী ক'রে তোলে।

উক্ত মা—আমি কি শ্বশুরবাড়ীতে টিকতে পারব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমটা তোমাকে হয়তো তারা বিশ্বাস করবে না যে তোমার স্বভাব এতখানি বদলে গেছে। তাই কোন বিরূপ ব্যবহার করলেও তুমি কিন্তু ঠিক থেকো। শরীরটাকে এমন সুস্থ, শক্ত ও সহনপটু ক'রে তোল যে তোমাকে মারধোর করলেও যেন তোমার শরীর ভেঙে না পড়ে। আর, এমনভাবে চলবে যে মারধোর করতেই পারবে না।

—এরপর মা-টি একটা পাখা নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বাতাস করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমার গুরুজন যারা, তাদের বোল না—সদাচারী হও। কিন্তু তুমি এমনভাবে সদাচারী হও যে তোমাকে দেখেই যেন তাঁদের শিক্ষা হয়ে যায়।

গুরুজনকে ঐভাবে কথা বলতে গেলে তাঁরা ভাবতে পারেন, বৌমা আমাদের উপদেশ দিচ্ছে, কিংবা মেয়ে আমাদের উপদেশ দিচ্ছে। মানুষকে বিশেষতঃ গুরুজন যারা, তাদের যদি ভাল কিছু ধরাতে হয়, শেখাতে হয়, তা' নিজের আচরণ দিয়ে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্নান করতে উঠলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সন্ধ্যায় চুনীদার কাছে একজোড়া, যোগেনদার (হালদার) কাছে একখানা খুব ভাল বেনারসী শাড়ি চাইলেন স্থানীয় ছোটন, ভোলা ও মোহনের স্ত্রীর জন্য। নরেনদা (মিত্র)-কে বলে দিয়েছেন মতি মালীর পুত্রবধূর জন্য একখানা ভাল বেনারসী আনতে। মতিমালীর স্ত্রীকে বেনারসী দেওয়া হয়েছে। তার এবং অন্যান্য কয়েকজনের জন্য গহনার ব্যবস্থাও হচ্ছে।

৯ই ভাদ্র, ১৩৬০, বুধবার (ইং ২৬। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে আমতলায় কাঠের বাটামওয়ালা চেয়ারে পা তুলে হেলান দিয়ে বসে আছেন। আজ তাঁর শরীর অপেক্ষাকৃত ভাল। আকাশে মেঘ নেই, দিনটা বেশ পরিষ্কার, রোদ পড়ে গেছে, গরমও তেমন নেই। শ্রীশ্রীঠাকুর চেয়ারে বসে খুশি মনে তামাক খাচ্ছেন। চারিদিকে বহু দাদা ও মায়েরা ঘিরে বসে আছেন। কার্ত্তিকভাই (পাল) রমণদার (সাহা)-র মার কাছে এসে শ্যামাসঙ্গীত ও অন্যান্য গান গাচ্ছে। রমণদার মা মনে করছেন, এর কোন খারাপ ইঙ্গিত আছে। তাই চটে অস্থির হচ্ছেন, আর চিৎকার ক'রে তাকে তাড়া করছেন। সে দৃশ্যে সবাই হেসে কুটিপাটি।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কিছু জলখাবার খেলেন। ইতিমধ্যে জনৈক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, পায়ে হাত দিতে নেই। তোমার ভিতরও ভগবান আছেন, তুমি আমার পায়ে হাত দেবে, আমার ভাল লাগে না। বরং যে নাম পেয়েছ, সেই নাম কর। ভাল অদৃষ্ট না থাকলে নাম পাওয়া যায় না। তাঁর দয়াতেই আমরা এই নাম পেয়েছি দুনিয়ায়। এই নাম করতে হয় নিষ্ঠা-সহকারে।

এরপর উক্ত ভদ্রলোক শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকা স্পর্শ ক'রে প্রণাম করলেন।

উক্ত ভদ্রলোক—আপনি দয়া ক'রে আমাকে টেনে রাখবেন আপনার দিকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি আমাদের টেনেই আছেন, তাঁর টানার কমতি নেই। মায়ের পেটের থেকে আরম্ভ করে তাঁর দয়াতেই টিকে আছি। আমরা ভাল করি, মন্দ করি, তাঁর দয়া ছাড়ে না।

উক্ত দাদা—আমি শিবচন্দ্র জপ করে থাকি, শিবমূর্ত্তিই আমার সামনে আসে, এইটে আসতে চায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগে ঐটে ক'রে পরে এইটে করো, এতে ঐটেরই পুনশ্চরণ হবে। পরে দেখতে পাবে একটার মধ্যে সব আছে। সুতোর খেই না পেলে যেমন সুতো ঠিক করা যায় না, এও তেমনি, খেইটা ধরতে হয়। তখন সবটারই মর্ম্ম গ্রহণ করা যায়।

উক্ত দাদা—আপনি আমাকে দয়া করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি দয়া ক'রে 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ'। শরণ মানে রক্ষা কর। আমাকে রক্ষা করে চলো, আমি তোমাকে সব পাপ থেকে রক্ষা করব।

উক্ত দাদা—জপে যেন এক মুহূর্ত্তও বিরতি না আসে আমার। সর্ব্বক্ষণ জিহ্বা যেন জপে লেগে থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—করতে করতেই হবে। দোটানা না হয়ে একটানা হয় সেই ভাল।

উক্তদাদা আবার প্রণাম ক'রে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওখান থেকে উঠে তখন বাঁধান জায়গাটায় (অশত্থতলার কাছে) চৌকিতে বসলেন। এরপর তিনি কয়েকটি বাণী দিলেন।

১১ই ভাদ্র, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ২৮। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ), নিখিল (ঘোষ), দেবীপ্রসাদ (মুখোপাধ্যায়), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত। তপোবনের থার্ড টার্ম্মের ছেলেরা এসে তাদের পড়াশুনার অসুবিধার বিষয় জানাল।

তারা চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর দেবীকে বললেন—পঞ্চাননদাকে ডাক।

পঞ্চাননদা (সরকার) আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনি থার্ড টার্ম্মের ছেলেদের ভার নেন। আর, আপনি ওদের কাছ থেকে কোন পয়সা নেবেন না। আপনার পয়সার দরকার নেই। আপনি শিশিরকে (দীগুা) আপনার assistant (সহকারী) হিসাবে নিতে পারেন। বরং তাকে কিছু দিতে পারেন। কিন্তু আপনি কিছু নেবেন না।

পঞ্চাননদা—তপোবন থেকে পয়সা নেওয়া আমার নীতিবিরুদ্ধ, তবে এদের পড়ান খুব মুশকিল। কিছুই জানে না। কর্ত্তা-কর্ম্ম জ্ঞান পর্য্যন্ত নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐগুলিই তো আপনার কাজ। আপনি ছাড়া কেউ পারবে না।

পঞ্চাননদা—মাস্টাররা অনেকে ধরে নেন যে ছেলেরা এতটুকু জানেই। কিন্তু আমি কিছুই ধরে নিই না। আর, খোঁজ নিতে নিতে টের পাই যে কিছুই জানে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেলেদের মনের দ্বার খুলে ফেলতে হয়, নচেৎ অনেক গলদ জমে যায়। ছেলেরা নিজেরাও অনেক সময় বুঝতে পারে না তাদের কোথায় defect (গলদ)। আবার, শ্রদ্ধা না থাকলে মন খুলতে পারে না। শ্রদ্ধা যদি থাকে, ভালবাসা যদি থাকে, তবে একটা দারুণ অপকর্ম্ম করে ফেললেও সেটা মাস্টার মশায়ের কাছে না বলা পর্য্যন্ত সোয়াস্তি পায় না। আবার, সম্মানযোগ্য ব্যবধান যদি না থাকে, তবে শ্রদ্ধা আবার ব্যাহত হয়ে ওঠে। ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের গভীর প্রীতি থাকবে, কিন্তু সম্মানযোগ্য ব্যবধান থাকবে। এই সম্মানযোগ্য ব্যবধান না থাকলে উভয়েরই ক্ষতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলতাঁবুর সংলগ্ন নূতন তৈরি বারান্দায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), লালভাই, বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), প্যারীদা (নন্দী) প্রমুখ দাদারা এবং মায়েদের মধ্যে অনেকেই আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ছন্নতার একটা প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, যে যা' কয়, তার দিকে গড়িয়ে পড়া। আর একটা লক্ষণ হচ্ছে পরমত-অসহিষ্ণুতা, অর্থাৎ, adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে না পারা।

আহার সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আত্মিক-সম্বেগ উপাদান-অন্বিত হয়ে গুণে প্রতিভাত হয়ে ওঠে, সেইজন্য কয় 'আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ'। ... আমি যদি আপনাদের নিয়ে বসে খেতে পারতাম তাহলে ভাল হতো। আনন্দবাজারের খাবার আজকাল কেমন জানি না। আগের মত যদি থাকে, আর বৈকুণ্ঠ যদি ঐ খাবার খায় হরিনন্দনের সঙ্গে, ওরও শরীর ভাল হয়ে যাবে।

পঞ্চাননদা—আনন্দবাজারে সদাচার সম্বন্ধে আরও সচেতন হওয়া দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি যাবার পারতাম, দেখবার পারতাম, বসে খাবার পারতাম, তাহলে ঠিক হত।

পুষ্টিকর খাদ্য-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, পান্তাভাত যদি নুন, লঙ্কা, লেবু দিয়ে বা দই দিয়ে বা নালের অম্বল দিয়ে খাওয়া যায়, তাহলে ভাল হয়। পান্তাভাত ও গরম ভাত একসঙ্গে খেলে বোধহয় ভাল হয় না। পান্তার গন্ধটা আনা দরকার। তাতে একটু টক হয়। পান্তাভাত সকালে খাওয়া ভাল। নচেৎ দুপুরে পান্তা, রাত্রে গরম ভাত খাওয়া যায়। মা ভগবতী বিজয়ার দিন পান্তা ও নালের অম্বল খেয়ে শ্বশুরবাড়ী যান, পান্তা ছাড়া জগন্নাথদেবের ভোগ হয় না।

প্রফুল্ল—মানুষের মনের বল বাড়ে কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—চলতে-ফিরতে নাম করা, সবটার মধ্য দিয়ে সব রকমে ইষ্টস্বার্থ-প্রতিষ্ঠার সূত্র বের ক'রে তা' বাস্তবে করা, এককথায় যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্ম যদি ঠিকমত চলে, তবে অসম্ভব শক্তি বেড়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘর হচ্ছে, মিস্ত্রিরা ঠকাঠক টিন পিটছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গতঃ বললেন—পাবনাতে আমাদের রাত্রেই কাজ হত বেশি। সারারাত কাজ চলত, সামান্য একটু ঘুমিয়ে সবার শরীর কত ভাল থাকত। এক-এক সময় এক-এক যুগ গেছে। কখনও বিজ্ঞান-চর্চ্চার যুগ, কখনও সাধন-তপস্যা ও তত্ত্বালোচনার যুগ, কখনও কাজকর্ম্মের যুগ। অবশ্য সব সময়ই বাস্তব কাজের উপর জোর দেওয়া হত।

পঞ্চাননদা—দিনরাত কোথা দিয়ে যেত ঠিক পাওয়া যেত না। পড়ানোর সময় আমার তো বিশ্রাম বলে জিনিসই ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে বললেন—যা' কইছেন।

১২ই ভাদ্র, ১৩৬০, শনিবার (ইং ২৯। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা দশটায় বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বসে আছেন। কাল রাত্রে বলদেববাবু (সহায়) এখানে এসে ডাকবাংলোয় উঠেছেন। আজ তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। হরিনন্দনদা (প্রসাদ), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), শর্ম্মাদা, নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ উপস্থিত।

বলদেববাবু প্রফুল্লকে বললেন—এখন ঠাকুরের কাছ থেকে বেশী কাজ (লেখা) আর নেবেন না।

প্রফুল্ল—উনি এ-সব কাজে বিশেষ আনন্দ পান।

বলদেববাবু—শরীরের ধর্ম্ম একটা আছে তো! তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—বলদেববাবু আসাতে আমার medicine (ওষুধ)-এর কাজ হয়েছে। Vitally exalted (প্রাণসম্পদে উন্নীত) হয়েছি।

বলদেববাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য ও সৎসঙ্গের স্থায়ী-কেন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বললেন এবং একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে বললেন।

বলদেববাবুকে উৎসবে আসার জন্য বলা হ'ল।

বলদেববাবু বললেন—আমার ঐ সময় অনত্র যাবার কথা আছে। যদি সময় পাই, আসতে চেষ্টা করব।

আরও কিছু সময় ঘরোয়াভাবে কথাবার্ত্তা হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। সুশীলদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), দেবীপ্রসাদ (মুখোপাধ্যায়), রেবতী (বিশ্বাস), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

সুশীলদা জিজ্ঞাসা করলেন—মন্ত্রের সাহায্যে মানুষের কি কোন ক্ষতি করা যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ concentric (সুকেন্দ্রিক) না হলে হয়তো তার ক্ষতি করতে পারে, কিন্তু concentric (সুকেন্দ্রিক) হলে কিছু করতে পারে না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর এসে ছোট বাঁধান জায়গায় চৌকিতে বসলেন। বহু দাদা ও মায়েরা আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিনন্দনদাকে বললেন—ব্রহ্মানন্দকে ঠিক ক'রে নাও।

ব্রহ্মানন্দদা—আমি তো ঠিক আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাস্টারমশাইদের সঙ্গ করতে হয়, সেবা করতে হয়। 'তদ্বিদ্ধি প্রণিপ্রাতেন, পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া'।

ব্রহ্মানন্দদা—সেবা মন দিয়ে করতে হয়, না শরীর দিয়ে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন থেকে খেলাম বললে খাওয়া হয় না। শরীর-মন সব লাগে।

সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীঠাকুর অশত্থতলায় চৌকিতে এসে বসেছেন। বলদেববাবু ও বদ্রি প্রসাদ রাজগেরিয়া আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা হল।

বদ্রীপ্রসাদবাবু প্রফুল্লকে বললেন যে তিনি চিঠি লিখলে সৎসঙ্গের কিছু ইংরেজি ও হিন্দি বই যেন তাকে ভিপি-যোগে পাঠান হয়।

১৩ই ভাদ্র, ১৩৬০, রবিবার (ইং ৩০। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ অপেক্ষাকৃত ভাল আছেন। তিনি সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে বসে পর-পর কয়েকজনের সঙ্গে কথা বললেন। নিখিল (ঘোষ), কার্ত্তিকদা (পাল), জিতেন ভাই (দেববর্মণ), হরিপদদা (সাহা) প্রমুখ উপস্থিত।

নিখিল জানাল—আনন্দবাজারের গণেশ কার্ত্তিকদার সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করেছে।

জিতেন ভাই—ও-সব কিছু না। ওরা কেমন খাটুনি ও ব্যস্ততার মধ্যে থাকে। তার মধ্যে একটু ভালমুখে ওদের সঙ্গে কথা বলা লাগে তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা তো কাজকর্ম্ম নিয়ে থাকে। কথাটা এমনভাবে বলবি তো যাতে গায়ে জোর পায়, বল পায়, কাজ আরও বেশি করে করতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় অশত্থতলায়। পাশে কাঠের কারখানায় হ্যাজাক জ্বালিয়ে কাজকর্ম্ম চলছে। অনেকেই কাছে আছেন। কলকাতা মেডিকেল কলেজের ডাক্তার বঙ্কিম চন্দ্র চৌধুরী আরও কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে আসলেন।

প্রণাম ক'রে বসে প্রাথমিক কথাবার্ত্তার পর বঙ্কিমবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—আমরা তো সংসারের নানা কর্ম্মে ব্যস্ত থাকি, এর মধ্যে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ হবে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ব্যস্ত থাকাই লাগে। কিন্তু ব্যস্ততা যদি concentric (সুকেন্দ্রিক) হয় তবেই হয়। সে জন্য আদর্শ লাগে। পরিবার-পরিবেশকে আদর্শানুগ ক'রে নিয়ন্ত্রণ করা লাগে।

বঙ্কিমবাবু—আজকাল তো মানুষ বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে ধর্ম্মকে বাদ দিয়ে চলতে চাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মে যেখানে বিজ্ঞান নাই, তা' অন্ধ। আবার, যে-বিজ্ঞানে ধর্ম্ম নাই তা খোঁড়া।

বঙ্কিমবাবু—তাহলে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সমন্বয় করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমন্বয় আছেই। খুঁজে-পেতে বের করতে হয়।

বঙ্কিমবাবু—আজ সমাজে খুব corruption (দোষ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Corruption (দোষ) মানুষের তখনই হয়, যখনই সে প্রবৃত্তির দ্বারা obsessed (অভিভূত) হয়। যখন মানুষ সুকেন্দ্রিক হয়, সুনিষ্ঠ হয়, তখন প্রবৃত্তিগুলি তাঁকেই serve (সেবা) করে।

বঙ্কিমবাবু—এই অবস্থার মধ্যে আধ্যাত্মিক বিকাশের কোনও পথই যে দেখতে পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যতটুকু বুঝি তাও যে করি না। Concentric (সুকেন্দ্রিক) না হলে becoming (বিবর্দ্ধন) perverted (বিকৃত) হয়ে যায়। সমস্ত গ্রহনক্ষত্র Pole star (ধ্রুবনক্ষত্র)-এর দিকে মুখ করে ঘুরছে বলেই যার-যার জায়গায় আছে।

বঙ্কিমবাবু—Concentric (সুকেন্দ্রিক) মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ বা সদগুরুকে ধরে তৎপ্রাণ হয়ে চলা।

বঙ্কিমবাবু—আজকাল যে দিন-দিন মানুষ ও-থেকে স'রে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানেই ঐরকম হ'য়ে পড়েছি। আমরা যদি চেষ্টা না করি খারাপ হয়ে যাব। শেষটা নিকেশ হয়েও যেতে পারি।

বঙ্কিমবাবু—তার মানে ঠিকমত চললে এখনও শান্তি হতে পারে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

বঙ্কিমবাবু—সময়ের যে বড় অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সময়ের অভাব নেই, করার অভাব আছে। পাগলের মত চলি। আধ্যাত্মিকতার মানে ধ'রে নিয়ে চলা। ধরাটা না থাকলে চলাটা ঠিক থাকে না।

বঙ্কিমবাবু—ধরাটা বলতে কী বলছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ আদর্শকে ধরা, ইষ্টানুগ চলনে চলা।

এরপর ওঁকে ঋতায়নী বাণীটি প'ড়ে শোনান হ'ল।

বঙ্কিমবাবু—মানুষের সেবা তো যথেষ্ট করি। কিন্তু মানুষ স্বার্থবুদ্ধি নিয়ে সকলকে পোষণ করে। তাদের স্বার্থবুদ্ধি তো তাড়াতে পারি না। তার উপায় কী?

প্রফুল্ল—সেইজন্য সুকেন্দ্রিক হয়ে সেবা করতে হয়।

বঙ্কিমবাবু—সুকেন্দ্রিক হতে হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি যেই সুকেন্দ্রিক হবেন, আপনি মানুষকে উদ্দীপ্ত করতে পারবেন। যাতে তারা সুকেন্দ্রিক হয়। তবেই তাদের বিকৃত স্বার্থবুদ্ধির নিরসন হবে। আমাদের শরীরের cell (কোষ)-গুলি concentric (এককেন্দ্রিক) বলেই শরীরটা টিকে থাকে, সংহত হয়ে বাড়তে পারে। নচেৎ বাড়তে পারত না। উল্কারও activity (সক্রিয়তা) আছে, কিন্তু concentric activity (সুকেন্দ্রিক সক্রিয়তা) নয় বলে ক্ষয় হয়ে যায়।

বঙ্কিমবাবু—এখন উঠি, আপনাকে কষ্ট দিলাম, কিছু মনে করবেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন, আপনি কেমন কথা কচ্ছেন। আপনি এত সকাল-সকাল চ'লে যাচ্ছেন বলেই আমার কষ্ট হচ্ছে। আপনার সঙ্গে ভাল করে গল্প-সল্প করতে পারলাম না।

বঙ্কিমবাবু—আমি শান্তি চাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! শান্তি মানে থেমে যাওয়া নয়, বরং balance (সমতা) নিয়ে চলা। অশান্তিকে অবদমিত করে শান্তিকে প্রতিষ্ঠা করাই অমৃতলাভ। আপনার পূর্ব্বপুরুষ বরাবর চিৎকার করে আসছে 'অমৃত' 'অমৃত' বলে। বংশপরম্পরায় মরে গেছে, তবু অমৃতের অভিযান ক্ষান্ত হয়নি।

বঙ্কিমবাবু মেডিকেল কলেজের ডাক্তার। সেই হিসাবে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার হয়ত কতবার আপনার দ্বারস্থ হওয়া লাগবে।

বঙ্কিমবাবু—সে কি? আপনাদের সেবাই তো আমাদের কাজ।

বঙ্কিমবাবু একটু পরে বললেন—কাজকর্ম্ম, পরিবার-পরিজনের মধ্যে থেকে কেমনভাবে এটা হবে তা' বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের তপস্যা করতে হবে বাস্তব কর্ম্মের ভিতর দিয়ে। জঙ্গলে যেয়ে তপস্যা তপস্যাই নয়।

বঙ্কিমবাবু এখন যাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কনফারেন্সের সময় আসেন যদি।

বঙ্কিমবাবু—দেখি পারি কিনা। সুবিধা পেলে আসব। আপনি উপদেশ দেবেন কিভাবে চলব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আলাপ করব, উপদেশ কী? আমি যা' বুঝি বলব। আপনি যা' বোঝেন বলবেন। আপনার অভিজ্ঞতা আমি নেব, আমার অভিজ্ঞতা আপনি নেবেন, এইভাবেই তো মানুষ বাড়ে।

বঙ্কিমবাবু বন্ধুগণসহ প্রীতমনে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে গোলতাঁবুর পশ্চিমদিকের বারান্দায় চৌকিতে বসলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বনবিহারীদা (ঘোষ), পঞ্চাননদা (সরকার), অখিলদা (গাঙ্গুলি), গোপেনদা (রায়), পশুপতিদা (দত্ত), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), প্যারীদা (নন্দী) প্রমুখ উপস্থিত।

কেষ্টদা—একই মায়ের বিভিন্ন সন্তান বিপরীত চরিত্রের হয়—সে কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে মনের অবস্থা যখন যেমন, তখন তেমন হয়।

বনবিহারীদা—ভাল বীজ নিয়ে কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চার করলে ভাল হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণভাবে যেমন হয়, তেমন ভাল হবে না। গর্ভাধানের সময় গর্ভাবস্থায় মায়ের মনের ভাবভূমি-অনুযায়ী সন্তানের চরিত্র অনেকখানি প্রভাবিত হয়। পণ্ডিতের মা শুনেছি কুতুন যখন গর্ভাবস্থায় তখন খুব বানর দেখত। তাই কুতুনও ছেলেবেলায় বানরের মত লাফাত।

পশুপতিদা—অভিমন্যুর জন্মবৃত্তান্ত যদি আমরা বিশ্বাস করি, তাহলেও বোঝা যায় যে এই জিনিসটা সত্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর (উচ্চকণ্ঠে)—'সত্য সব, কিন্তু নামরূপ পারে নিত্যমুক্ত আত্মা আনন্দে বিহরে।' (পরে স্বাভাবিকভাবে) আমি দেখি সকলের থেকে কঠিন হল বিয়ের ব্যাপার, এর মতো কঠিন আর কিছু নেই। তাই আমি হরিনন্দনকে বলি—লালের বিয়ে যদি দাও, দেখেশুনে দিও।

কেষ্টদা—শিক্ষা-টিক্ষা কোনও ব্যাপারই এত কঠিন না।

যতীনদার (দাস) কলকাতায় যাওয়ার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর যতীনদাকে কতকগুলি ফ্যান আনতে বললেন।

বললেন—রমণের মার জন্য একটা আনবেন, কালীষষ্ঠীর জন্য একখানা আনবেন ফাও।

রমণদার মাকে আসন বগলে নিয়ে আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর দূর থেকে আগ্রহভরে চিৎকার করে বললেন—ও রমণের মা! তুমি একখানা ফ্যান নেবা নাকি? চালাতি পারবা তো?

রমণদার মা—ফ্যান কী? ও-সব কি আমি চালাতে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইলেট্রিক ফ্যান, সুইচ টিপে-টিপে চালাতি হয়, থামাতি হয়।

রমণদার মা—ও দিয়ে আমি কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাতাস খাবা।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে নিচেয় নেমে চেয়ারে বসলেন।

চারিদিক এখন স্তব্ধ।

১৪ই ভাদ্র, ১৩৬০, সোমবার (ইং ৩১। ৮। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে আছেন। যতীনদা (দাস), পঞ্চাননদা (সরকার), হেমদা (রায়চৌধুরী), রাসবিহারীদা (সিংহ), সুশীলদা (দাস) প্রমুখ আছেন।

রাসবিহারীদা বাড়ির অভাব-অভিযোগের কথা বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শরীরটাকে ঠিক ক'রে নেও। আর, অভাবের দিকে বেশী যদি ঝুঁকে পড় তাহ'লে কিন্তু এগুতে পারবে না।

তপোবনের তহবিল বাড়ান সম্বন্ধে কথা উঠলো।

রাসবিহারীদা বললেন—আমাকে তো কেউ বলেননি, বললে তো ক'রতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলল যদি কেউ, দয়া ক'রল তোমাকে। তুমি বলার তোয়াক্কা রাখবে কেন? যেখানে যে deficiency (খাঁকতি) আছে, সেটা নিজে থেকেই make-up (পূরণ) ক'রবে।

জটাধর মিত্রদা আসলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বসলেন। তিনি বললেন—মুরলীবাবু আপনার সঙ্গে কথা ক'য়ে খুব মুগ্ধ হ'য়ে গেছে। আমি তাঁকে উৎসবের সময় আসতে বলেছি। তিনি বিহারের একজন শক্তিমান লোক। তাঁকে একটা দিনের জন্য প্রেসিডেন্ট ক'রলে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাকে কোথায় কী করা লাগে, আপনি নিজে এদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ঠিক ক'রবেন। শুধু ব'লে গেলে এদের হয়তো ঠিক থাকবে না। আপনি active part (সক্রিয় ভূমিকা) না নিলে হওয়া মুশকিল।

সুশীলদা (দাস) উড়িষ্যার কয়েকজনের রোগ-শোক-দুঃখের কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন ক'রে তাঁর দয়া প্রার্থনা ক'রলেন। পরক্ষণেই বললেন—আপনি তো মানুষের মঙ্গলের জন্য আছেন। সেক্ষেত্রে বিশেষ-বিশেষ লোকের জন্য আমার এভাবে বলা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি মানুষের মঙ্গলের জন্য থাকি, তাহ'লে আমার সে দায়িত্ব তো তোরও, তুই যতখানি পারিস ক'রবি।

সুশীলদা একটি দাদার বিষয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন, তিনি কোন্ ব্যবসা ক'রবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেটা বোঝে, সেটা যেন করে। নচেৎ বোঝে না, মানুষের কথায় ধ'রল, তাতে ভাল হয় না। আর, ব্যবসা সম্বন্ধে কয়েকটা নীতি দেওয়া আছে। সেগুলি যেন কাঁটায় কাঁটায় মেনে চলে।

সুশীলদা (দাস)—আমার কোনদিন বলার অভ্যাস ছিল না! কিন্তু কটকে অনেকের সামনে দু-ঘণ্টা বলতে হ'য়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুর ক'রে বললেন—'মূকং করোতি বাচালং, পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।'

সুশীলদা—কিছুদিন পর পর একটু-একটু depression (অবসাদ) আসে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঢেউ-এর মতো চলে কিনা! Current (চলার স্রোত) ঠিক থাকলেই হয়।

সুশীলদা—কাউকে যাজন ক'রে দীক্ষা দেওয়াতে পারলে একটু অহঙ্কারমতো আসে। ভাবি আমার যাজনে হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মপ্রসাদ তো আসাই সম্ভব। একটা মানুষকে জীবনের পথ ধরিয়ে দেওয়ায় গৌরব তো আছেই, আত্মপ্রসাদও যথেষ্ট।

সুশীলদা—করেন তো আপনি—আমার আত্মপ্রসাদের কী আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মপ্রসাদ এই যে তোমার দয়ায় একটা মানুষের সত্যিকার কল্যাণ করতে পারলাম। ওকে অহঙ্কার বলে না। অহঙ্কারের মধ্যে হীনম্মন্যতা থাকে। অন্যকে দাবিয়ে নিজে বড় হওয়ার বুদ্ধি থাকে। Ambition-এর (গর্ব্বেপ্সার) সঙ্গে প্রায়ই ওই ভাব থাকে। মানুষ auspicious (মঙ্গলকামী) হ'লে মানুষকে বড় ক'রে বড় হতে চায়।

সুশীলদা নিজের ক্রোধ-দমনের কয়েকটা কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মবীক্ষণা থাকলে, ওগুলি কঠিন কিছু নয়। তখন ওগুলি হাতে এসে যায়।

সুশীলদা—আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকের বাড়ির খাবার আনন্দবাজারের আদর্শে হওয়া উচিত। কিন্তু মা যা' দেন, না খেয়ে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মায়ের প্রসাদ খাওয়াই ভাল। সকলের মাই জগদ্ধাত্রী। আমাদের Hindu conception (হিন্দুদের ধারণা)-অনুযায়ী মা যা' হাতে ক'রে দেন তা' অমৃত হ'য়ে যায়। তবে সাধারণতঃ উনোভাতে দুনো বল এবং খাবার যত simple (সাদাসিধে) হয়, ততই ভাল।

সুশীলদা—উৎসবের জন্য বিরাট অর্ঘ্য-সংগ্রহ করা অনেকটা অসম্ভব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের সামনে অসম্ভব অনেক কিছুই আছে। অসম্ভবকে যতই সম্ভব ক'রে তুলতে পারব, ততই যোগ্যতা বেড়ে যাবে। আজ যেটাকে অসম্ভব মনে হচ্ছে, চেষ্টা-চরিত্র, tactful management-এর (কৌশলী ব্যবস্থাপনার) মধ্য-দিয়ে সেটাকে যদি সম্ভব ক'রে তুলতে পারি, যোগ্যতার ব্যাপারে আমরা অনেক ধাপ এগিয়ে যাব। একটা যোগ্যতা পাঁচটা যোগ্যতাকে ডেকে আনে। আবার, এটা ঠিক জেনো—

যারা তোমাদের দেয়, তাদের যদি যোগ্য ক'রে তুলতে না পার তবে তোমরা অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে তুলতে পারবে না। নেপোলিয়ন বলেছেন—"Impossible is a word found in the dictionary of fools." (অসম্ভব কথাটি মূর্খদের অভিধানে পাওয়া যায়)।

রমণদার মাকে আসতে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঐ যে রমণের মা আসছে। রমণের মা না থাকলে যে কী উপায় হ'তো আমার। থিয়েটারে যেমন ফার্স (প্রহসন) থাকে, আমার এখানে রমণের মা সেই খোরাক জোগায়।

প্রফুল্ল—নবরসের মধ্যে হাস্যরস একটা। কিন্তু রমণদার মার বড় স্থূল ও অমার্জ্জিত রুচি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব মার্জ্জিত রুচি হ'লে কি আর এ সব পারত?

সুশীলদা (দাস)—এমন শক্তি দেন যাতে আপনার কথাগুলি পালন করতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর— 'শক্তি দিও করতে পারি
তোমার সেবা বর্দ্ধনা,
কর্ম্মহারা এ প্রার্থনায়
লুকিয়ে আছে পারবে না।'

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে একটা বড় বাণী দিলেন।

১৫ই ভাদ্র, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ১। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে।

পাটনা থেকে কয়েকজন এসেছেন। হরিনন্দনদা (প্রসাদ), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), চন্দ্রেশ্বরদা (শর্ম্মা) প্রমুখ তাঁদের সঙ্গে আছেন। সদগুরুর লক্ষণ সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তাঁর বহিঃপ্রকাশ এই দেখা যায় যে, তিনি unrepelling adherence (অচ্যুত অনুরাগ)-সম্পন্ন। তা ছাড়া, তিনি gorgeously simple (জাঁকজমকের মধ্যেও সরল), normally normal (স্বাভাবিকভাবে স্বাভাবিক), wisely foolish (জ্ঞান সত্ত্বেও অজান)।

১৭ই ভাদ্র, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ৩। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দসহ সন্ধ্যায় নূতন বাঁধান জায়গায় ব'সে আছেন।

জনৈকা মা বললেন—অন্যায় ক'রেও তো মানুষের যথেষ্ট ভাল হ'তে দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ততদিন ভাল হয়, যতদিন আগের সুকর্ম্মের ফল থাকে। সেইটে খতম হয়ে গেলে তখন চেপে ধরে। 'আপনি ক'রিলে পাপ ভোগে ভগবান।'

উক্ত মা—যাদের জন্ম শেষ হ'য়ে এসেছে, তারা পাপ ক'রলেও বেশী ভোগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পাপ মানে কী জানিস তো? পাপ মানে রক্ষা থেকে যা পাতিত ক'রে তোলে। আর, বর্দ্ধনাকে খর্ব্ব করে যা', তাই নরক।

১৮ই ভাদ্র, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ৪।৯।১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশখতলায়।

দ্বারভাঙ্গার একজন পণ্ডিত এসেছেন হরিনন্দনদা (প্রসাদ) ও চন্দ্রেশ্বরভাইয়ের (শর্ম্মা) সঙ্গে।

দীক্ষা ও শিক্ষা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দীক্ষা সবারই নেওয়া প্রয়োজন এবং নানাজনের নানা জায়গায় দীক্ষা নেওয়া হয়তো আছে। হিন্দুদের কথা আছে, মহাপুরুষ বা পুরুষোত্তম যখন আসেন, তখন তাঁকে গ্রহণ করাই লাগে। তাঁকে গ্রহণ করলে সবগুলির পুরশ্চরণ হয়। আর, তাঁকে কেন্দ্র ক'রেই সব দীক্ষার integration (সংহতি) আসে। কেউ হয়তো তান্ত্রিক দীক্ষা নিয়েছে, কেউ হয়তো শৈব মতে দীক্ষা নিয়েছে। সেগুলির অনুষ্ঠান ক'রে বা না ক'রে যদি মহাপুরুষ বা পুরুষোত্তম-নির্দ্দেশিত পন্থায় সাধন করে, ওতেই তাদের দীক্ষা সার্থক হবে। সাধু নাগমহাশয় তো আগে দীক্ষা নিয়েছিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবকে পেয়ে তাঁর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে দ্বিধা করেননি। তাতে ঐ দীক্ষারই পুনশ্চরণ হয়েছিল। এইভাবে পুরুষোত্তমকে গ্রহণের রীতি যদি না থাকে, বিভিন্ন দীক্ষাপদ্ধতি ও তাতে দীক্ষিত লোকগুলি বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে। লোক-সংহতি ব'লে জিনিসটা আসে না। ভাবগুলি integrated (সংহত) হয় না। নানা মত ও পদ্ধতির solution (সমাধান) হয় না। বিভিন্ন রকমগুলির solution (সমাধান) না হ'য়ে যে-দীক্ষাতেই মানুষ দীক্ষিত হোক না কেন, তাতে পরম solution (সমাধান) অর্থাৎ meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হয় না, নানা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। তাদের কেউ কাউকে দেখতে পারে না, বিরোধ থেকেই যায়, consolidation (দৃঢ়ীকরণ) হয় না।

আমাদের হিন্দুদের মধ্যে ধারণা আছে 'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'। গুরুর মধ্যে সমস্ত দেবতাকে দেখতে চাই আমরা। অর্থাৎ, তিনি তেমনি সর্ব্বপরিপূরক হওয়া চাই বাস্তবে। তা' না হ'লে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সর্ব্বাঙ্গীণ বিকাশ সম্ভব নয়। তাঁর কাছে দীক্ষা first & foremost (প্রথম ও প্রধান)। আর, যা' কিছুকে সঙ্গতিশীল অন্বয়ী তাৎপর্য্যের ভিতর-দিয়ে সত্তাপোষণী ক'রে তোলাই হ'ল তপস্যা। তাকেই বলে শিক্ষা। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় যা-কিছু, তার জীবনীয় adjustment (বিন্যাস) যখন করতে পারি, তখনই শিক্ষা সার্থক। আমি বেদ, উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, বিজ্ঞান, সাহিত্য, অঙ্ক, দর্শন, যাই পড়ি, তার ভিতর যদি common threads (অভিন্ন সূত্র) না পাই, একসূত্রসঙ্গতি যদি

খুঁজে না পাই, তবে পড়ার কোনও দাম নেই। সমস্ত plan (পরিকল্পনা), programme (কার্য্যক্রম), institution (প্রতিষ্ঠান) activity (কর্ম্ম) অমন ক'রেই হওয়া উচিত।

হরিনন্দনদা উক্ত দাদা সম্বন্ধে বললেন—উনি জানতে চান ওঁর দীক্ষা নেওয়া সম্বন্ধে আপনি কী বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—শুঁড়ির দোকানে যেয়ে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, সে বলবে এক গ্লাস খাও।

২০শে ভাদ্র, ১৩৬০, রবিবার (ইং ৬। ৯। ১৯৫৩)

বেলা দশটার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), পণ্ডিতভাই (ভট্টাচার্য্য), লাল (প্রসাদ), রেবতী (বিশ্বাস), মোহন (বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রমুখ অনেকে কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মাথাটা blank (ফাঁকা) হয়ে আছে যেন।

কেষ্টদা—শুধু শরীর খারাপ থাকলেই যে অমন হয়, তা' নয়। মাঝে মাঝে অমনিই হয়। আবার, পট্ ক'রে এসে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই বলে তুমি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র।

কেষ্টদা—ঐ mood-এ (ভাবে) থাকলেই লেখা বা বলা ঠিক-ঠিক হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হরিনন্দন সবসময় ঐ mood-এই (ভাবেই) থাকে। ... আমার তো বিদ্যে-টিদ্যে নেই যে গোছায়ে কব। যখন আসে, তখন বলতে পারি। ফোনে যেমন কিড়িং-কিড়িং ক'রে শব্দ হয়, মাথায় ঐ রকম যেন একটা signal (সংকেত) হয়। যখন আসে তখন-তখন না বললে উবে যায়। কাছে কেউ না থাকলে তখন-তখন বলতে না পারলে উবে যায়। সব ধরা থাকলে আরো কত হয়ে যেত।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে উত্তরাস্য হ'য়ে সহজ ভঙ্গীতে ব'সে আছেন। স্বচ্ছন্দে সুপুরি চিবুচ্ছেন আর মাঝে-মাঝে কথাবার্ত্তা বলছেন।

একটু বাদে বললেন—তামুক খাওয়াও।

কালিদাসী-মা তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাতে হাত বুলোচ্ছিলেন, হঠাৎ টের পেলেন যে নখটা একটু বড় হয়েছে। তখনই প্যারীদাকে ডাকলেন। প্যারীদা নখ কেটে দিলেন।

নখ কাটার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ভাল ক'রে দেখলেন। দেখে বললেন—এই নখটা কেমন যেন ঠিক হয়নি।

কেষ্টদা—সমান হয়নি।

প্যারীদা তখন আবার কেটে ঠিক ক'রে দিলেন।

পামারদা যাবার অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফূর্ত্তিতে লেগে যাও। কয় বছরের মধ্যে কাজ ঠিক ক'রে ফেলা চাই।

পামারদা প্রণাম ক'রে হাসিমুখে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলতাঁবুর পশ্চিম দিকের বারান্দায় চৌকিতে। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), প্যারীদা (নন্দী), হরিনন্দনদা (প্রসাদ) প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর ভাল নয়, শুতে চান। তাই জিজ্ঞাসা করলেন—সন্ধ্যা গড়ায়ে গেছে? শোব?

প্যারীদা—হ্যাঁ!

একটু পরে স্থানীয় কোর্ট-ইনস্পেক্টর রুদ্রমোহন সিংহ এসে কথাবার্ত্তা বললেন।

রুদ্রমোহনবাবু—সব বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে অথবা সব বৈশিষ্ট্যকে বাদ দিয়ে—এই দুয়ের কোন্‌ভাবে আমরা ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকের আলাদা। সৃষ্টির কোন দুটো জিনিস একরকম নয়। তবে সবারই চাহিদা সত্তাপোষণ। সত্তাপোষণের জন্য বৈশিষ্ট্যপালন ক'রে চললেই ঐক্য আসে।

রুদ্রমোহনবাবু—বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তা বা আত্মিক শক্তি বা চলৎশীলতা প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিরকম হ'য়ে উঠেছেন। প্রত্যেকের প্রয়োজন ও পছন্দ আলাদা। কুকুরের যা'প্রয়োজন ও পছন্দ আমাদের তা' নয়। কিন্তু উভয়ের সত্তাপোষণ হয় বিশিষ্ট রকমে। ঐখানেই সঙ্গতি। একের প্রয়োজন অন্যকে দিয়ে পূরণ হয় না। খেজুরের প্রয়োজন খেজুর মেটায়। তালের প্রয়োজন তাল। সব বৈশিষ্ট্যের সার্থক কেন্দ্র সত্তা। সব সত্তার উৎস হ'ল আত্মা, ঈশ্বর বা পরমপুরুষ—যাই বল। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠাটা প্রকৃতির একটা ধর্ম্ম। আমরা হওয়ার স্রোতে ভেসে-ভেসে চলেছি। তাই কয় ভবসমুদ্র। আর, ধর্ম্ম মানে তাই যা' সপরিবেশ প্রত্যেকের সত্তাকে ধ'রে রাখে।

রুদ্রমোহনবাবু—বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য থাকাতেই তো বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিরোধ হয়েছে যখন সত্তা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে প্রবৃত্তিপরায়ণ হয়েছি। কিন্তু যখন সত্তায়, আদর্শে concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়েছি তখন বিরোধ হয়নি, বৈশিষ্ট্যের আপূরণী হয়েছে। যা' ছেদ ঘটায়, মৃত্যু আনে, পতিত করে তাকে বলে শাতন। আমরা সবাই অমৃতের উপাসক। মহাপুরুষ বা পুরুষোত্তম যাঁরা তাঁরা প্রত্যেকেই বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। ঐটেই তাঁদের পথ। যুগে যুগে সেই একজনই আসেন। আর একটা কথা, বৈচিত্র্য না থাকলে আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান ও বৃদ্ধি সম্ভব হ'তো না।

অন্ধকার রাত্রি। শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে খেতে কথা বলছেন—আমরা কিন্তু ত্যাগ করতে আসিনি। এসেছি অমৃত উপভোগ করতে। ত্যাগ করতে হবে তাই যা'

তার অন্তরায়। রসগোল্লা পছন্দ করি। কিন্তু তা' খেতে হবে ততটুকু, যতটুকু হজম ক'রে সুস্থ থাকি। বেশী খাওয়ার লোভটা ত্যাগ করতে হবে। কারণ, তাতে উপভোগ ব্যাহত হবে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন।

রুদ্রমোহনবাবু বিদায় নিলেন।

রমণদার মা ও কার্ত্তিকদার রঙ্গরস চলতে লাগল।

আলো জ্বালিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নূতন ঘর তৈরী হ'চ্ছে। সুধীরদা (দাস), মনোহরভাই (সরকার), রাধাচরণ (কর্ম্মকার) প্রমুখ কাজ করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহভরে সেদিকে চেয়ে আছেন।

সত্য শর্ম্মা রুদ্রমোহনবাবুর সঙ্গে কিছুদূর গিয়ে ফিরে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কী খবর?

সত্যভাই—খুব খুশি হয়ে গেছেন। আবার আসবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেলয় কিছু কইনি তো?

প্রফুল্ল—না! খুব ভাল হয়েছে।

রেণুমা আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—আজ কী বরাদ্দ?

রেণুমা—মুগের ডাল, আলুর তরকারী, ভাজা, ও ঝিঙে ভাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল।

২১শে ভাদ্র, ১৩৬০, সোমবার (ইং ৭। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। অনেকেই কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার মাকে সহাস্যে বললেন—তুমি যেমন সুখ ক'রে নিলে, এমন খুব কম মানুষ করেছে।

রমণদার মা—ঐ কার্ত্তিকের জন্য যে অস্থির হয়ে যাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও এক-আধটি থাকা ভাল। নয়ত মানুষ সুখে অবশ হয়ে যায়, ভগবানকে ভুলে যায়। দেখ না—কুন্তী তাই কেষ্টঠাকুরকে বলেছিল—আমি যেন এমন কষ্টেই থাকি, যাতে তোমাকে বরাবর কাছে পাই।

রমণদার মা—সে অন্যরকম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুঃখের কি আবার রকম আছে? দুঃখ দুঃখই। যার যে দুঃখ, তার কাছে সেইটেই প্রবল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোলতাঁবুর পশ্চিম দিকের বারান্দায় চৌকিতে উপবিষ্ট।

শচীনদা (গাঙ্গুলী), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), দুর্গানাথদা (সান্ন্যাল), প্যারীদা (নন্দী), হরিপদদা (সাহা) দেবীপ্রসাদ এবং মায়েদের মধ্যে অনেকে আছেন।

সুধাবিন্দু (বসু) আসল। সে এক বাড়ীতে থাকত। সেই বাড়ীতে জনৈকা মাকে একা ফেলে সে অন্যত্র চ'লে গেছে।

সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কেবল নিজেরটা ভাবলেই চলে না। মানুষের চলে অপরকে দিয়ে। তাই অপরের দিকেও চাইতে হয়। তোমাদের এই সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি বড় সর্ব্বনেশে।

সুধাবিন্দু—আমার সঙ্গে তার বহুদিন থেকে ঝগড়া চলছে। সে-ও আমাকে কিছু বলে না। আমি-ও তাকে কিছু বলি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঝগড়ায় মানুষের পেটও ভরে না, শরীরও মোটা হয় না। ঝগড়ায় লাভ কি? আর, ঝগড়া যদি থাকেই, তাহ'লেই কি একজনকে বিপন্ন ক'রে যেতে হবে? তোমাকে যদি আমি না দেখি, আমাকে যদি তুমি না দেখ, তাহ'লে কেউ কি টিকতে পারি?

এর পর শ্রীশ্রীঠাকুর এই বিষয়ে একটি বাণী দিলেন।

২২শে ভাদ্র, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ৮। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়।

চেলারামদা (সিন্ধী), শৈলেশদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), প্রবোধদা (মিত্র) প্রমুখ উপস্থিত।

চেলারামদা—কতদিনে যুগ পরিবর্ত্তন হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' নির্ভর করে করার তীব্রতার উপর।

চেলারামদা—আপনি তো সব জানেন, হিন্দি বলেন না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মুখ্যু মানুষ। হিন্দি একটু-একটু বুঝি, বলতে পারি না। মুখ্যু যে হয়েছি সেও পরমপিতার আশীর্ব্বাদ ব'লে মনে হয়। পড়াশুনা করলে এমন ক'রে খোলা কথা বলতে পারতাম না। পণ্ডিতদের মত থিওরি-টিওরি বলতাম হয়তো। অবশ্য, এটা আমার মূর্খতার একটা consolation (সান্ত্বনা)।

চেলারামদা—সদগুরুর মুখের কথার প্রভাব অন্যরকম, ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক গোল হ'য়ে যায়। তাই আপনাকে হিন্দিতে বলতে অনুরোধ করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো চেষ্টা করিই, কিন্তু আমি পারি বা না-পারি, তোমাদের ভিতরের প্রেরণাই তোমাদের বুঝায়ে দেবে—যেমন স্পেন্সার ও অন্যান্য সাহেবরা রকম-সকম দেখে অনেকখানি বুঝে নিত। হিন্দি ও বাংলায় ফারাক খুব কম। একই শব্দ বহু আছে।

জনৈক ব্যক্তিকে ঋত্বিকের পাঞ্জাদানের সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—খুব হিসেব ক'রে চলিস্। তুমি যদি খারাপ হও, যজমানরাও খারাপ হ'য়ে যাবে।

ইঞ্জিন যদি খারাপ হয়, তাহ'লে গাড়ী বেতাল হয়ে যায়। ... পাঞ্জা যেন হারায় না। যেখানে-সেখানে খেও না, সদাচারে চ'লো। পাকা ঋত্বিক হওয়া চাই।

জনৈক পণ্ডিতজী—আপনি সর্ব্বশক্তিমান, অন্তর্য্যামী। আমার অন্তরে যে সন্দেহ আছে, তার নিরসন হবে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি অন্তর্য্যামীও না, সর্ব্বশক্তিমানও না। আমি আমিই। কিন্তু তোমার প্রেম যত বেড়ে যাবে, ততই সন্দেহের নিরসন হবে।

শৈলেশদা—মনে সব সময় নানা কুচিন্তা ভেসে উঠতে থাকে। তার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভেসে ওঠাই তো ভাল। কিন্তু বুদ্ধি থাকা চাই আমি সব কিছু ইষ্টার্থ-সেবায় লাগাব। আর, ওকেই কয় adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা।

শৈলেশদা—এমন অনেক অসচ্চিন্তা আছে, যার কোন utility (উপযোগিতা) নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন utility (উপযোগিতা) বুঝি না, এক সময় বুঝব হয়তো। কিন্তু ব্যবহার করব না, যত সময় বাস্তবভাবে ইষ্টার্থ-উপচয়ী না হয়। ইষ্টের প্রতি টান যত বেশী হয় প্রবৃত্তিগুলি ঐ টানে তত সুধৃত হয়।

চেলারামদা—কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ—তাই যে বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' সত্তাপোষণী, তাই আচ্ছা। যা' সত্তাপোষণী নয়, তাই খারাপ।

চেলারামদা—নানা দল নানা পথের কথা বলে, তারা মানুষের পরে প্রীতিও দেখায়, কিন্তু কোন্‌টা গ্রহণীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষগুলি বিধ্বস্ত। তারা চায় দরদী। দরদীর উপর সশ্রদ্ধ হয়। দরদী খারাপ পথে, ভাল পথে দুই পথেই নিতে পারে। দরদী যদি জীবনবৃদ্ধির পথ দেখায়, তাহলেই মানুষের ভাল হয়।

পণ্ডিতজী—আমরা উপস্থিত আছি। আজ কোন বিশেষ বাণী দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলব মনে করলে বলতে পারি না। যদি আসে তাহলে বলতে পারি।

পণ্ডিতজী—বাইরে যাব, অনেকে অনেক প্রশ্ন ও সমস্যা নিয়ে আসবে। তাদের কী বলব, এই কথাই ভাবছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ যে আছে 'দদামি বুদ্ধিযোগম্' তোমার ভাবনা কী?

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে বললেন—লক্ষ্মী চঞ্চলা, কিন্তু তিনি স্থির নারায়ণের কাছে। তাই আমরা নারায়ণের চরণ শরণ করে যদি চলি, অর্থাৎ নারায়ণকে

রক্ষা করে যদি চলি, তবে লক্ষ্মীও অচলা হয়ে থাকবেন আমাদের কাছে। নারায়ণ মানে বৃদ্ধির পথ। যীশু বলেছেন—I am the way, the truth, the goal, none can come to the Father but by me (আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই গন্তব্য, আমাকে বাদ দিয়ে কেউ পরমপিতাকে পায় না)। অবতারপুরুষকে তত্ত্বতঃ জানাই ঈশ্বর-উপলব্ধি।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী), যামিনীদা (রায়চৌধুরী), শর্ম্মাদা, গোপেনদা (রায়), বীরেনদা (মিত্র) প্রমুখ আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন—ভালবাসা, ভক্তি ইত্যাদি আমাদের ভিতর দেওয়া আছে। আমরা জন্মিই ওর ভিতর-দিয়ে। টান ছাড়া জন্মাতামই না। তাকে যেমনভাবে নিয়োগ করব, তেমনি হব। আমরা যত concentric (সুকেন্দ্রিক) হব, ততই আমাদের ভিতরের সব খুলে যাবে।

'লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাজয়ঃ।
যেষাম্ ইন্দীবরশ্যামঃ হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ॥'

মায়া মাসীমা এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ২/১ মিনিট পর বললেন—এখন কাঁঠাল পাওয়া যায় না, তা'হলে চেলারাম আছে, পণ্ডিতজী আছে, এদের কাঁঠাল রেঁধে খাওয়াতে পারতে।

মাসীমা ঈষৎ হাসলেন।

২৩শে ভাদ্র, ১৩৬০, বুধবার (ইং ৯। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে আছেন। বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), শর্ম্মাদা, নিখিল (ঘোষ), দেবীপ্রসাদ (মুখোপাধ্যায়), রেবতী (বিশ্বাস), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন। বসুমতী পত্রিকার একটি সম্পাদকীয় শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনান হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রীত হ'য়ে বললেন—এ তো আমাদেরই কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরের তক্তপোষে বাইরের দিকে মুখ ক'রে বসে আছেন, এমন সময় একটা টাঙ্গা বড়াল-বাংলোয় ঢুকলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর দূর থেকে টাঙ্গা দেখে বললেন—কে রে! মাদার (কুণ্ডু) এলো নাকি টিন নিয়ে?

উপস্থিত সবাই খোঁজ নিয়ে বললেন—হ্যাঁ।

এরপর মাদারদা (কুণ্ডু) আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কত দাম পড়ল?

মাদারদা হিসেব ক'রে বললেন—সত্তর টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর ননীমাকে বললেন—রেণুকে ডাক্!

এরমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর মাদারদাকে দিয়ে ননীদাকে (চক্রবর্ত্তী) ডেকে পাঠালেন। ননীদা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর মধুর হেসে ননীদার মুখপানে চেয়ে ললিতকণ্ঠে বললেন—

'আমার ভাণ্ডার আছে ভরে
তোমা সবাকার ঘরে ঘরে
তোমরা চাহিলে সবে, এ পাত্র অক্ষয় হবে,
ভিক্ষা অন্নে বাঁচাব বসুধা
মিটাইব দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা।'

এরপর রেণুমাকে বললেন—মাদারের কাছে শোন্, কত টাকা দিতে হবে! সেই টাকা ননীকে দে।

মাদারদার কাছে শুনে রেণুমা সত্তর টাকা ননীদার হাতে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এদের কাছে টাকা থাকলে আমার খুব সুবিধা হয়। আবার কেউ কেউ আছে পোস্ট-অফিসের বাক্সের মতো। একবার সেখানে টাকা পড়লে আর বের করার জো নেই—হাত কেটে গেলেও না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার (সাহা) মাকে বললেন—ও রমণের মা! তুমি যাও, সুরসসুন্দর ক'রে একটা তরকারী রান্না কর গিয়ে। সেই তরকারী দিয়ে ভাল ক'রে দুপুরে পেট ভরে খাবে।

এরপর কার্ত্তিকভাই (পাল) আসতেই রমণদার (সাহা) মার সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হ'ল। রমণদার মার ধারণা কার্ত্তিকভাই তার রূপযৌবনে মুগ্ধ, তাই মোহগ্রস্ত হ'য়ে তার পিছনে ঘোরে। কার্ত্তিকভাই যে তাকে খ্যাপাবার জন্য এই সব করে, এ কথা বুড়ী কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। বরং কুমতলব আছে বললেই মহাখুশি।

প্রফুল্ল—মানুষ তো ইচ্ছা ক'রলে মুহূর্তেই এক-একটা knot (গেরো) কাটিয়ে উঠতে পারে, কিন্তু এত কষ্ট পেয়েও মানুষের knot (গেরো) কাটে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর 'পরেই যে আগ্রহ বেশী। এক-এক জনের এক-এক রকম। কারও সৌন্দর্য্যের মোহ থাকে, কারও অর্থের মোহ থাকে, কারও বিদ্যার মোহ থাকে, সে obsession (অভিভূতি) ছাড়তে চায় না। ওর ধারণা সে মহাসুন্দরী, রূপযৌবনবতী, এবং সেইজন্যই কার্ত্তিক পিছনে পিছনে ঘোরে,—এ ধারণা সে কিছুতেই ত্যাগ ক'রতে রাজী নয়। এ একটা abnormal psychology-র case (অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের ব্যাপার)—study (অনুধাবন) করবার মতো। এর মধ্যে অনেক কিছু দেখবার আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুর পশ্চিমদিকের বারান্দায় এসে বসেছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এবং আরও অনেকে আছেন। বিনোদাবাবু (ঝা) আসলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বললেন। কিছু সময় পর বিনোদাবাবু বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—অন্ততঃ দশ/বারো জন লোক যদি আপাততঃ পেতাম, যেমন চেয়েছিলাম—tenacity ও vigour-ওয়ালা (লাগোয়াবুদ্ধি ও তেজওয়ালা), তাহ'লে আমি যা' চেয়েছিলাম, তা' খুব অসম্ভব ছিল তা' আমার মনে হয় না।

২৪শে ভাদ্র, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ১০। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় এসে বসেছেন। ননীদা (চক্রবর্ত্তী), হরিদাসদা (সিংহ), রেবতী (বিশ্বাস), দেবীপ্রসাদ (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ কাছে আছেন।

রেবতী—বেদে যা' বলা আছে, তাই কি perfection (পূর্ণতা)? তারপর কি আর কিছু জানবার নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Perfection (পূর্ণতা) বলতে কী বোঝ? কোন ব্যাপার যখন thoroughly করা হয়, তখন তাকে বলা যায় perfectly done (নিখুঁতভাবে কৃত)। তার মধ্যে তখন আর কোন ফাঁক থাকে না। বেদ মানে জানা, জানার কি অন্ত আছে? তাই বলে, বেদ অনন্ত। বেদের মধ্যে যত কথাই থাক, তা' অমনি thorough observation ও realisation (সম্যক পর্য্যবেক্ষণ ও উপলব্ধি)-এর উপর দাঁড়িয়ে বলা। আর, সবগুলির মধ্যে আছে একটা সঙ্গতি-অভিধায়না।

রেবতী—শ্রীকৃষ্ণ কি সমাধি অবস্থায় গীতা বলেছিলেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমাধি মানে সম্যক ধারণা। যারা তেমনতর, তাদের একটা চেতন সমাধি থাকে। যাজনের সময় যেমন আপন মনে কথা ব'লে চল, কী বলছ প্রতিমুহূর্ত্তে ভেবে বলছ না। কিন্তু তাই ব'লে তা' অর্থহীন নয় এবং একটা conscious observation (সচেতন পর্য্যবেক্ষণ) সবটার মধ্যে আছেই। যাজন ক'রতে গিয়ে আবার আগে যা' appear করেনি (ধরা পড়েনি), তাই appear করে (ধরা পড়ে) বোধি-চক্ষুতে, সর্ব্বসঙ্গতি-অনুক্রমায়।

রেবতী—আমি সমাধিস্থ অবস্থা বলছি তাকে, যে অবস্থায় আপনি পুণ্যপুঁথি বলেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমাধিস্থ অবস্থা মানে অচৈতন্য অবস্থা নয়। অচৈতন্য অবস্থাকে সমাধি বলে না। সমাধি মানে সম্যক ধারণা। সম্যক ধারণা নিয়ে যে বলা তাকে বলে সমাধিস্থ অবস্থায় বলা। সে-অবস্থায় মানুষ চেতন থাকে। যেমন, অনুভূতি সম্বন্ধে বলাগুলি। বলাগুলি গভীরতম স্তর সম্বন্ধে বলা হ'লেও চেতন ধারণার অভাব ছিল না ওর মধ্যে।

রেবতী—পুণ্যপুঁথি যে অবস্থায় বলা, ও-অবস্থাটাকে কী বলব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি জানি!

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে বড়াল-বাংলোয় ঘরের দিকে গেলেন। সঙ্গে ননীদা গেলেন। যেতে-যেতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার কেবলই দিতে ইচ্ছা করে। যত দিই কেবলই দিতে ইচ্ছা করে।

"যা কিছু তোমার সব দুই হাতে ফেলে ফেলে যাও,
কুড়ায়ে লও না কিছু, কর না সঞ্চয়;
নাই শোক, নাই ভয়, পথের আনন্দবেগে
অবাধে পাথেয় কর ক্ষয়।"

তবে মাঝে-মাঝে ভাবি তোদের কষ্ট হয় যদি সংগ্রহ ক'রতে। কিন্তু এর মধ্যে দিয়েও দেখবি তোরা উপচয়ী হবি।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ অনেকগুলি ভাল-ভাল রঙবেরঙের শৌখিন দামী শাড়ী আনিয়ে রমণের মা এবং আরও অনেককে দিয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ালের ঘরে এসে বসেছেন। তিনি মতিমালীর বাড়ির অনেককে কাপড় দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে গোলতাঁবুর পশ্চিমদিকের বারান্দায় চৌকীতে পশ্চিমাস্য হ'য়ে পেছনে খানিকটা হেলান দেওয়া অবস্থায় বসে তামাক খেতে খেতে নূতন ঘর তৈরীর কাজকর্ম্ম দেখছেন। আজই গৃহপ্রবেশের দিন, তাই তাড়াতাড়ি কতকগুলি কাজ শেষ করার জন্য সবাই মিলে উঠেপড়ে লেগেছেন। ঘরের মাঝখানে চৌকী পেতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মশারি টানাবার ব্যবস্থা হ'চ্ছে। রিমিঝিমি বৃষ্টি পড়ছে। বৃষ্টিতে কাউকে খালি মাথায় দেখলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাড়া লাগাচ্ছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের যে ঘর হ'চ্ছে তার দক্ষিণ কোণে একটা আমগাছ আর উত্তর কোণে ইংলিশ জেসমিন, তার পিছনে একটা অশত্থ গাছ, অশত্থ গাছের পাশে আছে ছোটবড় সেগুন গাছ। তার ফাঁকে রয়েছে একটা করবী গাছ, করবী গাছে থোকা-থোকা হল্‌দে ফুল ফুটে আছে, তার পাশ দিয়ে দূরের মেদুর অম্বর অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। বেলা গড়িয়ে পড়েছে, মেঘলা দিন, আগে আগেই আঁধার নেমে এল।

আজ গৃহপ্রবেশের দিন, তাই বহু দাদা ও মা এসেছেন। তাঁরা সবাই শ্রীশ্রীঠাকুরকে ঘিরে ব'সে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর চুপচাপ বসে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্নিধানে এই যে প্রশ্নহীন মানুষের মেলা, তাঁকে দেখেই যাঁদের সুখ, সে দৃশ্য বড়ই উপভোগ্য। জীপে করে ইনসুলেটিং বোর্ড নিয়ে আসা হ'লো। বিরাট বিরাট বাণ্ডিল দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'যত গাড়ীই হোক, জীপের মত serviceable (কার্য্যোপযোগী) গাড়ী আর নেই।' ঘরের ভেন্টিলেটারের কাজ আজই শেষ করা শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা। তাই অমূল্যদাকে দিয়ে একখানা টিনের পাত আনতে পাঠালেন। ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণীও দিলেন।

সুবোধদা (সেন) আসলেন।

সুবোধদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এ ঘর হ'লে আমার কতখানি সুবিধা হবে, তা' বলতে পারি না। তবে যতি-আশ্রমে আমার যতটুকু সুখসুবিধা হয়, অমন আর কোথাও হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার মাকে যে রঙ্গীন কাপড় দিয়েছেন, সেই কাপড় তাঁকে পরতে বলা হ'ল, কিন্তু কার্ত্তিকভাই বিরক্ত করে ব'লে তিনি পরতে নারাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো মনে হয় বড়বৌ যদি ঐরকম একখানা পরতো, তাহ'লে বেশ হত। বুড়ো হ'লে কি হয়, মন তো বুড়ো হ'তে চায় না।

দোবেজী আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর দোবেজীকে বললেন—বসেন দোবেজী। আপনার ওখানে কে মারা গেল?

দোবেজী—গঙ্গার ভাইবৌ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি বুঝি আগে খবর পাননি?

দোবেজী—না! আমি মরার খবর পরে পেলাম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হ'য়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মা একই সঙ্গে গৃহপ্রবেশ ক'রলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে ঢুকে বিছানার উপর মাথা রেখে প্রথমে ভক্তিভরে তাঁর প্রিয়পরমের উদ্দেশ্যে প্রণাম করলেন। প্রণাম ক'রে তক্তপোষের উপর পাতা পরিষ্কার বিছানায় শ্রীশ্রীঠাকুর বসলেন। তারপর শ্রীশ্রীবড়মাও পাশে বসলেন। এদিকে মুহুর্মুহু হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি হ'তে লাগলো। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মা বিছানায় বসার পর শ্রীযুত গোঁসাইদার পরিচালনায় সমবেত প্রার্থনাদি শুরু হ'ল। টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল, তার মধ্যে দাঁড়িয়েই সমবেত জনতা প্রার্থনাদি সমাপন করলেন। তারপর নূতন ঘরে (নিভৃত কেতনে) থাকাকালীন শ্রীশ্রীঠাকুর যাতে পূর্ণবিশ্রাম পেতে পারেন, সেই সম্পর্কে সকলের সহযোগিতার জন্য ঋত্বিগাচার্য্যের অনুরোধ-অনুলিপি প্রফুল্ল পড়ে শোনাল।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে ডেকে পাঠালেন। কেষ্টদা আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—কেষ্টদা! আপনি কোথায় ছিলেন? আপনি না থাকলে কি ভাল লাগে?

কেষ্টদা প্রণাম ক'রে মাটিতে বসলেন, লাঠিখানি পাশে রেখে কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন।

পশ্চিম পাশের বারান্দায় কিছু সময় কীর্ত্তনাদি চললো—গোঁসাইদা,ননীদা (চক্রবর্ত্তী), বনবিহারীদা (ঘোষ) প্রমুখ যোগদান ক'রলেন।

কীর্ত্তনাদির পর কেষ্টদার সঙ্গে যজ্ঞ, ভাষাতত্ত্ব, নাট্যশাস্ত্র, নবরস, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা কথা চ'লতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার মনে হয় যারা সত্যিকার scientist (বৈজ্ঞানিক), যাদের science (বিজ্ঞান) সম্বন্ধে কোন বোধ আছে, তারা ধার্ম্মিক হবেই।

২৫শে ভাদ্র, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ১১। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমের বারান্দায় উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত।

নরেনদা (মিত্র) ও সুকুমার (দত্ত) অনেকগুলি হার ও আংটি প্রভৃতি কলকাতা থেকে তৈরী ক'রে এনেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেইগুলি এক এক ক'রে দেখলেন। দেখে লেবেল দিয়ে আলাদা আলাদা বাক্সে ক'রে সাজিয়ে দিতে বললেন।

তারপর কিশোরীদা (চৌধুরী) ও মণিভাইকে (সেন) আলাদা-আলাদা ডেকে যথাক্রমে কুড়ি টাকা ও পনের টাকা শৈলমাকে দিতে বললেন। ওদের কানে কানে বললেন—বলতে হবে—'আপনি একটা প্রধান মানুষ। আপনার সঙ্গে কা'র তুলনা? রমণের মা এত পায়, সে আজ আপনাকে ডাউন দিয়ে দিল? এ আমাদের ভাল লাগে না। শুনলাম আপনার অভাব, কষ্ট। এই নিন—আমি এই সামান্য যা' পেয়েছি, নিয়ে এসেছি। খবরদার! কাউকে বলবেন না যেন। এ আপনাকে privately (গোপনে) দিচ্ছি।' এইভাবে বললে ও ঠিক অন্যের কাছে না বলে পারবে না। রমণের মাকেই শুনিয়ে শুনিয়ে বলবে—'এই দ্যাখ্, আমাকে লোকে কত ভালবাসে, নিজে থেকে দেয়।' এইরকম ক'রে ঝগড়া বেধে যাবে। টাকা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এইরকমভাবে ভাল ক'রে উসকে দেওয়া চাই।

এইভাবে ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে ঘরের দিকে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এখন বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। অনেকেই আছেন।

একটি মানসিক ভারসাম্যহীন মা এসে নানা অভিযোগ করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দুই-একটা কথা বলতে তিনি চ'লে গেলেন।

সেই প্রসঙ্গে অন্যান্য পাগলের কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—একবার দুই পাগলে মিলে কথা হ'চ্ছে, কারও কথা কেউ বোঝে না। তখন রেগে গিয়ে পরস্পর পরস্পরকে বলছে—'দূর শালার পাগল! তোর কথা কি বোঝার জো আছে?'

সবাই হাসতে লাগলেন।

বেলা দশটার পর শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরে এসে বিছানায় বসলেন। শ্রীশ্রীবড়মা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনাসামনি একটা চেয়ারে বসলেন। তারপর এক-এক ক'রে ননীমা, হেমপ্রভামা, মঙ্গলামা, কালিদাসীমা, সুধাপানিমা, ক্ষুদুর মা, বিশু, অমিয়মা, শিশুমা, সৌদামিনী মা, বীজা, অসিতা, পিরু প্রভৃতিকে হার-আংটি প্রভৃতি পরিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। ভুবনেশ্বরীমা ও সুমতিমার হার শ্রীশ্রীবড়মার কাছে রইল। তাঁদের পরে দেওয়া হবে। কারণ, ভুবনেশ্বরীমা অনুপস্থিত এবং সুমতিমা অসুস্থ।

হার প'রে সবাই খুশী হ'য়ে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মাকে প্রণাম করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীশ্রীবড়মাও মহাখুশি। এমন আনন্দময় দৃশ্য অনেকেই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে উপভোগ করছিলেন।

এমন সময় ভোলারাম কতকগুলি লাউয়ের ডগা নিয়ে এসে হাজির হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর দূর থেকে দেখে উল্লসিত সমুচ্চ-কণ্ঠে বললেন—'ভোলা গন্ধমাদন নিয়ে আইছে, করিছিস কি ডাকাত? যা! যা! বাড়ীর মধ্যে দিয়ে আয় গিয়ে!' ভোলারাম হাসতে হাসতে সেগুলি শ্রীশ্রীবড়মাকে দিতে গেল।

২৬শে ভাদ্র, ১৩৬০, শনিবার (ইং ১২। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত।

নৈহাটি থেকে একটি দাদা এসেছেন। তিনি নৈহাটি থাকেন শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমিও অনেকদিন নৈহাটি ছিলাম। আচ্ছা! সরোজ চক্রবর্ত্তী মশায়ের বাড়ীর কাছে একজন কাঁসারি ছিল। কেবিন এ এস এম-এর কাজ ক'রতো, সে কি এখনও আছে?

উক্ত দাদা—আমি চিনি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গঙ্গার সেই প্ল্যাটফর্মটা আছে ফেরীঘাটের কাছে?

উক্ত দাদা—হ্যাঁ।

রমণদার (সাহা) মার কাল দেড় সেরি লালমোহন রসসহ খেয়ে আজ খুব পেট খারাপ করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বনবিহারীদাকে ডেকে বললেন—ডাক্তার! তুমি তাড়াতাড়ি ঠিক ক'রে দেও তো। তোমরা কেমন ডাক্তার? ওষুধ দেও, তবু আবার খেলে অসুখ করবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকাল থেকে গোলতাঁবুর পশ্চিমদিকের বারান্দায়। অনেকেই তাঁকে ঘিরে আছেন। কার্ত্তিকভাই (পাল) ও রমণদার মার অভিনয় চলতে লাগলো।

সন্ধ্যার পর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় বেশ একটু জটলা টের পাওয়া গেল। মাসীমা, কালিদাসীমা প্রভৃতি গিয়ে খবর নিয়ে এসে বললেন—বাইরের চৌকীতে সরমা বিছানা রেখে দিয়েছে। শিশু সেই বিছানায় গিয়ে শুয়েছে, তাই নিয়ে বচসা হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সরমা এখানে এসে একটু ভাল আছে। ওর সঙ্গে খুব হিসাব ক'রে চলা লাগে। আর তা ছাড়া, শিশু (কায়স্থ) ব্রাহ্মণের বিছানায় শোবেই বা কেন? অন্যের বিছানায় শোয়া নিজের স্বাস্থ্যের পক্ষেও তো ভাল নয়।

কালিদাসীমা—বাইরে বিছানা না রাখাই ভাল। কয়জনকে ঠেকানো যাবে? বাইরের কতজন এসেও তো শুতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইরের কেউ বিছানা ব্যবহার করা, আর এ-বাড়ীর কেউ করা, দুইয়ের মধ্যে তফাৎ আছে।

রেণুমা এসে দাঁড়াতে শ্রীশ্রীঠাকুর আদরের স্বরে বললেন—'বুদরুং, বুদরুং।'

এরপর রমণদার মা এসে কার্ত্তিকভাইয়ের (পাল) বিরুদ্ধে নালিশ করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও যদি ভাল কথা কয়, তার উত্তর দেবা। যদি খারাপ কথা কয়, কোন উত্তর দিতে যেও না, নক্ (চুপ) ক'রে ব'সে থেকো।

রমণদার মা চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রমণের মা'র মাথায় কোন কথাই ঢোকে না। তার অভ্যস্ত চলনা সে একচুলও বদলাবে না। কারও কোনও ভাল কথায় কান দেবে না। নিজের ধরনে চলবে। তাছাড়া বুড়োও হ'য়ে গেছে। এখন আর কিছু মাথায়ও নিতে পারে না। কিন্তু যে কেবল পরের দোষ দেখে, আত্মনিয়ন্ত্রণের ধার ধারে না, তার কখনও উন্নতি হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর একটি বাণী দিলেন।

২৭শে ভাদ্র, ১৩৬০, রবিবার (ইং ১৩। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। অনেক ভক্তবৃন্দ সেখানে উপস্থিত।

একটি দাদা এসেছেন কলকাতা থেকে। তাঁর স্ত্রী মাঝে খানিকটা অপ্রকৃতিস্থ-মতো হ'য়েছিলেন। বর্ত্তমানে ঐ মা-টি শ্রীশ্রীঠাকুরের তত্ত্বাবধানে ও স্নেহ-যত্নে অনেকটা ভাল আছেন। উক্ত দাদাকে তাই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, ওর মাথা খারাপ বলতে কিছু না। ওর মাথায় একটা knot (গেরো) আছে, যার জন্য ওকে mental hospital (মানসিক হাসপাতাল)-এ দেওয়া হ'য়েছিল। আমাকে বলছিল, তুই ওর ওপর খুশী ন'স। আমি বলেছি—'সে কি? তোকে কত ভালবাসে সে। তুই ভাল থাকিস, সুস্থ থাকিস, তাই তো চায় সে। সেইজন্যই সে যা-কিছু করেছে।' তুই ওর সঙ্গে এমন ব্যবহার করবি যাতে মনে করে তুই ওর ওপর খুব সন্তুষ্ট। ওর সঙ্গে যদি ভাল ব্যবহার করিস, দেখবি ওকে দিয়ে গু ফেলিয়েও নিতে পারবি। ও আসুক! তোদের দুইজনকে নিয়ে একসঙ্গে কথা ক'বো নে। Mental hospital (মানসিক হাসপাতাল) -এ পাঠান সম্বন্ধে ওকে বলবি—'আমি কি অতো ছাই বুঝেছি? তোমার ভালর জন্য মানুষে যা' বলেছে, তাই করেছি। তোমার ভালটাই চেয়েছি। আমার ভুল হ'য়ে থাকলেও তোমার ভালই ছিল আমার কাম্য।'

একটু পরেই মা-টি সেখানে আসলেন। মা আজ খুব হাসিখুশী। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন স্বামী-স্ত্রী উভয়কে নিয়ে কিছুসময় ধ'রে নিভৃতালাপ ক'রলেন, দুজনের মধ্যে যাতে সঙ্গতি ও সম্প্রীতি আসে সেই অভিপ্রায়ে।

২৮শে ভাদ্র, ১৩৬০, সোমবার (ইং ১৪। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে ব'সে আছেন। হরিনন্দনদা (প্রসাদ), বিষ্ণুশর্ম্মাদা, প্রিয়নাথদা (সরকার), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে থেকে হঠাৎ বললেন—'সত্যং শিবং সুন্দরম্,—তার মানে সত্তাই মঙ্গল, সত্তাই আদরণীয়। অনেকে বলে অমুকের ভাব হ'য়েছে। কিন্তু, ভাব যেখানে আছে, সেখানেই আছে হওয়া। ভাব জিনিসটা active (সক্রিয়) কিন্তু। ভাব মানে হওয়া। ওতে ভূ আছে, শুধু কল্পনা নয়। প্রভাব—তুমি যেমনতর হবে, তোমার প্রভাবও তেমনি হবে। আমি যেমন হইনি, যদি তেমনতর চাই তবে হবে না। পণ্ডিত হব, লেখাপড়া ক'রব না, বোধ ক'রব না, বোধে চক্ষু বিস্ফুরিত হবে না, তাতে তো পণ্ডিত হওয়া যায় না। কিংবা শুধু বই প'ড়ে মুখস্থ ক'রেও পণ্ডিত হওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে গোলতাঁবুর পশ্চিমদিকের বারান্দায় আসীন। অনেকেই উপস্থিত।

একটি মেয়ের পদস্খলন হয়, কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের নিয়ন্ত্রণে পরে তার পরিবর্ত্তন হয়ে যায়। সে পরিশুদ্ধ জীবন যাপন করতে থাকে। কিন্তু জনৈকা মা আর এক নবাগত মাকে ঐ মেয়েটির পূর্ব্বজীবনের পূর্ব্বকাহিনী বলে দেয়। সেই কথা মেয়েটির কানে যাওয়াতে সে ভেঙ্গে পড়ে। তাই যিনি বলেছেন সেই মাকে ভর্ৎসনা করা হয়। যে মা-টি নবাগত মাকে ঐসব কথা জানায়, তা'র স্বামী ক্ষুব্ধ হ'য়ে আবার তার ঐ কাজকে এই বলে সমর্থন করেন যে সে তো মিথ্যা কথা বলেনি। যে-কোন লোকের মুখেই ঐ বৃত্তান্ত ঐ নবাগত মা জানতে পারতেন। তাই বলায় দোষ কী হ'য়েছে?

এই কথা শোনায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড়ই মর্ম্মাহত হন। তিনি বলেন—তাহ'লে কেউ কোন অন্যায় ক'রলে তার মঙ্গলের জন্য তা'কে শাসন করবার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত আমার নেই? ... একটা মানুষের খারাপ ক'রে দেওয়া তো খুবই সোজা। কিন্তু তা'কে ভাল ক'রতে যে কী লাগে, সে কথা তো কেউ বোঝে না। ভালর পথে মানুষকে উৎসাহিত ক'রে, তা'র ভিতরের ভালটাকে যদি আরও উসকে দেওয়া যায়, তাতেই তো আমাদের লাভ। মানুষের খারাপটাকে প্রচার ক'রে, তাকে ক্ষিপ্ত ক'রে তুলে খারাপের পথে ঠেলে দেওয়ায় তারও লাভ নেই, আমাদেরও লাভ নেই। মানুষের সংশোধন যাতে হয়, তাই করাই তো ভাল।

২৯শে ভাদ্র, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ১৫। ৯। ১৯৫৩)

আজ বিকেলে মেথরদের নেওয়া মলের গাড়ী বড়াল-বাংলোর সামনে ভেঙ্গে পড়ে, তাতে রাস্তার উপর মল পড়ে। তখন মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে খবর দেওয়া হয়। সেখান থেকে প্রথমে স্যানিটারী ইন্‌স্পেক্টর ও একটা মেথর আসে। একটু পরে চেয়ারম্যান নিজে আসেন। তিনি পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করেন। রাত হ'য়ে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর এখন বড়াল-বাংলোর মাঠে চেয়ারে বসে আছেন। চেয়ারম্যান আসবার আগেই তাঁর জন্য একখানা চেয়ার এনে রাখা হ'লো। তাঁকে আসতে দেখেই শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন এবং তিনি বসার পর বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মহাসৌভাগ্য, আজ এই ব্যাপারে আপনার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল।

চেয়ারম্যান—সৌভাগ্য আমারই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মাঝে মাঝেই কিন্তু এইরকম হয়। আর, এত লোক এখানে যাতায়াত করে, তাদের কিন্তু অসুবিধা হয়।

চেয়ারম্যান—আমি এদের বিশেষভাবে বলে দিচ্ছি যা'তে এইরকম না ঘটে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দ্যাখেন চেয়ারম্যান সাহেব! আপনার কাছে আমার কিন্তু আর একটা প্রার্থনা আছে। সেটা এই ফাঁকে ক'রে নিই।

আমাদের এই ভোলা এখানে রাস্তার উপর একটা দোকান ক'রেছিল আপনাকে ব'লে। এখন বলছে নাকি কী case (মামলা) হ'য়েছে, আপনি ওর একটা ব্যবস্থা দয়া ক'রে ক'রে দেবেন। আমি ভাবি লোকজন যত honest service-এর (সৎ সেবার) উপর দাঁড়িয়ে দু'পয়সা আয়-উপার্জ্জন ক'রে খেতে পারে, ততই ভাল। তাতে তাদের দুর্ব্বুদ্ধিও ক'মে যায়। ওকে দোকান করার জন্য তিনজন সৎসঙ্গী ৩০০ টাকা দেয়। আর, আমি একটা মিট-সেফ ক'রে দিই। আমার মনে হয়, যত লোক এইভাবে দাঁড়িয়ে যায়, ততই ভাল। আপনি এর সুযোগ ক'রে দিলেই হয়। আমার সৌভাগ্য যে আপনি এসেছেন, আর আপনাকে সামনাসামনি আমার আবেদনটা জানাতে পারলাম।

চেয়ারম্যান—সে তো ভালই। কিন্তু ওকে আমি যা' ক'রতে বলেছি তা' তো ও শোনেনি। আইনমতো না চললে তো অসুবিধা।

এই প্রসঙ্গে দোবেজীও কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভোলাকে ডেকে বললেন—চেয়ারম্যান সাহেব যা' বলেন, তা' করাই চাই। ওঁর কথামত যদি তোর জেলে যেতে হয়, তাও যাওয়া ভাল।

চেয়ারম্যান—'জেলে যেতে হবে কেন?' এরপর প্রফুল্ল ও কিশোরীদা (চৌধুরী) আগামী উৎসবের কথা ব'লে চেয়ারম্যানের সহযোগিতা প্রার্থনা ক'রলেন।

চেয়ারম্যান—আমরা যা' পারি তা' তো সাহায্য করবই। এতগুলি লোকের সেবা করার সুযোগ পাওয়াও তো কম কথা নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাহায্য-সহযোগিতা হিসাবে আমি বুঝি না। আপনার নিজের কাজ, তাই যেভাগে যা' করা লাগে দয়া ক'রে করবেন, করিয়ে নেবেন। আপনাকে যেন আমি ভাবতেই পারি না যে আপনি আমার নিজের নন।

চেয়ারম্যান—অবশ্যই ক'রব।

এরপর চেয়ারম্যান বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আবার উঠে দাঁড়িয়ে বিনীতভাবে বললেন—সময় পেলে মাঝে-মাঝে এক-আধবার যদি আসেন, তাহ'লে খুব সুখী হব। আমি নিজে তো স্থবির হ'য়ে গেছি।

সুধাদি সত্তরটা টাকা সংগ্রহ ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পার্শ্বে উপবিষ্টা মায়া মাসীমার দিকে চেয়ে বললেন—ও আমাকে কম টাকা দেয় না। ও বেশ। টাকাও দেয়, আবার কাঁঠালও খাওয়ায়।

মাসীমা—মাল পাইছ ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে লাগলেন।

সুধাদি—পণ্ডিত সঙ্গে না থাকলে আজ আমি পারতাম না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল। তোর সঙ্গে ঘুরে-ঘুরে ওরও এসব ব্যাপারে বুদ্ধি finer (সূক্ষ্মতর) হ'তে থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এর মধ্যে সুধীরদা (বসু), গোকুলদা (নন্দী), নগেন (দে), জিতেন (দেববর্মন), ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী), প্যারীদা (নন্দী), মণি (সেন), যামিনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখের কাছ থেকেও নানা ব্যাপারে বহু শত টাকা সংগ্রহ ক'রেছেন।

রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর মাঠে ব'সে আছেন। চাঁদনী রাত। তারপর চারিদিকে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে। আকাশ পরিষ্কার। গরমও নেই, ঠাণ্ডাও নেই। কাছে মাটিতে অনেক দাদাও ব'সে আছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) এসেছেন। নানা কথা হ'চ্ছে।

কেষ্টদা—আজ কয়েকখানা ভাল সংস্কৃত ব্যাকরণ এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐগুলি দেখেশুনে খুব ছোট ক'রে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী ব্যাকরণ খুব সহজ ক'রে লেখা লাগে।

কেষ্টদা—এমনভাবে সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখতে হয়, যা' থেকে ঋত্বিকরা সহজেই সংস্কৃত লেখা ও বলা অভ্যাস ক'রতে পারে, যাতে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার ক্ষেত্র প্রশস্ত করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন পরমপিতার দয়ায় যদি এসে যায়। আর, কেমিষ্ট্রী ও ফিজিক্সটাও ঐভাবে লিখে ফেলতে হয়। আর যা' বলছিলাম, খুব চটি ইংরেজী grammar (ব্যাকরণ) বই লিখতে হয়, যাতে সব থাকবে, অথচ বুঝতে কিছু কষ্ট হবে না।

কিছুসময় পর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—আমার কেমন যেন হ'য়েছে, sorting of affairs (বিষয়ের বিভাজন) আগের মতো যেন হ'য়ে ওঠে না। আগে দেখেছেন তো miscellaneous (বিবিধ) chaotic affairs (বিশৃঙ্খল বিষয়), তা'র মধ্যে কেমন চলতাম। যেখানে যেমন প্রয়োজন টকাটক্ মাথায় এসে যেত।

কেষ্টদা—হ্যাঁ। তখন তখনই এসে যেত। আর, প্রত্যেকটাই unique solution (অপূর্ব্ব সমাধান), যার আর কোন alternative (বিকল্প) হ'তে পারে না।

কথাপ্রসঙ্গে ইষ্টভৃতির কথা উঠলো। শ্রীশ্রীঠাকুর এই সম্বন্ধে বললেন—সাধারণের মধ্যে এ ব্যাপারে একটা conception (ধারণা)-ই ছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে চারিয়ে যাচ্ছে। এতে কেমনভাবে যে একটা unconscious adjustment (অচেতন সামঞ্জস্য) হয়, তা' ঠাওর পাওয়া যায় না। কিন্তু হয়, তা' নির্ঘাত।

কেষ্টদা—শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যুগে যুগে যজ্ঞভাক্ বদলে যাবে, এক এক যুগে এক একজন। কখনও দক্ষ, কখনও বিষ্ণু, কখনও মহাদেব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন যিনি যুগপুরুষোত্তম, অর্থাৎ যখন যিনি মহাদেব, তখন তিনি যজ্ঞভাক্।

৩০শে ভাদ্র, ১৩৬০, বুধবার (ইং ১৬। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত।

দুর্গাপুরের হিমাংশুদা (বন্দ্যোপাধ্যায়)—পুণ্যপুঁথির মধ্যে আপনার যে পরিচয় পেয়েছি, সেইভাবে যেন আপনাকে অনুভব ক'রতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টান থাকলেই হবে।

হিমাংশুদা—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন তেমনি টান হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুই যখন জন্মেছিস, তখনই পরমপিতা তোর ভিতর টান দিয়ে দিয়েছেন। এই টান যেখানে apply (প্রয়োগ) ক'রবে, তেমনি হবে। ...

খুব ক'রে কাম কর। Initiation (দীক্ষা) বাড়িয়ে ফেল্। যা' যা' বলেছি লেগে-বেঁধে না ক'রলে নিস্তার নেই।

মেদিনীপুরের একটি ভাই—আমার স্মৃতিশক্তি ক'মে যাচ্ছে কেন ঠাকুর?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Culture (অনুশীলন) করিস না, তাই ঐরকম মনে হয়। কাল কী ক'রেছিস, আগের দিন কী ক'রেছিস, তা'র আগের দিন কী করেছিস। এইভাবে চিন্তা ক'রে বের ক'রতে হয়। ওতে স্মৃতিশক্তি উদ্দীপ্ত হয়। আর দৈনন্দিন জীবনে কী করণীয়, নিত্য sort out (ভাগ) ক'রে মাথায় গুছিয়ে নিতে হয়। আর, সেইভাবে চলতে হয়। এলোমেলো চিন্তা ও চলন হ'লে একটার মধ্যে আর একটা এসে পড়ে অথচ তার বিন্যাস ক'রতে পারে না। তখন একটা কিংবা দুটো চিন্তাই হয়তো বিস্মৃতির মধ্যে তলিয়ে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে গোলতাঁবুর পশ্চিমদিকের বারান্দায় চৌকিতে বসে আছেন। টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি হ'চ্ছে, মাঝে মাঝে মেঘ ডাকছে, অনেকেই কাছে আছেন। কাল তিথিপূজা, অনেকেই বাইরে থেকে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন—বৃষ্টি কি সারা আশ্বিন মাস ধ'রে চলে নাকি কি জানি!

ননীমা মাঝে মাঝে তামাক সেজে দিচ্ছেন। অজয়দা (গাঙ্গুলি) বড়াল-বাংলোর ইলেকট্রিক লাইন ঠিক ক'রছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর মাছে মাঝে তাঁকে সে বিষয়ে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন।

মনোহর ভাই (সরকার) আসতে খুঁটি ও কাঠের বিষয় জিজ্ঞাসা ক'রলেন।

ছোটন ভাই আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—ভোলার কী খবর? আর তুইও যদি দোকান-টোকান ক'রতে চাস, তবে একটা permission (অনুমতি) ক'রে রাখলে ভাল হ'তো।

ছোটন—ঠাকুর! দোকান ক'রব কিভাবে? পুঁজি নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখ্ যদি জুটে যায়।

দেবী (মুখার্জ্জী)—কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতকের কোনদিন উদ্ধার নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উদ্ধার হবে কি ক'রে? কৃতঘ্ন ও বিশ্বাসঘাতক যে, যে তার জন্য ক'রবে, সে তারই সর্ব্বনাশ ক'রবে। তাই ঐ কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাসঘাতকতার নিরসন না হ'লে, উদ্ধার হবে কি ক'রে? আর ঐ উদ্ধার মানে সক্রিয় শ্রেয়নিষ্ঠা, ওতেই মানুষ ঊর্দ্ধে ধৃত হয়। শ্রেয়নিষ্ঠা যদি ঠিক ঠিক হয়, তাহ'লেই উদ্ধার হ'তে পারে।

রেবতী (বিশ্বাস)—আমার একটা রকম আছে, কোন একটা কথা বলব মনে ক'রলে না বলেই পারি না, বলতে বাধ্য হই, না বলা পর্য্যন্ত স্বস্তি পাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য safety valve (ত্রাণসূত্র) হাতে থাকা ভাল। যা'কে যেখানে যতটুকু যা বলার দরকার, তাকে সেখানে ততটুকু তাই বলব। যেখানে যেটা বলার নয়, তা' বলব না। অতটুকু control (নিয়ন্ত্রণ) না থাকলে হবে না। কথা যদি আমার বেহাতি হ'য়ে যায়, আমার হাতে না থাকে, তাতে ক্ষতি হবারই সম্ভাবনা থাকে।

প্রবোধদা (মিত্র) একটা নূতন বই লিখে ছাপিয়ে নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিতে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লর কাছে দিতে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এইরকম ছোট ছোট pamphlet (পুস্তিকা) যত বেশী হয়, তত ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন প্রেসের কাজ সম্বন্ধে প্রবোধদা (মিত্র), যতীনদা (দাস) প্রমুখের সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর যতীনদার কাছ থেকে মোটরগাড়ী সম্বন্ধে খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

যতীনদাকে ইলেকট্রিক পোস্ট আনতে বলেছিলেন, সে সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হ'ল।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী) কলকাতা থেকে মুংলীর জন্য আনীত আর্মলেটটি এনে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেটা ডিসপেনসারী থেকে মেপে আনতে বললেন।

মেপে আনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর মায়া মাসীকে দেখালেন। তারপর ননীদাকে বললেন—নিয়ে যাও, বড় বৌকে বল গিয়ে মুংলীকে ডেকে যেন তা'র হাতে পরিয়ে দেয়। আমারও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, তা' তো এখন সুবিধা হবে না।

প্রফুল্ল—আপনি যখন ওদিকে যাবেন, তখন বরং বড়মা আপনার সামনে পরিয়ে দেবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার যে দেরী ভাল লাগে না। মনে হয়, যখন পাই, তক্ষুণি দিয়ে দিই।

এরমধ্যে রমণদার মা কার্ত্তিকভাইকে ধমক দিয়ে উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (চমকে ওঠার ভঙ্গী ক'রে)—ও মা! ও কি! তোমার ধমকে যে আচমকা চমকে উঠছিলাম।

মুঙ্গলী আর্মলেট পরে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রলো। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে বললেন—বাঃ।

নরেনদা (মিত্র) কাহারপাড়ার মায়েদের জন্য কলকাতা থেকে আনীত তিনখানা বেনারসী শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়ে গেলেন। বৃষ্টি চলছেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—খিচুড়ি খাওয়ার বৃষ্টি।

৩১শে ভাদ্র, ১৩০৬, বৃহস্পতিবার (ইং ১৭। ৯। ১৯৫৩)

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা। খুব ভোরে জাগরণী দেওয়া হ'ল। তারপর নহবত-বাদ্য ও মাইকযোগে উপযুক্ত সঙ্গীতাদি হ'ল। বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) সদলবলে উষাকীর্ত্তন ক'রলেন। মাইকযোগে গীতা ও চণ্ডীপাঠ হ'ল। ভোর থেকেই দাদারা ও মায়েরা চারিদিক থেকে অর্ঘ্যাদি ও পুষ্পমালাসহ এসে সমবেত হ'লেন। সকাল সাড়ে সাতটার

পর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে এসে বসলেন। তাঁর সমক্ষে সমবেত বিনতি-প্রার্থনা, সঙ্গীতাদি হ'ল। তারপর পুষ্পমালা ও অর্ঘ্যাদিসহ প্রণাম সম্পন্ন হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা দশটা কুড়ি নাগাদ একটি সুন্দর বাণীও দিলেন।

একটু বেলা বাড়তেই তর্পণ-হোম-পূজা, (বেদ, উপনিষদ, বিরাট, গীতা, পুণ্যপুঁথি) পাঠ ইত্যাদি হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল কীর্ত্তন চলতে লাগলো। বেলা এগারটায় মহাসমারোহে বাদ্য, হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, জয়ধ্বনির মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানোৎসব হল। উৎসবপুরীতে আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই আনন্দময়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভোগের পর অনেকে এসে প্রণামাদি ক'রে গেলেন। দুপুরে আনন্দ-বাজারে প্রসাদ-বিতরণাদি হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর মাঠে চেয়ারে উপবিষ্ট। আকাশ মেঘমুক্ত। অগণিত দাদা ও মায়েরা উপস্থিত। অনেকে ব্যক্তিগত প্রশ্নাদি ক'রলে শ্রীশ্রীঠাকুর সেগুলির উত্তর দিলেন।

সন্ধ্যায় আবার নহবত ও আরতি শুরু হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুরের নূতন টিনের ঘরের চালে দীপমালা সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। শ্রীশ্রীঠাকুর ব'সে আছেন, আর ভক্তমণ্ডলী তাঁকে ঘিরে ব'সে আছেন। মাঝে-মাঝে কোন কথাবার্ত্তা নেই। সবাই চেয়ে আছেন তাঁর পানে। সকলের চোখ-মুখে গভীর তৃপ্তি ও প্রশান্তির ছাপ। পরে আবার পূজনীয় বড়দা, যতীনদা প্রমুখের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর নানা জরুরি বিষয় আলাপ করছেন। কাজকর্ম্মের বিষয়ে আবার হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী)কে ডাকলেন। এরপর মন্দিরগৃহে সৎসঙ্গ, সদালোচনা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের সুস্থতা-কামনায় সমবেতভাবে নামধ্যান, ভজন, প্রার্থনাদি হ'ল। আনন্দ-সমৃদ্ধ হ'য়ে সবাই ঘরে ফিরলেন।

১লা আশ্বিন, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ১৮। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। ভক্তবৃন্দ তাঁর স্নেহসান্নিধ্য উপভোগ করছেন।

একটি দাদা বললেন—আমার বয়স ৬৩ বৎসর। এখন অবসর নেওয়া যায়, কিন্তু অবস্থা বিপর্য্যয়ে সে সুযোগ আমার নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অবসর নেওয়া ভাল না, বরং কিছু ক'রেকর্ম্মে খুঁটে খাওয়া ভাল। এই বয়সে অবসর নিলে মানুষ নিস্তেজ হ'য়ে যায়, longevity (আয়ু) ক'মে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর অমিয়দাকে (ডাঃ অমিয় বসু) কথাপ্রসঙ্গে বললেন—একটা টাকা পেলে ভেবে নিতে হয় যে আমার প্রাপ্য দশ আনা কি বার আনা। আর বাকী ছয় আনা বা চার আনা জমিয়ে রাখতে হয়। এইভাবে চললে ধীরে ধীরে saving (সঞ্চয়) বেড়ে যায়। তখন চলার পথে কষ্ট হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে। পূজনীয় বড়দা এবং কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য), রাধাবিনোদদা (বিশ্বাস), যতীনদা (দাস), সুধাংশুদা (মৈত্র), হীরালালদা (চক্রবর্ত্তী), স্মরজিৎদা (ঘোষ) প্রমুখের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর উৎসব সম্পর্কে কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করবেন না। ধ'রে নেবেন যে আপনাদের কিছু নেই, আছে মানুষ। তাই দিয়ে যা' করা লাগে তা' করবেন। গাড়ীর দরকার হ'লে সুকুমারের গাড়ী নেবেন। উৎসবের যে collection (সংগ্রহ) হয়, তা' থেকে একটা অংশ সেই কাজের অগ্রগতির জন্য রাখা যায়। কিংবা নিজেরা আলাদা জোগাড় ক'রে নেওয়া যায়। বিনে পয়সাতেই আমরা বরাবর কাজ ক'রে এসেছি। কারও দরকার হ'লো দিলাম কিন্তু টাকা না হ'লে যে কাজ ক'রতে পারবে না, এ বুদ্ধি ভাল নয়। প্রত্যেকের মাথায় থাকবে আমি কিছুই পাব না, সবই করা লাগবে। ফল কথা, 'লব তুরঙ্গিনী প্রতিজ্ঞা আমার—ছলে, বলে অথবা কৌশলে'। সব কিছু জোগাড় করা চাই। মানুষ চাই। তোমরা এখন এমন পর্য্যায়ে উঠে গেছ যে যদি সেটা maintain (রক্ষা) ক'রতে না পার, মুশকিল হবে। প'ড়ে গেলে মাজা ভেঙ্গে যাবে।

পরে ফিল্ম তৈরীর বিষয়ে উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উৎসব ও কনফারেন্সের কাজটাই main (প্রধান), অন্যগুলি auxiliary (সহকারী)।

কথোপকথনের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ঠেকেঠুকে যাওয়ার কথা বুঝি না। তোমাদের ঠেকলো কবে? সবই তো তোমরা খালি হাতে করেছ। ... সবসময়ই লক্ষ্য রেখো কারও দ্বারা বিপথে পরিচালিত যেন না হও।

Collection (সংগ্রহ) collector (সংগ্রাহক)-রা individually (ব্যক্তিগতভাবে) পাঠাতে পারে, কিংবা আপনারাও তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ ক'রে পাঠাতে পারেন। তবে collector (সংগ্রাহক)-দের pursue করা (পিছনে লেগে থাকা) লাগবে।

Mob work (জনসাধারণের মধ্যে কাজ) করতে emotion (আবেগ) লাগে, sentimental push (ভাবানুকম্পিতামূলক প্রেরণা) দেওয়া লাগে। Calculating (হিসেবী) রকমে কাজ হয় না। এর life (প্রাণ) হ'লো rationally adjusted sentimental push (যুক্তিসঙ্গতভাবে বিন্যস্ত ভাবানুকম্পিতামূলক উদ্দীপনা), emotional push (আবেগময় উদ্দীপনা)। Sympathy, suggestion, imitation (সহানুভূতি, ইঙ্গিত, অনুকরণ) এই তিনটে জিনিস work (কাজ) করে। Rationally adjusted (যুক্তিসঙ্গতভাবে বিন্যস্ত) এইজন্য বলছি যে, কেউ যদি কোন প্রশ্ন করে, তার মোকাবিলা ক'রতে পারে যাতে। এইভাবে ক'রে যাক, দেখবেন আগুন ধ'রে যাবে। এর মধ্যে দিয়ে initiation (দীক্ষা) যাতে বেড়ে যায় খুব, তা' করা লাগবে। এইটেই হ'ল helm of the affair (কাজের মূল দাঁড়া)। অর্ঘ্যের সঙ্গে অর্ঘ্যদাতাকে

পেতে হবে। আমাদের যাওয়া লাগবে adult (পূর্ণবয়স্ক) ১০/১২ কোটী দীক্ষায়। এরজন্য যেখানে যে রূপ নেওয়া লাগে, নিতে হবে। অবশ্য, সে রূপ আমাদের principle (নীতি)-কে support (সমর্থন) করা চাই। Principle (নীতি) যেন বিকৃত না হয়।

বড়দা—এখানে যা বলা হ'ল, এইটেই সব নয়। কাজটা expedite (ত্বরান্বিত) ক'রতে যেখানে যা' করা লাগে, তাই ক'রতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত্বিকের লক্ষণগুলি যেন থাকে তোমাদের ভিতর।

২রা আশ্বিন, ১৩৬০, শনিবার (ইং ১৯। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে বসে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), অখিলদা (গাঙ্গুলী), তার একজন মুসলমান বন্ধু, চুনীদা (রায়চৌধুরী), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—প্রেরিতপুরুষ যখন যেখানে আসেন, তাঁরা আলাদা সম্প্রদায় গড়তে আসেন না। তাঁদের সবার এক কথা।

মুসলমান দাদা—ধর্ম্মের কি কোন রীতি আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাঁচাবাড়াই ধর্ম্ম।

প্রশ্ন—কারও যদি নামাজের বদলে সন্ধ্যা-আহ্নিক ভাল লাগে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও-ও নামাজ।

প্রশ্ন—যদিও দুই-ই এক, কিন্তু সমাজের ভয়ে সন্ধ্যা করার সাহসই তো হবে না মুসলমানদের।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রীতি যেখানে, পরাক্রম সেখানে।

প্রশ্ন— পারিপার্শ্বিকের মধ্যে থেকে, তা' পারা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না পারলে নামাজ প'ড়ে সন্ধ্যা ক'রো, যদি ভাল লাগে। ধর্ম্মও দুটো নেই, prophet (প্রেরিত পুরুষ)-ও দুটো হন না, খোদাও দুটো হন না— খোদা যদি সত্তার ধারয়িতা-পালয়িতা হন। এক-এক দেশে এক এক custom (প্রথা) থাকতে পারে। Prophet (প্রেরিতপুরুষ) পূর্ব্ববর্ত্তীকে অস্বীকার করেন না। বাপ-ছেলের সঙ্গে যেমন অবিচ্ছেদ্য যোগ, পূর্ব্ববর্ত্তী-পরবর্ত্তীর সঙ্গে তেমনি সম্পর্ক। প্রত্যেক prophet (প্রেরিতপুরুষ) সকলেরই। এঁদের মধ্যে সঙ্গতি আছেই। সেই সঙ্গতি সামাজিক জীবনে ফুটিয়ে তুলতে হবে। ঈশ্বরই সঙ্গতি।

প্রশ্ন—Tradition (ঐতিহ্য)-এর সঙ্গে ধর্ম্মের সঙ্গে সম্পর্ক কী? পূর্ব্বপুরুষদের tradition (ঐতিহ্য) বাদ দিয়ে যদি কেউ converted (ধর্ম্মান্তরিত) হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Tradition (ঐতিহ্য)-টা বাদ দিলে সঙ্গতি হারিয়ে ফেলে। নিজের tradition (ঐতিহ্য) ছেড়ে অন্যের tradition (ঐতিহ্য) নিলে খাপ খায় না।

প্রশ্ন—Inheritance (বংশানুক্রমিকতা) ও environment (পরিবেশ)-এর মধ্যে কোন্‌টা প্রবল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা কয় environment (পরিবেশ)-এর প্রভাবই বেশী। কিন্তু আমি কই ব্যক্তিত্বের প্রভাবই বেশী।

প্রশ্ন—Environment (পরিবেশ) তো change করে (বদলায়)। তাহ'লে environment (পরিবেশ)-এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষও change করতে (বদলাতে) থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যক্তিত্ব যদি strong (বলবান) না হয়, তবে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে change করবে (বদলাবে)।

প্রশ্ন—তাহ'লে কোন্‌টা করণীয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যাব বাঁচাবাড়ায়, তুমি যদি ঈশ্বরনিষ্ঠ হও, তবে mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারবে environment (পরিবেশ)-কে। ব্যক্তিত্ব বড় হ'লে environment (পরিবেশ)-কে mould (নিয়ন্ত্রণ) করা যায়।

প্রশ্ন—ব্যক্তিত্ব জিনিসটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যক্তিত্ব পেয়েছ পিতৃপুরুষের কাছ থেকে। তোমার যেমন জৈবী-সংস্থিতি, ব্যক্তিত্বও তদনুগ। আদর্শে সঙ্গতিশীল যে যত, সে তত ব্যক্তিত্ববান।

প্রশ্ন—ব্যক্তিত্ব বাড়ে কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পৃথিবী যেমন সূর্য্যের সঙ্গে concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে থেকে নিজের অস্তিত্ব ও অবস্থিতি বজায় রাখে, মানুষও তেমনি concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লে তার ব্যক্তিত্ব ঠিক থাকে, বাড়ে।

প্রশ্ন—জন্মান্তর কি আছে? জন্মান্তর জিনিসটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা জন্মাই কোন প্রবৃত্তিতে concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে। জৈবী-সংস্থিতি তেমনি হয়। সেই অনুযায়ী আমরা ভাল-মন্দ করি। আমরা বিগত হই বিশেষ ভাব নিয়ে। তখন 'আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত' তরঙ্গের মত অবস্থা হয়। আবার যেখানে তার tune (সঙ্গতি) পাই, সেখানে আসি। রোজ কেয়ামতকে আমি বলি, রোজ কায়ামত। ভাব-কবর থেকে ভগবান ডেকে তোলেন।

প্রশ্ন—লোকে বলে পরলোক ভেবে কাজ কর। এই পরলোক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে পরলোকে তুমি কী হবে সেইভাবে কাজ কর। আমি বলি—তার চাইতে আচার্য্যকে ভেবে চল, যা'তে তোমার জীবন সুস্থ সঙ্গত হ'য়ে ওঠে ইষ্টে।

প্রশ্ন—ধর্ম্মপথে চলতে আগে রীতিনীতি মানতে হয়, না আগে concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'তে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি mathematics (অঙ্ক) শিখতে চাও, প্রথমে mathematician (গণিতবিদ)-এর কাছে যেতে হবে, তারপর তার অনুশাসন অনুযায়ী শিখবে।

৩রা আশ্বিন, ১৩৬০, রবিবার (ইং ২০।৯।১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে ছোট চৌকিতে ব'সে তামাক খাচ্ছেন। চতুর্দিকে বহু দাদা ও মায়েরা ঘিরে ব'সে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে (ভট্টাচার্য্য) জিজ্ঞাসা করলেন—বাহ্য জাতির উল্টো কী?

কেষ্টদা—প্রতিলোমজ যারা, তাদেরই বাহ্যজাতি বলে। এর উল্টো যারা, তারা চতুর্ব্বর্ণের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পেটটা কেমন ভার হ'য়ে আছে। আগামীকাল বিনোবাভাবে হরিজনসহ বাবা বৈদ্যনাথের মন্দিরে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছেন।

সেই সম্পর্কে হরিনন্দনদা (প্রসাদ) জিজ্ঞাসা ক'রলেন—হরিজনদের মন্দিরে প্রবেশ কি হিন্দুশাস্ত্র-বিরুদ্ধ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন্দিরে প্রবেশ তাদেরই নিষিদ্ধ, যারা প্রতিলোমজ। কারণ, প্রতিলোমজের সঙ্গে অবাধ সংস্পর্শে অন্যের ভিতরও প্রতিলোমবুদ্ধি চারিয়ে যেতে পারে। তাছাড়া যারা infection (সংক্রমণ) ছড়াতে পারে এমন কাজে লিপ্ত, তাদের মন্দিরে প্রবেশও নিষিদ্ধ।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটু আপেল বাটা খেলেন। তারপর বেড়াতে বেরুলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়াতে-বেড়াতে কেষ্টদাকে বললেন—মাজায় বাঁধব নাকি?

কেষ্টদা—মাজায় কাপড় বাঁধলে পেট ঝুলে পড়াটা কমতে পারে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর মাজায় কাপড় বেঁধে হাঁটতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দসহ খগেনদার (তপাদার) বাড়ীর পাশে মাঠে এসে বসলেন। চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র), জনার্দ্দনদা (মুখার্জ্জী) প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

জনার্দ্দনদা প্রতিযোগিতামূলক বস্তুবাদ সম্পর্কে প্রসঙ্গ তুললেন। শ্রীশ্রীঠাকুর উক্ত প্রসঙ্গে বললেন—প্রতিযোগিতা থাকবেই, অসৎকে নিরোধ করি, সৎকে বর্দ্ধিত করি, intelligence (বুদ্ধি)-র কাজই তাই।

জনার্দ্দনদা—সৎ-অসৎ কি চিরকাল থাকবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যতক্ষণ সৎ আছে, ততক্ষণ অসৎ আছেই—অর্থাৎ সত্তাকে যা' ক্ষয় করে।

জনার্দ্দনদা—অসৎ-এর সঙ্গে লড়াইয়ের অবসান কি হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Conflict (দ্বন্দ্ব) থাকবেই, কিন্তু আজ যা' সত্তাবিরোধী কাল তা' তেমন না থাকতে পারে।

জনার্দ্দনদা—ওরা বলে যে environment (পরিবেশ)-ই prominent (প্রধান)। একজন timid (ভীরু) মানুষকে সৈন্যদলে এনে ভাল করে খাওয়ালে-দাওয়ালে সে-ই হয়ত কত করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে সৈন্য এক পাউণ্ড খায়, তাকে পাঁচ পাউণ্ড খাওয়ালে নাও কাজ করতে পারে।

জনার্দ্দনদা—ওরা বলে ব্যক্তিত্বের দাম ততখানি নেই। কারণ, সেটা পরিবেশ-অনুযায়ী প্রভাবিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ থাকলে পরিবেশকে mould (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারে। আবার, আদর্শ না থাকলে পারিপার্শ্বিকে বিকিয়ে যায়।

জনার্দ্দনদা—ওরা বলা-করায় সঙ্গতিওয়ালা মানুষ দেখে না, তাই ব্যক্তি বাদ দিয়ে idea (ভাব)-কে মানার উপর জোর দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার আদর্শ হ'ল—কথা মূর্ত্ত হওয়া চাই চরিত্রে।

জনার্দ্দনদা—ইদানীং U.N.O.-তে বৈজ্ঞানিকরা মিলে স্থির করেছেন, superior culture, superior race (উন্নত কৃষ্টি, উন্নত জাতি) বলে কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Superior মানে উৎকৃষ্ট, culture (অনুশীলন) ক'রে যে যত adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়েছে। যে বাঁচা-বাড়ার যত স্তরকে পূরণ করে, সে তত superior (উৎকৃষ্ট)। আর, এই পরিপূরণ করা passionate craving (প্রবৃত্তি-কামনা) -কে পরিপূরণ করা নয়।

জনার্দ্দনদা যে নতুন বই লিখেছেন, তার নাম কী দেবেন, জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'কে তুমি বিপ্লবী' নাম দিলে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর জনার্দ্দনদাকে বললেন—Exuberance of sentiment and emotion with rational adjustment (যৌক্তিক বিন্যাসসহ ভাবানুকম্পিতা ও আবেগের প্রাচুর্য্য) এমন থাকবে যে প্রত্যেকটা মানুষের কাছে যেন appeal করে (আবেদন সৃষ্টি করে), প্রত্যেকের জীবনচাহিদা যেন পূরণ হয়, পড়ামাত্র support (সমর্থন) না ক'রে যেন গত্যন্তর থাকে না—একজন prostitute (বেশ্যা)-এরও মনে

ধরবে, একজন capitalist (ধনিক)-এরও মনে ধরবে, labour (শ্রমিক)-এর ভাল লাগবে, marxist (মার্কসবাদী)-এর ভাল লাগবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোয় ফিরে আসার পর এসে দেখেন ডেপুটি মিনিস্টার, রিহ্যাবিলিটেশন নিরাপদ মুখোপাধ্যায়, সুধীর রায় প্রমুখ এসে বাইরে বসে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও কাছাকাছি এসে বসলেন। প্রথম কুশলপ্রশ্নাদি হল। নিরাপদবাবু অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলিফ কমিশনার ঠাকুর সাহেব ও প্রাইভেট সেক্রেটারি রুদ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

নিরাপদবাবু—আপনার এখানে নাকি দেড়শ refugee (উদ্বাস্তু) maintained (রক্ষণাবেক্ষণ) হচ্ছে?

ননীদা—দেড়শ কেন, অনেক বেশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনি পারস্পরিকতা থাকলে বোধহয় আটকায় না। চলছে তো একভাবে। কোনও দুঃস্থ দেখলে এরা ঝোঁকে পড়ে সেখানে। যার যা' আছে, তাই দিয়ে তার লাঘব করতে চেষ্টা করে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কনফারেন্স সম্বন্ধে বললেন এবং নিরাপদবাবুকেও আসতে বললেন। তিনিও আসবার আগ্রহ প্রকাশ করলেন, অবশ্য কথা দিলেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিনোদাবাবু আমাদের খুব তত্ত্বাবধান করেন এবং আত্মীয়ের মত দেখেন।

ঠাকুরসাহেব—সৎসঙ্গের উদ্দেশ্য কি আধ্যাত্মিকতা ও জাগতিকতার সমন্বয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আধ্যাত্মিকতা কথার মধ্যেই তা' আছে। Spirit (আত্মা) যাকে কই তা' দাঁড়িয়ে থাকে matter (বস্তুর)-এর উপর। তাই material adjustment (বস্তুগত বিন্যাস) বাদ দিয়ে spiritual adjustment (আধ্যাত্মিক বিন্যাস) হয় না।

প্রশ্ন—আধ্যাত্মিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতার মধ্যে কি কোনও পার্থক্য নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় না।

প্রশ্ন—তাহলে চিন্ময় ব্রহ্ম এবং আমাদের স্থূল শরীর কি এক জিনিস?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি যে ব্রহ্মেরই পরিণাম শরীর। ব্রহ্মজ্ঞান হলে বৈশিষ্ট্যের জ্ঞান থাকা দরকার। ব্রহ্ম কিভাবে কেমন ক'রে কোথায় evolve (বিবর্ত্তন) করেছেন, তা' না জানলে হবে না।

এরপর জনার্দ্দনদা এই প্রসঙ্গে ভাল ক'রে বুঝিয়ে বললেন। সৎসঙ্গের সর্ব্বতোমুখী কার্য্যক্রম সম্বন্ধেও বলা হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়ে life (জীবন)-কে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করাই spirituality (আধ্যাত্মিকতা)।

রাত্রি ৮টার পর শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুর পশ্চিমদিকের বারান্দায় উপবিষ্ট। কতিপয় ভক্ত উপস্থিত। আহম্মদ হোসেন খাঁ নামে এক বহিরাগত ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—এ জীবনে না হয় পরজীবনে ঈশ্বরদর্শন হবে, এমনতর হলে একটু depression (অবসাদ) ভাব আসে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই জীবনেই চাই, এমনতর না হলে life-current (জীবনগতি), life-urge (সত্তার আকূতি) up (ঊর্ধ্বমুখী) হয় না।

প্রশ্ন—সংগঠন কিভাবে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা centre (কেন্দ্র) যদি থাকে, আদর্শ যদি থাকে, তবে magnet (চুম্বক)-এর সঙ্গে iron files (লোহার ছোট টুকরোগুলি) adjusted (বিন্যস্ত) হয়ে যেমন মালা হয়ে যায়, তেমনি হয়ে যায়।

প্রশ্ন—দুর্ব্বলও তো অনেক থাকবে, তাদের কী করতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুর্ব্বল যারা, তারাও চাপের মধ্যে পড়ে ঠিক হবে। যার জন্য যেখানে যা' করা প্রয়োজন, করতে হবে। আমাদের ঋত্বিকরা সব যায়, সৎসঙ্গীদের মধ্যে দুঃস্থ যারা তাদের দেখে।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ)—Elimination (নিঃসরণ)-এর প্রয়োজন নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—System (শরীর)-এর মধ্যে antibody (শরীরের বিরোধী) যা' থাকে, system (দেহবিধান) strong (বলবান) হলে তাদের elimination (নিঃসরণ) সহজেই হয়। আমি চাই প্রত্যেকটি কোষ জীয়ন্ত হয়ে উঠুক, জীবনে স্ফীত হয়ে উঠুক। প্রত্যেকটি মানুষ সমাজের এক-একটি কোষ। প্রত্যেকটি কোষ সুস্থ থাকলে শরীর যেমন সুস্থ সবল হয়ে ওঠে, প্রত্যেকটি মানুষও সুস্থ সবল হলে সমাজও তেমনি সুস্থ সবল হয়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (আহম্মদ হোসেনকে লক্ষ্য ক'রে)—তোর নাম কী?

আহম্মদ হোসেন—আহম্মদ হোসেন খাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরপর বললেন—আহম্মদ হোসেন খাঁ আরো গোটা দুই/চার পেলে হয়। ঝাঁপায়ে পড়। 'মারি অরি পারি যে কৌশলে।'

গীতা-কোরান এগুলি original (মূল) পড়লে বোঝা যায়, interpretation (ব্যাখ্যা)-এর পাল্লায় পড়লে বোঝা মুশকিল। আল্লা মানে সবকে যিনি গ্রহণ করেন। হরি মানে যিনি পাপতাপ হরণ করেন।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন—Conversion (ধর্মান্তকরণ)-এ পূর্ব্বপুরুষের traditional trait (ঐতিহ্যগত গুণ)-এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, ধারা বা স্রোতটা থাকে না।

৪ঠা আশ্বিন, ১৩৬০, সোমবার (ইং ২১। ৯। ১৯৫৩)

প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে শ্বেতশুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), চুনীদা (রায়চৌধুরী), নিখিল (ঘোষ), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যে সক্রিয় সঙ্গতি নিয়ে মানুষ সপরিবেশ নিজেকে ধারণ করতে পারে, পোষণ করতে পারে, সংহত ব্যক্তিত্ব নিয়ে বর্দ্ধনায় বিবর্ত্তিত হতে পারে, তাই-ই ধর্ম। এর কেন্দ্র হিসাবে চাই পুরুষোত্তম, যিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—তাঁর সঙ্গে সঙ্গতি থাকার দরুন, তাঁকে সেবা অর্থাৎ পরিপালন, পরিপোষণ, পরিপূরণ-তাৎপর্য্য নিয়ে অনুচর্য্যা করা, এবং এই অনুচর্য্যার ভিতর দিয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মবিনায়ন করা, এককথায় তাঁর ভজনানন্দে নিজেকে অভিষিক্ত করে রাখা—এর ভিতর দিয়ে মানুষের বিবর্ত্তন ঘটে ওঠে—তাঁকে ধরে তঁদনুগ কর্ম্মে নিজেকে নিয়োজিত ক'রে, অভ্যস্ত হয়ে। আর এই হওয়ার ভিতর দিয়ে আসে পাওয়া।

৫ই আশ্বিন, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ২২। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর অশখতলায় চেয়ারে বসে আছেন। এখন বেলা আটটা। মেঘমুক্ত আকাশ। পঞ্চাননদা (সরকার), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), নিখিল (ঘোষ), উমাদা (বাগচী) প্রমুখ কাছে আছেন।

একটি নবাগত দাদা প্রশ্ন করলেন—সাধনভজনের সময় যে শব্দ জাগে, তারপর নিত্যনতুন আরও আরও অনুভূতি পাওয়া যায় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরকম হয়। বহুদিন পর্য্যন্ত অনেক সময় একই রকম থাকে। আবার গভীরতর স্তরের নতুন রকম শব্দ জাগে। তবে শরীরটা পাতলা রাখা লাগে, সহজপাচ্য সাত্ত্বিক আহার করা লাগে। কারণ, পেটের সঙ্গে মাথার সম্পর্ক, আর সদাচারে চলা লাগে। দেখব, শুনব এইরকম প্রত্যাশা থাকলে হয় না। সদ্‌গুরুর প্রতি প্রীতি যত active (সক্রিয়), energised (শক্তিসমন্বিত) ও তরতরে হয়, ততই সব বেড়ে যায়।

নাম চালাও খুব। জলদিবাজী মৎ কর্‌না। জলদিবাজী আবার একটা resistance (প্রতিরোধ) সৃষ্টি করে। Active adherence (সক্রিয় নিষ্ঠা) থাকবে, অনুচর্য্যা থাকবে, যজন-যাজন, সবটা normal (স্বাভাবিক) রকমে থাকবে। তবে হবে।

প্রফুল্ল—কোনও প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিলে, রাগ, দ্বেষ, দ্বন্দ্ব, অহমিকা ইত্যাদিতে ঢলে পড়লে অনেক নেমে যেতে হয়। তাই ওগুলি active life (সক্রিয় জীবন)-এ নিয়মিত ক'রে mental equilibrium (মানসিক ভারসাম্য) বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

বৈকুণ্ঠদা—সন্দেহ যায় কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সন্দেহ-টন্দেহের অবকাশ থাকলেই হয় না। ভাবতে হয় 'আমি তোমার, তুমিই আমার জীবন'—এইরকম ভাব নিয়ে চলতে হয়। এটা ঠিক কিনা, এই ক'রে কী হবে, এই ক'রে লাভ বা কী—ইত্যাদি ভাব থেকে সন্দেহ আসে।

একটি ভাই—শান্তি পাওয়া যায় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যত ইষ্টার্থপরায়ণ হওয়া যায়, ততই শান্তি আসে।

উক্ত ভাই—বাধা-বিঘ্ন এসে সব চেষ্টাই পণ্ড করে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাধা তো আসেই। কিন্তু বাধা কেটে অতিক্রম করতে পারি না, তার মানে নিজে adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হইনি। ... আমার কোনও প্রশ্ন ছিল না। আমি জানতাম না এ করলে কী হয়। একটা করার ক্ষুধায় ক'রে যাচ্ছি মাতালের মত। এগুলির কোনও দাম আছে, তা' বুঝতাম না। ভাবতাম সকলেরই এ সব হয়। ছোটবেলা থেকে মনে হ'ত আকাশের বুকে ঘুমিয়ে পড়ছি, দুনিয়ার মাটিতে নয়। মানে আকাশ ফুটে উঠত, আকাশের কোলে ঘুমিয়ে পড়তাম। আমার মনে হ'ত সকলেরই এমনি হয়, ঘুম মানে ঐ। এখনও ঐরকম হয়। যেদিন তা' হয় না, সেদিন ঘুম হয় না। পেট-টেট খারাপ থাকলে হয় না।

নানারকম আকাশ বেরোয়, অন্যরকম galaxy (ছায়াপথ), অন্যরকম adjustment (বিন্যাস) তার, শব্দও সেইরকম আসে।

Activity (কাজ)-এর speed (গতি) বেড়ে যায়, অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ করা যায়। ছেলেপেলে যেমন greedy (লোভী) হয়, কাজকর্ম্ম সবকিছু সম্বন্ধে অমনি একটা লোলুপ আগ্রহ আসে, শরীর-মন ঐ ধাঁচে থাকলে রোগও আসতে পারে না। ও না হলে অসুখ-বিসুখ চেপে ধরে। দশ বছর পায়ে ঘা ছিল। তা' সেরে গিয়েও কত জোরে হেঁটেছি। এখানে এসেও হেঁটেছি। কোনও কাজ করতে গেলে allround adjustment (সর্ব্বতোমুখী বিন্যাস) ক'রে করতে না পারলে ভাল লাগে না। কোথায় কী করতে হবে টকাটক মাথায় এসে যায় সর্বসঙ্গতি নিয়ে। তপোবনে পড়া চলছে তো দিনরাত। Science (বিজ্ঞান)-এর আলোচনা চলছে তো তার আর বিরাম নেই।

পঞ্চাননদারা নাম-টাম বেশি না করলেও হঠাৎ কতরকম অনুভব করেছে। রাস্তায় যেতে-যেতেই হয়ত খড়ের পালা দেখে ফেলল। কি পঞ্চাননদা! সত্যি দেখেছিলেন নাকি!

পঞ্চাননদা—হ্যাঁ!

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন।

মুকুল (শ্রীশ্রীঠাকুরের দৌহিত্রী) কাল সার্কাস দেখতে গিয়েছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর মুকুলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—ও মুকুল! কাল সার্কাস দেখতে গিছিলে তো?

মুকুল—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটু গল্পও তো করলে না, কী দেখলে। বল দেখি—শুনি।

এরপর মুকুল দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন রকম খেলার বিষয় বলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিবিষ্ট মনে শুনতে শুনতে মাঝে মাঝে অবাক হয়ে প্রশ্ন করতে লাগলেন—তাই নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর সর্ব্বশেষে জিজ্ঞাসা করলেন—জোকারকেই বেশি ভাল লাগল, না খেলাগুলি ভাল লাগল?

মুকুল—জোকারকেই বেশি ভাল লাগলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে মাঠে বেড়াতে লাগলেন। পূজনীয় বড়দা এবং কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রমুখ ছিলেন।

চাণক্যের কথা, রাজসূয়যজ্ঞের কথা হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়ালের প্রাঙ্গণে। তাঁকে ঘিরে অনেকে ব'সে আছেন। ওদিকে বড়ালের বারান্দায় কালীষষ্ঠীমা শ্রীশ্রীবড়মার সঙ্গে সহাস্যে প্রাণখুলে গল্পগুজব করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেটা লক্ষ্য ক'রে বললেন—বড়বৌয়েরও হয়েছে আমার মত। আমিও যেমন লোকজন ছাড়া থাকতে পারি না, বড়বৌও তেমনি লোকজন ছাড়া থাকতে পারে না।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ইনকাম-ট্যাক্স কমিশনার আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি এখানেই থাকেন বুঝি?

উক্ত ভদ্রলোক—আমি থাকি ভাগলপুরে। চাকরি উপলক্ষে। অবশ্য আমি রাঁচী বদলি হয়েছি সম্প্রতি। আমার বাড়ি কোন্নগরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন্নগরে যান না মাঝে মাঝে?

উক্ত ভদ্রলোক—এখন বড় যাই না। আমরা চল্লিশ বছর কলকাতাতেই আছি। ... আমি প্রবোধবাবুর কাছে আপনার কথা খুব শুনেছি,—তাই দেখা করতে এলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আসছেন, খুব ভাল হল, চেনা-পরিচয় হল, আমার মহাভাগ্যি।

উক্ত ভদ্রলোক (বিনয়ের সঙ্গে)—কি বলেন যে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কন্‌ফারেন্সের সময় এখানে থাকবেন না?

উক্ত ভদ্রলোক—তখন ছুটি থাকবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন যদি আসতে পারেন দয়া করে। অবশ্য তখন অনেক লোকজন আসে, হয়তো আপনার কষ্ট হবে, তবু আসলে আমার খুব স্ফুর্তি হবে। ... রাঁচী যেতে হয় কোন্ পথে?

ভদ্রলোক বিস্তারিত বললেন?

নিখিল—আপনি এরপর যখন আসবেন, আমাদের এখানে উঠবেন।

উক্ত ভদ্রলোক—যে আসে, সেই কি উঠতে পারে? আপনাদের এত জায়গা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গুলজার করে থাকা, সুখ-সুবিধা নেই।

৬ই আশ্বিন, ১৩৬০, বুধবার (ইং ২৩। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে অশত্থতলায় চৌকিতে শ্বেতশুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত আছেন।

জনৈক দাদা—দীক্ষা নিয়ে নাম-ধ্যান করছি, কিন্তু মনের চঞ্চলতা তো যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চঞ্চলতা তো হবেই। চঞ্চলতা মনের কর্ম্ম। চঞ্চল থাকলেও চেষ্টা করতে করতে ঠিক হয়ে যায়। ছেলেপেলের উপর যেমন লোভ হয় মানুষের, নেশা হয়, ইষ্টের উপরে তেমনি হলে তখন সব চঞ্চলতা তাঁকে নিয়েই কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে। চঞ্চলতা মানে তো নানারকম চিন্তা। যত বিভিন্ন রকমের চিন্তাই থাক্, তা যদি এককে সার্থক ক'রে তুলতে চায়, তখন আর গোলমাল সৃষ্টি করতে পারে না।

যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত)—উনি বলেন, আমার মনই ভগবান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন ভগবান হলে তো মুশকিল, কখন কোন্ ডোবায় ফেলে, তার ঠিক কি? ইষ্টই আমার সব-কিছু। যত অনুরাগ বাড়ে, তাঁতে active (সক্রিয়) হয়, concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়, সমস্ত চিন্তাকর্ম্ম তাঁতে converge করে (একমুখী হয়)। এতে complex (প্রবৃত্তি)-গুলি এমনি adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। ছেলেপেলের 'পরে, বন্ধুর 'পরে, যেমনতর নেশা হয়, তেমনি হওয়া চাই।

উক্ত দাদা—আপনি দয়া করবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার দয়া আছেই। যে করে তার উপর দয়া আছেই।

উক্ত দাদা—কিভাবে করলে যে মন ঠিক হবে, তা' তো বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যেমন এখানে বাঁশ আনার জন্য চেষ্টা করছ, বুদ্ধি করছ। এইটে ধর হাসিল করলে সহজেই, সুশৃঙ্খলভাবে। এইরকম ইষ্টার্থ-উপচয়ী কর্ম্ম যত করতে পারবে, ততই ইষ্টসংশ্রয়ী কর্ম্ম ও চিন্তার ভিতর দিয়ে adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হতে থাকবে। পানতোয়া খাবে। মাত্রা ছাড়িয়ে পাঁচটা না খেয়ে তিনটে খেলে স্বাস্থ্যের জন্য,

তাঁর কাজের জন্য। আমি শ্লথ হয়ে যাই, অবসাদগ্রস্ত হয়ে যাই, মূঢ় হয়ে যাই, তা' তো চাই না। আমি চাই চেতন থাকতে, actively progressive (সক্রিয়ভাবে প্রগতিশীল) হতে। আর, সে তো তাঁরই জন্য। কারণ, তাঁর উপচয়ী হওয়াই আমার জীবনের স্বার্থ।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় গোলতাঁবুর পশ্চিমদিকের বারান্দায় উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত।

কয়েকখানি বেঞ্চ উত্তরদিকে ছিল, শ্রীশ্রীঠাকুর নিখিলকে (ঘোষ) বললেন—সরিয়ে রাখ, কারও পায়ে-টায়ে লাগবে।

নিখিল পূবদিকে সরিয়ে রাখছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিসেব ক'রে রাখিস। বড়বৌ খাবার নিয়ে আসে ঐ পথ দিয়ে, তার পায়ে যেন না লাগে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি দীর্ঘ বাণী দিলেন।

৭ই আশ্বিন, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ২৪। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হয়ে অশ্বত্থতলায় চৌকিতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন।

কথায়-কথায় তিনি বললেন—অনেকের মিথ্যা আভিজাত্যবোধ এমনতর যে, কোন দোকানে গিয়ে নোট দিয়ে জিনিস কিনলে দুই টাকা পাওনা থাকলেও হয়ত তা' ফেরত নেয় না। আমি কোন জিনিস কিনতে গেলে সবসময় বুদ্ধি থাকে, কত সস্তায় কত ভাল জিনিস কিনতে পারি। একটা পয়সা কমেও যদি পাই সেই চেষ্টা করি। কিন্তু তার পরমুহূর্ত্তেই তাকে হয়ত পাঁচ টাকা এমনি দিয়ে দিতে পারি, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। এই যে এদের কাপড়-চোপড়-গয়না ইত্যাদি দেবার ব্যবস্থা করছি—এরা তো পাবার মত কিছু করেনি, কিন্তু তবু আমি দেওয়াটা খুব enjoy (উপভোগ) করি।

প্রফুল্ল—এই পাওয়াটাই তাদের প্রত্যাশা, লোভ ও দাবি বাড়িয়ে দিতে পারে এবং তাই-ই হয়ত আপনার sufferings (কষ্ট)-এর কারণ হতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' যে না পারে তা' নয়। মদ খেলে লিভার খারাপ হতে পারে, সে কথা কি মানুষ মদ খেতে বসে চিন্তা করে? আবার ভাল দিক থেকে এটাও ভাবি, ওরা এটাও ভাবতে পারে যে, পাবার মত আমরা তো কিছুই করিনি, এ নিতান্ত ভালবাসার জিনিস। এই চিন্তা তাদের জীবনে পরিবর্ত্তন এনে দিতে পারে।

প্রফুল্ল—অনেক সময় নিষ্প্রয়োজনেও আপনি নিজে থেকে মানুষটাকে দেন—সে খুব ভাল লাগে! কিন্তু কোন-কোন ক্ষেত্রে মনে হয়, তার hardship (কষ্ট) দেখেও আপনি ততটা আমল দিচ্ছেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন বুঝি দিলে ভাল হবে না, তখন এগোই না।

প্রফুল্ল—আপনি কারও কাছে বেশি কিছু চাইলেন, সে নিজে দিতে পারলো না, লোকের কাছ থেকে সংগ্রহ করাও তার পক্ষে সম্ভব হল না, এমতাবস্থায় সে যদি go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) ক'রে দেয়। কিংবা হয়ত ভাবল এইভাবে দিই, পরে adjust (ঠিক) ক'রে দেব। কিন্তু তা' আর পারল না। এইভাবে go-between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) করল, তা' কি ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Go between (দ্বন্দ্বীবৃত্তি) ক'রে দেওয়ার কোন মানে হয় না। ৫০০ টাকা না দিয়ে ৫টা পয়সাও যদি মানুষ সংগ্রহ ক'রে দেয়, তার দাম অনেক বেশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর মাঠে চৌকিতে উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত।

সুপুরি-লবঙ্গ নেবার সময় একটা লবঙ্গের কুচি হাত থেকে পড়ে গেল বলে বোধ হওয়ায় শ্রীশ্রীঠাকুর টর্চের আলোতে বারবার দেখতে লাগলেন। উঠে দাঁড়িয়ে কাপড়-চোপড় ঝেড়ে দেখতে লাগলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বারবার বলতে লাগলেন—'যাবে কোথায়? দেখ্ তো ওখানে নীচেয় পড়লো নাকি? কী কাণ্ড হ'ল। টর্চ নিয়ে ঘাসের মধ্যে খুঁজে দেখা হ'চ্ছিল। নিখিল, সেবাদি, লক্ষ্ণৌয়ের মা প্রমুখ সকলে মিলে খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু পাওয়া গেল না। শ্রীশ্রীঠাকুর দাঁড়িয়েই রইলেন। পরে খুব সামান্য ছোট্ট একটা টুকরো কোথা থেকে পেয়ে বললেন—'দেখ্ তো এটা কী? সেবাদি নাক দিয়ে শুঁকে বললেন 'লবঙ্গ'। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'আর কী হ'লো, ক'টুকরো দিয়েছিলি?

কালিদাসীমা—অল্প একটুই দেওয়া হ'য়েছিল।

বহু হরিজন-সহ মন্দির-প্রবেশের পরিকল্পনা হ'চ্ছে, সেই সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি হ'লে এ ক'রতাম না। পুরোহিত ছাড়া আর কেউ মন্দিরে ঢুকতে পারবে না—এমনতর ব্যবস্থা করতাম। দেবতার আসন উঁচু থাকবে, তার উপর ছাউনি থাকবে; তার চারদিকে বারান্দা থাকবে, পুরোহিত স্নান-টান করাবে, তামার টিউব থাকবে, সেখান থেকে স্নান জল বাইরে এসে পড়বে, যাতে বাইরে থেকে লোকে নিতে পারে। দর্শনের অসুবিধা কারও থাকবে না। পূজার অর্ঘ্য প্রত্যেকে পুরোহিতের কাছে পৌছে দেবে। পুরোহিত ছাড়া কেউই মন্দিরে প্রবেশ করবে না।

৮ই আশ্বিন, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ২৫। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে অশথতলায়। অনেকেই আছেন।

বহরমপুর থেকে ত্রিপুরারিদা (কুণ্ডু) লিখেছেন, ভাদ্রমাসে যদি গরু বাচ্চা দেয় সে গরুর দুধ ঠাকুর-দেবতার সেবায় লাগে না—এই যে প্রচলিত সংস্কার, এটা কি পরমপিতার সংস্কারের অঙ্গীভূত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' সত্তাপোষণী, তাই পরমপিতার সংস্কারের অঙ্গীভূত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বেলা নয়টা নাগাদ বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসেছেন। শ্রীশ্রীবড়মা অনেকের অবাঞ্ছনীয় প্রকৃতি সম্বন্ধে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের স্বভাবই যে ঐরকম, সে বঞ্চিত হ'তে চায় সবসময়। হীনম্মন্যতা নিয়ে ঔদ্ধত্যের আধিপত্য জাহির ক'রে বঞ্চিত হ'তে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুর পশ্চিমের বারান্দায় চৌকিতে উপবিষ্ট। উমাদা (বাগচী), নিখিল (ঘোষ), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), লাল (প্রসাদ), চন্দ্রেশ্বর (শর্ম্মা), ডাক্তার কালীদা (সেন), গোপাল (গোস্বামী) প্রমুখ উপস্থিত।

রাত্রি আটটার পর বিনোদাবাবু আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'রতে। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর মন্দিরে প্রবেশের সময় আচার্য্য বিনোবা ভাবেকে অপমান করা হয়, সেই বিষয়ে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন।

বিনোদাবাবু বললেন—আমরা বিপুল সংখ্যক হরিজন-সহ মন্দিরে প্রবেশের ব্যবস্থা করছি। মুখ্যমন্ত্রী নিজে ও অন্যান্য মন্ত্রীরাও আসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধরেন হরিজনদের মন্দিরে যেতে দিলেন, একসঙ্গে বসে খেলেন, একসঙ্গে থাকলেন এতে সুবিধা কী?

বিনোদাবাবু—এদের যদি বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখি, তবে এরা খ্রীষ্টান হ'য়ে যাবে আর, এটা হিন্দুসমাজের পক্ষেও একটা কলঙ্ক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইদিন আপনি যে বলছিলেন, সেটা ভাল। স্বাস্থ্যবান, আচারবান পুরোহিত ছাড়া কেউ বিগ্রহ ছুঁতে পারবে না, এই ভাল। Tradition (ঐতিহ্য) ভাঙ্গা ভাল না।

Buddhist (বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী)-রা tradition (ঐতিহ্য) ভেঙ্গে ফেলায় তারা সহজে মুসলমান হ'তে পারলো। Tradition (ঐতিহ্য)-গুলি আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও জাতীয় জীবনের সঙ্গে যত সঙ্গতিশীল ক'রে তোলা যায়, ততই ভাল। স্নানজল ইত্যাদি সবাই খায়। শুনেছি কুষ্ঠরোগীও ছোঁয়। তা'তে তো infection (সংক্রমণ) ছড়াতে পারে।

বিনোদাবাবু—জ্যোতির্লিঙ্গ সবাই স্পর্শ ক'রতে পারবে, এইই বিধি। এটা মানুষ স্থাপনা করেনি, অনাদিকাল থেকে এটা চলে আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জ্যোতির্লিঙ্গ সবাই ছুঁতে পারে, এ-কথা ভাল, কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত tradition (ঐতিহ্য) যা', তা' বজায় থাকাই ভাল।

বিনোদাবাবু—Tradition (ঐতিহ্য)-টা এখন একটা commercial basis (ব্যবসায়িক ভিত্তি) হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা reform (সংস্কার) করা ভাল।

বিনোদাবাবু—মন্দিরের যে আয়, তা' জনহিতকর কোন কাজে ব্যয় হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রত্যেকটা তীর্থ হওয়া উচিত এক-একটা university (বিশ্ববিদ্যালয়)। পাণ্ডারাও যেমন maintained (পরিচালিত) হবে, সেই সঙ্গে ঐ ব্যবস্থাও থাকা চাই।

বিনোদাবাবু—আগে পাণ্ডারা নির্লোভ ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। কিন্তু এখন তারা খুবই প্রবৃত্তিপরায়ণ হ'য়ে উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Culture (কৃষ্টি)-এর নাম-গন্ধ নেই, তা' না থাকলে যা' হয়, তাই হ'য়েছে।

বিনোদাবাবু—মাংস ও ভাংই হ'লো তাদের প্রিয় খাদ্য, culture (কৃষ্টি) আসবে কোথা থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Government (সরকার)-এর হাতে যদি যায়ই, তা' হ'লে কী হবে?

বিনোদাবাবু—এখন একরকম খারাপ হ'চ্ছে, তখন আর একরকম খারাপ হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন হয়তো যাত্রী আসাই ক'মে যাবে।

বিনোদাবাবু—তা' সহজে হবে না, তাদের যে গভীর শ্রদ্ধা, তা'দেখে বড় ভাল লাগে। তাদেরই মনে হয় জীবন্ত দেবতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই sentiment (ভাবানুকম্পিতা), emotion (আবেগ) infuse (সঞ্চারিত) করেছেন পূর্ব্বতন পাণ্ডারা। এটা একটা কম জিনিস নয়। এইটেকে nurture (পোষণ) দিলে অনেক কিছু করা যায়।

বিনোদাবাবু—মন্দিরকে কেন্দ্র ক'রে mass religious and cultural education (জনসাধারণের ধর্ম্মীয় ও কৃষ্টিগত শিক্ষা)-এর ব্যবস্থা করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন, আমাদের পাবনা-আশ্রমে এমন ছিল যে, একটা মানুষ সেখানে কয়েকদিন ঘুরেফিরে গল্পসল্প ক'রে বেড়িয়ে যে জ্ঞান লাভ করতো, স্কুল-কলেজে অনেকদিন পড়েও ততখানি জ্ঞানলাভ করা সম্ভব ছিল না। ওখানকার হাওয়াটাই এমন ছিল। ওখানে যদি ততখানি হ'য়ে থাকতে পারে, তবে একটা তীর্থের atmosphere-এ (আবহাওয়ায়) যে কতখানি education (শিক্ষা) হ'তে পারে তা' তো বুঝতেই পারেন।

এই যে একটা shock (আঘাত) পেয়েছেন, এখনই কিন্তু উপযুক্ত সময় reform (সংস্কার) করবার, ভাল কথা মাথায় ধরানর। অর্জ্জুন যখন বিমূঢ়, তখনই শ্রীকৃষ্ণ গীতা বলার সুযোগ পেয়েছিলেন। কারণ, এরা ভাবছে, এ চ'লে গেলে আমরা ফকির হ'য়ে ঘুরে বেড়াব। প্রত্যেকের বিষয়-আশয় বা কতদিন থাকবে? তাই এইসময় organise (সংগঠিত) করা কঠিন হবে না। কথা আছে, 'strike the iron while it

is hot' (লোহাটা গরম থাকাকালীন পিটাও)। এই খুব উপযুক্ত সময়। বিনোবাভাবে যে চড় খেয়েছেন, সে চড়টা এই চলনে চললে সার্থক হ'য়ে যাবে। এখানটা organised (সংগঠিত) হ'লে whole India (সারাভারত) organised (সংগঠিত) হ'তে পারে। আমি লেখাপড়া জানি না, হিন্দী জানি না, কিন্তু এই খারাপটাকে মোড় ফিরিয়ে নেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করার প্রলোভনটা আমার কাছে খুব লোভনীয় হ'য়ে ধরা দিয়েছে। জীবনের চাইতেও প্রিয় লাগছে এই প্রলোভন। Out of evil cometh good (খারাপের মধ্য দিয়েই ভাল আসে)—এই সুযোগ হারাবেন না। এ সময় ছেড়ে দিলে পরে কিন্তু আর এ-সুযোগ পাওয়া যাবে না।

এরপর কনফারেন্সের সময় কাকে-কাকে সভাপতি করা যায়, সেই সম্বন্ধে কথা উঠল। মহেশবাবু (সিংহ) ও শ্রীকৃষ্ণ সিং আসছেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করার কথা হল।

এরপর বিনোদাবাবু বিদায় নিলেন।

৯ই আশ্বিন, ১৩৬০, শনিবার (ইং ২৬। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ জোলাপ নিয়েছেন। তিনি মতি মালীর বৌ-ছেলে-মেয়েকে আজ চুড়ি, হার, আংটি প্রভৃতি দিলেন। এই জিনিসগুলি যাতে তাড়াতাড়ি দেওয়া হয়, সেজন্য শ্রীশ্রীঠাকুরের কী উদ্বেগ। মাখনভাই (পাল) দুই রাত জেগে কাজ করেছে। ননীদা (চক্রবর্ত্তী) কাল সারারাত মাখনের দোকানে বসে থেকে কাজ করিয়ে নিয়ে এসেছেন।

আজ শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে ছোট ছোট কতকগুলি বাণী দিলেন।

১০ই আশ্বিন, ১৩৬০, রবিবার (ইং ২৭। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুর পশ্চিমদিকে চৌকিতে পাতা শুভ্র শয্যায় সমাসীন। হরিপদদা (বাগচী), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), লাল, প্যারীদা (নন্দী), দেবী (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ উপস্থিত। আজ খুব ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে।

হরিনন্দনদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের political knot (রাজনৈতিক গেরো) বড় খারাপ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Political knot (রাজনৈতিক গেরো) যেখানে হয়, সেখানে policy (নীতি) fail করে (ব্যর্থ হয়) policy (নীতি) বলে কিছু থাকে না।

ধৃতি যা', existence ও growth (অস্তিত্ব ও বৃদ্ধি) যা', তাকে পূরণ, পোষণ ও পালন করে যা' এবং তার বিরোধী যা' তাকে নিরোধ করে, তাকেই বলে politics (পূর্ত্তনীতি)। তাছাড়া politics (পূর্ত্তনীতি)-এর কোনও দাম নেই।

Tradition (ঐতিহ্য) জিনিসটা মানুষের বাঁচাবাড়াকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। বাহ্যজাতি যারা অর্থাৎ প্রতিলোমজ যারা, তাদের সঙ্গে সংশ্রব যে নিষিদ্ধ, তার কারণ plant world (উদ্ভিদ জগৎ)-এও দেখা যায়। একটা cultured variety (উৎকৃষ্ট শ্রেণী) যেটা stable (স্থায়ী) হয়নি, সেটাকে যদি inferior wild variety-এর (নিম্নমানের বন্য শ্রেণীর) সংসর্গে বহুদিন রাখা যায়, ঐটে (উৎকৃষ্ট শ্রেণী) deteriorate (অপকর্ষ লাভ) করে। এমনকি stable form (স্থায়ী ধরণ) হলেও করে। মানুষের বেলায়ও অমনতর। সেইজন্য বাহ্যজাতির মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল।

সবসময়ে cultured variety (উন্নত শ্রেণী)-কে forefront-এ (সামনে) রাখা লাগে, যাতে তাদের সাহচর্য্যে অন্যেরা উন্নত হতে পারে। শ্রদ্ধা নেই, culture (কৃষ্টি) নেই, সবাই সমান, এতে লাভ হয় না।

মন্দিরের ভিতর পুরোহিত ছাড়া আর কেউ ঢুকতে পারবে না, এইরকম ব্যবস্থা থাকাই ভাল, এমনকি বামুনও না। সকলে দেখতে পারবে, পুজো দিতে পারবে, কিন্তু স্পর্শ করতে পারবে না। এটা hygienic point (সদাচারের দিকে) থেকেও ভাল।

আগে বামুন হলেই যে সবার হাতে খাওয়া যেত, তার কোনও নিয়ম ছিল না। সদাচারী না হলে সে বামুন হলেও তার হাতে খেত না। Culture (কৃষ্টি)-টাকে ধ'রে রেখে সবাইকে evolution (বিবর্ত্তন)-এর দিকে goad (পরিচালিত) করা যায় যাতে সেই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

লালভাই তথাকথিত democratic tendency-র (গণতান্ত্রিক ঝোঁক)-র কথা বলছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ জোগাড় কর, সব ঠিক হয়ে যাবে। দ্যাখ, আমাদের এ জিনিসগুলি কিন্তু চারিয়ে গেছে খুব। রেডিও, খবরের কাগজ, মাসিক পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের এই সব idea (ভাব) আজকাল কিন্তু প্রায়ই পাওয়া যায়।

১১ই আশ্বিন, ১৩৬০, সোমবার (ইং ২৮।৯।১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। দিনটা মেঘলা। বাইরের কয়েকটি দাদা উপস্থিত আছেন। যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত) একটি দাদাকে দেখিয়ে বললেন—এ ভাইটি কাল নাকি রেলের তলে মাথা দিতে গিয়েছিল।

তখন আর একজন বললেন—উনি আড়াইশ টাকা deposit (জমা) দিয়ে এক জায়গায় সত্তর টাকা মাইনের একটা চাকরিতে ঢুকেছিলেন। কিন্তু সেখানে হিসাবপত্র ঠিক রাখতে না পারায়, চাকরি থাকে কিনা সন্দেহ। আবার ঐ আড়াইশো টাকাও হয়ত দেবে না। সংসারে খুব অভাব-অভিযোগ। চাকরি গেলে না খেয়ে মরতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও এক পাগল আর কি? তুই মরতে যাবি কোন দুঃখে? নাম নিয়েছিস, ভাল ক'রে নাম টাম কর। আর, চাকরি না থাকে, দেখেশুনে ব্যবসা-ট্যবসা একটা কিছু কর্। চাকরি না থাকলে বুঝি মানুষ বাঁচে না। তোর চাইতে কত দুরবস্থাপন্ন লোক আছে, তারাও বেঁচে আছে, ক'রে খাচ্ছে। তোর অত ভাবনা কিসের? ও-সব পাগলামি ছেড়ে দে। স্ফূর্তি ক'রে লেগে যা, কাম-কাজ কর্। চাকরি না থাকল বয়ে গেল, ভারি সত্তর টাকা মাইনের চাকরি!

কথাগুলি শুনে ভাইটির চোখমুখ ভরসা-দীপ্ত হয়ে উঠল।

উক্ত ভাই—আজ দশ বার বছর হল আমার গলার স্বরটা ভেঙে গেছে, নিউমোনিয়ার পর। এর কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাক্তার-টাক্তার দেখা, ওষুধ খা, চেষ্টা কর্।

উক্ত ভাই—আমার বড় nervous debilty (স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য), বড় ভয় বড় দুশ্চিন্তা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পান্তা ভাত খাবি একবেলা কিংবা ইষ্টভৃতি-টৃতি করে সকালে খালি পেটে পান্তা ভাত খেতে পারিস। আর নাম-টাম করবি।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ), উপেনদা (বসু) প্রমুখ আছেন।

এরপর বৈকুণ্ঠদা (সিংহ) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর নোমানীর অভাব-অভিযোগের কথা বৈকুণ্ঠদাকে বললেন। সকলে যখন নোমানীর বিশ্বাসঘাতকতার কথা উল্লেখ ক'রে তাকে সাহায্য করার অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে বলছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তখন করুণভাবে বললেন—ওর চেহারা কিন্তু খারাপ হয়ে গেছে।

একজনের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যত ism (বাদ) থাক, ism (বাদ)-এর সম্বন্ধ সত্তার সঙ্গে। সব ism (বাদ) আবার সার্থক হয়ে ওঠে ঈশ্বরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকেলে গোলতাঁবুর মধ্যে এসে বসেছেন। অনেক দাদা ও মা কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য কিছু জলখাবার নিয়ে আসা হল, তখন সবাই সরে গেলেন। খাবার পর সবাই কাছে আসতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ছেলেবেলা থেকে কিছু খেতে গেলেই আপনা থেকেই এই কথা বেরিয়ে আসে—দয়াল! পরমপিতা! তুমি খাও, গ্রহণ কর, তোমার প্রসাদ জীবনীয় হয়ে উঠুক। 'গ্রহণ কর'-ই বোধহয় বেশি কই।

১২ই আশ্বিন, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ২৯। ৯। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে বসে বৈকুণ্ঠদা (সিংহ)-র সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—নিজে যত কমে চালাতে পার, সেই চেষ্টা করবে। আট আনায় যদি পার, তবে নয় আনা খরচ করবে না। তখন অন্যকেও infuse (প্রবুদ্ধ) করতে পারবে। অবশ্য আবার দেখবে ছেলেপেলের যেন কষ্ট না হয়।

প্রসঙ্গতঃ শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা উল্লেখ করে বললেন—আমি যখন কীর্তন-টীর্তন করতাম, কত দল নিয়ে ঘুরতাম, আপনা থেকে পয়সা কেমন করে জুটে যেত। হয়ত ট্রেনে যাচ্ছি, automatically (আপনা আপনি) ট্রেনখানা যেন স্পেশাল ট্রেনের মত হয়ে উঠত। আমার লোকেই ভর্ত্তি। কোথা থেকে কেমন করে যে টাকা জোগাড় হ'ত বুঝতাম না। 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' বোধহয় একেই বলে।

একবার জয়নগর-মজিলপুর গেলাম। ওরে লোক-লোক আর লোক। লোকের মাথা ছাড়া আর কিছুই দেখার জো নেই। কুম্ভমেলা বা কুরুক্ষেত্রের মেলার মত লোকের ভিড়।

বক্তৃতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রমোদকে বললেন—আমার মনে হয় pure Brahmin family (শুদ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবার) যারা তাদের প্রত্যেকেই culture (অনুশীলন) করলে ভাল বক্তৃতা করতে পারে। কারণ, তাদের যাজী blood (রক্ত)। বাক্ই ব্রাহ্মণের অস্ত্র। বাক্যের সাহায্যে মানুষের heart (অন্তর) capture (দখল) করা, মানুষকে সদ্ভাবে প্রভাবিত করা, অনুপ্রাণিত করা—এই ছিল তাদের নিত্যকর্ম্ম। Tradition (ঐতিহ্য) নষ্ট করা ভাল না, তা'হলে inferior (ছোট)-রা conversion (ধর্মান্তরগ্রহণ)-এর দিকেই ঝুঁকে পড়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়াল-বাংলোর মাঠে চৌকিতে আসীন। চারিদিকে ঘিরে বহু দাদা ও মায়েরা বসে আছেন।

যোগেনদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) কয়েক মাস আগে গঙ্গোত্রী গিয়েছিলেন। সেই সব জায়গায় কোথায় কী দেখেছেন, সেইসব গল্প করছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর এবং উপস্থিত সবাই মনোযোগ-সহকারে শুনছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল সাধু-টাধু দেখলেন নাকি?

যোগেনদা—তেমন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরে গোলতাঁবুর পশ্চিমদিকের বারান্দায় এসে বসলেন।

যোগেনদা দুঃখ করে বলছিলেন, কতই তো ঘুরলাম, কতই তো করলাম, পেলাম না তো কিছু। মনে হয় আমার life (জীবন) হল একটা life of frustration (হতাশার জীবন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী কয় তো! 'নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়' (এই ছাড়া পথ নেই)।

১৪ই আশ্বিন, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ১। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে। সুশীলদা (বসু), সুধীরদা (বসু), জ্ঞানদা (গোস্বামী), সত্যভাই (শর্মা), হরিদা (গোস্বামী), প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—যার আত্মিক সম্বেগ আত্মাকে বহন করে, সেই আত্মাকে পায়।

সুশীলদা—আত্মিক সম্বেগ তো এক-একজনের এক-একরকম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আত্মিক সম্বেগ সবারই এক, কিন্তু lens-এর দরুন আলাদা মনে হয়। Lens যদি সংহত না হয়, নিখুঁত না হয়, তবে proper view পাওয়া যায় না।

সুধীরদা—সে তো সব ব্যাপারেই ঐরকম। একই সূর্য্যকে কতজনে কতরকম দেখে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যত রকমই দেখুক, তার মধ্যে একটা common factor (উপাদান-সামান্য) থাকে।

১৫ই আশ্বিন, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ২। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্র শয্যায় সমাসীন। কয়েকজন দাদা ও মা উপস্থিত।

আদিনাথদা (মজুমদার) শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বার্থের পরিপন্থী একখানি আমমোক্তার-নামার লেখক ছিলেন। পূজনীয় খেপুদা পাবনার এনায়েৎ বিশ্বাসকে উক্ত আমমোক্তার-নামা দেন। আদিনাথদাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় কেন তিনি এমনতর জিনিস লিখেছেন, তাতে তিনি বলেন—আমি সকলকেই সমান মনে করি। খেপুদা ঠাকুরের ভাই, তিনি বলেছেন, তাই লিখে দিয়েছি।

সকলকে সমান মনে করি, এই কথায় শ্রীশ্রীবড়মা খুব ব্যথিত হন। তিনি আদিনাথদাকে তিরস্কার করে বলতে থাকেন—'ঠাকুর আর ঠাকুরের অন্যান্য সবাই সমান, এই কথায় আমি বড় ব্যথা পেয়েছি। ঠাকুরের সঙ্গে কার তুলনা? ঠাকুরের বৌ, ছেলে, ভাই বা বোন যেই হোক না কেন, ঠাকুরের কেউ হলেই ঠাকুরের সমান হয়ে যাবে? ঠাকুরের কোনও বৈশিষ্ট্য নেই? তবে তাঁর কাছে আসা কেন? আমি তো প্রায় ৫০ বছর ধরে তাঁর সঙ্গ করছি, বারো বছর বয়সে এই সংসারে এসেছি, আজ আমার বয়স ষাট বৎসর, এই পঞ্চাশ বছর তাঁর কাছে থেকেও তো তাঁর কোনো আঙ্গুলেরও যোগ্য হতে পারিনি। তাঁর গুণের কানাকড়িও আমি পাইনি। তাঁর সঙ্গে কাউকে সমান করতে দেখলে আমার বড় লাগে। তুই বিষয়-সম্পত্তির লেখাপড়া যা' করেছিস, সেজন্য তো আমি তোকে কিছু বলছি না। কিন্তু এমন দিব্যজ্ঞান তোর খুলে গেছে, এমন পরমহংস হয়ে গেছিস তুই যে, সকলকে তুই ঠাকুরের সমান দেখিস—তাতেই তো আমি অবাক হয়ে গেছি।

আদিনাথদা কাঁদতে কাঁদতে বললেন—আমি বুঝতে পারিনি, কী বলতে কী বলে ফেলেছি। ঠাকুর ছাড়া আমার আর কেউ নেই।

শ্রীশ্রীবড়মা (ক্ষুব্ধ কণ্ঠে)—টাকা নেবার বেলায় ঠাকুর ছাড়া কেউ নেই, আর সব সময় ঠাকুর আর সবাই সমান, তাই না? আমি ও-সব বুঝি।

শ্রীশ্রীঠাকুর করুণ কণ্ঠে বললেন—যাই বল, ও বেকুব। বেকুব না হ'লে ঐ সব কাজ করে?

শ্রীশ্রীবড়মা উঠে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চোখ ইশারায় বললেন বড়মাকে ধরে থাকতে।

আদিনাথদা পরে ঘুরে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী বলল?

আদিনাথদা—পরে আসতে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিকেলেই আসিস আবার।

১৬ই আশ্বিন, ১৩৬০, শনিবার (ইং ৩। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার প্রাক্কালে খগেনদার (তপাদার) বাড়ির পাশে মাঠে এসে বসেছেন। শচীনদা (গাঙ্গুলি), সুশীলদা (বসু), দেবী (মুখোপাধ্যায়), রেবতী (বিশ্বাস) প্রমুখ কাছে আছেন।

বশীশ্বর সেন, Ph.D soil chemist-কে একজন আমেরিকান মহিলা কতখানি তপস্যার মধ্য দিয়ে বরণ করেছিলেন, সুশীলদা সেই সম্পর্কে গল্প করছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ জাতীয় বিয়ে খুব ভাল, ওর মধ্যে কাম থাকলেও তার মধ্যে love (ভালবাসা) আছে।

কথাপ্রসঙ্গে সুশীলদা প্রশ্ন ক'রলেন—শুভদিনের সঙ্গে কাজের কৃতকার্য্যতার কোনও যোগাযোগ আছে নাকি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় আছে, সবটার একটা meaning (মানে) আছে। অশ্লেষা মানে সুযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'তে দেয় না। মঘারও অমনি মানে। গ্রহগুলি complex (প্রবৃত্তি)। ষড়রিপু, মন-বুদ্ধি-অহঙ্কার—এই নবগ্রহ।

সুশীলদা—খারাপ দিনে যাত্রা করলে তার প্রভাব কিভাবে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুদ্ধি অন্যরকম হবে। এমনতর একটা egoistic display (অহঙ্কারের ভাবপ্রকাশ) হয়ত দেখাল যে কাজটা পণ্ড হ'য়ে গেল।

সুশীলদা—কোন-কোন দিন দেখা যায়, কাজগুলি বেশ জমে ওঠে, আবার কোন-কোন দিন বেতাল হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু continuous activity (ধারাবাহিক কর্ম্ম) হ'লে অসুবিধা হয় না। ধরেন, রোজই কাছারি যাচ্ছি। নূতন কোনও কাজ শুরু করার সময় ঐ কথা।

রেবতী—গ্রহগুলি মানে যদি complex (প্রবৃত্তি), তার সঙ্গে পঞ্জিকার সম্পর্ক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পঞ্জিকায় তো complex (প্রবৃত্তি) ব'লে লিখবে না। যেমন আছে চন্দ্রশুদ্ধি মানে মনশুদ্ধি।

সুশীলদা—দিল্লিতে কাজ করতে গেলে conveyance (যানবাহন)-এর বড় অসুবিধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একখানা মরিস মাইনরের মতো গাড়ি কিনে নেবেন। ওর জন্য আর কী? কিনে নিলেই হয়।

১৭ই আশ্বিন, ১৩৬০, রবিবার (ইং ৪। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে শুভ্রশয্যার সমাসীন। সুশীলদা (বসু), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), পঞ্চাননদা (সরকার), লালমোহনদা (দাস), পণ্ডিতভাই প্রমুখ উপস্থিত।

কলকাতা থেকে ফোনে পানুদার (মুখার্জি) মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর খুবই ব্যথিত হয়ে পড়েন।

মালদহের অতুল চন্দ্র কুমার, প্রাক্তন এম এল এ শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি বাড়িতে তৈরি একটু আমসত্ত্ব নিয়ে এসেছিলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য, প্রণাম করে সেটা নিবেদন করলেন। পরে বললেন—আমি সুভাষবাবুর সঙ্গে ১৯৩৯-এ আশ্রমে গিয়েছিলাম। তখন ওখানকার কর্ম্মপ্রতিষ্ঠান দেখেছিলাম। তারপর তো দেশবিভাগ হল। আপনি এখানে আছেন, তাও শুনেছি—আজ আবার দেখা করার সৌভাগ্য হল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদিও আমার অনধিকার-চর্চ্চা, তাহলেও বলি—লাগেন তো ভাল করে লাগেন, আর দেরি করবেন না। এখনও যদি উঠেপড়ে না লাগি, উপযুক্ত মানুষ জোগাড় না করি, তাহলে হবে কি করে। বহু ঝঞ্ঝা তো আমাদের মাথার উপর দিয়ে গেল, পরে যে ঝঞ্ঝা আসবে তাতে নিঃশেষ হয়ে যেতে হবে।

আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম, আমার ইচ্ছা ছিল বিশ লাখ family of 5 members (পাঁচসদস্যবিশিষ্ট পরিবার) বাংলার বাইরে থেকে আনব, ... অনেক চেষ্টা করেছিলামও, কিন্তু ঘর পুড়িয়ে দিল, মানুষ মেরে ফেলল। আমাদের ক্ষুদ্রশক্তি নিয়ে যথাসাধ্য করেছি। প্রত্যেকটি সৎসঙ্গী কত enthusiastic (উৎসাহী) হ'য়ে লেগেছিল। আমি leader (নেতা)-দের কতজনকেও কত আগে থেকে বলেছি। কেউ কর্ণপাত করল না। আমার ইচ্ছা ছিল, মানুষগুলি আনিয়ে পরে census (লোকগণনা) করাব।

অতুলবাবু—আজকাল সারা দুনিয়াময় একটা ওলট-পালট চলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় আমাদের Hindu ideology (হিন্দু ভাবধারা) যদি ঠিকভাবে পরিবেশন করতে পারতাম, তা'হলে একটা বিরাট কাণ্ড ঘটে যেত। আমার বয়স ছেষট্টি বৎসর, মরেও যদি যেতাম তবু একটা কাজের কাজ হতো। চল্লিশজন উপযুক্ত leader (নেতা) পেলে হত। এখানে তো কয়লাখ মানুষ আছে, কিন্তু তেমন মানুষ কোথায়?

অতুলবাবু—যুবকদের অন্য দিকে যে মনের গতি, তাদের মোড় ফেরান যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোড় ফেরানই আছে। এটা আমাদের blood (রক্ত)-এর মধ্যেই আছে। বাইরের জিনিস মাথায় ঢোকাতে কষ্ট হয়। এতে অসুবিধা নেই। চল্লিশজন leader (নেতা) পেলে all-over the World (সারাবিশ্বব্যাপী) simultaneoesly (একই সঙ্গে) কাজ চলত।

অতুলবাবু—আজকাল রাষ্ট্রব্যাপারে কর্ণধার যারা, তাদের যে Hindu tradition-এর (হিন্দু ঐতিহ্যের) দিকে কোনও আগ্রহই নেই। জনসাধারণের মধ্যেও আগ্রহ কমে আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের tradition (ঐতিহ্য) যদি ঠিক না থাকে, আভিজাত্যবোধ যদি না থাকে, আদর্শ যদি না থাকে তবে অস্তিত্ব বজায় রাখব কি করে? শরীরের এত কোষ যে সংহত হয়ে আছে, তার পিছনে আছে একটা concentric affinity (সুকেন্দ্রিক আগ্রহ)। কোষগুলি প্রত্যেকটা আলাদারকম হয়েও তাদের মধ্যে একটা সঙ্গতি আছে, তাই বাঁচি। এই সঙ্গতি বিকৃত হলেই আসে ব্যাধি অর্থাৎ বিকৃত ধারণ।

সুশীলদা—তাহ'লে disintegration (অসঙ্গতি) আসলে তো শারীর জীবনের পক্ষেও ক্ষতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সমঞ্জসা সুকেন্দ্রিক চলন যত, তত longevity (আয়ু) বেড়ে যাবে, আর মরণটাও হবে normal (স্বাভাবিক)। অকালমৃত্যুটাও একটা abnormal (অস্বাভাবিক) ব্যাপার। এত কথা বলছি, সুভাষবাবুর কথা বললেন ব'লে।

অতুলবাবু—সুভাষবাবু বলতেন, আমাদের নিজেদের দেশের ধারার সঙ্গে যদি যোগ না থাকে, তবে বাইরের ধার-করা জিনিসে আমাদের মঙ্গল হবে না। Economic field (অর্থনৈতিক জগৎ)-এ আমাদের উপযোগী ক'রে Communism বা Socialism (সাম্যবাদ বা সমাজবাদ) কিছু নিতে পারি হয়তো, কিন্তু cultural ও religious life (কৃষ্টিগত ও ধর্মীয় জীবন)-কে ব্যাহত করে নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, আমাদের ideology (ভাবধারা) Communism (সাম্যবাদ)-কে fulfil (পরিপূরণ) করবে, কিন্তু Communism (সাম্যবাদ) তা' পারবে

না। একে Communism (সাম্যবাদ) বলেন Communism (সাম্যবাদ), Socialism (সমাজবাদ) বলেন Socialism (সমাজবাদ)—যা আমাদের অস্তিবৃদ্ধিকে পোষণ দিয়ে বৃদ্ধিপর ক'রে রাখে।

অতুলবাবু—রাশিয়ায় mass problem (জনসাধারণের সমস্যা) অনেকখানি evolve ক'রেছে (বিবর্ত্তিত হয়েছে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Mass problem (জনসাধারণের সমস্যা) আপনাদের রকমে solve (সমাধান) করা যত সহজ, ওদের তা' নয়। ওদের দেখেন কত blood-shed (রক্তপাত) করা লেগেছে।

সুশীলদা—ওদের মাত্র ২০% communist (সাম্যবাদী), আর সবাই সেই মতে চলতে বাধ্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ব'লে জিনিস নেই। তারপর ওখানে তো capitalist (ধনিক) grow করছে (বেড়ে উঠছে)।

অতুলবাবু—আজকাল Government (সরকার)-এর policy (নীতি)-ই যে আমাদের culture (কৃষ্টি)-এর উল্টো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই সব policy (নীতি) depend (নির্ভর) করে আপনাদের উপর, আপনারা majority (সংখ্যাগরিষ্ঠ) হন, তখন দেখবেন, যা' ক'রবেন তাই হবে।

অতুলবাবু—অনেকেই শাস্ত্রবিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সরে যাওয়া মানে সংহতি নষ্ট হ'য়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর ভোলা রামকে আসতে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—খবর কিরে ভোলা?

ভোলা রাম—ভাল।

অতুলবাবু—বুঝতে পারি না যুগধর্ম্মেই এই সব এসে পড়েছে কিনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যুগধর্ম্ম যাই হোক, সত্তাধর্ম্ম আছে কিনা। যে যুগই হোক, বাঁচতে চাই কিনা, বাড়তে চাই কিনা। প্রত্যেক যুগে প্রত্যেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে দুটো খেয়েপরে স্বচ্ছন্দে বাস ক'রতে চায় কিনা, নির্ব্বিঘ্নে শান্তিতে বেড়াতে চায় কিনা! সত্তা সচ্চিদানন্দময় যেমন, তেমনি অসৎনিরোধী। সত্তাকে পোষণ করে যা' তাই ধর্ম্ম। আর অসৎ তাই যা' এর অন্তরায়। আমরা ত্যাগধর্ম্মী নই। আমরা ভোগধর্ম্মী, আমরা বাঁচাবাড়াকে উপভোগ করতে চাই। এর অন্তরায় যা তাকেই ত্যাগ ক'রতে চাই। মদ খাই, লিভার যখন ফুলে ওঠে, তখন বলি, ডাক্তারবাবু, এবার বাঁচায়ে দেন, আর খাব না।

India-তে (ভারতে) তেত্রিশ কোটি দেবতা ছিল। এর প্রত্যেকটা মানুষ দেবতা। অন্য দেশ India-র নামে নমস্কার ক'রত।

Ideal (আদর্শ) গেল, integration (সংহতি) গেল, তখন থেকেই সর্ব্বনাশ শুরু হ'ল। একাদর্শ নষ্ট হ'লেই মুশকিল। কথায় বলে, 'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'। পূর্ববর্ত্তী পরবর্ত্তীতে জেগে থাকেন।

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।'

একই আসেন। আগে ছিল বেদ, পরে আসলো বাদ। আমরা বেদই চাই, বাদ চাই না।

শ্রীশ্রীঠাকুর লালমোহনদার কপালে ফোঁড়া দেখে বললেন—যা, ডাক্তারকে দেখিয়ে কয়েকলাখ পেনিসিলিন নিয়ে নে। কপালে ফোঁড়া উঠছে, সারিয়ে নে। এখান থেকে প্যারীকে দিয়ে ঠিক ক'রে নে। কলকাতায় গেলে তো আর করবি না।

লালমোহনদা—আজ্ঞে।

অতুলবাবু বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদার দিকে চেয়ে বললেন—ছোট্ট কথাগুলি মানুষ বিবেচনা করে না।

রেণুমা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন—বরাদ্দ কি রে?

রেণুমা—ডাল, চচ্চড়ি, পাটভাজা, আলু ছানার চচ্চড়ি আর ছানার ঝোল।

সুধাদির উপর আড়াইশো টাকা সংগ্রহের ভার আছে, তিনি অর্দ্ধেকটা করেছেন, আর অর্দ্ধেক বাকী আছে, এই সংগ্রহের ব্যাপার নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমার সংস্পর্শে মানুষ তুষ্টি পাওয়া চাই, পুষ্টি পাওয়া চাই, যোগ্য হওয়া চাই, অনুপ্রাণিত হওয়া চাই, ইষ্টার্থী হওয়া চাই, এই সবগুলির সমবায় চাই। এতগুলি মানুষের প্রত্যেকটা মানুষকে যদি এমনি ক'রে তুলতে পার—এদের মধ্যে পারস্পরিকতা সৃষ্টি ক'রে তাহ'লে যে কী হয়, তা' বলা যায় না, তুমি একেবারে রাজমাতা 'হয়ে থাকতে পার।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অজয়দাকে (গাঙ্গুলী) ডেকে বললেন—এই অজয়! টাকা দিতে পারিস নাকি?

অজয়দা—কত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপরে পঞ্চাশ পর্য্যন্ত হ'লে ভাল হয়, আর কমপক্ষে পঁচিশ টাকা।

অজয়দা দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (স্ফূর্তির সঙ্গে)—পা বাড়াও।

অজয়দা তখনই বেরিয়ে গিয়ে পঁচিশ টাকা নিয়ে হাজির হ'লেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত তিনি পঁচিশ টাকা সুধাদির হাতে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সুধাদিকে)—গুণে দেখ্।

সুধাদি (গুণে)—পঁচিশ টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে কত হ'লো?

সুধাদি—দেড়শো টাকা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে আউর একশ লাগাও, হ'য়ে গেল ব'লে।

সুধাদি খুশিমনে বেরিয়ে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর মাঠে। বহু দাদা ও মায়েরা উপস্থিত আছেন।

যতি-আশ্রমে কাঠের বেড়া দেওয়া হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খগেনদা (তপাদার) ও মনোহরকে (সরকার) জিজ্ঞাসা ক'রলেন—খুঁটিগুলি যে পুঁতেছিস, তার চারপাশ চেঁছে, সমান ক'রে দিয়েছিস তো?

খগেনদা—কোণগুলি উঠিয়ে দেওয়া হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোণগুলি চেঁছে পালিশ ক'রে দেওয়া ভাল, যাতে ওর উপর কেউ প'ড়ে গেলে কেটে-টেটে না যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় মাঠে বেড়াতে এসেছেন। শচীনদা (গাঙ্গুলী), সুশীলদা (বসু), জটাদা (মিত্র) প্রমুখ কাছে আছেন।

জটাদা কথাপ্রসঙ্গে বলছিলেন—পাণ্ডাদের মধ্যে real Brahminical tradition (প্রকৃত ব্রাহ্মণ-ঐতিহ্য) দেখা যায় না। বরং মারব, ধরব, অত্যাচার ক'রব—এই বুদ্ধিই প্রবল। এ বুদ্ধি তাদের সহজে যাবার নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আভিজাত্য যদি বজায় না রাখি, tradition (ঐতিহ্য) যদি ঠিক না রাখি, অত্যাচারী ও ব্যভিচারী যদি হই, ঐ বুদ্ধি যদি না যায়, তাহ'লে তো নিজেদেরই ক্ষতি। ব্রাহ্মণ হ'ল normal representative of people (জনতার স্বাভাবিক প্রতিনিধি)। টাকা উপায় ক'রলে মানুষ যে খুব লাভবান হয় তা' নয়। মানুষ উপায় ক'রলেই মানুষ ঠিক ঠিক লাভবান হয়। তাই বাইবেলে আছে Be ye fishers of men (তোমরা মানুষ-ধরা জেলে হও)।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর সহাস্য বদনে বললেন—এই জায়গায় এসে একটু বসি, কিন্তু গুয়ের গন্ধে বড় অসুবিধা হয়। জটাভাই যদি লাগে তাহ'লে এর ব্যবস্থা হয়তো ক'রতে পারে। ও বেশ দুঁদে আছে, নাছোড়বান্দা হ'য়ে লাগে। আর অমনি ক'রে না লাগলে হয়ও না।

১৮ই আশ্বিন, ১৩৬০, সোমবার (ইং ৫। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসেছেন। হরিদা (গোস্বামী), প্যারীদা (নন্দী), দেবী (মুখোপাধ্যায়) এবং আরও কতিপয় দাদা ও মা কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—তুই একবার যোগেনদার বাড়ী যেয়ে ওদের দেখে আসিস তো? আর খুঁজে পেতে দেখে শুনে যদি বের ক'রতে পারিস, কেন ওরা এমনি ক'রে বারবার ভোগে, আর তার একটা প্রতিকারের পথ যদি বাতলে দিয়ে আসতে পারিস, তাহ'লে ভাল হয়।

—প্যারী! ও প্যারী! শ্রীশ্রীঠাকুর ডাকলেন।

প্যারীদাকে ডাকা হ'ল।

প্যারীদা আসতেই তাঁকে বললেন—তুই একবার যোগেনদাকে গিয়ে দেখে আসিস তো, কেন সে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। ওরা কেবলই ভোগে। যাতে না ভোগে তার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারিস না তুই?

প্যারীদা—পারি তো, কিন্তু ওরা যে কথা শোনে না।

জনৈক দাদা—স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার মনে সবসময় কুচিন্তা ও কুপ্রবৃত্তি খেলা করে, এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তিকে চাস তাই প্রবৃত্তির পথে চলিস, ওতেই obsessed (অভিভূত) হ'য়ে পড়িস। কিন্তু সত্তাকে যদি চাস তাহ'লে ইষ্টের পথে চলাটাই ভাল লাগে। ইষ্টের 'পরে লোভ যত হয়, টান যত হয়, ততই ওসব সমস্যার সমাধান হয়। এ কঠিন কিছু নয়, একতুড়ির মাল। ক'রে দেখলেই হয়। যে করে তার পক্ষে কিছুই না। আবার, না ক'রলে সারাজীবনেও পারে না। রেলওয়ে ক্রসিং দেখেছিস তো? একটা লাইনের পাশ দিয়ে আর একটা লাইন বেরিয়ে যায়, একটা লাইন থেকে একটু বেঁকে গেলেই অন্য লাইনে পড়ে যায়, এও তেমনি, প্রবৃত্তিমুখী মনটা ইষ্টের দিকে ফিরিয়ে দিলেই হয়।

উক্ত দাদা—আমি তো অনেক চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু কিছুতেই তো যায় না। কী ক'রব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই প্রবৃত্তির সঙ্গে যুদ্ধ ক'রতে চেষ্টা করেছিস, কিন্তু আবেগ নিয়ে ইষ্টে actively interested (সক্রিয়ভাবে অন্তরাসী) হ'তে চেষ্টা করিসনি। তুই ভাববি ইষ্ট বা গুরুই আমার সব, তাঁরই আমি। তাঁকে বাদ দিয়ে আমি অন্য কিছু চাই না। তাঁর ইচ্ছাপূরণে সব আবেগ নিয়ে লিপ্ত থাকব আমি। আর কাজেও তাই করবি। মানুষ এই রস পায় না, তাই মেয়ে মানুষের পিছনে ছোটে। আর, মেয়েছেলেরাও পুরুষের উপর লোভ করে।

উক্ত দাদা—কুচিন্তা যে যেতেই চায় না, তার কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনের উপর নানা তরঙ্গ তো ওঠেই। মনকে তো দাবায়ে রাখা যায় না। যদি খারাপ কোনও চিন্তা আসেও, তুই ওদিকে খেয়াল দিবি না। তোর যা', তুই তাই ক'রে যাবি, তাই নিয়েই রত থাকবি। মনে কোনও খারাপ চিন্তা আসলেই যে তুই পচে যাবি, তা' কিন্তু নয়।

বিকালে পূজনীয় বড়দা এবং কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ক'লকাতা থেকে এলেন।

১৯শে আশ্বিন, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ৬। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। উৎসব-সম্পর্কে পূজনীয় বড়দা এবং কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ) প্রমুখের সঙ্গে অনেক কথা আলোচনা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় খগেনদার (তপাদার) বাড়ীর কাছে মাঠে এসে বসেছেন। অনেকেই তাঁকে ঘিরে আছেন।

পূজনীয় কাজলভাই একজন ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাদের বেশীর ভাগ ছেলেরই খালি পা।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাই লক্ষ্য ক'রে বললেন—তোরা খালিপায়ে বেড়াস কেন? খালি পায়ে ঘুরলে, কোথার থেকে যে hook worm (হুক ওয়ার্ম) ঢুকে যাবে, তার ঠিক নেই। জুতো পায় দিয়ে বেরোস, অগত্যা স্যাণ্ডেল পায়ে দিলেও চলে।

এরপর রমনদার (সাহা) মার সাথে কথাবার্ত্তা চলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায় কথায় সুর ক'রে গাইলেন—

'আনন্দ আর মদন হ'রে নিল মোর মন
না দেখিতে আমার ভরিল দু নয়ন।'

২০শে আশ্বিন, ১৩৬০, বুধবার (ইং ৭। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকিতে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত।

পূজনীয় বড়দা কলকাতায় গেছেন, সেখানে ফোন করার ব্যবস্থা হ'ল।

বিশেষ একটা প্রয়োজনে শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকজনকে দিয়ে একশো দশ টাকা সংগ্রহ ক'রলেন।

ইদানীং পরপর অনেকগুলি ঘর উঠছে, এখন একসঙ্গে চারখানা ঘরের কাজ চলছে। সেইসঙ্গে যতি-আশ্রমের কাঠের বেড়া হ'চ্ছে। গোলতাঁবুর সম্প্রসারণ কাজ ইতিমধ্যে হ'য়ে গেছে। এর মধ্যে electrification (বৈদ্যুতিকীকরণ)-এর জন্যও অনেক টাকা খরচ হল। সেই সঙ্গে আছে সোনা, বেনারসী শাড়ী ও ওষুধ সংগ্রহের তাল। বীরেনদার (ভট্টাচার্য্য) দেয় allowance (ভাতা)-গুলিও ইদানীং শ্রীশ্রীঠাকুরকে সংগ্রহ ক'রতে হ'চ্ছে। সংগ্রহের একটা তোড় চলছে। ক্লান্তি ব'লে একটা জিনিস তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। ক্রমাগত মানুষকে পরিপূরণ ক'রেই চলছেন প্রতিপদক্ষেপে, শত অসুবিধার পাহাড় ঠেলে, 'না' কে 'হাঁ'তে পরিণত ক'রে, অসম্ভবকে সম্ভব ক'রে। সকলকে ভাল রাখা যেন তাঁরই দায়। আমরা নিজেরা আমাদের যতটুকু ভালবাসি, তার চাইতেও তিনি আমাদের বেশী ভালবাসেন। তাই, আমাদের ভাল রাখা ও ভাল করার গরজ তাঁর নিজস্ব গরজ। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আছে—'পর্ব্বত হইতে চাহে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'—তাঁর সংস্পর্শে দেখা গেছে, তিনি এমন ক'রে মানুষের জড়তার মূলে ঘা দিচ্ছেন যে পঙ্গু যারা, ভারাক্রান্ত যারা, তারাই দুর্নিবার-গতিসম্পন্ন হ'য়ে উঠছে।

২১শে আশ্বিন, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ৮। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়ালের বাংলোর বারান্দায়। ভক্তবৃন্দ কাছে আছেন।

শ্রীযুত উমানাথ, ডেপুটি ডিরেক্টর অফ পাব্লিসিটি, বিহার সরকার, আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'রতে। তিনি কিছু সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নিভৃত আলাপ করলেন।

ধীরেনদার (চক্রবর্ত্তী) একটা চিঠি পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন:—

'ভাবের ভজন ছাড়লি যখন
অভাব এলো সেইক্ষণে,
মণ্ডুরিত কেন্দ্রিকতায়
শান্তি কারও রয় মনে?'

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর একটি বাণী দিলেন এবং সেটা পড়া হল। উক্ত প্রসঙ্গে বীরেনদা (ভট্টাচার্য্য) বললেন—বাঁচতে গেলে মানুষের সাহায্য দরকার। আমি যদি মানুষের জন্য না করি, সে কেন সাহায্য ক'রবে—এই বুদ্ধি থেকে করা তো স্বাভাবিক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি ক'রলে মানুষ আমার জন্য ক'রবে,—এই প্রত্যাশা থেকে যদি আপনি করেন, তবে আপনি প্রত্যাশায় concentric (কেন্দ্রায়িত) হ'লেন। এই অবস্থায় আপনার মানুষের জন্য করাটাই ঠিক হবে না। আর, তাতে উপকৃত বা অন্য কেউ আপনার কাছ থেকে আপনার জন্য করার অনুপ্রেরণা পাবে না। আমি যখন কারও জন্য কিছু করি, তখন তা'র কাছ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করি না। সে বেঁচে থাক্, ভাল

থাক্, এই প্রত্যাশায় করি। এতেই আমি খুশী। আর, সব করাটা হওয়া চাই concentric (সুকেন্দ্রিক)। অর্থাৎ, ইষ্টপ্রীতি ও ইষ্টপ্রতিষ্ঠাই যেন তার লক্ষ্য হয়। নচেৎ অনেক আবিল্যি এসে জোটে, ঠিকভাবে চলা যায় না। আমাদের শাস্ত্রে যেমন আছে—একজন একটা দান করছে, তখন 'বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে' ইত্যাদি কথা উল্লেখ করে।

প্রফুল্ল—মানুষ যদি সুকেন্দ্রিক না হয়, সৎপ্রবৃত্তির দ্বারাও তো বিধ্বস্ত হ'য়ে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দাতা কর্ণের মতোও হ'তে পারে। সুকেন্দ্রিক কর্ম্মে সবসময় লক্ষ্য থাকে কেন্দ্রপ্রতিষ্ঠা, আর সুকেন্দ্রিক হ'য়ে যা' করা যায়, তা' effective (কার্য্যকরী) হয় বেশী।

বলাগড় থেকে এক ভদ্রলোক (সত্যম্বর অপেরার ম্যানেজার) এসেছেন। তিনি আশ্রমের জন্য পশ্চিমবঙ্গে জমি খুঁজে দেবেন বললেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—আশীর্ব্বাদ করুন, শক্তি দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আগ্রহ মানুষের energy (শক্তি) সৃষ্টি করে। আগ্রহ থাকলে আপনি পারবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর মাঠে এসে বসেছেন। বহু দাদা ও মায়েরা চারিদিকে ঘিরে ব'সে আছেন। আবহাওয়া খুব ভাল। বেলা পড়ে এসেছে। একটি দাদা (M.B.B.S.) উচ্চতর চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষার জন্য আমেরিকা যাবেন। তা'দের ইন্টারভিউ-এর সময় যে-সব প্রশ্ন ক'রেছিল, হরিনন্দনদা (প্রসাদ) সেইগুলি শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন।

কথাপ্রসঙ্গে হরিনন্দনদা বললেন—ইন্টারভিউ-এর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে বিশেষ ক'রে বলেছেন, আমাদের কৃষ্টিগত ভাবধারা-সমন্বিত বইগুলি নিয়ে যেতে, এবং নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতে।

শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে বললেন—খুব ভাল। আগে আমাদের যে শিক্ষাপ্রথা ছিল, সে ঠিক আমাদের এখানকার মতো। এক-এক ঋষির আশ্রমে দশ হাজার, বিশ হাজার, ত্রিশ হাজার, পঞ্চাশ-ষাট হাজার পর্যন্ত শিষ্য থাকতো। তখন education (শিক্ষা)-টা ছিল homely (ঘরোয়া), routine (কর্ম্মের ধারা)-বাঁধা নয়। বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে training (শিক্ষা) হ'ত। আরুণির কথা শুনেছ তো! গুরুর গরু চরাতো, কত কষ্ট করতো। সব কষ্টের মধ্য দিয়েও গুরুকে উপচয়ী করা ও আত্মনিয়মনের ধান্ধা থাকত। তখন না ক'রে পাওয়ার দাবী ছিল না। কিন্তু acquisition (গুণার্জ্জন) ছিল অনুশীলনের মাধ্যমে। অনুশীলনী যোগ্যতার ওপরেই লোভ জন্মিয়ে দেওয়া হ'ত সকলের। এখানে যেমন বাঁধন নেই, সাধন আছে, acquisition (গুণার্জ্জন) আছে, অনুশীলন আছে, তেমনি ছিল। আবার, যারা student (ছাত্র) তারাও teacher

(শিক্ষক) ছিল। আবার, যারা teacher (শিক্ষক) তারাও student (ছাত্র) ছিল। আবার, Principal (অধ্যক্ষ) হ'লেন হয়তো বশিষ্ঠ। বশিষ্ঠ আশ্রম, ভরদ্বাজ আশ্রম, এইসব বিভিন্ন আশ্রম ছিল। এইসব আশ্রমের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না, exchange of students (ছাত্রের বিনিময়) চ'লতো।

২২শে আশ্বিন, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ৯। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায়। অনেক দাদা ও মা কাছে আছেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন কলকাতা থেকে। তিনি নাক, কান, গলা ও চক্ষু চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছেন। কেষ্টদা সেগুলি খুলে খুলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহ-সহকারে সেগুলি দেখলেন। পরে বললেন—এগুলি এনে ভালই করেছেন।

কেষ্টদা উৎসব-সম্বন্ধে কলকাতায় যে প্রস্তুতি চলছে, তার খবর বললেন।

কেষ্টদা—উৎসব-সম্পর্কে ফিল্ম তোলার ব্যবস্থা হ'চ্ছে, আপনার চলাফেরা ও voice recording (কণ্ঠস্বর ধ'রে রাখা)-এর ব্যবস্থাও করা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কি তখন ওই সবের সামনে কথা বলতে পারব?

কেষ্টদা—আপনি এমনি কথা বলতে থাকবেন, সেইটে ওরা ধ'রে নেবে।

কেষ্টদা সুহৃদদা (মল্লিক চৌধুরী) সম্বন্ধে বলছিলেন—ও আর একটু ঠিক হ'য়ে নিলে আমাদের কাজ নিয়ে foreign (বিদেশ)-এ যাবার উপযুক্ত, তবে দলীয় চিন্তা এখনও ওর যায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সি আর দাসের মতো না হলে হয় না। সে সবাইকেই এইভাবে mould (নিয়ন্ত্রণ) ক'রতো।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। পূজনীয় বড়দা এবং সুশীলদা (বসু), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ কাছে আছেন।

কোনও একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এখানে আসবেন, সেই সম্পর্কে কথা উঠলো। তিনি জনসাধারণের অপ্রীতিভাজন। বিশেষতঃ বিহারবাসীরা তাঁকে মোটেই পছন্দ করে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এ তো সে field (ক্ষেত্র) নয়, এখানে এসে মানুষ বোঝে বিহারের প্রয়োজন বাংলার কতখানি, বাংলার প্রয়োজন বিহারের কতখানি। তা ছাড়া উত্তরপ্রদেশ, আসাম, উড়িষ্যা ইত্যাদি province-এর (প্রদেশের) প্রত্যেক province-এর (প্রদেশের) সঙ্গে সম্পর্ক কতখানি গভীর এবং কেমন ক'রে তারা একসূত্রে গ্রথিত হ'য়ে যাচ্ছে ও যেতে পারে। আমরা তো ব্যবধান তাড়াতেই চাই। সমাজ বড় হোক, বিস্তার লাভ করুক—এই আমরা চাই, বিভিন্ন province (প্রদেশ)-এর মধ্যে

বিধিমাফিক বিবাহ হয়, এও আমরা চাই। আসামে একসময় 'বাঙাল খেদাও' আন্দোলন শুরু হ'য়েছিল। কিন্তু আজ কত অসমীয়া দীক্ষা নিচ্ছে, তাদের বাড়ীতে তোমরা গেলে পরমাত্মীয় ব'লে গ্রহণ করে তোমাদের।

এখন আবার শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসলেন।

আই সি আই-এর এক representative (প্রতিনিধি) আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন ক'রতে। তিনি প্রশ্ন ক'রলেন—বড় যাঁরা, তাঁদের সকলকে কি প্রণাম করা ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়র প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে যার যেমন পছন্দ সে তেমন করে।

প্রশ্ন—কেউ যদি খারাপ হয়, সে বয়সে বড় বলেই তাকে প্রণাম ক'রতে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যেমন পছন্দ। যারা বয়সে বড়, তাদের মধ্যে কেউ যদি খারাপ হয়, তার কাছ থেকেও ওই খারাপ সম্বন্ধে নেতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করা যায়। তা' দিয়ে অনেকখানি হুঁশিয়ার ও সাবধান হওয়া যায়।

প্রশ্ন—যার-তার পায়ের ধূলি নেওয়া কি ঠিক? তাতে লাভ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো নিই। আমার মনে হয়, সবার কাছ থেকেই পাওয়ার আছে।

প্রশ্ন—যাকে শ্রদ্ধা করি না, তার পায়ের ধূলিও নেব—এ কেমন কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার প্রতি শ্রদ্ধা হয় তার তো নিইই, কুৎসিত মানুষের পায়ের ধুলি নিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু আমি বড় হ'লেই নিই (বয়সে বড়)। কায়স্থ বা বৈশ্য হ'লেও তাকে নমস্কার ক'রতে ইচ্ছা করে, নমস্কার করিই। হিসাব ক'রে করি না। এমনিতেই আমার অমন এসে যায়।

সুশীলদা—প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে ভাল কিছু-না-কিছু থাকেই—তার ভাল স্মরণ ক'রে প্রণাম ক'রতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একদম খারাপ হ'লে বেঁচে থাকতে পারে না।

প্রশ্ন—খারাপ লোককে শ্রদ্ধা করায়, সে আরো খারাপ হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার খারাপটা বেড়ে গেলে, সেটা তাড়াতাড়িই পড়ে যেতে পারে। আবার, সে তোমার শ্রদ্ধার স্পর্শে বিনীত হ'য়ে আত্মবিশ্লেষণ-তৎপরও হ'য়ে উঠতে পারে। এ সম্বন্ধে ধরাবাঁধা কিছু নেই। বাপ-মাকে সব অবস্থায় প্রণাম করা ভাল, তাঁদের গুরুজন যাঁরা তাঁদেরও। শুধু প্রণাম ব'লে নয়, প্রত্যেককে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখান ভাল। ফলকথা, আমার ব্যবহার প্রত্যেকের কাছে হৃদ্য হ'য়ে ওঠে যেন। তোমাকে যদি মিষ্টি লাগে, তোমাকে যদি ভালবাসে কেউ, শ্রদ্ধা করে কেউ, তখন তুমি স্বতঃই তার পরিবর্ত্তন আনতে পারবে, তখন তোমার কথা তার কাছে বিকোবে। তার ভাল করার দিকে চেয়েই করা লাগে।

আভিজাত্য ভাল, কিন্তু জাত্যভিমান ভাল না। আভিজাত্য মানে আমার উৎস পিতৃপুরুষ, তাঁদের সৃষ্টি আমি। আমি যতখানি হৃদ্য হ'য়ে উঠব সবার কাছে, ততই আমার পিতৃপুরুষগণ গৌরবান্বিত হ'লেন। তাই আমার তেমনভাবে চলা উচিত, বলা উচিত, ব্যবহার করা উচিত যাতে সবাই তৃপ্ত ও গৌরবান্বিত হ'য়ে ওঠেন, আমার পিতৃপুরুষের মুখ উজ্জ্বল হয়। আর, জাত্যভিমান হ'ল 'তুই শালা মুচি, আমি বামুন', এমনতর ভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ বিকালে গাড়ীতে ক'রে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সন্ধ্যায় blood pressure (রক্ত-চাপ) বেড়ে যায়। অসুস্থতা সত্ত্বেও সন্ধ্যায় একটি দীর্ঘ বাণী দিলেন।

২৩শে আশ্বিন, ১৩৬০, শনিবার (ইং ১০। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে পরপর অনেকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বললেন।

বেলা ৯টা ৪০ মিনিট নাগাদ শ্রীশ্রীঠাকুর একটি সুন্দর ছোট্ট বাণী দেন—

'মূলধনে যে আঘাত হানে
তার প্রতি হন লক্ষ্মী বিমুখ,
ঐ ধনে যে অর্ঘ্য জোগায়
লক্ষ্মী বাড়ান তাহারই সুখ।'

ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) ও রজত (দত্তরায়)-কে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেকগুলি লেখা পড়ে শোনানো হ'ল।

পড়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা ক'রলেন—বোঝা যায়?

ব্রজগোপালদা—বোঝা খুব যায়, অতি সুন্দর, এর তুলনা হয় না, তবে মনে বড় খোঁচায়। খোঁচায় দুই দিক দিয়ে, এত অজস্র পেয়েও নিজের মধ্যে ফুটাতে পারলাম কতটুকু? আর খোঁচায়—এ জিনিস সবার মধ্যে পরিবেশন করা যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদেরই খোঁচায়, যাদের ভিতর মাল আছে, মাল না থাকলে খোঁচাতো না। যেমন nerve (স্নায়ু) না থাকলে মানুষ কি বেদনা বোধ ক'রতে পারতো?

২৪শে আশ্বিন, ১৩৬০, রবিবার (ইং ১১। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে। Dr. Gupta আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখতে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর গোলতাঁবুর পশ্চিমদিকের বারান্দায় বসে আছেন। কালিদাসদা (মজুমদার) এসেছেন পীযূষদাকে (দেব) সঙ্গে নিয়ে। ভক্তবাহাদুরদা সম্বন্ধে কথা

উঠলো—তিনি অনেক কাজে জড়িয়ে গেছেন, তাই ইষ্টকাজে নিজেকে পুরোপুরি নিয়োগ ক'রতে পারেন না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সম্মুখের বাণী নিক্ তোরে টানি পশ্চাতের কোলাহল হ'তে, অতল আঁধারে, অকূল আলোতে'। শ্মশানের থেকে ফিরবার সময় পিছন চাইতে মানা। বলে ভূতে ধরবে। পিছন চাইলেই ভূত পেয়ে বসে। এগিয়ে যাবার ফল পাওয়া যায় পরে। আপাততঃ suffering (কষ্ট) আসতে পারে। আঁধার কাটিয়ে আলো পেতে হয়। জেসাস বলেছেন, তুমি আমাকে দিছ কও। একশ গুণ পাইছ কিনা? যদি না পেয়ে থাক, তবে দাওনি। (মৃদু হেসে)—'আধ আধ দেখা যায় কনকভূমি'।

শ্রীশ্রীঠাকুর দীনবন্ধুদাকে (ঘোষ) খুব inspire (অণুপ্রেরিত) করছিলেন কাজের জন্য।

দীনবন্ধুদা—আপনি এইসব কাজের কথা বলছেন, আবার ছেলের অসুখের জন্য বাড়ী যেতে বলছেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার আগ্রহ যেমন, আমার কথাও তেমনি বেরোয়। ... 'সম্মুখের বাণী নিক্ তোরে টানি পশ্চাতের কোলাহল হ'তে অতল আঁধারে, অকূল আলোতে।' আঁধারটা বাদ দিয়ে আলো পাবে না। আঁধার ভাঙ্গবে, আলো পাবে। আবার আঁধার থাকবে, তা' ভাঙ্গলে, আবার আলো পাবে। ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে অকূল আলো পাবে। 'তুম যেইসে রামকো, তেইসে তুমকো রাম, ডাহিনে যাও তো ডাহিন, বামে যাও তো বাম।'

সমস্ত talent (প্রতিভা)-গুলি, urge (আকূতি)-গুলি মঞ্জুরিত হ'য়ে থাকে—যতদিন পর্য্যন্ত পিছটান থাকে, ঝক্ঝকে চকচকে থাকে না। দুনিয়ায় প্রত্যাশার পূরণ পেয়ে কেউ বড়লোক হয়নি, যোগ্য হ'য়ে বড়লোক হ'য়েছে। আমি যদি হাতে লাখ টাকা পাই, একজনকে লাখ টাকাই দিয়ে দিতে পারি। কিন্তু কিছুদিন পরেই দেখবে সে ফকির হ'য়ে গেছে। ট্যানা বাগচীকে চেন তো? সে ছিল টাকার কুমীর। ক'দিন পরে একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে গেল। সম্মুখে কী আছে তুমি জান না। প্রতি মুহূর্ত্তে নিত্যনূতন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করছ, আর অবাক হ'য়ে যাচ্ছ। বলছ, 'বা খোদা, বা খোদা'। সর্ব্বদা অভিনেতার মত চলা লাগে। সবসময় stage free (সাবলীল), যখন যেমন, তখন তেমন pose (কায়দা) নিয়ে চলছি। 'নটের মতো চল্ ওরে তুই ভবরঙ্গমঞ্চ মাঝে, ইষ্টস্বার্থ রাখতে অটুট কর্ অভিনয় তেমনি ধাঁজে।' 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে, হে নটরাজ জটার বাঁধন পড়লো খুলে'। আপনাকে ভুলে নাচতে না পারলে কিন্তু জটার বাঁধন আর খুলবে না, জড়ায়ে যাবে। জটা মানে গ্রন্থি।

আর কী চাও? এই করতে করতে জীবন যদি বিলীনও হ'য়ে যায়, তাতেও মানুষের পরোয়া করার কিছু থাকে না। তার চাইবারই আর আছে কী, আর পাবারই বা আর কী আছে?

মানুষের আগ্রহটাই energy (শক্তি) হ'য়ে ফুটে বেরোয়। Urge (আকূতি) যখন কাজে পরিণত হয়, তখন energy (শক্তি) হয়। মানুষের সঙ্গে মেশো, কথা কও, তাকে দিয়ে সাধ্যমত মানুষের জন্য দেওয়াও, —কচুটা, শাকটা, মুলোটা, যা' পারুক দিক্। তাকে practically (বাস্তবভাবে) হাতে-কলমে ধরে নিয়ে কিছু করাও, এইভাবে pursue কর (পিছনে লেগে থাক)। ছয় মাস পরে দেখবে, সে তেল-চুকচুকে হ'য়ে গেছে। সকলকে এক কথা বললে বা সকলকে একইভাবে deal (ব্যবহার) ক'রলেই হবে না। কাউকে দিয়ে হয়ত ক্ষেত করান লাগবে, কাউকে দিয়ে হয়ত মাটি কাটান লাগবে। কাউকে দিয়ে হয়তো বই লেখান লাগবে, কারও কাছে হয়তো শুধু চাইলেই হবে। যাই কর, মানুষের মনে যদি অনুদীপনা না জোগাও, শ্রেয় কাউকে দিয়ে ধন্য হবার লোভ যদি গজিয়ে না দাও, ঐ urge (আকূতি) থেকে ক'রে পাওয়ার experience (অভিজ্ঞতা) যদি না হয়, এই circulation (পরিচলন)-টা যদি না হয়, তবে মানুষকে লাখ ব'লে ক'য়ে শিখিয়েও কিছু ক'রতে পারবে না। আমি জানি একটা লোক ঘাস কেটে বিক্রী করা থেকে শুরু ক'রে কত টাকার মালিক হ'য়ে গিয়েছিল। আর জানি, একজন ডাল ভেঙ্গে বিক্রী ক'রতে-ক'রতে দেখতে-দেখতে কয়েক বছরের মধ্যে বড়লোক হ'য়ে গেল। একটার পর দাঁড়িয়ে আরও করে, এইভাবে হয়। প্রত্যেকের যাতে concentric urge (সুকেন্দ্রিক আকূতি) বাড়ে, activity (কর্ম্মিষ্ঠচলন) বাড়ে, তাই কর।

২৫শে আশ্বিন, ১৩৬০, সোমবার (ইং ১২। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় সমাসীন। ভক্তবৃন্দ তাঁর স্নেহসান্নিধ্য উপভোগ ক'রছেন।

আগামী উৎসবের সময় রান্নার জল রাখার জন্য একটা underground tank গাঁথা হ'চ্ছে, খগেনদার (তপাদার) কাছে সেই কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এ কীরকম ক'রলি? পরিষ্কার করার দরকার হ'লে পরিষ্কার করবি কি ক'রে?

খগেনদা—ওর মধ্যে নেমে মুছে-টুছে পরিষ্কার করা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে বরং হাত-পা ধোওয়ার জল রাখতে পার। পায়ের জল লেগে থাকবে, রান্না-খাওয়ায় ঐ জল ব্যবহার ক'রলে কোথার থেকে কোন্ infection (সংক্রমণ) হ'তে পারে। রান্না-খাওয়ার জল রাখতে গেলে উপরে ট্যাঙ্ক করা লাগে।

খগেনদা—পাঁচ ইঞ্চির গাঁথুনিতে যদি অতো জলের চাপ সহ্য ক'রতে না পারে, ভেঙ্গে যায়, সেইজন্য এই ব্যবস্থা করা হ'য়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লোহার শিক জোগাড় কর, তারই কয়েকটা উপর নীচে ক'রে সাজিয়ে দিয়ে গেঁথে ফেল। আর, এক পাশ ঢালু রেখে দুটো cork (ছিপি) ফিট ক'রে দেও।

উপর থেকে জল ঢেলে দিলে আপনিই পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। ভিতরে আর নামা লাগবে না। জলও হাত দিয়ে তোলা লাগবে না। ঐ ব্যবস্থাই ভাল।

খগেনদা চলে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কী যে করে, জিজ্ঞাসাবাদও করে না। (আপসোসের সুরে) আমিও যেমন হ'য়েছি, একটা বোঝার মতো। নিজে কিছু দেখতে শুনতে পারি না।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড়খোকা আছে না এদিকে?

ভগীরথদা (সরকার) পূজনীয় বড়দাকে ডাকলেন। বড়দা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ঐ কথা আবার বললেন।

A.D.P.H, Health Officer প্রমুখ আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'রতে, কিছু সময় কথাবার্ত্তা ব'লে তাঁরা বিদায় নিলেন।

একজন বিশিষ্ট কবিরাজ আসলেন, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নাড়ী ধরে দেখলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শুনেছি বারো বছর সত্যকথা বললে বাক্‌সিদ্ধি হয়, যথার্থ কথা বললে বাক্‌সিদ্ধি হবে না। সত্যকথা অতোদিন বললে বাক্‌সিদ্ধি হবে, তার মানে এমন experience (অভিজ্ঞতা) হবে যে, সে যা' বলে, তা' না হ'য়ে পারবে না। যাতে মানুষের মঙ্গল হয়, সেইটেই সত্য। সত্যকথা মানে সেইকথা যা' অস্তিবৃদ্ধির অনুপোষক।

২৬শে আশ্বিন, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ১৩। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর ঘরে। আজ তাঁর ব্লাডপ্রেসার বেড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর মাঠে চৌকিতে পাতা ধবধবে সাদা বিছানায় ব'সে আছেন। অনেক দাদা ও মায়েরাই উপস্থিত! তারা তাঁকে ঘিরে রয়েছেন।

সামনে কর্ম্মীদের জন্য একখানা টিনের ঘর তৈরী হ'চ্ছে, একটা টিন একটু বেঁকাভাবে লাগান হ'য়েছে, সেইটে লক্ষ্য ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—টিন কিন্তু ঠিকমত পড়ছে না।

সাধক শ্রীযুত শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য্য আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'রতে। পরস্পর কুশলপ্রশ্নাদির পর, শম্ভুবাবু কথাপ্রসঙ্গে জানালেন যে তিনি আজই যাচ্ছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (বিষণ্ণ কণ্ঠে)—ওরে কপাল। আজই চলে যাবেন। এদের যে কীসব ব্যাপার আছে, আপনি তখন থাকবেন না? যানই যদি, ঘুরে চলে আসেন। আপনি থাকলে অনেকখানি বল পাব।

শম্ভুবাবু—আচ্ছা, আমি আসতে চেষ্টা ক'রব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি কিন্তু আমাদের এখানে guest (অতিথি) নন, host (গৃহস্বামী) না কী বলে তাই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে শম্ভুবাবু বললেন—কাঠবাদাম অর্দ্ধেকটা বেঁটে আন্দাজমত মাখন দিয়ে মিশিয়ে ভাতের সঙ্গে রোজ খাওয়া ব্লাড প্রেসারের পক্ষে ভাল।

শম্ভুবাবুকে আশ্রমের জমির কথা বলা হ'ল, তিনি চেষ্টা করবেন বললেন।

২৭শে আশ্বিন, ১৩৬০, বুধবার (ইং ১৪। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় উপবিষ্ট। হরিনন্দনদা (প্রসাদ), দেবী (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ উপস্থিত। মণিভাই (বর্ম্মন) বাকী বকেয়া ফেলে দোকান ফেল মারে। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে তিনশো টাকা সংগ্রহ ক'রে দিয়েছেন। ভগীরথদা (সরকার) এই টাকা দিয়েছেন। মণিভাই নতুন করে দোকান দিয়েছে। কিন্তু সে হিসাব জানে না। সেই কথা হরিপদদা (সাহা) শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন মাদারদাকে (কুণ্ডু) ডেকে বললেন—মাদার! দেখ্ তো! মণি বারবার দোকান নষ্ট ক'রছে, এর মধ্যেও ভগীরথ তিনশো টাকা দিয়ে দোকান চালু ক'রে দিয়েছে। তুই তো রোজ আসিস, দেখেশুনে ওকে যদি একটু ঠিক করে দিস—তাহ'লে হয়।

মণিভাইকেও ডাকালেন। মণিভাই আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—দেখো এবার যদি টাকা নষ্ট কর, তাহ'লে কিন্তু মুশকিল আছে। কেমনভাবে ব্যবসা ক'রতে হয়, হিসাব লিখতে হয়, মাদারের কাছ থেকে শিখে নিবি। খুব সামালসে কাজ ক'রবি। বেতাল চললে মাদার কিন্তু ঠাস্ ক'রে লাগাবে চড়। আর, রোজ চারআনা ক'রে reserve (জমা) রাখবি। বুঝলি? সব ঠিক থাকে যেন।

খগেনদা (তপাদার) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—যতি-আশ্রমের ঘর ঠিক করার কথা বলেছেন, তার টাকা কে দেবেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেন, টাকা জোগাড় ক'রে নিবি। টাকা ছড়ান রয়েছে, কুড়িয়ে নিবি। কত কথা শিখলি, মুখে কত বলতে পারিস, কাজে যদি না করিস, তাহলে কী হবে? চেষ্টা কর্, জোগাড় কর্।

খগেনদার মুখখানা বিষণ্ণ ও চিন্তায় ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমন বেগুন-চেঁচা মুখ ক'রে নিয়ে যদি মানুষের সামনে যাস, তাহলে মানুষ দেবে কি? এমন স্ফূর্তি ও আনন্দ নিয়ে যাবি, এতখানি উদ্দীপনা নিয়ে যাবি যে দেখে মানুষের প্রাণ ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়।

দীক্ষাপ্রসঙ্গ উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দক্ষ-ধাতু থেকে দীক্ষা হ'য়েছে। দক্ষ কথার মানে ability, দীক্ষা তাই ability impart (দক্ষতা সঞ্চার) করে, কিন্তু আমাদের conception (ধারণা) deteriorate ক'রে গেছে (অপকর্ষলাভ করেছে)। ভাবে, একটু

জপটপ ক'রলাম, মুখে 'জয়গুরু জয়গুরু' বললাম, তাতেই ধর্ম্ম হ'য়ে গেল। তা' কিন্তু নয়। সুকেন্দ্রিক হ'য়ে বাস্তব করণে দক্ষতায় উপনীত হওয়াই দীক্ষার উদ্দেশ্য।

পামারদা (ভারতীয় খ্রীষ্টান) আজ উপনয়ন নিয়ে বেরুলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসিমুখে)—কেমন লাগলো?

পামারদা—খুব ভাল লাগলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খ্রীষ্টানরা কিছু বলবে না তো?

পামারদা—না! বলবার কী আছে?

প্রফুল্ল—এগুলির যে কী effect (ফল) তা' না ক'রলে বোঝা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই হিন্দুরা দশবিধ সংস্কারের উপর অতো জোর দেয়। এগুলি অবশ্য-করণীয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড়াল-বাংলোর মাঠে চৌকিতে উপবিষ্ট। ব্রজগোপালদা (দত্তরায়), শরৎদা (হালদার) প্রমুখ অনেকে উপস্থিত।

শরৎদা—'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন' বলা হয়। 'নিস্ত্রৈগুণ্যো' মানে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিস্ত্রৈগুণ্যো মানে যা-কিছু আমরা জানি, করি, সত্ত্ব, রজঃ ও তম— এই তিনগুণের মধ্য দিয়েই করি, কিন্তু এর মধ্য দিয়েই সবখানি পাওয়া যায় না। তা' পেতে গেলে এরও পারে যেতে হবে। কিন্তু কেউ যদি তার পারে যায়ও, সে যে ঐ গুণগুলিকে ignore (উপেক্ষা) ক'রবে তার কোন মানে নেই। ধরেন, অহৈতুকী ভক্তি বৈধী ভক্তির বাইরে। কিন্তু অহৈতুকী ভক্তি যার আছে, সে কিন্তু বৈধী ভক্তিকে discourage (নিরুৎসাহ) করে না, নিজের চলনও তার বৈধী ভক্তির বিরোধী হয় না। বৈধীটাকে নষ্ট করলে বৈধী বিনায়নাটাও ভেঙ্গে যায়। বৈধী ভক্তি মানুষকে ঐ অহৈতুকী ভক্তির coast-এ (তীরে) নিয়ে যেতে পারে হয়তো একদিন। হয়তো তা' stepping stone (অগ্রগতির ধাপ)-এর মত হ'তে পারে। ধরেন, আপনি আমাকে খুব ভালবাসেন। এত ভালবাসেন যে তার কাছে ছেলে, বৌ, দুনিয়া কোনওটা কিছুই নয়। ভালবাসেন সেটা আপনার বুদ্ধি করা কিছু না, কিছুর জন্যও না। ভাল না বেসে পারেন না, তাই ভালবাসেন। সেটা হল normal flow of your life-urge (আপনার জীবন-আকূতির স্বাভাবিক গতি) অর্থাৎ যোগাবেগ। এই যে ভালবাসা এটা অহৈতুকী। এটা বৈধী নয়, কিন্তু তাই বলে এ ভালবাসা বিধির বৈরীও নয়। আপনার এ ভালবাসা মানুষের বৈধী ভালবাসাকে পুষ্ট করে তুলবে।

২৮শে আশ্বিন, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ১৫। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় জসিডির মাঠে বেড়াতে আসলেন। ডিসট্যান্ট সিগনালের পাশের গ্রামটি পেরিয়ে একটা জায়গায় এসে বসলেন। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

চারিদিকে নিস্তব্ধ। শ্রীশ্রীবড়মা, পূজনীয় বড়দা এবং কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), শরৎদা (হালদার), ব্রজগোপালদা (দত্তরায়), নিখিল (ঘোষ), প্যারীদা (নন্দী), দেবী (মুখার্জী) প্রফুল্ল প্রমুখ সঙ্গে এসেছেন।

একটা মালগাড়ী যাচ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব আগ্রহভরে গাড়ী দেখলেন। পরে বললেন, আপনাদের চলন্ত গাড়ী দেখতে ভাল লাগে না?

কেষ্টদা, শরৎদা প্রমুখ—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য আমার মনে হয় সত্তার একটা liking (পছন্দ) আছে গতিসম্বেগের প্রতি।

Habit (অভ্যাস) সম্বন্ধে কথা উঠল।

কেষ্টদা—জেসাস বলেছেন, habit (অভ্যাস) nerve-এর (স্নায়ু) মধ্যে ingrained (অনুস্যূত) হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আর, সিদ্ধি মানেও তো তাই। অনেকে বলেন যে বিশ/পঁচিশ বছরের পর habit (অভ্যাস) changed (পরিবর্ত্তিত) হয় না।

সেই প্রসঙ্গে কেষ্টদা বলছিলেন—তপস্যার দ্বারা যা-কিছু দুষ্কর ও দুস্তর সবই আয়ত্ত করা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিন্তু এই তপ নির্ভর করে concentric urge-এর (সুকেন্দ্রিক আকূতির) ওপর। এ বাদ দিয়ে যে তপ তা' ছন্নতা ছাড়া আর কিছু না। তপ বলতেই বোঝা যাবে concentric activity (সুকেন্দ্রিক কর্ম্ম)।

কেষ্টদা—অন্যত্র আবার মানুষের evolution-এর (বিবর্ত্তনের) ব্যাপারে তপোবীজের কথা বলেছেন। বার্নার্ড শ বলেছেন, happy married life (সুখী দাম্পত্য জীবন) ছাড়াও সুপ্রজনন হতে পারে। যেমন পরাশরের ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভে ব্যাসদেবের জন্ম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেখানেও ঐ জিনিস।

কেষ্টদা—শুভলগ্নে মিলন হওয়াতে নাকি অমন সন্তান হয়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—লগ্ন মানে ঐ লগ্ন। সাধনার ভিতর দিয়ে এমন অন্তর্দৃষ্টি গজায় যার ভিতর দিয়ে অনেক অনাবিষ্কৃত তত্ত্ব সহজভাবে ধরা যেতে পারে, যা কিনা গবেষণায় সম্ভব নয়।

পূজনীয় বড়দাকে আবদারের সুরে বললেন—দে বাবা! আমাকে দুখানা গাড়ী কিনে দে লক্ষ্মী!

শ্রীশ্রীঠাকুর বেড়িয়ে ফিরে এসে গোলতাঁবুর পশ্চিমদিকের বারান্দায় চৌকিতে। অনেকেই চারিপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব হাসিখুশী।

সুরেশ ভাই (রায়) তার স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিখিল কিন্তু বিয়ে করবার চায় না।

এমন সময় আশু জোয়ার্দারদা আসলেন কতকগুলি দামী ওষুধ নিয়ে। (তিনি গত কয়েক মাস ধরে বহু সহস্র টাকার জিনিসপত্র শ্রীশ্রীঠাকুরকে সরবরাহ করেছেন)।

তাঁকে দেখামাত্র শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিতকণ্ঠে বললেন—আইছ? (প্যারীদাকে)—আলো জ্বালাও চাঁদবদন।

প্যারীদা (নন্দী) আলো জ্বালালেন।

আশুদা এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর আরও চার ফাইল ওষুধ চাইলেন।

আশুদা ওষুধগুলি দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ওষুধ দেখে মহাখুশী হ'য়ে আশুদার দিকে চেয়ে অপূর্ব্ব মোহন ভঙ্গিমায় মৃদুমধুর স্মিতহাস্যে অন্তরের প্রসন্নতা জ্ঞাপন ক'রতে লাগলেন। হঠাৎ একবার ব'লে উঠলেন—পরান আমার কেঁদে বেড়ায় দুরন্ত বাতাসে।

এরপর শরৎদা (হালদার) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—আপনি নূতন ঘরটা দেখেছেন?

শরৎদা—না, ভিতরে ঢুকে দেখিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখেন, কেমন সুন্দর করছে। আপনারা দেখলে আমি একটু encouraged (উৎসাহিত) হই।

শ্রীশ্রীঠাকুর গুন্‌গুন্ ক'রে আপনমনে গান গাইতে লাগলেন। ... একটু পরে বললেন—পরশুদিন যে কী অবস্থা হ'য়েছিল, আজ আবার একটু গানও বেরুচ্ছে। আমার মনে হয়, আমার শরীরটা ভাল হ'লে এখনও ধস্তাধস্তি ক'রতে পারি।

সেবাদি, মুঙ্গলী, সাধনা প্রভৃতির জন্য সুশীলদা (বসু) কয়েকখানা শাড়ী কিনে নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাপড়গুলি দেখে খুশী হ'লেন। সুশীলদাকে বেছে দিতে বললেন কার কোন্‌টা মানাবে।

সুশীলদা ঠিক ক'রে দিলেন। সুশীলদার বাছাই শ্রীশ্রীঠাকুরের পছন্দ হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—রুচিমাফিক সুন্দর জিনিসপত্র কিনতে সুশীলদা এবং স্মরজিৎ (ঘোষ) অসাধারণ।

ফোন আসলো, নিখিল ফোন ধ'রতে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিখিল ফোনে কথা বলে বেশ ভদ্র ও রসিক,—মাত্রামতো। এর মধ্য দিয়ে অনেকের সঙ্গে ওর বেশ ভাবসাব হ'য়ে গেছে। তারা যদি কেউ এখানে আসে, হয়তো বলবে—এখনও তারে চোখে দেখিনি, শুধু কথা শুনেছি।

২৯শে আশ্বিন, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ১৬। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় চৌকিতে পাতা শুভ্রশয্যায় উপবিষ্ট। দাদা ও মায়েরা অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন গৃহনির্ম্মাণ ও দুর্গানাথদার (সান্যাল) জন্য কয়েকশত টাকা সংগ্রহ ক'রছেন।

লাল (রামনন্দন প্রসাদ) এসে বললো—মা দশহরার সময় বাড়ী যাবার জন্য বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন তো তোমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই সময় কত alert (সচেতন) থেকে সবদিক সামলান লাগবে, কত কী করা লাগবে।

'স্থির থাক তুমি থাক তুমি জাগি,
প্রদীপের মতো আলস তেয়াগি,
এ নিশীথ মাঝে তুমি ঘুমাইলে
ফিরিয়া যাইবে তারা।'

লাল বুঝলো। তার প্রশ্নের সমাধান হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় জসিডির মাঠে এসে বসেছেন। সঙ্গে অনেকেই এসেছেন।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম মানে যা' সত্তাকে ধ'রে রাখে, আবার বস্তুর বস্তুত্বকে যা' ধ'রে রাখে তাই বিজ্ঞান। সেই বিজ্ঞানকে আমাদের পালন-পোষণী ক'রে বিনায়িত করা বা বাদ দেওয়া, সেখানেই আসে ধর্ম্মের প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে গোলতাঁবুর পশ্চিমদিকের বারান্দায় উপবিষ্ট। বহুলোক উপস্থিত।

জনৈক ভাই চাকরী-বাকরীর অসুবিধার কথা জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘাবড়াস কেন? ঘাবড়ালে বুদ্ধি খোলে না।

চুরির কুফল সম্বন্ধে আলোচনা হ'চ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐরকম ক'রলে মানুষের প্রকৃতিই এমন হ'য়ে ওঠে যে দশজনের সঙ্গে সংঘাত সৃষ্টি ক'রে তোলে, তখন চারিদিক থেকে এমন চাপ আসে যে, সে আর সামাল দিতে পারে না।

শরৎদা—ফল কি এক জীবনেই পাওয়া যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই কাজ ক'রতে ক'রতে পেকে-পেকে জৈবী-সংস্থিতি ওইরকম হ'য়ে যায়, তা'র সন্তান-সন্ততিও ওই স্বভাব নিয়ে জন্মায়। আবার পারিপার্শ্বিকের আক্রোশ শুধু তা'র উপরেই পড়ে না, সন্তান-সন্ততিও তার ভাগী হয়। আবার, পরবর্ত্তী জীবনেও আসে। ওই ব্যতিক্রমী চলন থেকে ব্যাধিও আসে, ভিতরে কষ্ট হয়। বাইরে যত আনন্দ দেখা যাক, চোখ দিয়ে ঝুনিক ছোটে।

১লা কার্ত্তিক, ১৩৬০, রবিবার (ইং ১৮। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় সমাসীন। দাদা ও মায়েরা অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নিভৃত-কেতনের কাজ অনেকদিন ধরে চলছে। কিন্তু এতদিনেও শেষ না হওয়ায় কাল সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন যে, প্রথম স্পেশাল ট্রেন আসার আগে যদি বাইরের খুঁটিতে বাতা লাগান না হয়, তাহ'লে তিনি উক্ত ঘরে আর ঢুকবেন না। সেইকথা শুনে সবাই খুব উদ্বিগ্ন ও চঞ্চল হ'য়ে ওঠেন। তখন বঙ্কিমদা (রায়), মনোহর (সরকার) প্রমুখ সকলে মিলে সারারাত জেগে কাজ সমাপন করেন। স্পেশাল ট্রেন আসার আগেই বাতা লাগান শেষ হয়ে গেল। শ্রীশ্রীঠাকুর তা'তে খুব খুশী হ'লেন। আজ সকালে কলকাতা থেকে প্রথম স্পেশাল ট্রেন আসলো।

দীক্ষাঘর সমাপন, যতি-আশ্রমের পাশে আর একটি নূতন ছাপরা তোলা, অন্যান্য নূতন ঘরের বেড়া দেওয়া ইত্যাদি নানা কাজ এখনও বাকী আছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বারবার সে বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছেন। একটা ঘরে কাঁচার বেড়া দেওয়া হবে, এইই শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা। কিন্তু বাঁশ থেকে কাঁচা করার কায়দা-জানা মজুর এখানে পাওয়া যায় না। স্পেশাল ট্রেন আসার পর খোঁজ নিয়ে জানা গেল, যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন লোক ওই কাজ জানেন। বঙ্কিমদা তাদের শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিতকণ্ঠে বললেন—লেগে যাও! মন্ত্র দিয়ে ক'রে ফেলার মতো দেখতে না দেখতে কাজ শেষ ক'রে ফেল, যেন খুব সুন্দর হয়। দেখে যেন মানুষের তাক লেগে যায়।

দাদারাও স্ফূর্তিতে ডগমগ হ'য়ে কাজে লেগে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর একবার নূতন ঘর নিভৃত-কেতনে গেলেন। তারপর মা'র ফটোর সামনে গিয়ে ভক্তি-আপ্লুত চিত্তে বিজয়ার প্রণাম ক'রলেন। এরপর সর্ব্বসাধারণের প্রণামাদি শুরু হ'লো।

বিনোদাবাবু আসলেন, শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্গে অনেক সময় কথাবার্ত্তা বললেন।

২রা কার্ত্তিক, ১৩৬০, সোমবার (ইং ১৯। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে বড়াল-বাংলোর ঘরে আছেন। পূজনীয়া বড়বৌদি-সহ আরও অনেকে কাছে আছেন।

পূজনীয়া বড় বৌদিকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এখানে যারা আসবে, লক্ষ্মীর দৃষ্টিতে দেখবে সবাইকে। ভরপুর ক'রে দেওয়া চাই প্রত্যেককে। কে কেমন খায়দায়, কার জন্য কী লাগে, বড় খোকার কাছ থেকে শুনে সেইভাবে ক'রবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর মাঠে। অগণিত জনগণ চারিদিকে তাঁকে ঘিরে আছে। আকাশবাণী পাটনা কেন্দ্রের বি এস রাও ও পাটনার আর একজন ভদ্রলোক এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে নানাবিষয়ে আলোচনা ক'রলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যতিবৃন্দ ও আরও অনেকে কাছে আছেন।

শরৎদা—শরীরের দুটো cell (কোষ)-এর মধ্যে যেমন attraction (আকর্ষণ), repulsion (বিকর্ষণ) আছে—মানুষের ভগবানের সঙ্গে attraction, repulsion (আকর্ষণ, বিকর্ষণ)-এর ব্যাপারটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তি-অনুশায়নী গতি যেটা, সেইটা repulsion (বিকর্ষণ), আর সাত্ত্বিক অনুদীপনী প্রবৃত্তি যাদের, তাদের থাকে attraction (আকর্ষণ)।

প্রত্যেকটা cell (কোষ)-এর মধ্যে positive, negative (ঋজী, রিচী) দুটো point (বিন্দু) আছে, এদের মধ্যে attraction, repulsion (আকর্ষণ, বিকর্ষণ) দুইই আছে। Repulsion (বিকর্ষণ) যেখানে, same charge (সমভরণ) যেখানে, সেখানে বিরহ। আমার প্রিয় আছে, আমি আছি, তাঁর সান্নিধ্যে গিয়ে তাঁর মতো হ'তে চাইলে repulsion (বিকর্ষণ), বিরহ, তখন প্রাণ কেঁদে ওঠে, বুঝতে পারি তাঁকে। বুঝতে পারি যে তিনি অনন্ত, তাঁর শেষ নেই।

প্রকৃতি সংখ্যায়নী প্রকৃতি, কালী বা কাল কই যাকে। আপনি আপনার স্ত্রীতে আকৃষ্ট হ'লেন, সন্তান হ'লো, সংখ্যায়িত হ'লেন। কিন্তু ছেলে হ'য়েও আপনি আপনিই আছেন, আপনার আর ব্যত্যয় হ'চ্ছে না। একটা প্রদীপ থেকে যেমন বহু প্রদীপ জ্বালান।

শরৎদা মহাপুরুষের বিয়ে করা, না-করা সম্বন্ধে প্রসঙ্গ তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখন যেমন প্রয়োজন মনে করেন, তখন তেমন করেন।

শরৎদা—Impersonal God (নৈর্ব্যক্তিক ঈশ্বর)-এর concentric (সুকেন্দ্রিক) রকমটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি সত্তানুশায়ী বশী, বৃত্তিবশীভূত নন, তিনি সত্তায় concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে প্রতি জীবনকে রক্ষা ক'রে চলেছেন।

৩রা কার্ত্তিক, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ২০। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে উপবিষ্ট। যতিবৃন্দ ও স্থানীয় এবং বহিরাগত ভক্তগণ সেখানে উপস্থিত।

ভোরে অষ্টপ্রহর নামসঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হ'য়েছে মন্দিরগৃহে। আটটার পর যজ্ঞাদি আরম্ভ হ'লো। দশটার সময় শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ আরম্ভ হ'লো। ভোরে হরিপদদা (সেন) গেলেন রামপুরহাট থেকে শ্রীযুত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আনতে।

মুঘলসরাই প্যাসেঞ্জারে ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'রলেন।

রাধাকুমুদবাবু বলছিলেন—যে-কোন জায়গার বানপ্রস্থী বা যতিরা থাকতে পারে এমন একটা জায়গা দরকার। মানুষ তৈরী হয় যাতে, তাই করতে হয়। একটা religious atmosphere (ধর্ম্মীয় আবহাওয়া) হ'লেই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজেদের মতো একটা জায়গা হ'লে সব হ'তে পারতো। আমাদের আশ্রমে এমন ছিল যে, যেসব ছেলেরা পড়াশুনা করতো না, ঘুরে ঘুরে বেড়াতো, শুধু ঘুরে বেড়িয়েই তারা অনেক কিছু শিখে ফেলতো।

এরপর রাধাকুমুদবাবু বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—আলাদা যতি-আশ্রম করা, বোর্ডিং করা, লাইব্রেরী করা, ইউনিভার্সিটি করা, এসব তো আমার plan (পরিকল্পনা)-এর মধ্যেই আছে। বাকী কিছু আছে বলে মনে হয় না। যদি কিছু বাকী থাকে সে যা' দিয়েছি, সেই লাইনের মধ্যে পাওয়া যাবে।

আজ সকালে রানাঘাট ও মেদিনীপুর থেকে স্পেশাল ট্রেন আসলো।

এবার উৎসবে একটা বড় কাজ হ'য়েছে আকাশবাণী, পাটনার কর্ম্মীবৃন্দের আগমন এবং উৎসবের প্রথম দিনের ব্যাপার সংক্ষেপে রিলে করার ব্যবস্থা।

এবার উৎসব-অর্ঘ্য সংগ্রহ কম হওয়ায় ঘাটতি পড়বার খুব সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই, শ্রীশ্রীঠাকুর প্রত্যেককে ডেকে ডেকে আরও অর্ঘ্য সংগ্রহের জন্য বলছেন।

আজকের দুটো সভা খুব ভালভাবেই হ'য়ে গেল। কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) বৈদিক মন্ত্রপাঠ খুব ভাল হ'য়েছিল, সকালে মাইকের সামনে কেষ্টদার গীতাপাঠও খুব চমৎকার হ'য়েছিল।

আজকের দুটে সভা চলাকালীন ঘটনাপ্রবাহ আকাশবাণীর তরফ থেকে রেকর্ড করা হ'য়েছে। শ্রীকুমারবাবুর বক্তৃতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে।

৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৬০, বুধবার (ইং ২১। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে আসীন। যতিবৃন্দ ও অগণিত ভক্তবৃন্দ উপস্থিত।

আজ কলকাতা থেকে আর একটা স্পেশাল ট্রেন আসলো। ক্রমাগত জিনিসপত্র নিয়ে লোকজন আসছে, আর শ্রীশ্রীঠাকুর আনন্দে ডেকে ডেকে দূর থেকে কথা বলছেন।

বেলা দশটার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বড়াল-বাংলোর ঘরে এসে বসলেন। শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ ধীমান ও আরও দুই ভদ্রলোক আসলেন।

মেহেরবাবু জিজ্ঞাসা ক'রলেন—বাপুজী যে রামরাজ্যের স্বপ্ন দেখতেন, স্বাধীন হবার পর সে রামরাজ্য আরও দূরে সরে যাচ্ছে, এর প্রতিকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে দোষে আমরা গোড়ায় রামরাজ্য হারিয়েছি, সেই দোষের প্রতিকার করা লাগবে এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি ক'রতে পারব, ততই ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। মণি গুহ, ডি এন গাঙ্গুলী, বিষ্টুদা (ঘোষ) প্রমুখ কতিপয় সাহিত্যিক, ক্যামেরাম্যান, সঙ্গীতজ্ঞসহ আসলেন। তার মধ্যে একজন জীবনের উদ্দেশ্য, জীবজন্মের কারণ ইত্যাদি সম্পর্কে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বুঝি, আমার জীবনের সার্থকতা ঈশ্বরপ্রাপ্তি। আর, জীবনের গতি অন্বিত হয় ইষ্টপ্রাণতায়। আমরা ইচ্ছা ক'রেই এইরকম হ'য়েছি। মূল তিনিই হ'য়েছেন এইসব।

প্রশ্ন—জীবের এত কষ্ট কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তিতান্ত্রিকতা ও সত্তাতান্ত্রিকতা—দুইরকম চলন আছে। এর মূলে আছে জৈবী-সংস্থিতি। আমিই হ'য়েছি ইচ্ছা ক'রে—সেই আমির মূলে আবার তিনি। তিনি আছেন ব'লে আমি আছি। তিনি প্রাণনদীপনা, তিনি সত্তা। সত্তা প্রবৃত্তি নিয়ে সংস্থিত। যখন আমরা প্রবৃত্তিমুখী, তখনই আমরা কষ্ট পাই। আমিই আমার যা-কিছু সৃষ্টি ক'রেছি। তা'না হ'লে আমি ভুগতাম না। সেইজন্য বলে জগন্নাথের হাত নেই।

প্রশ্ন—জীবের শেষ পরিণতি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শেষ পরিণতি তিনিই।

প্রশ্ন—তবে আমাদের করণীয় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠেকব, শিখব। আমার বৈশিষ্ট্যের ভিতর দিয়ে তাঁকেই যেন অনুসরণ করি।

প্রশ্ন—ব্যক্তিগত ইচ্ছা কেন আসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইটেই তাঁর লীলা।

প্রশ্ন—তবে আমরা কর্ম্মফল ভুগি কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইচ্ছা ক'রে করেছি, তবে আমি ভুগব না ভুগবে কে? আমরা যে কর্ম্মফল ভোগ করি, সে মানুষরূপী ঈশ্বরই ভোগ করেন। আমি করছি, এটা না জানলে লীলা হয় না। বাবার আমি। কিন্তু আমার কর্ম্মের দায়িত্ব যদি বাবার উপর চাপাই, তাহলে কিন্তু ফল এড়াতে পারব না। তিনিই সব, তাঁকে বাদ দিয়ে আমার আমিত্ব নেই—সত্যি সেই consciousness (চেতনা) আসলে কোন গোল থাকে না। তখন আর বেতালে পা পড়ে না। সবই লীলা হ'য়ে ফুটে ওঠে। তন্মুখী হ'য়ে আমার জীবন দিয়ে তাঁকে fulfil (পরিপূরণ) করার urge (আকূতি)-এর মধ্য দিয়েই হয় অমৃতত্বলাভ।

সন্ধ্যায় শ্রীযুত যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা ক'রতে। তিনি আজই চ'লে যাবেন। শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'আজই যাবেন? আবার ফাঁকমতো একবার চ'লে আসবেন।'

যতীনবাবু—আপনার আশীর্ব্বাদ থাকলে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আশীর্ব্বাদ কী? আমার লোভই আছে।

যতীনবাবু—আমরা একটা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় করার চেষ্টা করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পূর্ব্বতন ঋষি-মহাপুরুষদের নামে হওয়া ভাল। যেমন, শাণ্ডিল্য বিশ্ববিদ্যালয়। এতে আমাদের আভিজাত্যটা সজাগ থাকে।

যতীনবাবু—এই যে কৃত্রিম দেশভাগ, এ কি টিকতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Power of resistance (প্রতিরোধ-ক্ষমতা) বেশী থাকলে রোগের germ (জীবাণু) repelled (প্রত্যাহত) হ'য়ে যায়, নচেৎ তাইই overpower করে (জয়ী হয়)। Power of resistance (প্রতিরোধ-ক্ষমতা) আমাদের বড় কম। কারণ, আমরা সংহত নই। আমরা প্রবৃত্তির হাতছানিতে চলেছি। আবার, আদর্শ না থাকলে সংহতি আসে না, সমবেত ইচ্ছার উদ্বোধন হয় না। সংহতি না থাকলে শক্তি ক'মে যায়। লাখ রাজনীতি করি কিছুই হবে না, যদি একাদর্শ সবার ভিতর চারায়ে না যায়। তা' না হ'লে সত্তা প্রবৃত্তি-obsessed (অভিভূত) হ'য়ে প্রবৃত্তিকেই অহং ক'রে নিয়ে চলে, সত্তাসম্বর্দ্ধনা থেকে দূরে সরে যায়। তখন ambitious (উচ্চাকাঙ্ক্ষী) হই, auspicious (মঙ্গলকামী) হই না। অন্যকে খাট ক'রে বড় হ'তে চাই, মানুষকে বড় ক'রে বড় হ'তে চাই না। নিজেদের স্বার্থ কোথায় তা'বুঝি না। ভাল ক'রে infuse (সঞ্চারণা) ক'রলেই হয়। ধর্ম্মের জন্য চাই আদর্শ। আদর্শের পথে চলতে লাগে কৃষ্টি। এই কৃষ্টির পথে চ'লতে লাগে যোগ্যতা। যোগ্যতার উপরই অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে।

আবার, চাই সুজনন। এ বাদ দিয়ে হবে না। এতে সময় লাগে, তাই তাড়াতাড়ি আরম্ভ ক'রতে হয়। যত ভালই হই বা মন্দই হই, বাঁচাবাড়াটাকে ছাড়তে চাই না। অনেক ঘা খেয়ে এখন ঠেকে শিখছি। বাঁচাবাড়ার আপূরণী আদর্শানুসরণই ধর্ম্ম। একাদর্শানুসরণে আসে সমবেত ইচ্ছাশক্তি। নইলে কোন দেশ অন্যের স্বার্থপরিপন্থী হ'য়ে টিকে থাকতে পারে না। পরস্পর পরস্পরের স্বার্থান্বিত হ'য়ে প্রত্যেকের টিকে থাকায় কোন বাধা নেই। আর তাইই চাই, প্রত্যেকে বৈশিষ্ট্য নিয়ে টিকবে, একে অন্যের অনুপূরক হবে।

সুশীলদা (বসু)—উনি বলছিলেন, আজকাল রাশিয়ায় নাকি খুব সংস্কৃত-চর্চ্চা হ'চ্ছে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা সুখের কথা। কিন্তু ওরা ধীরে ধীরে আমাদেরই influence (প্রভাবিত) ক'রবে ওদের রকমে mould (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে। খুব তাড়াতাড়ি আমাদের নামা লাগে। ফাঁকি বা concession (ছাড়) নেই ভগবানের জন্য। অন্ততঃ চল্লিশ জন leader নেতা চাই। তাহলে সারা দুনিয়াকে বাঁচাতে পারব, অপকর্ম্মের প্রতিকার ক'রতে পারব।

আমরা বলি, মনু পোড়ায়ে দেও। আমরা বলি, আমরা আর্য্য নই। বলুন, বাপের পরিচয় দিতে যদি লজ্জা বোধ করে তাহ'লে কী হবে?

Government (সরকার)-এরও কৃষ্টির 'পরে ঝোঁক নেই। Divorce (বিচ্ছেদ) ইত্যাদি প্রবর্ত্তন ক'রতে চাচ্ছে। প্রতিলোম আজকাল এন্তার বেড়ে যাচ্ছে। Topmost (উপরমহল) অনেকের এতে আপত্তি নেই। ধর্ম্মান্তরিত হ'তে বা যার-তার কাছে মেয়ে দিতে আপত্তি নেই।

আগে নিম্নবর্ণের শ্রদ্ধা ছিল উচ্চবর্ণের প্রতি। তাতে শ্রদ্ধার ভিতর দিয়ে তাদের উন্নতির পথ ছিল। এখন উল্টো হ'য়েছে। প্রকৃতিকে আমরা ওল্টাতে পারি না। একটা দোপাটী ফুল, কুকুর বা গরুর বেলায় যা' হয়, আপনার আমার বেলায়ও তাই হয়।

উন্নতির বিধিকে যদি অবহেলা করি, তাহ'লে অবনতির বিধি বলবান হবে না কেন? ভগবানের একনাম বিধি। ... মানুষ চাই, movement (আন্দোলন) চাই, vigorous movement (জোরদার আন্দোলন) চাই। মানুষকে কৃষ্টিতে ক্ষেপায়ে তোলা চাই, impetus (অনুপ্রেরণা) দেওয়া চাই। তাই আপনার কাছে প্রার্থনা আমার, খুব ক'রে লাগেন, কারণ, আমরা বাঁচতে চাই।

যতীনবাবু—আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বুকভরা আশীর্ব্বাদ আছে—এই আমার সত্তার ক্ষুধা।

যতীনবাবু—জাপানে বারোটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যারা exclusively (একান্তভাবে) সংস্কৃতশিক্ষা নিয়ে আছে। শ্যামদেশের লোকে টেলিফোনকে বলে দূরশব্দ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জগতের প্রত্যেকটা মানুষ বিশিষ্ট এবং এক। ঈশ্বরও এক, ধর্ম্মও এক। মুসলমানও নেই, হিন্দুও নেই—আর্য্য কথাটাই ঠিক। আমরা আবার আর্য্য কইতে লজ্জা বোধ করি। ওরা বলেছে আমরা mixed (মিশ্র) জাত, আমরাও তাই মেনে নিই। আমি যদি মুসলমান বা জাপানী বিয়ে করি, তবে সন্তান যে আর্য্য তা' স্বীকার ক'রব না। আমাদের কৃষ্টিকে, ধর্ম্মকে আমাদের বাপ বলে স্বীকার ক'রব না। Son by culture (কৃষ্টিসন্ততি) অতি বড় সম্পর্ক, এর চাইতে বড় সম্বন্ধ আর নেই।

আমাদের এখানে তিন মাস অন্তর কনফারেন্স হয়। এতে বহু লোকের মধ্যে একটা familiarity (অন্তরঙ্গতা) grow ক'রেছে (সৃষ্টি হ'য়েছে)। এরা মনে করে যে সবাই মিলে একটা family (পরিবার)। যাজনও চলে এইভাবে।

যতীনদা—মানুষকে জাগিয়ে রাখতে গেলে বলা ছাড়া আর উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নিজে না ক'রে শুধু বললে কিন্তু হবে না, সে-বলায় জোর হয় না।

যতীনবাবু—সে তো ঠিকই। আপনি আচরি ধর্ম্ম, অপরে শিখায়—এমন না হ'লে তো হয় না।

এরপর উড়িষ্যার সুশীলদা (দাস) বহু দাদাদের নিয়ে প্রণাম ক'রতে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিতভাবে প্রত্যেকের সঙ্গে ডেকে ডেকে কথা ব'লতে লাগলেন। এরা স্পেশাল ট্রেনে এসেছেন। মাঝে ট্রেন বাতিল হবার সম্ভাবনা হ'য়েছিল শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর জোরের সঙ্গে বললেন—পরমপিতার দয়া আছে, তোমাদের ট্রেন cancel (বাতিল) করে কে?

বিহাররাজ্যের মন্ত্রী মুনিমসাহেব আসলেন, এস ডি ও এবং সুধীর রায়দা সহ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার খুব সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গে দেখা হ'লো। আমি নড়তে চড়তে পারি না।

মুনিম সাহেব শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা ক'রলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধীর রায়দাকে বললেন—উনি যখন দয়া ক'রে এসেছেন, এস ডি ও সাহেবও এসেছেন, ওদের ভাল ক'রে সব দেখিয়ে দাও, আর দেখ ওঁরা আমাদের জন্য কী ক'রতে পারেন।

সুধীরদা উদ্বাস্তুদের নাম পুঞ্জীভুক্ত করার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দোকান করার প্রচেষ্টার কথা বললেন—বরাবর আমার ইচ্ছা যে মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা ক'রুক, government (সরকার)-এর উপর খুব depend (নির্ভর) করতে গেলে মানুষের যোগ্যতা বাড়ে না। আর, যখন একান্ত পারব না, তখন তো আপনাদের ঠেসে ধ'রব।

এস ডি ও সাহেব—আপনার জনপ্রিয়তার কারণ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তা' জানি না, পরমপিতাই আমার সব। তবে আমি লোককে ভালবাসি।

এস ডি ও—আমি যদি চাকরী ছেড়ে দিয়ে এইরকম করি, তাহ'লে কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি তো মনে করি তাই ভাল। তখন ভগবানের এস ডি ও হবেন।

এস ডি ও—আপনার দীক্ষায় বীজমন্ত্র দেওয়া হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বর-আরাধনার পদ্ধতি ব'লে দেওয়া হয়?

সুধীরদা concentration (একাগ্রতা) সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লে যা' হয়, তা' আপনিই হয়।

এস ডি ও—Concentration (একাগ্রতা) হবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentration (একাগ্রতা) হ'তে হলে চাই love (ভালবাসা)। আচার্য্য বা কামেলপীরে অনুরাগ চাই। ঈশ্বর-উপাসনার জীয়ন্ত বেদী তিনি।

প্রশ্ন—ঈশ্বরের জন্য মাঝখানে গুরুর প্রয়োজনীয়তা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বর ব'লে আমি কিছু জানি না, আত্মাও জানি না কাকে বলে। তাই তাঁকে সঠিকভাবে জানতে গেলে, উপলব্ধি ক'রতে গেলে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন আছে বৈকি!

প্রশ্ন—ঈশ্বরের সঙ্গে সোজা তো যোগস্থাপন ক'রতে পারি, গুরু কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বরটা কী? এই যেমন সূর্য্য আছে ব'লে, সূর্য্যকে কেন্দ্র ক'রে পৃথিবী ঠিক আছে। তেমনি আমরা ইষ্টে সুকেন্দ্রিক হ'য়েই ঠিক থাকতে পারি।

প্রশ্ন—এই সাধনা প্রবৃত্তিমার্গের না নিবৃত্তিমার্গের?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তিমার্গও নয়, নিবৃত্তিমার্গও নয়, ঈশ্বর-মার্গ। সব সাধনাই তাই। প্রবৃত্তি দিয়েই বা কী হবে, নিবৃত্তি দিয়েই বা কী হবে? সেই প্রবৃত্তি চাই যা'তে আমার ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ বাড়ে, বাঁচাবাড়ার পথ সুগম হয়। আর, নিবৃত্তি হল অসৎ যা' তা' হ'তে।

প্রশ্ন—আপনার পূর্ব্বাচার্য্য কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাম, কৃষ্ণ, যীশু, হজরত রসুল সবাই আমার পূর্ব্বাচার্য্য।

প্রশ্ন—তবে riot কেন হল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অজ্ঞতা, বুঝি না। Prophet (প্রেরিত পুরুষ)-এর দোষ নয়, দোষ propagator (প্রচারক)-দের।

৫ই কার্ত্তিক, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ২২। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ ও আরও অনেকে আছেন।

এক ভদ্রলোক এসে নানাবিষয়ে প্রশ্ন ক'রলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মানুষের concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বললেন। অর্থনৈতিক জীবনের মূলে যে যোগ্যতা, যোগ্যতার উদ্বর্দ্ধন ছাড়া যে কিছুই হবার নয় ইত্যাদি কথা বললেন।

উক্ত ভদ্রলোক—State (রাষ্ট্র) কি ক'রে ঠিক হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—State (রাষ্ট্র) কথাটা এসেছে stay (দাঁড়া) থেকে। তোমার দাঁড়াটা আগে ঠিক কর, state (রাষ্ট্র) আপনিই ঠিক হবে।

প্রশ্ন—ধর্ম্মের জাগরণ তো আমাদের দেশে কতবার হয়েছে। কতবার কত মহাপুরুষ এসেছেন, তবু তো সমস্যা ঘুচছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুরুষোত্তমের ধারা ঠিক আছে বরাবর, কিন্তু আমরা propagate (প্রচার) ক'রতে গিয়ে গোল করে ফেলি।

প্রশ্ন—আমাদের দেশের বেশীরভাগ লোকই তো অজ্ঞ, তাই নানাজন তাদের নানাভাবে কাজে লাগান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ সত্যিকার স্বার্থ কী—বোঝে না। তাই, সত্তাপোষণী নীতিগুলি সবার মধ্যে সঞ্চারিত করা লাগে।

প্রশ্ন—এই কর্ম্মসূচী যে বড় সময়সাপেক্ষ, সে সম্বন্ধে কী করা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা ঈশ্বর যাকে বলি, পরমপিতা যাকে বলি, তাঁর রাজ্যে double promotion (দুই ক্লাস উপরে ওঠা)-ও নেই, concession (ছাড়)-ও নেই। যে অপকর্ম্ম করেছি, সেটা make-up (পূরণ) করা লাগবে।

প্রশ্ন—যারা দীক্ষা নিয়েছে, তাদের সবার মধ্যেই যে সাড়া জেগেছে, তাও তো নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাড়া যদি নাও জেগে থাকে, তাদের মধ্যে এতটুকু হ'য়েছে যে, যেখানে বিশ/ত্রিশ জন সৎসঙ্গী থাকে, সেখানে একটা লোক না খেয়ে মরে না। ...

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর আজ খারাপ ক'রেছে। সকালে অনেক সময় শুয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আসলেন। ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিধুবাবু (সেনগুপ্ত) আসলেন দেখা ক'রতে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গলাভাঙা, তাই তিনি কথা ব'লতে পারছিলেন না ভাল ক'রে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাতরভাবে বিধুবাবুকে বললেন—আমার শরীরটা ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত আপনি থাকুন, পরে আপনার সঙ্গে কথা ক'ব ভাল ক'রে।

বিধুবাবু—আমি কিছুদিন এদিকে থাকব, পরে একদিন আসব, তখন আপনার কথা শুনব। আজ শুধু আসলাম দেখতে, আপনি কী টানে টেনেছেন মানুষকে। আপনি অনেক দিন আগে একদিন বলেছিলেন, ফুল যদি জঙ্গলেও ফুটে থাকে, তার সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে সর্ব্বত্র। সেইটেই আজ অনুভব ক'রছি দূর থেকে!

ভারতীয় লোকসভার অধ্যক্ষ অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে তিনি বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুশীলদাকে (বসু) জিজ্ঞাসা ক'রলেন—উনি ভাল আছেন তো? কোন কষ্ট হয়নি তো?

শ্রীযুত আয়েঙ্গার—না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মহাভাগ্য যে ওঁকে এখানে ব'সে দেখতে পেলাম।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার—না, আমারই ভাগ্য। এত লোকের প্রাণপূর্ণ সমাবেশ যেখানে, সেখানেই ভগবান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মুর্খ, আমি সৌজন্যও জানি না, আপ্যায়নাও জানি না, আমার শুধু আছে অন্তঃকরণ।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার—অন্তরেই ভগবান থাকেন, হৃদ্দেশে অর্জ্জুন তিষ্ঠতি। রামচন্দ্রকে ভগবান ব'লে স্তুতি ক'রলে তিনি বলতেন আমি দশরথের পুত্র রাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কিছুই জানি না।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার—আপনারা যদি একখানা পত্রিকা প্রকাশ করেন, এবং তাতে যদি প্রত্যেকের religious life (ধর্ম্মীয় জীবন)-এর experience (অভিজ্ঞতা)-গুলি publish করেন (ছাপান) তবে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলি, ধর এবং ভক্তিপরায়ণ হও—কর, হও এবং পাও। যাই পেতে চাই, অমনি ক'রেই পেতে হয়।

সুশীলদা ও প্রফুল্ল দুজনেই দোভাষীর কাজ করছেন।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার বিদায় নেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ওকে ব'লতে ইচ্ছা করছিল, সতী-স্ত্রী যেমন নিজের ছেলের মধ্যে তা'র স্বামীকে দেখে তা'র সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে, আমিও তেমনি প্রতিপ্রত্যেকটি যা' কিছুর ভিতরই তাঁকে দেখি। ...

শ্রীযুত অনন্তশয়নম আয়েঙ্গার ও জগৎনারায়ণ লাল, উপাধ্যক্ষ, বিহার রাজ্য বিধানসভা, meeting (সভা)-এর পর আবার দেখা করতে আসলেন।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার—কলকাতার যুবকদের মধ্যে ভাল ক'রে প্রচার ক'রতে পারলে ভাল হয়। ... মানুষ শুধু খাবার পেলেই খুশী হয় না, আমরা জেলে 1st class diet (প্রথম শ্রেণীর খাবার) পেতাম, কিন্তু তা'তে ভাল লাগতো না। চাইতাম মহৎ কিছু। তাই, আমাদের দেবজীবনের পথে অগ্রসর হ'তে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষের সংস্কৃতি থেকে দূরে স'রে যাচ্ছি।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার—সংস্কৃতশিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সংস্কৃতশিক্ষা না হ'লে আমাদের উন্নতি ততখানি দূরে স'রে যাবে।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার—ঠিক কথা। আমরা কাশীতে একটা সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় ক'রতে চেষ্টা করছি। প্রত্যেক স্কুলে ভগবদ্‌গীতা যে ভাল ক'রে আবৃত্তি ক'রবে, তাকে পুরস্কার ও scholarship (বৃত্তি) দেওয়া ভাল।

জগৎনারায়ণবাবু—কয়েকজন devoted worker (উৎসর্গীকৃত কর্ম্মী) যদি পেতাম, যারা সংস্কৃত culture (শিক্ষা)-টা spread (বিস্তার) করার জন্য পুরো সময়টা উৎসর্গ করবেন, তা'হলে ভাল হতো।

কেষ্টদা—আমাদের শত শত ঋত্বিক ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ঘোরে। তা'রা সংস্কৃত প্রচারের চেষ্টা ক'রছে।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার—আপনারা হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকেদের কী বলেন? এ সম্বন্ধে জ্ঞান নেই অনেকের।

কেষ্টদা—শ্রীশ্রীঠাকুর এই সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে—'পঞ্চবর্হি' দিয়েছেন। 'একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্/পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধা ঋষয়ঃ শরণম্/তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্/ পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্/এতদেবার্য্যায়ণম্/এষ এব সদ্ধর্ম্মঃ/এতদেব শাশ্বতং শরণ্যম্।'

শ্রীযুত আয়েঙ্গার—এত লোক যদি বাস্তবে কিছু আচরণ করে, তা'হলে ভাল হয়।

কেষ্টদা—যজন, যাজন, নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ অভ্যাস করে। লক্ষ লক্ষ লোক মাসে দুটো ক'রে ভ্রাতৃভোজ্য দেয়।

শ্রীযুত আয়েঙ্গার—ধন্যোঽস্মি।

রাত্রে লোকনৃত্য, নাটক, সিনেমা, যাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হ'ল।

৬ই কার্ত্তিক, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ২৩। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে সমাসীন। উৎসবের বিপুল জনতা যতি-আশ্রমে নূতন তৈরী কাঠের বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে সতৃষ্ণ নয়নে শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবলোকন করছেন। এক-একজন এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে যাচ্ছেন।

সমস্তিপুরের চিত্রনারায়ণদাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমার শোক বীর্য্যে পরিণত হোক। অভিমন্যুবধের পর অর্জ্জুন যেমন বলেছিল—'আজি রণে কর্ণবধ হইবে নিশ্চয়'। তুমিও তেমনি ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাকল্পে সংকল্পবদ্ধ হও, ফূর্ত্তিসে লেগে যাও।

আর একটি দাদা বলছিলেন—আমি যারই ভাল করেছি, সেই আমার ক্ষতি করেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তবু তোমার একটা আত্মপ্রসাদ এই যে তুমি মানুষের জন্য করতে পেরেছ।

বীরভূমের দুইজন ভাগবত পাঠক এসেছেন—তাঁরা আত্মপরিচয় দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ক'রে ভাগবত লাগান, নিজে ভাগবতের মত হন, আর impart (সঞ্চারিত) করুন সবার মধ্যে। এই তো আমাদের কাজ। চালান, খুব চালান ফূর্ত্তি ক'রে।

ব্রজেনদা (দে)—নাটক লিখব কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বইগুলি প'ড়ে ফেললে হয়। আর মাঝে-মাঝে এখানে আসলে হয়।

ব্রজেনদা—বিবাহ-সমস্যা নিয়ে লিখবো ভেবেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা হ'লো acute problem (তীব্র সমস্যা)। এটাই fundamental (মূল) জিনিস। মানুষ জন্মায় এর ভিতর দিয়ে। এইটেকে যদি পরিশুদ্ধ করতে না পারি, তবে কিছুই হবে না।

ব্রজেনদা—আমার স্থৈর্য্য লাভ হবে কিসে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থপরায়ণতা যত গভীর হবে, ততই স্থৈর্য্য লাভ হবে। স্থৈর্য্য মানে কাঠ-পাথর হ'য়ে যাওয়া নয়। যা' কিছু ঘটবে, তাকে principal-এ (মূলে) বিনায়িত ক'রে সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ক'রে তোলাই স্থৈর্য্য।

কমলাক্ষদা (সরকার) টাটানগর স্পেশাল নিয়ে আসলেন, তিনি ওই প্রসঙ্গে বললেন—দাদারা কেবল আমাকে জুতো মারতে বাকী রেখেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—ওই জুতোই ভাল, জুতোর ভিতর দিয়ে সুতো পাওয়া যায় কাজের।

ভাগবত পাঠকদের একজন তাদের সংগঠনী প্রচেষ্টার কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লাগানো লোক দেখলে আমার খুব ভাল লাগে। যারা ভগবানের জন্য লেগেবেঁধে খাটে, মানুষের জন্য খাটে, তাদের দেখলে আমার খুব ভাল লাগে। ওতে হাড়মাংস-রক্ত পর্য্যন্ত শুদ্ধ হ'য়ে যায়।

ব্রজেনদা—আমাদের শাস্ত্রে অনুলোম বিয়েটাই দেখা যায়। প্রতিলোমের সমর্থন নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিপরীতটা ভাল না। Make-up অর্থাৎ জৈবী-সংগঠনটা উল্টো হ'য়ে যায়। এটা scientific (বৈজ্ঞানিক) জগতেও ঠিক। গরু, ভেড়া, গাছপালা,

মানুষের বেলায়—সর্ব্বত্রই ঠিক। দেখেন না pedigreed dog (ভালজাতের কুকুর)-এর কী সমাদর।

ব্রজেনদা—আমি ভাবি লেখার মধ্য দিয়ে যদি দেশের কিছু সেবা ক'রতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যার যা' সম্পদ আছে, তাইই চালান লাগে ইষ্টার্থপোষণী ক'রে। ভজনবিহীন ভাগ্য আর যজ্ঞেশ্বরবিহীন যজ্ঞ দুইই নিরর্থক।

ব্রজেনদা—আপনি আশীর্ব্বাদ ক'রুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার বুকভরা আশীর্ব্বাদ আছে। আমার সম্পদ, ভরসা, জ্যোতি, তৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষা যা-কিছু—আপনারা।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আসীন। আজ এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফিল্ম তোলা হল ও কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা হল।

আসামের নীলমণি ফুকন আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ওঁর কথা রেকর্ড ক'রলে হয়।

নীলমণিবাবু—আমি একটা কথা জানতে চাই—ধর্ম্মের ভিত্তিতে জগতের সংহতি আসতে পারে কিনা?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মকে যখন পরিপালন করি, আদর্শকে যখন মানি, তখন সংহতি আপনিই আসে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ওই বিষয়ে আবার প্রশ্ন ক'রলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম যেখানে, সেখানে তো সংহতি হ'য়েই আছে। কিন্তু তার রূপ ফুটিয়ে তোলা দরকার।

নীলমণিবাবু আর্য্যকৃষ্টি সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা আমাদের রক্তেই আছে। আমরা যতই ধর্ম্মকে অনুসরণ ক'রব, ততই এটা বাস্তব রূপ নেবে।

নীলমণিবাবু জাতবিচার সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জাতবিচার ভগবানই ক'রে রেখেছেন। প্রত্যেকটাই এক, একটা মানুষের মতো আর একটা মানুষ পাওয়া যায় না। দুনিয়ার সব-কিছুই যেন বলে দিচ্ছে—ঈশ্বর এক, প্রত্যেকেই এক। যা' হোক, আভিজাত্য ভাল, জাত্যভিমান ভাল না। বংশের ধারা ঠিক রাখা লাগে। একটা ন্যাংড়া আম পরিচর্য্যার দোষে একটা লিচুর মত হ'য়ে যেতে পারে। কিন্তু তার প্রজাতি যদি ঠিক থাকে, তাহলে উপযুক্ত পরিচর্য্যার ভিতর দিয়ে আবার সুপুষ্ট ন্যাংড়ায় পরিণত করা যায়। সবকিছুকে সত্তাপোষণী ক'রে নেওয়াই ধর্ম্ম ও কৃষ্টির লক্ষ্য।

জাস্টিস রেণুপদ মুখোপাধ্যায় আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ফিল্ম তোলার ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে বললেন—কী সব রকম করেছে, দেখেন তো দাদা! মুশকিল!

রেণুপদবাবু—এসব থাকলে অসুবিধাই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিশেষতঃ আমার মত মূর্খ মানুষের।

দুই-এক কথার পর নীলমণিবাবু ও রেণুপদবাবু তখনকার মত বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যায় বলদেববাবু আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বললেন।

৭ই কার্ত্তিক, ১৩৬০, শনিবার (ইং ২৪। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর আজ খুব অসুস্থ, ফেরেনজাইটিসে ভুগছেন।

আজ সকালে আশীর্ব্বাণী ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কতিপয় বাণী কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) পাঠ ক'রলেন, এবং সেগুলি তখনই রেকর্ড করা হল। তারপর আরও কিছু ফিল্ম তোলা হল।

বিকালে ছেলেপেলেদের আবৃত্তি ও সঙ্গীতাদি হ'লো। তারপর সন্ধ্যায় শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। জাস্টিস ডি এন সিনহা, সভাপতি এবং বলদেব সহায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। বক্তারা ছিলেন ই জে স্পেন্সার, সুহৃদ মল্লিক চৌধুরী, শরৎচন্দ্র হালদার প্রমুখ।

৮ই কার্ত্তিক, ১৩৬০, রবিবার (ইং ২৫। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর আজও খুব অসুস্থ। তিনি মাত্র একবার সকালে কয়েক মিনিটের জন্য যতি-আশ্রমে এসে ফিরে গেলেন। যা' হোক যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে যতি-আশ্রমের সামনে সমবেত বিনতি-প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাণী পাঠ ইত্যাদি হ'লো। দেশের নানা প্রান্ত থেকে আগত বিশাল জনসমুদ্রের সেই ভক্তিপ্লুত প্রার্থনাদি একটা দেখবার মত জিনিস। বরাবর শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমে বসে থাকেন, তাঁর সামনেই প্রার্থনাদি হয়। আজ তিনি অসুস্থ হয়ে ঘরে শুয়ে আছেন। সবটার মধ্যে ঐ জন্য কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে।

আজ প্রচার-বিভাগের ফিল্ম ডিভিসনের তরফ থেকে লোক এসেছে শ্রীশ্রীঠাকুরের এবং এই অনুষ্ঠানের ছবি নেবার জন্য। প্রথমে তাঁরা এবং বিষ্টু ঘোষদার দল সমবেত প্রার্থনা ইত্যাদির ছবি নিলেন, পরে তাঁরা দালানের ঘরে এসে ছবি নিলেন।

৯ই কার্ত্তিক, ১৩৬০, সোমবার (ইং ২৬। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বড়াল-বাংলোর বারান্দায় এসে বসেছেন। শ্রীযুক্ত অনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ আসলেন। তিনি বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মহাভাগ্য আপনি আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে হাতে করে লাঠি দিলেন অনুগ্রহবাবু ও এস ডি ও সাহেবকে।

অনুগ্রহবাবু সুহৃদদার (মল্লিক চৌধুরি) কাছে পাবনা-আশ্রম সম্বন্ধে জানতে চাইলেন।

সাধারণ সভা শেষ হয়ে যাবার পর বিনোদাবাবুসহ অনুগ্রহবাবু এবং সুন্দরীদেবী এলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে।

১০ই কার্ত্তিক, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ২৭। ১০। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর যতি-আশ্রমের আঙ্গিনায় এসে বসেছেন। সন্ধ্যার ঘোর কেটে গেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর নির্দ্দিষ্ট বিছানায় বসে গড়গড়ার নল টানছেন। মুখে তাঁর অনাবিল সারল্য। জনকোলাহলপূর্ণ আশ্রম-পরিবেশের মধ্যে যতি-আশ্রমের পরিবেশটি যেন শান্ত, স্নিগ্ধ ও মধুর বলে মনে হচ্ছে। যতি-আশ্রমের ঘেরার বাইরে দাদা ও মায়েরা দাঁড়িয়ে আকুল নয়নে চেয়ে আছেন প্রিয়পরমের পানে। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নেহল চক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সন্ধ্যার অন্ধকার ভেদ ক'রে তাঁর সন্তানদের শরীরে বুলিয়ে দিচ্ছে স্নেহের পরশ।

ওদিকে সভা ভঙ্গ হলে সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে বললেন—আসুন, বসুন।'

শ্রীকুমারবাবু আসন গ্রহণ করলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর একদৃষ্টে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন, যেন বিদেশাগত পুত্রকে স্নেহময় পিতা সস্নেহে নিরীক্ষণ করছেন। অপূর্ব্ব তাঁর এই আকুলকরা চাহনি। সকলেই চুপচাপ। শ্রীশ্রীঠাকুর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে বললেন—উনি যদি থাকতেন, তা'হলে যে কী আনন্দ পেতাম, তা' আর বলা যায় না। আমি যেন সন্দেশ পাইছি!

শ্রীকুমারবাবু জানালেন যে, থাকা তাঁর পক্ষে অসুবিধা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি অত শত বুঝি না, তবে আপনাকে পেয়ে যেন সন্দেশ খাচ্ছি বলে মনে হচ্ছে।

শ্রীকুমারবাবু শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে খুশীতে ভরে উঠেছেন। বললেন, সাহিত্যে যা' লাভ করা যায়, আপনি তারও উপরে চলে গেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি অত শত বুঝি না, তবে আপনি যে আমার কাছে সন্দেশ, তা' বুঝি।

প্রফুল্ল—আপনি যদি কয়েকদিন থাকতেন, তা'হলে ভাল হতো।

শ্রীকুমারবাবু—আমার একদম সময় নেই। কাল কলকাতা পৌঁছেই পরশু জয়পুরে বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনে যেতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে (হালদার) লক্ষ্য ক'রে বললেন—একবার ফাঁক বুঝে ওঁকে নিয়ে আসবেন। (মৃদু হেসে শ্রীকুমারবাবুর দিকে চাইলেন)।

সাহিত্যে ভাষার নবীনতা সম্বন্ধে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকুমারবাবু বললেন—অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ হচ্ছে ভাষা। অনুভূতি নূতন নূতন হলে ভাষাও নূতন হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাষা আসে ভাবের থেকে, আর ভাব আসে বোধের থেকে।

শরৎদা (হালদার)—আর বোধ আসে কিসের থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যতই সুকেন্দ্রিক হই, আমাদের বোধগুলিও ততই অন্বিত হয়ে ওঠে। আর, তা' না হলে এই বোধগুলি ছন্নছাড়া হয়।

শ্রীকুমারবাবু—ভাবের ভেতরে যত গভীরভাবে অনুপ্রবেশ করা যায়, বোধও তত গভীর হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুপ্রবেশ আমরা সবটার ভেতরে করতে পারি। কিন্তু সুকেন্দ্রিক না হলে, meaningfully adjusted (সার্থকভাবে বিন্যস্ত) না হলে সে বোধগুলি অন্বিত হয়ে ওঠে না। আমরা সজাগ থাকলে দুনিয়া আমাদের যে impulse (সাড়া) দেয়, তার কতক নিই আর কতক ছাড়ি। ইষ্টের প্রতি love (ভালবাসা) হলে কোন্‌টা favourable (অনুকূল), কোন্‌টা unfavourable (প্রতিকূল), তা' বুঝতে পারি।

মা যেমন ছেলের জন্য করে। এ কোনও যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে করে না। কোন্‌টা ছেলের পক্ষে ভাল, কোন্‌টা মন্দ তা' বুঝে মা যথাযথ ব্যবহার করে। দুনিয়ায় বড়-বড় বিদ্বান মানুষ থাকতে পারে। কিন্তু তারা যদি সুকেন্দ্রিক না থাকে, তা'হলে তাদের বোধগুলি ছন্নছাড়া হয়ে থাকে। তারা যেদিক-সেদিক কাত হয়ে পড়তে পারে যে-কোনও সময়। হয়তো এমন একটা কাজ করে বসল যা' আত্মঘাতী।

শরৎদা—বহু কবিকে দেখা যায় যে, তাঁরা কবিতা লেখেন, লোকের কাছে মান্যগণ্যও হন। কিন্তু হয়তো আদর্শ বা ইষ্টনিষ্ঠ নন, সুকেন্দ্রিক নন। তাঁদের বোধ তো ছন্নছাড়া?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা এই সংহতি, ধর্ম্ম, কৃষ্টি বা আদর্শের মাথায় বাড়ি দেওয়ার গুরুঠাকুর। তারা হয়তো এমনতর কবিতা লিখলো যা' মানুষের সত্তার পক্ষে suicidal (আত্মঘাতী)। বোধ কন্‌ বা intelligence (বুদ্ধি) কন্‌—তার মানেই হচ্ছে choice (পছন্দ) ক'রে নেওয়া, কোন্‌টা favourable (অনুকূল), কোন্‌টা unfavourable (প্রতিকূল) তা' বুঝে চলা।

২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ১২। ১১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনে বসে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) প্রমুখের সঙ্গে কথা বললেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি জানি যে তাও জানি না, আমি জানি না যে তাও জানি না। দেখি, শুনি, বুঝি, অনুভব করি, চলি। জানা এমনতর নয় যে fullstop হয়ে গেছে। তাই জানি যে তাও জানি না। জানি না যে তাও জানি না। ব্যক্ত করা যায় কোনওরকমে, এমনতর জ্ঞানের পারেও বোধ থাকে। সে বোধ বিকাশে আনা যায় না। এখানে বাক্য নিবৃত্ত হয়ে আসে, আর বোধদীপনা এন্তার হয়ে থাকে। পেয়েও তার অভিব্যক্তি দেওয়া যায় না। কেন হয় এটা জানতাম না। আবার, তা' জেনে ফেললাম, তাও হয় না।

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ১৭। ১১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূর্ব্বদিকের বারান্দায় এসে বসেছেন। তাঁর বিছানায় রোদ এসে পড়েছে। বাইরে অনেকে দাঁড়িয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা (সাউ)-কে ডেকে হাসতে-হাসতে বললেন—ও কেষ্ট! দীক্ষা-ঘরগুলি ও যতি-আশ্রমের বেড়া চার ইঞ্চি গাঁথানি হবে, তুমি যদি ব্যবস্থা ক'রে দাও লক্ষ্মী!

শ্রীশ্রীঠাকুর জ্ঞানদার (গোস্বামী) দিকে চেয়ে মৃদুহাস্যে বললেন—কেষ্ট যে কোন্ দিক দিয়ে টুক্ ক'রে ক'রে ফেলবে, কেউ ঠিকই পাবে না, ও খুব পারে।

প্রফুল্লদা (হোড়) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে ডেকে বললেন—প্রফুল্ল! আমার মনোহরের (সরকার) ছেলেটাকে পাশ করায়ে দিতে পারবি? সে কিন্তু খুব দুষ্টু!

প্রফুল্লদা—হ্যাঁ! চেষ্টা করব, আমার কাছে আসে যেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর মাদারদা (কুণ্ডু)-কে দিয়ে মনোহরকে ডাকালেন।

মনোহর আসলে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লদাকে বললেন—এই মনোহর, বড় ভাল, সারা প্রাণ দিয়ে আমার কাজ করে, ওর ছেলেটাকে ঠিক ক'রে দিবি। ও দুষ্টু কিন্তু। দুষ্টু মানে সাধারণ ছেলেপেলে যেমন হয়ে থাকে।

প্রফুল্লদা (হোড়) মনোহরদাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

প্রফুল্লদা (হোড়) কয়েকখানা dictionary (অভিধান) সাময়িকভাবে চাচ্ছিলেন।

প্রফুল্ল—এখানে ঠাকুরের যা' আছে, তা' তো সবসময় দরকার হয়, বাইরে দেওয়া মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাদারদাকে ডেকে বললেন—মাদার! চারখানা dictionary (অভিধান) দিবি তপোবনের জন্য?

মাদারদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লদাকে (হোড়) বললেন—তুই লিখে দিস, কী dictionary (অভিধান) লাগবে। (মাদারদাকে দেখিয়ে) ওর নাম মাদার কুণ্ডু, এখানে বাজারে দোকান আছে। প্রায়ই কলকাতায় যায়। ওর কাছে লিখে দিলে ও যোগাড় ক'রে ফেলবে। এইসব করতে পারলে আমার ভাল লাগে। সারাদিন ঘুঘুর মতো বসে থাকি। এইভাবে কী যে করি, তা' আমি নিজেই ঠিক পাই না।

Construction-এর ধূম চলেছে, ব্রজগোপালদার (দত্তরায়) ঘর হচ্ছে। শ্রীশ্রীবড়মার ঘর হবে। কেষ্টদার library (পাঠাগার) ও থাকার ঘর হবে। হরিপদদার (সাহা) ঘর হবে। যতি-আশ্রমের দেওয়াল পাকা হবে। ক্রমান্বয়ে পরপর চলবে। শ্রীশ্রীঠাকুর ক্রমাগত অর্থসংগ্রহ করছেন।

ইদানীং শ্রীশ্রীঠাকুর প্রায়ই নিভৃত-কেতনে থাকেন।

গত পরশু রাত্রে পূজনীয় খেপুদা এসেছেন। খেপুদা কাল সকালে যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে আসেন, শ্রীশ্রীঠাকুর কেমন সহজভাবে বললেন—দ্যাখ্! সেই সময় তুই যখন এনায়েতকে ঐগুলি দিলি, আমি এখানে অসুস্থ, আমার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করলি না। আমি কিন্তু মনে খুব ব্যথা পেয়েছিলাম।

এরপর অনেকক্ষণ নিভৃতালাপ হ'লো।

সুশীলদা, ব্রজগোপালদা প্রমুখ সাধু-সন্ন্যাসীর কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, জঙ্গলে-টঙ্গলে গিয়ে যে বড় কিছু একটা হয়, তা' হয় না। Conflict-এর (দ্বন্দ্বের) মধ্য দিয়ে যা' হয়, তাই পাকা হয়। ব্যক্তিত্বে গেঁথে যায় তা'। আপনাদের মতো সাধু India-য় (ভারতে) কটা আছে খুঁজে দেখেন গে। আমার কথা বলছি না, আপনারা। জঙ্গলে যেয়ে বসে থাকে যারা, তারা দেখেন গে প্রায় লোকই সাধু, কোন conflict (দ্বন্দ্ব) নেই, তাই সাধু। কিন্তু প্রকৃত সাধু মানে যে perform (নিষ্পন্ন) করতে পারে—অন্বিত সঙ্গতি নিয়ে।

সুশীলদা—ঐ মাপকাঠিতে অনেক সাধুই তো বাতিল হয়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসতে-হাসতে)—কিন্তু আপনারা বাতিল হবেন না।

সুশীলদা—আপনি আছেন, তাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি থাকি বা না-থাকি।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে নিভৃত-কেতনের পূর্বদিকের বারান্দায় চৌকিতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) প্রমুখ উপস্থিত।

বিনোদাবাবু এসেছেন। তাঁর সঙ্গে অনেক বিষয়ে কথাবার্ত্তা হলো। হিন্দুরা নির্বীর্য্য হয়ে যাচ্ছে, বিনোদাবাবু সেই সম্বন্ধে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Tradition-এর (ঐতিহ্যের) লাগামওয়ালা, ধর্ম্ম ও আদর্শের লাগামওয়ালা পরাক্রম চাই। যাকে বলে instinct of pugnacity (অসৎনিরোধী পরাক্রম), ওদের বরং তা' আছে। আর, সেইদিন যা' বলছিলাম—অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ। তা' যদি চালাতে পারেন, তাহলে ঠিক হয়ে যায়।

দেখেন, মুসলমানরা বেশ্যাকে জাতে তুলে নেয়, আমাদের সে কর্ম্ম নেই। ... যেখানে-যেখানে আমাদের weakness (দুর্ব্বলতা) আছে, ফুটো আছে, সেটা বন্ধ করা লাগবে। আর, লাভের যেটা, সেটা খুলে দেওয়া লাগবে।

বিনোদবাবু—খ্রীষ্টান মিশনারীরা সাঁওতাল মেয়েদের পড়াচ্ছে, তাদের convert করছে (ধর্ম্মান্তরিত করছে)। শিক্ষিত সাঁওতাল ছেলেরা বিয়ে করতে গিয়ে ওদেরই করে। তাদের বিয়ে ক'রে খ্রীষ্টান হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাই তো! তবে ভেবে দেখেন।

২রা অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ১৮। ১১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃতে-কেতনে পূর্ব্বদিকের বারান্দায় চৌকিতে উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানায় পায়ের কাছে ও গায়ে রোদ এসে পড়েছে। পেছনে তিনটে কোলবালিস দিয়ে উঁচু ক'রে দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর হেলান দিয়ে বসে তামাক খাচ্ছেন। সামনে দুই পায়ের পাশে দুটো কোলবালিস। একটা হাঁটু কোলবালিশের ওপর ঠেসান দেওয়া। আর-একটা হাঁটু উঁচু ক'রে বসেছেন। বসার ভঙ্গীটি অপূর্ব্ব লাগছে। সুপ্রসন্ন মনে কথাবার্ত্তা বলছেন। প্যারীদার (নন্দী) সঙ্গে একটা ওষুধ সম্বন্ধে আলোচনা করছেন। আকাশ সুনির্ম্মল, রোদ ছেয়ে গেছে চারিদিকে। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানা, জামাকাপড়, সবই তুষারশুভ্র। ঘরের বারান্দাটি পরিচ্ছন্ন, ছিমছাম। নেই কোনও আসবাবের বাহুল্য। শ্রীশ্রীঠাকুরের ছোট্ট একখানা চৌকি আর নিচেয় আশেপাশে দুটি পিকদানি, গড়গড়া, গাড়ু, গামছা, জলের ঘটি, শ্রীশ্রীঠাকুরের একজোড়া চটি। অদূরে ভক্তদের বসবার জন্য পাশাপাশি দুইখানি সতরঞ্চ পাতা।

চন্দ্রেশ্বর (শর্ম্মা) কয়েকখানি চিঠি নিয়ে আসল। কোন্ চিঠির কী উত্তর দিতে হবে শ্রীশ্রীঠাকুর নির্দ্দেশ দিলেন। তারপর বললেন—যেখানেই চিঠি লেখ, খুব exciting tone-এ (উদ্দীপনী সুরে) চিঠি লিখবে। মানুষ যেন মনে করে, দেবতার হাত থেকে চিঠি পেলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের নতুন ঘরের গঠনবৈচিত্র্য দেখে বাইরের বহু লোক খুব প্রশংসা করছেন। আত্মপ্রসাদের ভাব নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর সেই কথা বললেন।

কাহারপাড়ার মায়েদের যে বেনারসী দেওয়া হয়েছে, তারা তাই পরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করতে এসেছেন। মায়েরা ঐ কাপড় পরে খুব খুশী। শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁদের দেখে উল্লসিত হয়ে বললেন—বাঃ! বেশ হয়েছে।

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ১৯। ১১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনে পূর্ব্বদিকের বারান্দায় চৌকিতে পাতা ধবধবে সাদা বিছানায় বসে আছেন। সুশীলদা (বসু), হরিপদদা (সাহা), মেণ্টু (বসু), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ কাছে আছেন। রোদ পড়েছে বিছানায়। শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্নমনে কথাবার্ত্তা বলছেন।

ক্যাসপারমনের লিখিত cell-life (কোষজীবন) সম্পর্কিত সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল সম্বন্ধে সুশীলদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যে বলেছি, তার সঙ্গে মেলে। মেলে যখন তাতে মনে হয়, আমাদের ভিতর একটা inner eye আছে, যাকে বোধিচক্ষু কয়, সে সবকিছুই gaze (অনুমান) করতে পারে।

Gene (জনি) সব cell-এর (কোষের) মধ্যেই আছে, কতকগুলি cell (কোষ) আছে re-productive (জননক্ষমতাসম্পন্ন), কতকগুলি cell (কোষ) তা' নয়। এই যে নামধ্যান ক'রে নানারকম দেখতে পারি, তার মানে unfoldment of gene (জনির বিকাশ) হয়। এক-এক রকম gene (জনি) যখন excited ও activised (উত্তেজিত ক্রিয়াশীল) হয়, তখন সেই স্তরের বোধ ফুটে ওঠে। আমার একটা normal concentric go (স্বাভাবিক সুকেন্দ্রিক গতি) ছিল। এটা ফুটে উঠেছিল মার উপর নেশাকে কেন্দ্র ক'রে। মা যে আমাকে খুব আদর করতেন তা' নয়। তিনি একদিনও আমার সুখ্যাতি করতেন না, বরং কি মার মেরেছেন।

সুশীলদা—মার অতো প্রহারে আপনার মার প্রতি বিরাগ হতো না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না। আমার যে উপায়ই ছিল না। তিনি ছাড়া যে আমার পথই ছিল না।

সুশীলদা—নামের প্রভাবে সমস্ত diseased condition (রুগ্ন অবস্থা)-ই তো eleminated (দূরীভূত) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিনন্দনদাকে (প্রসাদ) বললেন—হরিনন্দন! তুমি মা-বাপের কাছে মার খাওনি?

হরিনন্দনদা—হ্যাঁ, খুব!

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার সঙ্গে মিল আছে। এরপর তিনি তাঁর ছেলেবেলায় ঝড়ের দিনে স্কুল থেকে আসার কাহিনী বললেন।

নবদীক্ষিত শ্রীঅমিয়রঞ্জন দাশগুপ্ত শ্রীযুক্ত আশু জোয়ারদারদার সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শনে এসেছেন। হাউজারম্যানদা, মেন্টু ভাই প্রমুখ কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের সংহতি হয় আদর্শে। রাষ্ট্রে সংহতি হয় না, তাতে নানরকম party (দল) ইত্যাদি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর অমিয়দাকে বললেন—মাতাল যেমন সব কাজের মধ্যে ফাঁক ক'রে পাছটান মেরে শুঁড়ির দোকানে ঢুকে পড়ে, তেমনি সব কাজের মধ্যে ফাঁক ক'রে এখানে চ'লে আসতে হয়। জানতে হয় এইটেই নিজের বাড়ী। বাঙালী যেমন বাড়ীমুখো হয়, তেমনি বাড়ীমুখো হ'য়ে থাকতে হয়।

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ২০। ১১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় চৌকিতে পাতা শ্বেতশুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। চুনীদা (রায়চৌধুরী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত। কালকের লেখাগুলি পড়া ও আলোচনা করা হ'ল।

আশু জোয়ার্দ্দারদার অসাধ্য সাধন সম্পর্কে (গত কয়েক মাসে আট/দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা) শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বলা হ'ল। চুনীদা বললেন—আপনি যে কাকে দিয়ে কী করাতে পারেন আর না পারেন, তার ঠিক নেই। আশুদার ব্যাপারটা খুব encouraging (উৎসাহজনক)।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুললিতকণ্ঠে সুর ক'রে বললেন—'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং/যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।'

শ্রীশ্রীঠাকুর রাতে উপরি উক্ত স্থানে আছেন। হরিনন্দনদা (প্রসাদ), বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), আরও অনেকে তাঁর কাছাকাছি ব'সে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বৈকুণ্ঠদাকে একটি জিনিস দেখিয়ে বললেন—'দেখ তো মনোহর হুয়া হ্যায় কি নেহি'—ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার বললেন, হিন্দীটা কী হবে?

হরিনন্দনদা—ঠিক হ'য়েছে।

দিল্লির একটি দাদা—আপনিই তো মনোহর।

হরিনন্দনদা—কিসে concentric (সুকেন্দ্রিক) হবে মানুষ?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরু, আচার্য্যে।

প্রশ্ন—Tune (সঙ্গতি) কি ক'রে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Love and service (ভালবাসা এবং সেবা) দিয়ে।

প্রশ্ন—সদ্‌গুরুর affection (স্নেহ)-ও তো দরকার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরুর affection (স্নেহ) আছেই, যেমন ঈশ্বরের affection (স্নেহ) আছেই। পরমাত্মা যেমন তাঁর আত্মিক সম্বেগে সবাইকে সঞ্চলনশীল ক'রে রেখেছেন, তা' চোর হ'লেও থাকে, ভাল হ'লেও থাকে, যতক্ষণ থাকতে পারে। তবে আমরা তাঁকে যত ভালবাসব, ততই আমাদের ভালবাসাই তাঁর affection (স্নেহ) বোধ ক'রিয়ে দেবে এবং আমরাও তাতে মঙ্গলের অধিকারী হব।

শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার (সাহা) মাকে দেখে বললেন—ও রমণের মা! 'নুচি' খাবা নাকি? তার সঙ্গে একটু খিচুড়ী আর তরকারী! কী বল, একটু ক্ষিদে ক্ষিদে হইছে না এখন?

রমণদার মা—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও কিরণ!

কিরণ-মাকে ডাকা হ'ল। কিরণ-মা আসলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—'দেখ, ভাল ক'রে লুচি, তরকারি আর খিচুড়ি ক'রে যদি আন, তবে পূর্ণিমার রাত্রে রমণের মার একটু জলযোগের ব্যবস্থা হয়। খুব তোফা মাল করা চাই।

রমণদার মাকে বললেন—রমণের মা! তোমার মত সুখী মানুষ খুব কম, তুমি যে কী ভাগ্য ক'রে আইছ।

রমণদার মা—আপনার কৃপা।

রমণদার মা চ'লে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তা' রমণের মা থাকায় বেশ আমোদে থাকা যায়। Serious (গুরুত্বপূর্ণ) ব্যাপারের ফাঁকে ফাঁকে প্রহসনের দরকার। পরমপিতা তাই রমণের মাকে জোটায়ে দিছেন। ... তবে যখন অশ্লীল কথা বলে, মুখ খোলে, তখনই মুশকিল।

বেবীমাকে বললেন—সদভ্যাসগুলিতে ছেলেপেলেদের ছেলেবেলা থেকে অভ্যস্ত করে তুলতে হয়। সেটা মা নিজে ক'রে তাদের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবে। তখন ঠিক ক'রে না দিলে, বড় হ'লে ছেলেপেলে বেহাতি হ'য়ে যায়।

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ২১। ১১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের বারান্দায় ব'সে উপস্থিত ভক্তবৃন্দদের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা বলছেন। ছয় বছর আগে ডাঃ রবিদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) এখানে থাকাকালীন তাঁর কলকাতায় রোগী দেখার অবিশ্বাস্য ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল।

বিষ্টু ঘোষের অফিস থেকে এখানে (দেওঘরে) অতিরিক্ত সময় থাকার জন্য explanation call (কৈফিয়ত তলব) করে। একদিন বেলা আড়াইটের সময় তার অফিসে গিয়ে written explanation submit করার কথা ছিল। সেইদিন তিনি

ঘুমিয়ে পড়েন। বেলা চারটেয় অফিসে যেতেই সহকর্ম্মীরা অনন্যসাধারণ হ'য়েছে বলে অভিনন্দন জানায়। অথচ তিনি আড়াইটের সময় ঘুমিয়ে, অফিসে কোনও written explanation-ই দেননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথায়-কথায় বললেন—মাণিক বেবীর ছাওয়াল মহামাণিক হ'য়ে উঠবে। আমার কিছুতেই মনে হয় না যে ও বড় হ'য়েছে। সোহাগ ক'রতে ইচ্ছে করে। আবার ভাবি গিন্নি হ'য়ে গেছে, অমন করলে কী মনে করবে? ছেলেমেয়ের মানুষ হওয়ার ভূমি হ'ল মা-বাবা। স্ত্রীর স্বামীর প্রতি সোচ্চার শ্রদ্ধা-ভক্তি, আবার স্বামীর ইষ্টনিষ্ঠা ও স্ত্রীর প্রতি সাত্ত্বিক স্নেহ-মমতা, এর ভিতর দিয়েই গড়ে ওঠে ছেলেপেলে, গড়ে ওঠে দুনিয়া।

৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ২২। ১১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায়। শৈলমা, রমণদার (সাহা) মা, সাধনা প্রমুখ খুব কলরব ও কোলাহল শুরু ক'রে দিয়েছে। সবাই তাদের ঝগড়া শুনে খুব আমোদ অনুভব করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—বিশ্বামিত্র যখন তপস্যা ক'রতেন, তখন ত্রিবিদ্যা (তিনটি মেয়েছেলে) তাঁকে বিরক্ত করত। ... আমার এখানেও ত্রিবিদ্যা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে পূর্বোক্ত স্থানে আসীন। অনেকেই উপস্থিত। এ বেলা শ্রীশ্রীঠাকুরের শরীর কিছুটা খারাপ। এর মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি টাকা সংগ্রহ ক'রেছেন।

এরপর পূজনীয় শান্তভাই-এর কাছে একটি চিঠি লেখালেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, আলো জ্বলছে। শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকিতে ব'সে আছেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) মাটিতে ব'সে শ্রীশ্রীঠাকুরের পা টিপে দিচ্ছেন। বাইরে অনেকে, বারান্দায় সুশীলদা (বসু), ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) প্রমুখ আছেন। শান্ত শীতল আবহাওয়া। একটা গভীর তৃপ্তি ও প্রশান্তি যেন চারিদিকটাকে ভ'রে রেখেছে। ঘরের কাজ চ'লছে, বাইরেও মিস্ত্রীরা কাজ ক'রছে। সন্ধ্যা-সমাগমে সবাই যেন ভাবমগ্ন হ'য়ে ইষ্টচিন্তারত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের nervous system-এর (স্নায়ু-বিধানের) উপর অজচ্ছল impulse (সাড়া) আসছে। তা'কে যদি ignore (অবজ্ঞা) না করি, filter (শোধন) না করি, এক লহমায় মরে যেতে পারি। Ignore (অবজ্ঞা) করার চেয়ে filter (শোধন) করা ভাল। Filtering agent (শোধনী মাধ্যম) না থাকলে chaotic (বিশৃঙ্খল)-মতো হয়। পাতঞ্জলে আছে 'তস্মিন্ নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ব-বীজম্'। তথাকথিত সবজান্তা হ'লে সর্ব্বনাশ। একসঙ্গে সব এসে বিপর্য্যস্ত ক'রে দিত।

Concentric (সুকেন্দ্রিক) থাকার দরুন filter (শোধন) ক'রতে পারে মানুষ। ছেলে যেমন মায়ের প্রতি টানের ভিতর দিয়ে বাইরের জিনিসের সঙ্গে identified হ'য়ে যায় না। এই concentric (সুকেন্দ্রিক) রকমটা ভেঙ্গে গেলে balance (সমতা) নষ্ট হ'য়ে যায়।

কেষ্টদা—Fluid state-এ (তরল অবস্থায়) কত স্মৃতি বয়ে গেছে nerve-এর (স্নায়ুর) উপর। সে এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Fluid (তরল)-টাও solid (কঠিন), solidarity (নিরেটত্ব), maintain (রক্ষা) ক'রে যাচ্ছে। Impression (ছাপ)-গুলি প'ড়ে প'ড়ে convolution (ভাঁজ) সৃষ্টি ক'রে যাচ্ছে, Ultra-microscopic white thread (সূক্ষ্মশক্তিসম্পন্ন অনুবীক্ষণযন্ত্রে বোধগম্য শ্বেতসূত্র) দিয়ে connected (সংযুক্ত) হ'য়ে যাচ্ছে, যাকে বলে মেধানাড়ী।

Cell (কোষ) সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Cell (কোষ) plastic state-এ (নমনীয় অবস্থায়) থাকে। আগে বলতাম মৃত্যুটা একটা degenerated state (ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থা)। Cell (কোষ)-গুলি যতক্ষণ জীবন্ত থাকে, ততক্ষণ regenerate (পুনরুদ্দীপ্ত) করা যেতে পারে।

কেষ্টদা—মৃত্যুর পর পূর্ব্বের সংস্কার যে থাকে সে psychoplasm-এর (মনস্তাত্ত্বিক সত্তা) অস্তিত্বের দরুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাইকোপ্লাজম একটা প্রোটিন, দেহের মধ্যে থাকে, সাইকোপ্লাজম একটা ultra-atomic body (অতি-আণবিক অস্তিত্ব)। Dorment (সুপ্ত) স্মৃতি কতকগুলি বাদ দিই, কতকগুলি থাকে, সেগুলি gene (জনি) হ'য়ে থাকে।

কেষ্টদা—Somatic body (দেহকোষ) নাকি germ body (জননকোষ)-কে ক্ষতি করতে পারে না। অর্জ্জিত বিদ্যা নাকি বংশানুক্রমিকতায় সঞ্চারিত হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সাধারণতঃ পারে না, কিন্তু সত্তাসঙ্গত হ'লে পারে।

কেষ্টদা—সত্তাসঙ্গত হয় কি ক'রে? আপনি বলেছেন ইষ্টানুরাগের ভিতর দিয়ে যদি সংহত হয়, তাহ'লে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! বড় খোকার মধ্যে আমি অনেকখানি আমাকে দেখি। আবার, প্রকৃতি বড় বৌয়ের মতো দেখি। হঠাৎ হয়তো এমন গম্ভীর হ'য়ে গেল, বড় বৌও অমন হয়। তখন দেখে ভয় করে। মণি ও কাজলের মধ্যেও আমার রকম আছে। আপনাদের ছেলেপিলেদের মধ্যেও আমার ধাঁজ কিছু কিছু পাবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে নিভৃত-কেতনে ঘরের ভিতরে এসে বিছানায় বসলেন। সুশীলদা (দাস), মাইকেল (মুখার্জ্জী), আশুদা (জোয়ার্দ্দার), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

মাইকেল—পরশ্রীকাতরতা যায় কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যদি বোঝ যে, পরের শ্রীই তোমার শ্রীর একমাত্র উপায়, তাহ'লে আর পরশ্রীকাতরতা থাকে না। একজন মানুষ হয়তো পরশ্রীকাতর, কিন্তু তার নিজের ছেলেটা হয়তো হাইকোর্টের জজ হ'লো, তখন কিন্তু সে সুখীই হয়। সন্তানের সঙ্গে তার স্বার্থ-সংযোগ অনুভব করে। তাই, তার উন্নতিতে নিজেকেই exalted (উন্নীত) feel করে (বোধ করে)। আমরা বেঁচে থাকি পরিবেশের মধ্যে, পরিবেশকে নিয়ে। এই পরিবেশ যত উন্নত ও মার্জ্জিত হয়, ততই কিন্তু আমার লাভ। আমার নিজের বাঁচার পথটাও তার ভিতর দিয়ে প্রশস্ত হয়।

বোম্বের চন্দ্রকান্তদার (মেটা) একটা চিঠি সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রতে তিনি বললেন—দুঃখ, কষ্ট, সংগ্রাম যত আসে, ততই ভাল। ওর ভিতর দিয়েই মানুষ মানুষ হয়। ওগুলিকে যত overcome (অতিক্রম) ক'রে বা adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে চলতে পারে, মানুষ তত বড় হয়, সুখী হয়।

হাউজারম্যানদা—অনেকে মনে করে, আমার অসুখের কথা, অসুবিধার কথা, কষ্টের কথা ঠাকুরকে জানিয়ে কষ্ট দেব না। অনেকে আবার ভাবে যে, তাঁকে আমার ভালমন্দ সবই জানাব—কোন্‌টা ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পার তো নিজেকে যতখানি পার বিহিত ব্যবস্থায় সুস্থ রাখ, আর তা' যখন পারবে না, তখন আমাকে বলবেই। চেষ্টা ক'রবে পারতে। কারণ, তোমাকে আত্মনির্ভরশীল হ'তে হবে, নিজেকে নিজেই ক'রতে হবে (চালাতে হবে)। নিজেকে যদি তোমার study (অনুধাবন) করা থাকে, adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা থাকে, manage (পরিচালনা) করার অভিজ্ঞতা থাকে, তাহ'লেই তুমি অন্যের উপকার ক'রতে পারবে। অবশ্য, যেখানে তা' পারবে না, সেখানে বলাই ভাল। ......

কথায়-কথায় হঠাৎ শ্রীশ্রীঠাকুর মাইকেল ভাইকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—বেবীরা এখন গিয়ে পৌঁছেছে?

মাইকেল—হ্যাঁ!

মাইকেল—এর মধ্যে বুঝি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মা এসেছিলেন? কাগজে দেখলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! সেদিন আমার খুব ব্লাডপ্রেসার। মা একটা ব্রত ক'রছেন, তিনি চেয়ারে বসবেন না, মাটিতে বসলেন। একটা কম্বলের আসন তখন আর জোগাড়ই হ'লো না। মা মাটিতে বসেছেন ব'লে রমাপ্রসাদ ওঁরাও চেয়ারে বসলেন না, তাঁরা দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমার উচিত ছিল দাঁড়িয়ে থাকা, কিন্তু তাও শরীরের ওই অবস্থায় পারলাম না, কিছু বলতেও পারি না!

কয়েকটা কম্বলের আসন এনে রাখলে ভাল হ'তো। ও মাদার! মাদার আছিস?

মাদারদা (কুণ্ডু)—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কয়েকখানা ভাল কম্বলের আসন নিয়ে আসিস তো। নোট বইয়ে নোট ক'রে নে, ভুল হয় না যেন।

মাদারদা—আজ্ঞে হ্যাঁ।

৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, সোমবার (ইং ২৩। ১১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃতে-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় চৌকিতে উপবিষ্ট। অজয়দা (গঙ্গোপাধ্যায়), হাউজারম্যানদা, প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

প্রফুল্ল (বন্দ্যোপাধ্যায়) গতকাল দীক্ষা নিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর অজয়দাকে ডেকে বললেন—প্রফুল্ল কাল দীক্ষা নিয়েছে।

অজয়দা—হ্যাঁ! আমি জানি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেশ খুশী আছে?

অজয়দা—আজ্ঞে হ্যাঁ!

প্রফুল্ল—মানুষ proper mood-এ (সমুচিত মনোভাবে) দীক্ষা নিলেই সেই মুহূর্ত্ত থেকে তার মুখের চেহারা কেমন যেন বদলে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentric (সুকেন্দ্রিক) হয় কিনা। কেন্দ্রানুভাবিতা বেড়ে যায়, তাই অমনি হয়। ঐ জন্যই sacrament-এর (নৈতিক বাধ্যবাধকতার) প্রয়োজন।

এরপর হাউজারম্যানদা কলোনীর জমি সম্বন্ধে বললেন—সকলের একমতে জমি ঠিক করা সারা জীবনেও হ'য়ে উঠবে না। একজনের পছন্দ হবে তো দু'জনের পছন্দ হবে না। তবে আপনি নিজে যদি একটা বলে দেন, তাহ'লেই হ'তে পারে। আমাদের উপর নির্ভর ক'রলে একমত হ'য়ে সিদ্ধান্ত করা হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা একমত হ'য়ে সিদ্ধান্ত কর তাই তো চাই। তোমরা কুড়ি জন যদি একমত হ'তে পার, তাহ'লে কোটি-কোটি মানুষকে তোমরা একমত ক'রে তুলতে পারবে।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় চৌকিতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। বিনোদাবাবু আসলেন। তিনি প্রণাম ক'রে তাঁর সামনে চেয়ারে বসলেন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), সুশীলদা (বসু), ব্রজগোপালদা (দত্তরায়), ননীদা (চক্রবর্ত্তী) প্রমুখ বারান্দায় আছেন। বাইরে নরেনদা (মিত্র), কালিদাসদা (মজুমদার) প্রমুখ অনেকেই আছেন।

বিনোদাবাবু-সহ কাঁকসা ক্যাম্প দেখতে যাওয়ার কথা হ'লো।

বাউণ্ডারী কমিশন করা হবে, মিথিলা রাজ্য, ঝাড়খণ্ড রাজ্য ইত্যাদির দাবী সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যে ভাগাভাগির ছড়াছড়ি, এ কিন্তু ভাল না। তার মানেই কিছুদিন পরে হবে, যেমন ক'রে ইংরেজরা ও মুসলমানরা এখানে এসেছিল, তার পথ পরিষ্কার হবে, তার পথ সহজ হবে। বিদেশীরা মাদ্রাজে এসে বেশী hold (আধিপত্য) ক'রতে পারেনি, কিন্তু বাংলাকে যেই জয় ক'রলো, সেই সারা India-য় (ভারতে) ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো। আর, ইংরেজরা প্রথমে কলকাতাকে যে Capital (রাজধানী) করেছিল, তার মধ্যে বুদ্ধি ছিল। আমার মনে হয় দিল্লিকে Capital (রাজধানী) করা ভাল হয়নি। কলকাতা, এলাহাবাদ বা পাটনাকে Capital (রাজধানী) করা ভাল ছিল। দিল্লীকে Capital (রাজধানী) ক'রে কখনো successful (সফল) হয়নি।

আবার রেলওয়েগুলির আলাদা আলাদা ডিভিশন করছে—এ আমার ভাল লাগে না। প্রত্যেকটা জিনিসের dark side (অন্ধকার দিক) দেখা লাগে। আমাদের force (শক্তি) যদি ছিটিয়ে যায়, একটা zone (অঞ্চল) যদি হাতের থেকে বেরিয়ে যায়, তা'হলে মুশকিল। আগে দেখা লাগবে সত্তা-সংরক্ষণ, তারপর দেখা লাগবে পোষণ, পূরণ।

নূতন সাঁওতাল script করা হ'চ্ছে, সে সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেবনাগরী কথা থেকে আমার মনে হয়, আপনারা সবাই দেবতা ছিলেন। তেত্রিশ কোটি দেবতা ছিল। তার মানে কোটি Indian population (ভারতীয় জনসংখ্যা) ছিল। আপনাদের শহরের ভাষাকে বলতো দেবনাগরী।

বিনোদাবাবু—আগে ছিল ব্রাহ্মী script (লিপি), দেবনাগরী script (লিপি)। Script (লিপি)-কে ইংরাজীতে বলে character (চরিত্র) আর সত্যিই ও দিয়ে character (চরিত্র) বোঝা যায়। ইংরাজী script-এর (লিপির) বাসন-কোসনের সঙ্গে মিল আছে। পার্সিয়ান script-এর সঙ্গে তীর-বল্লম ইত্যাদির যোগ আছে। আর, আমাদের script (লিপি)-গুলির ধর্ম্মের সঙ্গে সম্পর্ক আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভেদ করা হ'লো মানেই মরণ।

আজ নবান্ন। নবান্নের সঙ্গে পিতৃতর্পণের ব্যবস্থার কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এগুলি কতজনে কত criticise (সমালোচনা) ক'রেছে। কিন্তু ওই অনুষ্ঠানগুলি মানুষকে যে কতখানি প্রসাদমণ্ডিত করে তোলে, তা' মানুষ বোঝে না?

এরপর বিনোদাবাবু বিদায় নিলেন।

৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ২৪। ১১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় চৌকিতে পাতা ধবধবে সাদা বিছানায় ব'সে আছেন। দাদা ও মায়েরা অনেকেই কাছে আছেন। বিনোদাবাবু এসেছেন, বহু কথা আলোচনা হ'ল।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, ওরা ক্রাইস্টকে চুরি ক'রে কাশ্মীরে নিয়ে এসেছিল। একজন তহশীলদার ছিল, সে ছিল খুব তক্ষক মানুষ। এটা আমার ভাবতেও ভাল লাগে।

আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওসব আমাদের blood-এ (রক্তে) আছে। আমরা যদি ঠোকা দিতে পারি, তা'হলে জেগে উঠবে। পারা যাবে না সেখানে, যেখানে প্রতিলোম হয়ে গেছে।

চপলাবাবু (ভট্টাচার্য্য) আসলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে একটা চেয়ারে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সতৃষ্ণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বার বার চাইতে লাগলেন। চপলাবাবু গয়া থেকে এসেছেন, ওখানে তিনদিন ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে ক'দিন থাকবেন?

চপলাবাবু—মনের কল্পনা তো কাল দুপুরে যাব।

চপলাবাবু—বর্ণাশ্রমের সঙ্গে কি অধিকারভেদের সম্পর্ক আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অধিকারভেদ তো আছেই, কিন্তু অধিকারী করাই ছিল বর্ণাশ্রমের লক্ষ্য।

চপলাবাবু—মানুষকে ভাল না ক'রে একছাঁচে ঢালা—সেটা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে তো স্রষ্টার উপর সিজ্জনী। ভগবান যা' করেননি, তাই করা। আমরা প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি নিয়ে উন্নতিতে চলতে পারি, কিন্তু প্রকৃতিকে উল্লঙ্ঘন করতে পারি না।

চপলাবাবু—একই কলে হাজার-হাজার ছেলেকে ফেলে দিয়ে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিক্ষাও তেমনি হচ্ছে।

পাবনার সৎসঙ্গ-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার একটা আবহাওয়া ছিল। যে ছেলেরা চুরি করত, তারা জানত কেমন ক'রে বিদ্যুৎ চুরি করে। জানত না এমন কাজ নেই। সব কাজ হাতে-কলমে করত। রাজমিস্ত্রীর কাজ, ছুতোরের কাজ, কারখানার কাজ, বাগান করার কাজ, কত কী করত। অতবড় প্রতিষ্ঠান, আশ্রমের কর্ম্মীরা ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে নিজ হাতে করেছে।

সুশীলদা (বসু)—নিজেরা ইঁট কেটে দালান গেঁথেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন কলকাতায় লেকের পাশে পঞ্চাশ বিঘে জমি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিতে চেয়েছিলেন। তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন—'আমি জানি এতে কাজ তাড়াতাড়ি হবে, কিন্তু পল্লী-সংগঠনের আদর্শটা পরিস্ফুট হবে না'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা বাঁচতে পারি, যদি সকলে মিলে উঠে পড়ে লাগি। কি যেন আছে, "সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাম্/দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে।'

আমরা যদি নীলদাঁড়া সোজা না করতে পারি, তাহলে হবে না।

চপলাবাবু—এই নীলদাঁড়া সোজা করার মূল কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কৃষ্টিদাঁড়া, মানে ধর্ম্মচর্য্যার ভিতর দিয়ে নিজেদের educated (শিক্ষিত) ক'রে তোলা চাই। ইষ্টানুগ চলনে চলা চাই। Concentric (সুকেন্দ্রিক) না হলে হবে না। একটা প্রভুভক্ত কুকুরকে শিক্ষা দিতে দেরি লাগে না।

জ্ঞানদা (চৌধুরী)—ঠাকুর কন্ জীবন্ত আদর্শের কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠাকুর কবে কী? তোমাদের পূর্ব্বতনেরা এই কথাই বলেছেন। পূর্ব্বতন পরমঠাকুর যাঁরা, তাঁদের আশীর্ব্বাদ আমার উপর আছে। ... Concentric (সুকেন্দ্রিক) হলে অন্বিত সঙ্গতি হয়, meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হয়, experience (অভিজ্ঞতা)-গুলি wisdom (প্রজ্ঞা) হয়।

বর্ণাশ্রমের কঙ্কাল যতদিন ছিল, ততদিন unemployment (বেকারত্ব) ছিল না। প্রত্যেকে জানত প্রত্যেকের কর্ম্ম। আমি যখন ছোট, তখন তো ভাঙা সমাজ। তাও দেখেছি কারও বাড়িতে অসুখ করলে সকলে মিলে চেষ্টা করত। তালুকদার, জমিদার ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করত। লোকজন মোতায়েন রাখত।

জ্ঞানদা—বাইরের জগৎ অন্যভাবে চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমরা ঠিক হলে বাইরের জগৎ তোমাদের দেখে বুঝবে, কোন্‌টা ঠিক। তোমরা এমন হও যে মানুষের তোমাদের দেখে দেবতা বলে শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হবে। আগে বলত ভারতে তেত্রিশ কোটি দেবতা, তার মানে তোমরা প্রত্যেকেই দেবতা ছিলে।

জ্ঞানদা (চৌধুরী)—এ তো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ফাঁকি দিয়ে কিছু হবে না। ক'রব না, হবে, তা' হয় না। আমরা যত তাড়াতাড়ি ক'রব তত তাড়াতাড়ি হবে।

জ্ঞানদা—আমাদের মধ্যে যদি সীমাবদ্ধ রাখি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' রাখব কেন? আমরা নিজেরা ক'রব ও সবার মধ্যে চারাব। খাট, কর, হও, পাও।

জ্ঞানদা—সবার সুখ কি একসঙ্গে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার চাহিদা তাই। আমি সুখে থাকব, আমার পরিবেশ শুকিয়ে মরে যাবে, তা' হয় না, আমরা পরিবেশকে বাদ দিয়ে বাঁচব না। পরিবেশ যত সুস্থ, সুখী ও সরল হবে, আমরাও তত ভাল থাকব। পরিবেশকে ফাঁকি দিলে চৌর্য্যের অপরাধে প'ড়ে যাব।

চপলাবাবু—তাই কি চৌর্য্য সম্বন্ধে গীতার ওই কথা। 'তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ'।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় পরিবেশকে বাদ দিয়ে নিজের সুখ-সুবিধার কথা ভাবতে গেলে বেঘোরে পড়ে যেতে হয়।

চপলাবাবু—শোষণ ক'রেই বাঁচতে চায় সবাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের স্বার্থ বুঝি না। মানুষ উপায় না ক'রে টাকা উপায় ক'রতে চাই। মানুষ-নারায়ণ যদি থাকে, তবে লক্ষ্মী ঘরে বাঁধা থাকে। তা' বাদ দিলে লক্ষ্মী চঞ্চলা। বুদ্ধদেব, চৈতন্যদেব, রামকৃষ্ণদেবের মত ধনী ক'জন? বামুনের হ'লো উঞ্ছবৃত্তি। স্বতঃস্বেচ্ছ প্রাণ-উপচান অবদান হ'লো উঞ্ছবৃত্তি। ব্রাহ্মণ সমস্ত বর্ণের গুরু। তাঁরা মানুষের সবকিছু দেখতেন। পুরোহিত ধৌম্য যুধিষ্ঠিরের পাশে পাশে ঘুরেছেন। পাণ্ডবরা জঙ্গলে গেলে, তারও জঙ্গলে বাস শুরু হ'লো। ব্রাহ্মণ ও বিপ্রদের এইসব ছিল বলে আজও ঠাকুরমশাই ব'লে লোকে পেরনাম-টেরনাম করে।

চপলাবাবু—ব্রাহ্মণ্যধর্মকে স্বীকার করতেই হবে, বংশগত হোক বা না হোক।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! বংশগতও দরকার। ন্যাংড়া আম, লিচুর মতো হ'য়ে যেতে পারে, কিন্তু বৈশিষ্ট্য ঠিক থাকলে উপযুক্ত পোষণে আবার সবকিছু জেগে ওঠে। কুলবৈশিষ্ট্য ঠিক থাকলে তপস্যার ভিতর দিয়ে সব ঠেলে ওঠে। প্রতিলোম বড় বিশ্রী জিনিস। ওতে পরিধ্বংসের সৃষ্ট হয়। সন্তানের ভেতর বিশ্বাসঘাতকতা দেখা দেয়। অনুলোমে কিন্তু তা' হয় না। অনুলোম-মিশ্রণে ভালই হয়।

চপলাবাবু—আমরা যদি সমাজগঠন না করি এবং বাইরে সংস্কৃতির প্রচার করি, সেটা উপরসা কাজ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কথাও চাই, করাও চাই। আমি বলি, যে কওয়া-করায় সমান সে এক নম্বর। যে করে, কয়না, সে দুই নম্বর, যে করেও না, কয়ও না, সে তিন নম্বর।

চপলাবাবু—তিন নম্বরটাই বেশী।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনারা অপরাধীকে ঘৃণা করতেন বলে জানি না। তাকে মার্জ্জনা করতেন। মার্জ্জনা মানে মাজা, readjust (পুনরায় নিয়ন্ত্রণ) করা।

চপলাবাবু—ওই অর্থে তো প্রয়োগ হয় না। তবে আসল অর্থই ওই। আমরা যেভাবে মার্জ্জনা করি, তাতে অনেক সময় ঠিকঠাক ফল হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাউকে মার্জ্জনা ক'রতে হলে আপনার উপর তার প্রীতি চাই যাতে সে তার মনের কথা আপনাকে খুলে বলতে পারে। আমার একজন বন্ধু ছিল, সে চুরি করত, একদঙ্গল লোকের মধ্যে সেও ছিল। তখন খুব sympathetically (সহানুভূতি সহকারে) বললাম, মানুষ যে চুরি করে, কেন করবে না? তুমি যেমন খেয়ে বাঁচতে চাও, একজন চোরও তো তাই চায়! কোনও পথ না পেয়ে হয়ত চুরি করে। এতে তার খুব ভাল লেগে গেল। সেদিন রাত বারোটার সময় এসে আমাকে বলল—সবাই আমাকে চোর কয়, কিন্তু পেটের দায়ে চুরি করি। চুরি ক'রতে ইচ্ছে করে না, তবে অভাব হ'লে মনে হয়, এই সোজা পথ।' আবার বলল—'দেখেন একটা কথা ক'তে

চাই, ঘেন্না যদি না করেন, ঘেন্না ক'রলে বড় ব্যথা পাব। আপনার বাড়ী আমি চুরি করেছিলাম। সব নষ্ট করেছি, এই কয়টি থালা আছে, এগুলি নেন। আমি তখন তাকে চুমু খেয়ে আদর ক'রলাম। বললাম—'এগুলি আমি তোকে দিলাম, তুই নিয়ে যা।'

ওদের জন্য আমি বাবার পকেট থেকে চুরি ক'রে দিতাম এবং মার খেতাম।

একদিন ওর সঙ্গে চুরি ক'রতে যেতে চাইলাম। ও রাজি হয় না। সতীশ মজুমদারের বাড়ি তিন হাজার টাকা ছিল। সেখানে চুরি ক'রতে গেলাম। রাত্রে টিপ-টিপ বৃষ্টি পড়ছে। বাঁশঝাড়ের পাশে অন্ধকার। আমাকে কালো কাপড় পরিয়ে দিয়েছিল। ঘরের পাশে অপেক্ষা ক'রছি। আমিই আস্তে আস্তে বললাম—'ঘরের দরজা দিয়ে আইছিস?' সে বলল- 'দরজা বন্ধ ক'রে চুরি ক'রতে বেরুনো যায় না। বাইরে শিকল দিয়ে এসেছি, যাতে কেউ তাড়া ক'রলে ছুটে যেয়ে শিকল খুলে ঘরে ঢুকে যেতে পারি।' আমি বললাম—'তুই যে পরের সর্ব্বনাশ ক'রতে আসছিস, এই সময় সেই জেলেটা যদি তোর ঘরে ঢুকে পড়ে ! আমি জানতাম, ওর স্ত্রীর উপর এক জেলের কুনজর আছে। যা হোক, ও বলল—'আজ আর চুরি করা হবে না।' আমি নাছোড়বান্দা। কিন্তু ও আর চুরি করল না। এরপর ও চুরি ছেড়ে দিল, আমার পাছে পাছে ঘুরত। কিন্তু আমি চুরি ছাড়তে বলিনি কখনও। হেমকবিকে একদিনও মদ ছাড়তে বলিনি, মদ আনিয়ে খাওয়াতাম।

কেষ্টদা হেমকবির মদ ছাড়ার বৃত্তান্ত গল্প ক'রে বললেন।

কথাচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যখন লোকজন আসতে লাগল ওখানে পাবনা আশ্রমে, তখন যেখানে-সেখানে পায়খানায় যাওয়া মুশকিল। বসন্ত ডাক্তারের নেওয়া জমিতে পায়খানা ক'রতাম। সেখানে এত মল জমে থাকত যে সকলের অসুবিধে হতো। আমি ভোর চারটেয় উঠে কেনাস্তারা টিনে ক'রে মল পরিষ্কার ক'রে পদ্মা থেকে স্নান ক'রে আসতাম। একবছর পরে সুশীলদা ধ'রে ফেলল। তখন সবাই মিলে পায়খানা সাফ করার জন্য কাড়াকাড়ি প'ড়ে গেল। আমি নিজে না ক'রলে কিন্তু ওটা হ'তো না।

কুলিদের কত কষ্ট। তাই শুনে নিজে কুলির কাজ ক'রেছি। একদিন এক চেনাশুনা ডাক্তার ডেকে ব'লল 'বাঃ বাঃ তুমি কী ক'রছ?' আমি কোনও জবাব দিলাম না।

একদিন একজনের মাল নামাতে গিয়ে বালতি হাত থেকে পড়ে যাওয়ায়, ভদ্রলোক সে কী বিশ্রী ভাষায় গালাগাল দিলেন। ভদ্রলোকের বুকপকেটে সোনার চেনওয়ালা ঘড়ি ছিল। উনি আমাকে লাথি মারতে উদ্যত হ'লেন। আমি তখন ছুটে পালালাম।

কেষ্টদা—কুলির কাজ ক'রলেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাস্তবভাবে জানতে। সবাই বলে কুলিদের খুব কষ্ট। আমি দেখলাম, বাবুরা তিরিশ টাকা পেলে, ওরা দেড়শ টাকা কামায়। মদ-গাঁজা খায়। আবার রক্ষিতা রাখে। ওরা স্ফূর্ত্তিতেই থাকে।

জ্ঞানদা—তখন আপনার বয়স কত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিয়ে-থাওয়া তখনও করিনি। চোদ্দ-পনের বছর বয়স।

কলকাতায় যখন পড়তাম, তখন একটা মিশ্রীর কারখানায় থাকতাম। কারিগরদের হোমিওপ্যাথিক ওষুধপত্র দিতাম। তারা আমাকে মাঝে মাঝে কিছু দিত। তা' থেকে নিজেও কিছু কিছু খরচ ক'রতাম। আবার, মাঝে মাঝে ওদেরও কিছু কিনে দিতাম। যখন বাড়ি আসতাম, তখন ত্রিশ-চল্লিশ জন কুলি সদলবলে আমাকে শিয়ালদহ স্টেশনে তুলে দিতে আসত। তারা খৈনি খেত (হাততালি দিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর খৈনি ঝাড়ার রকম দেখালেন)।

পরে বললেন—আমি লেখাপড়া তেমন শিখিনি, মূর্খ। লেখাপড়া শিখলে বোধহয় এভাবে ব'লতে পারতাম না।

রবীন নামক জনৈক ভাই বলল—যখন জেলে ছিলাম, তখন চোরদের সঙ্গে মিশে অনেক কথা বুঝিয়ে বলতাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওই যে তুমি আগেই উপদেশ দিয়েছ, ওটা ভাল করনি। আগে উপদেশ দিলে তো পালাতে চাইবে। মানুষ কেউ ছোট থাকতে চায় না। প্রত্যেকেই চায় বড় হ'তে। চাই প্রত্যেকের জন্য দরদী হওয়া।

চপলাবাবু—মানুষ স্বভাবতঃ নিম্নগামী না ঊর্ধ্বগামী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে ভাল ব'ললে, সে খুশীই হয়। বাড়ায়ে-চোমরায়ে বলেন, তাতেই সে খুশী। সত্তা সব সময় চায় সম্বর্দ্ধনা, বেঘোরে পড়ে যেয়ে অন্যরকম হয়। যাদের জৈবী-সংস্থিতি খারাপ, তাদের নিয়েই মুশকিল। কেউ প্রতিলোম হ'লে, সে বিশ্বাসঘাতক হবেই। হয়তো ভাল ব্যবহার ক'রছে, আপনার মেয়েটা নিয়ে চ'লে গেল। এক-একটা প্রবৃত্তিতে obsessed (অভিভূত) হ'য়ে থাকে। তারা যদি লেখাপড়া করে, সাহিত্য-টাহিত্য করে, তা' বিশেষ প্রবৃত্তির তাড়নায়, তারই পরিপূরণ-মানসে।

চপলাবাবু—আপনার লেখায় কতকগুলি নূতন কথা আছে, আর কতকগুলি প্রয়োগ আছে নূতন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আকুপাকু করি, লেখা জানি না, পড়া জানি না, কী ক'রব?

চপলাবাবু—মূল অর্থ সম্বন্ধে তো সবাই সচেতন নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের conception (ধারণা) যত deteriorate (অপকর্ষলাভ) করে, word (শব্দ)-এর meaning (অর্থ)-ও তত deteriorate (অপকর্ষলাভ) করে। কথার মুখ্য sense (ভাব)-কে আঁকড়ে ধ'রে যা' করার করা উচিত। নচেৎ এক কথায় বুঝবে অন্য মানে।

চপলাবাবু—মনের দৃঢ়তা লাগে ওতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছুদিন প্রচলন ক'রলে হ'য়ে যাবে, কষ্ট হবে না। যেমন লিনোটাইপ মেশিন।

অনেকে বলে, উচিত কথায় মানুষ চ'টে যায়, কিন্তু উচিত কথা মানে সেই কথা যাতে মানুষের মিলন হয়। তাই উচিত কথা বলতে জানলে মানুষ চ'টতে পারে না।

চপলাবাবু—মানুষের বোধে শৈথিল্য এসেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentric tension (সুকেন্দ্রিক টান) নেই ব'লেই শৈথিল্য এসেছে। যেমন, চূড়াকরণ মানে হ'চ্ছে ইষ্টের কাছে প্রেরণ ও তার প্রস্তুতি। আজকাল তো একটা প্রাণহীন আচারে পর্য্যবসিত হ'য়েছে। এইটুকু আছে, সেও মঙ্গল।

জ্ঞানদা—আপনি তো পড়াশুনা করেননি, এত জানলেন কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি পড়াশুনা না ক'রলেও মানুষের সঙ্গে মিশি তো! তোমাদের কাছে শুনি, আর আমার feeling (অনুভূতি) আছে। (হাসতে হাসতে) কথায় কয়—যদি না শেখে পো, তারে সভায় থো।

আমার মনে হয় আমি যে 'মেসেজ' করেছি ইংরেজিতে, সে কেষ্টদা কোনভাবে করিয়ে নিয়েছেন। আমি নিজে যে ইচ্ছা ক'রলে বলতে পারি, তা' পারি না, যখন আসে, তখন ঝরঝর ক'রে আসে। বলা লাগে, ফোনের বেলের মতো আসে, কিংবা মেঘের মতো ভেসে ভেসে আসে, আমি শুধু ধ'রে ধ'রে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিই। তখন আমি যেন অসহায়ের মতো হ'য়ে পড়ি। বলে পারি না, এত বেগে আসে।

সুশীলদা (বসু)—শ্রীশ্রীঠাকুর যখন 'মেসেজ' বললেন, আমি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলাম অন্যান্য নূতন ভাষায় লিখতে বা বলতে পারেন না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যে কিছু জানি তাই জানি না। আমি আমার কাছে যেন একটা সমস্যা।

চপলাবাবু—পাবনার সব কিছু নষ্ট হওয়াটা, আপনার এবং সঙ্ঘের উপর একটা মস্ত আঘাত ব'লে মনে হয়নি কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কিছু ঠিক পাইনি। আমার সর্ব্বদা মনে হয় পরমপিতার দয়ায় সবাই সুখসাফল্যে বেঁচে থাক্। সেইদিকে এগুতে পারলে ক্ষতি কিছু নেই।

কেষ্টদা—শ্রীশ্রীঠাকুর কখনও কিছু বলেন না এ বিষয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি নির্ম্মম হ'তে পারি না কখনও। মমতা আমার অসীম। তবে খ্যাপা যদি রামের থেকে রহিম কয়, তাহ'লে অত্যন্ত লাগে।

কেষ্টদা—জিনিসের উপর মমতা নেই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুঝি না। আপনারা একজন কেউ কলকাতা গেলে কত দুশ্চিন্তা হয়। চপলাবাবু কাল দুপুরে যাবেন শুনে এর মধ্যে কতবার ভেবেছি—কাল আর পাব না। আমার মমতা কেমন যেন আঠার মতো লেগে যায়।

জালেশ্বরবাবুর (প্রসাদ) কাছে চিঠি লেখার কথা কতবার কই। (প্রফুল্লর দিকে চেয়ে) লিখেছিস নাকি?

প্রফুল্ল—কাল লিখব।

জ্ঞানদা—পরস্পরের প্রতি এই মমতা হোক, আপনি কি তাই চান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো ভালই লাগে।

জ্ঞানদা—এতে কাজের অসুবিধা হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসুবিধা কি হবে? আমার মনে হয়, প্রত্যেক সব নিয়ে একলা আমি। এইরকম সবাই।

চপলাবাবু—এইরকমটা আসে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তো এমনিই হয়। আমার স্বভাব। আমার এই মমতাজড়িত রকমটা বিশ্রী হলেও মনে হয় শ্রীমান বিশ্রী। এখন invalid (পঙ্গু) হয়ে গেছি। কিন্তু কেউ চ'লে যেতে লাগলে মনে হয় পেছনে পেছনে যাই। আগে সবার সঙ্গে সঙ্গে যেতাম। আজকাল পারি না। কেউ যদি বলে 'চললাম', তা'হলেই shock (আঘাত) লাগে। মনে হয়, বুঝতে না পারি চ'লে যায়, সেই ভাল।

কেষ্টদা—আগে শ্মশানে আগুন জ্বললে আপনি বলতেন—'মনে হয় আমিই মরে গেছি।' এমনটা কি কোন সাধনার ভিতর দিয়ে হয়েছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বরাবর এইরকম।

জ্ঞানদা—আমরা বিরক্ত করি, বিশ্রাম দিই না, তাতে কষ্ট হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন কষ্ট হয় না, ভাল লাগে। এই ঘরটা করেছিলেম, নিরিবিলি থাকব, মানুষের private (গোপন) কথা শুনব, কিন্তু নিজেই এখন আবার মানুষ ডেকে আনি। বড় বৌ, ভেলকুর মা—এরা সব সেই কথা কয়। কিন্তু আমার লোক না হলেই ভাল লাগে না। তাড়িখোরের যেমন তাড়ি ছাড়া চলে না, আমারও তেমনি লোক ছাড়া ভাল লাগে না। মূর্খ মানুষ। মাঝে মাঝে ভয় করে, বেফাঁস কথা বলে ফেললাম নাকি? কারও মনে আঘাত দিলাম নাকি? কথা কইতে জানি না। কোন সময় বলতে বলতে হয়তো তুমি বলে ফেলি।

চপলাবাবু—এইরকম মনে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ। অনেক সময় মনে হয়। আপনার কাছে এখনও তেমন মনে হয়নি। (হেসে) কেষ্টদার আত্মীয়, কেষ্টদার সঙ্গে সঙ্গতি আছে, তাই বোধহয় মনে হয়নি।

চপলাবাবু—কে মূর্খ, কে পণ্ডিত—তার কি কোন ঠিক আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন আপনি, কেষ্টদা—এরা পণ্ডিত, আমি মূর্খ। তবে কেষ্টদার সঙ্গে চলার অভ্যাস আছে, তাই কেষ্টদাকে দেখে খুব সঙ্কোচ হয় না। আপনার কেষ্টদার সঙ্গে সঙ্গতি আছে, তাই আপনি নেহেরুর মতো একটা হোমরা-চোমরা হয়ে আসলেও হয়তো অসুবিধা লাগত না।

জ্ঞানদা—যে যত বড়ই হন, প্রত্যেকেই মনে করেন যে আপনার কাছে এসে লাভবান হয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁরা কিছু লাভ করেছেন কিনা বুঝি না, কিন্তু আমার খুব লোভ হয়। যেমন মহলানবীশের কথা আপনাদের কাছে বলছি।

কেষ্টদা ও ব্রজগোপালদা চপলাবাবুকে আরও কয়েকদিন থাকবার জন্য অনুরোধ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হেসে ফেললেন। একটু পরেই বললেন—এই যে হাসলাম, এ আমার favourable (অনুকূল) কথা হয়েছে বলে।

চপলাবাবুও হাসলেন।

জ্ঞানদা—একজন মহাপুরুষকে যদি কেউ সাধারণ মানুষ হিসেবেই ভালবাসে, তবে তার ভিতর দিয়ে কি তার পরম বস্তু লাভ হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভাল মানুষকে যদি ভালবাসি, তার রকমটা খানিকটা আমার মধ্যে ফোটেই। আবার খারাপ মানুষকে যদি ভালবাসি, তাহলে তার রকমটাও আমার মধ্যে ফোটে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পরমসত্তা প্রত্যেকটি সত্তায় কেমন করে তাত্ত্বিক বিন্যাস লাভ করেছেন, তা' না জানলে পরমজ্ঞান হলো না। সব সমান বললে হয় না। সমানের মধ্যে আছে অসমান। তিনি নির্ব্বিশেষ হয়েও প্রতিটি ব্যষ্টিতে সবিশেষ।

ব্রহ্মজ্ঞান মানে ইংরেজিতে বলা যায়, knowledge of becoming (বৃদ্ধির জ্ঞান)। ব্রহ্মচর্য্য মানেও বৃদ্ধির চর্য্যা। রেতঃপাত বন্ধ করতে গেলে কিন্তু ব্রহ্মচর্য্য হয় না, কিন্তু বৃদ্ধির চলনচর্য্যায় চললে আপনিই রেতঃপাত নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধু তারাই যারা সৎনিষ্ঠ হয়ে করণীয় নিষ্পন্ন করেন নিখুঁতভাবে। আচার্য্যের কাছে দীক্ষা নেওয়ার কথা আছে অর্থাৎ যিনি আচরণ করে দেখেছেন, জেনেছেন। সদ্‌গুরু মানে যিনি বাঁচাবাড়ার পথ জানেন।

কেষ্টদা—তথাকথিত দীক্ষা কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে অন্ততঃ রেখাটা থাকে বিলেই বাঁধার মত। আগে নিয়ম ছিল কুলগত গুরু দীক্ষা দেবার সময় বলবে—সদ্‌গুরুকে জান। তা' না বলে দিলে দীক্ষাই অপূর্ণ থেকে যায়। নারায়ণ কথার মানে বর্দ্ধনার পথ।

চপলাবাবু—নারা মানে তো জল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৃদ্ধি মানে করাই যেন ভাল মনে হয়।

কেষ্টদা—এখন একটু ঠাণ্ডা পড়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চাদরটা গায়ে দেব?

কেষ্টদা—দেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর চাদর গায়ে দিলেন।

চপলাবাবু যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দাঁড়ান, একছিলিম তামাক খাই, তারপর আপনারাও যান, আমিও যাই।

কেষ্টদা—চপলাবাবুর সঙ্গে আমার আর একটা সম্পর্ক আছে। উনি আমার পিসতুত দাদা দাশুদার জামাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের সমাজ যদি না বাড়াই, তাহলে এতটুকু হয়ে যাব (হাত দিয়ে দেখালেন)। রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক ইত্যাদির পরস্পরের মধ্যে যদি বিয়ে-থাওয়া না হয়—অনুলোমক্রম ঠিক রেখে,—তা'হলে মুশকিল। আগে আমাদের সমাজপতিরা দেখত, কিভাবে সমাজ ঠিক থাকে।

কেষ্টদা—তাদের অনেককে অশিক্ষিত, নিরক্ষর মনে করি। তাদের কথা মানি না আমরা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারাই অশিক্ষিত না আপনারাই অশিক্ষিত তা' বুঝি না। নামে অশিক্ষিত, কিন্তু তাঁরা জানতেন সব। আমার মার তর্পণের মন্ত্র সব মুখস্থ ছিল। মেয়েদের বাস্তবে শিক্ষিত করা লাগে। তারাই হ'লো সমাজের জনয়িত্রী। আগেকার মায়েরা না জানত কী? তারা ছোটখাট ডাক্তারিও জানত। ঘরের ঝুল, ভাটির ডগা, সোমরাজ, কোন্‌টার কী ব্যবহার—সবই তাদের জানা ছিল।

চপলাবাবু—আমার মা-ঠাকুমা বহুরকম টোটকা জানতেন।

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ২৫। ১১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় এসে বসেছেন। সুশীলদা (বসু), উমাদা (বাগচী), গোপেনদা (রায়), কালিদাসদা (মজুমদার), সুধীরদা (বসু) প্রমুখ উপস্থিত।

নোমানি নামক একজন স্থানীয় বাসিন্দা তার দুঃখের কথা বলছিল। তার জমিজমা বন্ধক রেখে সে এখন বিপদে পড়ে গেছে। সংসার চালাতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুধীরদাকে বললেন—সেক্রেটারি সাহেব, ওর অবস্থা তো দেখছ, ও মিথ্যে কথা-টথা কয়, ওর চলনের ঠিক নেই। কিন্তু জীবন তো কথা শোনে না। সে খেতে চায়, বাঁচতে চায়। না খেলে বাঁচবে কি ক'রে? তুমি যদি একটা ব্যবস্থা করে দেও, তা'হলে হয়। দোহাই তোমার!

সুধীরদা (লজ্জিত হয়ে)—কী যে বলেন! যা' হোক, যা' সম্ভব, ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করব।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার ছেলেবেলা থেকে ধারণা ছিল যে, কেষ্টঠাকুর কালো, কিন্তু যখন সন্ধ্যা-টন্ধ্যা করতে বসে তাঁকে দেখতাম, তখন দেখতাম বৌসন্ধ্যার যেমন রঙ, তাঁর গায়ের রঙও তেমনি।

প্রফুল্ল—আপনার মুখে শুনেছি যে দূর্ব্বা যদি চাটাই দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা যায়, তার যেমন রঙ হয়, তেমনি রঙ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

বেলা দশটা নাগাদ চপলাবাবু (ভট্টাচার্য্য) আসলেন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও চুনীদা (রায়চৌধুরী)-সহ। চপলাবাবু নিভৃত-কেতনের বেড়ার খুব প্রশংসা করলেন।

চপলাবাবু—অঘমর্ষণ মন্ত্রের উপর অত জোর দেওয়া হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয়, সমস্ত সৃষ্টির একটা মরকোচ দেওয়া আছে ওখানে। এর অনুশীলনে unadjusted (অনিয়ন্ত্রিত) যা' অর্থাৎ সত্তাবিরোধী যা' তা' adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারি।

চপলাবাবু—অঘ মানে তা'হলে আমরা যাকে পাপ বলি, তা' নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐ একই জিনিস, অসৎ মানে সত্তার হানি করা।

কেষ্টদা—ও জপ করে অঘ মর্ষিত হয় কেমন ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও দিয়ে নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করতে পারি। ভাবি আমি ঋত, আমি সত্য।

চপলাবাবু—ঋত কথার মানে কী? ঋত ও সত্য কথার মানে তো—

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঋত মানে গতি, সত্য মানে সত্যর ভাব। ঋত কথার মধ্যে চলনা আছে, অর্থাৎ জীবনসম্বেগ, যা' নিয়ে চলছি দুনিয়ায়।

চপলাবাবু—ঋত মানে যে গতি করলেন, তা' কি ধাতুগত দিক থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আন্দাজে।

চপলাবাবু—ঋত বলতে কার?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তার। থেকে চলেছি, থাকাটা নিথর নয়। সত্য মানে অস্তিত্বের ভাব।

অনুভূতি বোধ সৃষ্টি করে, বোধ ভাব সৃষ্টি করে, ভাবটা ভাষায় মূর্ত্তি নিতে চায়, মূর্ত্তি নিতে চাইলে শব্দ বেরোয়। সেইজন্য মহামানব বা পুরুষোত্তম যখন আসেন তখন শুধু একটা দিক বিকশিত হয় না, সবকিছুই বিকশিত হয়—ভাবে, ভাষায়, চিন্তায়, কর্ম্মে, সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে। তাদের বলে বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ।

কেষ্টদা—বৈশিষ্ট্যপালী মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি প্রতিটি বৈশিষ্ট্য পালন করেন।

কেষ্টদা—আপূরয়মাণ মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি সবাইকে পূরণ করেন। এমনকি পূর্ব্বতনদেরও। একটা কথা আছে 'সর্ব্বদেবময়ো গুরু'। সদ্গুরুর মধ্যে পূর্ব্বতন সবাই জীয়ন্ত থাকেন।

কেষ্টদা—দেবতায় প্রাণপ্রতিষ্ঠা আমরাই করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিসর্জ্জন বলতে আমার মনে হয়—ডুবিয়ে দেওয়া নয়। বিশিষ্ট সৃজন। দেবতা যেন সপরিবেশ আমাদের ভিতর মূর্ত্ত হয়ে ওঠেন। এইভাবে তাঁর ভাব আমাদের ভিতর সৃষ্টি না করলে দেবতা ফুটে ওঠেন না আমাদিগেতে। বিসর্জ্জনের ভিতর দিয়ে নতুন বিশিষ্ট সৃষ্টি যদি না হয়, তবে সে বিসর্জ্জনের সার্থকতা নেই।

চপলাবাবু—চণ্ডীতে ঐ ধরনের কথা আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সহাস্যে)—যা' হোক একটা support (সমর্থন) পেলাম।

চপলাবাবু—তাহলে উঠি, দুপুরেই তো যেতে হবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন কি? বসেন। এখনও তো সময় আছে। আবার ফাঁক পেলেই আসবেন। আসবেন বলতে ঠেকে—মনে হয় command (আদেশ) করছি।

চপলাবাবু—আপনার প্রেরণাতে যেটা আসে তাই বলবেন তো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখনই সুবিধা হয়, আসবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—কেষ্টদাকে কই, আপনি একখানা কাগজ বের করেন, ওঁর সাহায্য পাবেন।

চপলাবাবু—দৈনিক কাগজের অনেক পর্ব্ব। অবশ্য আপনার যদি ইচ্ছে হয়, তা'হলে হয়ে যাবে।

কেষ্টদা—উনি সীমানা পুনর্বিন্যাস সম্বন্ধে অনেক লড়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভারত-বিভাগটা ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের পক্ষে একটা ক্যান্সার স্বরূপ। এতে কারও ভাল হয়নি। আর স্বাধীনতা যে আপনারা পেলেন, লড়াই ক'রে পাননি। ইংরেজদের অবস্থা খারাপ হওয়ার দরুন পেয়েছেন। আবার রাস্তা প্রস্তুত ক'রে রেখে গেল দেশ ভাগ করার ভিতর দিয়ে।

চপলাবাবু—এত বড় রাজ্যকে গড়বে কে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা আদর্শ যদি হয়, আপনি গড়ে ওঠে।

চপলাবাবু—সে আদর্শ বোধহয় নেই নেতাদের মধ্যে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আদর্শ থাকলে ও-কামই হয় না। আদর্শ মানে একটা মানুষ, ভাব নয়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মুসলমানদের মেলা সম্প্রদায় থাকা সত্ত্বেও সবাই একমত যে আল্লা এক এবং রসুল তাঁর প্রেরিত। মুসলমান-সম্প্রদায়টাকে ধরে রেখেছে অনুলোম-মুসলমানরা। আমাদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী বহু সম্প্রদায় আছে, কেউ হয়ত কেষ্ট ঠাকুরকে গালাগালি দিচ্ছে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব—কেউ কাউকে দেখতে পারে না। আপনাদের পঞ্চবর্হির ভিত্তির উপর সব দাঁড় করাতে পারলে সব ঠিক হয়ে যায়।

কেষ্টদা পঞ্চবর্হি আবৃত্তি করলেন।

চপলাবাবু—বর্ণাশ্রম ও যুগপুরুষোত্তমকে ধরা—এই দুটো সম্বন্ধেই গোলমাল বাধবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একবার করায়ে ফেলতে পারলে হয়। অনেকদিন এ সবের ধারে ধারি না। মনে রাখবেন, বাদ ওঠে তখনই যখন আদর্শকে বাদ দেয়।

চপলাবাবু যাবার সময় শ্রীশ্রীঠাকুর হাতজোড় করে বললেন—আবার সুবিধা হলেই ....।

সুশীলদা—শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন আর একবার আসবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একবার না, অনেকবার।

কেষ্টদা—কলকাতায় থাকলে নিজের কাজ, সভাসমিতি এসব আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসতে হাসতে)—মাঝে মাঝে ও সব বাদ দিতে হয়, আড্ডা মারা ব'লে চ'লে আসতে হয়।

চপলাবাবু মৃদু হেসে বিদায় নিলেন।

১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ২৭। ১১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের বারান্দায় চৌকিতে উপবিষ্ট। অনেকেই কাছে উপস্থিত।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) প্রসঙ্গতঃ জিজ্ঞাসা ক'রলেন—হৃদ্দেশে যে-ঈশ্বর থাকেন, সে-ঈশ্বর কেমন? তাকে তো মনে হয় অহং ব'লে!

শ্রীশ্রীঠাকুর—অহং-এর ভূমি যিনি, আত্মিক সম্বেগ যিনি, তিনিই ঈশ্বর। অহং-এর আত্মিক ভূমিই ঈশ্বর।

সন্তোষ দে নামক একজন মুষ্টিযোদ্ধা যাবার অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—যেয়ে প্লাবনের মতো ঢ'লে পড়।

সন্তোষদা—বাবা, আমার অহংটা এখনও খুব আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অহংটা তাঁতেই উৎসর্গ কর। মলিন-অহং পূত-অহং হ'য়ে উঠুক। অহং তো মরে না। তাই, তাঁরই অঞ্জলি ক'রে দেও।

সন্তোষদা—আরও কয়েকটা complex (প্রবৃত্তি) আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' থাকে তাঁর কাজে লাগিয়ে দেও। যদি তা' থেকে বিচ্যুত-বিভ্রান্ত ক'রতে চায়, তখন বলবে, সেটি হ'চ্ছে না বাবা।

১২ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, শনিবার (২৮। ১১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় চৌকিতে উপবিষ্ট। ভক্তবৃন্দ কাছে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর ব্রজগোপালদাকে (দত্তরায়) বললেন—বই লিখে চারজন মানুষকে শুনাতে হয়।

একজন নিরক্ষর মেয়েছেলে, একজন অর্ধশিক্ষিত মেয়েছেলে, একজন নির্ম্মম সমালোচক, আর একজন বোদ্ধা। বই লিখি আর যা' লিখি, এইভাবে শোনাতে হয়।

পারুল মা (অপ্রকৃতিস্থ) শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আমি ক'রব কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বামীর তুষ্টিপুষ্টি যাতে হয়, তাই করবি।

পারুল মা—সে কি আর বলতে হবে? সে খুব করি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে তো ঠিকই আছে।

পারুল মা বিরক্ত করছিলেন, তার স্বামী ভূষণদা (চক্রবর্ত্তী) কোথায় আছেন, তা' জানবার জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে খেতে বললেন—তা' আমি জানব কি করে? আমাকে মানুষ তামুক সেজে দেয়, আমি ব'সে তামুক খাই।

পারুল মা—কোথায় গেছে, আপনি বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান জানেন, আমি বলব কি ক'রে কোথায় গেছে।

পারুল মা—আপনিই তো ভগবান।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসতে হাসতে)—একেবারে পাকা ভগবান। ... (একটু বাদে) তুই ওকে ধোঁকা রেঁধে খাইয়েছিলি?

পারুল মা—হ্যাঁ! খাইয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুনিয়া ধোঁকাই খায়।

পারুল মা—আপনিই তো খাওয়ান, তাই খায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কি রান্না ক'রতে জানি?

পারুল মা—আপনি জানেন না কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধোঁকা রান্না কর গিয়ে যা।

পারুল মা—পয়সা পাব কোথায়, উনি তো দিয়ে যাননি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগাড় কর।

পারুল মা—যোগাড় ক'রতে পারি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধুই বউ হইছ চোষার জন্য, পোষার জন্য নয়। তাই, ও পলায়ে প্রাণ বাঁচাতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে বেড়াতে বেরিয়েছেন। রোহিনী রোড ধ'রে দক্ষিণ দিকে চলেছেন। সঙ্গে আছেন সুশীলদা (বসু), কিশোরীদা (চৌধুরী), জগদীশদা (শ্রীবাস্তব), স্পেন্সারদা, অনুলেখক প্রমুখ। পশ্চিম আকাশে ডিগরিয়া পাহাড়ের কোলে তখন সূর্য্য অস্ত যায় যায়। একটি গোল উজ্জ্বল লাল চাকতির মতো দেখা যাচ্ছে সূর্য্যটাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেইদিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে সবার দিকে চেয়ে বললেন—মেয়েরা বিকালে যেমন গা-টা ধুয়ে চুল আঁচড়ে, সিঁদুর প'রে পরিবারের মধ্যে বসে গল্প-টল্প করে, সূর্য্য-মা আমার যেন তেমনি সাজে সেজেছে আকাশের পটে।

এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর আবার হাঁটতে লাগলেন। ঘুরে এসে খগেনদার (তপাদার) বাড়ির পাশে মাঠে রোজ যেখানে বসেন, সেখানে বসলেন। দেওয়ালে অনেক জায়গায় হিন্দিতে ছাপ দেওয়া আছে 'সীতকো সাবুন ব্যবহার করেঁ।' শ্রীশ্রীঠাকুর হিন্দিটা নির্ভুলভাবে প'ড়ে জগদীশদাকে শুনিয়ে বললেন—এই লিখেছে না?

জগদীশদা বললেন—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'ব্যবহার করেঁ' মানে ব্যবহার করুন— do use-এই ব'লে জগদীশদার মুখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

জগদীশদা বললেন—হ্যাঁ!

পূজনীয়া ভূষণীমা (রাঙ্গা-মা) শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য একটা সোয়েটার ক'রে দিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে কিশোরীদা বললেন—বড়দাকে একটা ক'রে দিয়েছেন।

কালিদাসীমা—সে তো পরে না।

প্রফুল্ল—গেঞ্জি আর চাদর ছাড়া আর কিছু তাঁর গায়ে দেখি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর অভ্যাস আমার মতো। আমিও ওর বয়সে মাজায় কাপড় বেঁধে পরতাম। হয়তো মাজায় কাপড় বেঁধেই হেঁটে কুষ্টিয়ায় চলে গেলাম। বড়খোকা কেমন আমার রকমটা ধ'রেছে, মাজায় কাপড় বেঁধে কলকাতায় চ'লে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে নিভৃত-কেতনে বসে বাণী দিচ্ছিলেন। একটা লেখা দিয়ে বললেন—৫৪৮০ নম্বর ছিল, শুনেছি শূন্যি রাখতে নেই তাই একটা বেশী দিয়ে ৫৪৮১ ক'রে দিলাম।

সুশীলদা (দাস)—মাড়োয়ারীও কখনও শূন্য অঙ্কে টাকা দেয় না, একটা টাকা অন্ততঃ বাড়িয়ে দেয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে বাড়তির পথে থাকে।

প্রফুল্ল—দান ক'রে যে দক্ষিণা দেয়, সেও তো ঐ ব্যাপার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দান ক'রে বা ব্রাহ্মণ-ভোজন করিয়ে যে দক্ষিণা দেয়, তার মানে তাকে তৃপ্ত ক'রে বাড়তি অতটুকু করে। এই বাড়তি করাটাই মানুষকে দক্ষ ক'রে তোলে। দক্ষিণা কথাটার মধ্যেই আছে দক্ষতা।

সুশীলদা—আমি দাদাকে লিখেছিলাম এখানে আসতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার আচারে-ব্যবহারে মানুষ যত মুগ্ধ হবে, সেই মুগ্ধতাই তাদের টেনে নিয়ে আসবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর একটি বাণী দিলেন। সেই বাণীর বক্তব্য হ'চ্ছে যে মহাপুরুষরা মনের কথা বলা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের অলৌকিক ব্যাপারের অনুষ্ঠান ক'রতে চান না। বাণীটি বলার পর মেণ্টু ভাই (বসু) বললেন—অনেক সময় তো তাঁরা মনের কথা কন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনের কথা বলা হিসাবে কন না, প্রয়োজনমতো কন।

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ২৯। ১১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় চৌকিতে শুভ্রশয্যায় সমাসীন। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ব্রজগোপালদা (দত্তরায়), চুনীদা (রায়চৌধুরী) প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গতকাল রাত্রে ঘুম হয়নি, সেই প্রসঙ্গে কথা উঠল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার শুলে পর film-এর (ছায়াছবির) মত আসে। তার মধ্যে একটা concentric thread (সুকেন্দ্রিক সূত্র) মতো থাকে—কোথায় কার জন্য কী ক'রব, ইত্যাদি চিন্তা আসে। Disturbance (বিব্রতি) থাকলে আকাশটা যেন ঠিকভাবে ফুটে ওঠে না। চান করার সময় ডুব দিই, আর কত মূর্ত্তি আসে—একেবারে living (জীবন্ত)। অনেকসময় নিজেকেও দেখি। পরশুই দেখেছিলাম। মনে মনে দেখা না, এমনিই দেখা।

সুশীলদা (বসু)—পুরুষোত্তমের পিতামাতা যতই বড় হন, পুরুষোত্তমের তুলনায় কিছু নন তাঁরা। এ অবস্থায় সেখানে তাঁর আবির্ভাব হয় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগসংহতির ভিতর দিয়ে আসে। Wave (তরঙ্গ)-টা ধরা পড়ে। তাই ব'লে তাঁদের intelligence (বুদ্ধি) যে অতখানি, তা' নয়। কিন্তু tuning (সঙ্গতি) থাকে যাতে ঐ ঝঙ্কারটা বেজে উঠতে পারে। তাঁদের মধ্যে ঐ ধরনের অনুদীপনা না থাকলে, ঐ পুরুষকে ধারণ ক'রতে পারেন না তাঁরা। তবে tune (সঙ্গতি) জিনিস একটা, আর wisdom (প্রজ্ঞা) বা ব্যক্তিত্ব জিনিসটা আলাদা।

সুশীলদা—তাঁরা কি feel (অনুভব) করেন যে, এইরকম আবির্ভাব প্রয়োজন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা cry of people (জনজীবনের ক্রন্দন) ওঠে, সেটা tuned হয় (ধরা পড়ে) অমনতর জায়গায়। ধরেন, কতকগুলি সমস্যা আছে, তার সমাধান নেই। হয়ত সেগুলি কোনও সৎ নিম্নবংশীয় দম্পতির প্রাণে গিয়ে তরঙ্গ তুললো। সেখানেই তিনি এসে গেলেন। বৃত্রাসুরবধের সময় দেবতারা ক্ষীরদ সমুদ্রের কাছে গিয়ে প্রার্থনা ক'রতে লাগলেন। তাঁদের হ'য়ে যেন দেবী রূপায়িত হ'য়ে উঠলেন। ফলকথা, সকলের প্রার্থনার মূর্ত্ত উত্তরস্বরূপ আসেন তিনি।

জ্ঞানদা (চৌধুরী)—তিনি যখন আসেন, তখন মানুষ কি তাঁকে বুঝতে পারে? এবং সেটা কিভাবে বোঝে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকে হয়তো তাঁকে স্বরূপতঃ বুঝতে পারে না, কিন্তু এইটুকু বোঝে যে তিনি আমাদের মিষ্টি মানুষ, জীবনীয় মানুষ—খুব ছোট ছেলেপেলেরা যেমন মিশ্রী খেয়ে বোঝে যে মিষ্টি, কিন্তু তাকে মিশ্রী ব'লে বোঝে না।

ব্রজগোপালদা চৌকাঠের উপর বসেছিলেন। ক্যাবা (দয়ালদাস ভদ্র) প্রফুল্লকে বললেন—ওঁকে নিচে নেমে বসতে বলেন, শুনেছি চৌকাঠের উপর বসলে ঋণ হয়।

প্রফুল্ল ব্রজগোপালদাকে ঐ কথা বলল—ব্রজগোপালদা খুশি হ'য়ে নিচেয় নেমে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাসিমুখে বললেন—ক্যাবার মানুষের প্রতি শুভেচ্ছা আছে। যেটুকু যা' জানুক, তা' দিয়ে মানুষের ভাল হোক,—এই বুদ্ধি আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পুরুষোত্তম সম্পর্কে একটি বাণী দিলেন। ভোলারাম আসল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নোমানির তো আর চলে না। ও সেইদিন এসে বলছিল, ওর জমি বন্ধক রয়েছে। আমি বললাম—জমিটা ছাড়িয়ে দিলে তোর চলে তো? ও বলল—হ্যাঁ, তাই কয়েকজনকে বলেছি ৪৫০ টাকা যোগাড় ক'রে দেবার জন্য।

ভোলারাম—ওকে এখন দেবেন না, হয়তো আবার গোলমাল করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও আমার ভাল করুক, মন্দ করুক, আগে বাঁচুক তো! না হয় আমার ছেলে জেলে থাকবে, ওর জন্য পরোয়া করি না। ও বাঁচুক তো! ...(একটু পরে) গোয়ালপাড়ার ওদের কাপড় দিয়েছিস তো?

ভোলারাম—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছে, তাদেরও দিয়েছিস তো?

ভোলারাম—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালই ক'রেছিস।

জনৈক নবাগত দাদা—আমি যে 'সোঽহং'—এটা ভুল হ'লো কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—'সোঽহং' কথার থেকে আমার মনে হয় আমি আছি এবং বাঁচতে বাড়তে চাই, সম্বর্দ্ধনা চাই এবং কিভাবে তা' হ'তে পারে, তা' ভাবা ও করা ভাল। এতে যা' হয়, তা' আপনিই হবে, —সে 'সোঽহং' কই আর না কই। আগেই 'সোঽহং' ক'য়ে লাভ নাই যদি তাঁকে realise (উপলব্ধি) না করি।

রমণদার (সাহা) মা এসে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমার চলন, ফেরন, দাঁড়ান সবই যেন নতুন বৌ-এর মতো।

রমণদার মা (খুশি হ'য়ে)—সবই তাঁর দয়ায়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিলেন।

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, সোমবার (ইং ৩০। ১১। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় চৌকিতে উপবিষ্ট।

জনৈক নবাগত অধ্যাপক যতীনদা (দাস) ও নিশিদা (সোম)-সহ আসলেন। সবাই প্রণাম করার পর অধ্যাপক জিজ্ঞাসা ক'রলেন—দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যদি কোন-কিছু অবলম্বন না ক'রে একাগ্র হ'তে চেষ্টা করে, complex (প্রবৃত্তি)-গুলি dormant, dull ও indolent (সুপ্ত, ভোঁতা ও অলস) হ'য়ে যায়। কিন্তু মানুষ যদি সুকেন্দ্রিক হয়, তাতে সেগুলি roused, active ও meaningful (জাগ্রত, সক্রিয় ও সার্থক) হয়, individuality grow করে (ব্যক্তিত্ব গজায়)। আমাদের শরীরে যতগুলি cell (কোষ) আছে, সেগুলি concentric (সুকেন্দ্রিক) না হ'লে ছিটিয়ে যেত, impulse (সাড়া) carry (বহন) ক'রতে পারত না, বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকত। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়াই হ'লো উন্নতিলাভের পরম পথ।

অধ্যাপক—এক জায়গায় আবদ্ধ হবার দরকার কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নইলে ঠিক পাব না কোথা থেকে কতটুকু নিতে হবে বা বাদ দিতে হবে। Earth (পৃথিবী)-টা যদি Sun-এ (সূর্য্যে) concentric (সুকেন্দ্রিক) না হ'তো তাহ'লে তা' ভেঙে গুঁড়ো-গুঁড়ো হ'য়ে যেত। গ্রহগুলি যদি কোথাও নিবদ্ধ না থাকতো, তবে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলতে পারত না। আমাদের প্রত্যেকের ভিতরেই একটা যোগাবেগ আছে। ভালবাসা ও টান জিনিসটা দেওয়াই আছে। বীজ ও ডিম্বকোষের

মধ্যে টান না থাকলে conception (গর্ভসঞ্চার) হয় না, ব্যক্তিই বেরোয় না। ঐ টানকে রক্ষা করার জন্য সুকেন্দ্রিক হওয়া লাগে। সেজন্য বামুন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের ছোট বয়সেই দীক্ষা নিতে হ'তো। দীক্ষা এসেছে দক্ষ কথা হ'তে। দীক্ষা মানে তাই যা' আমাদের দক্ষ ক'রে তোলে। ... ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর জড়িত। ধর্ম্মে যদি বিজ্ঞান না থাকে, তবে তা' অন্ধ। আবার বিজ্ঞানে যদি ধর্ম্ম না থাকে, তবে তা খোঁড়া।

অধ্যাপক—আমার বিশিষ্ট পছন্দ-অনুযায়ী চ'লে, তাতে দক্ষতা যদি লাভ করি তা হ'লেই তো হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটা কেন্দ্র না থাকলে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কিছুই করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। আদর্শ না থাকলে আমরা পরিবেশের সদ্ব্যবহার ক'রতে পারি না, বরং পরিবেশই আমাদের নানাভাবে আকৃষ্ট ক'রে বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত করে।

অধ্যাপক—যদি আমি নিজেকে নিজের কেন্দ্র করি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'রে দেখেন না।

অধ্যাপক—আমি চাই না অন্য কেউ আমাকে guide (পরিচালনা) করে, goad করে (তাড়না করে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাইরের প্রত্যেক যা-কিছুই আমাদের goad করে ও guide করে (তাড়না করে ও পরিচালনা করে)। পরিস্থিতির এরকম goading (তাড়না) আমরা খানিকটা cut off ক'রতে (বাদ দিতে) পারি, যদি এক জায়গায় আবদ্ধ থাকি। কারও দ্বারা পরিচালিত হব না, এটা একটা পাগলামি। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা। / ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।'

নিশিদা—বিজ্ঞান নাকি বলে মানুষ একদিন একেবারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' হবে যদি সেইপথে চলে। বাঙালী সম্বন্ধে ইংরেজরা নাকি বলেছে, এমন সুন্দর দেহ-সৌষ্ঠব কমই মেলে। এখন কিন্তু অন্যরকম হয়েছে। বিধির পথেই সব আসে। আমি ক্ষয় পেতেও পারি, বৃদ্ধিও পেতে পারি, সমানও থাকতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন—ঈশ্বর মানে কী?

প্রফুল্ল—ধারণপালনী শক্তি, যা' দিয়ে দুনিয়ার যা-কিছু বিধৃত ও পালিত হ'য়ে চলে।

অধ্যাপক—তাহ'লে ঈশ্বর বলতে বুঝব a bundle of laws (একগুচ্ছ বিধি)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—One law (এক বিধি)-ও বলতে পারি। আর, বিধিমাফিক সেই পথে চ'লতে হবে। ফলকথা, আমার concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়াই লাগবে, তাতে adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হবে, ব্যক্তিত্বও বাড়বে, তা' দুনিয়ার কাজে লাগবে। কে বলতে পারে যে তোমার মতো একটা বৈশিষ্ট্য concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লে দ্বাদশ শিবাজির মতো কাজ ক'রতে পারবে না?

কথাপ্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রশ্ন ক'রলেন—আমরা নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেলেই বা ক্ষতি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অতবড় পাগল হ'য়ে লাভ কী? আমি পৈতৃক প্রাণ পাইছি, বাঁচতে চাই, বাড়তে চাই, আত্মীয়স্বজন, ছেলেপেলে, পরিবার, পরিবেশ নিয়ে। সবাইকে নিয়ে শুভ-সাফল্যে সুদীর্ঘজীবী হ'য়ে বাঁচতে যাতে পারি, তাই করাই তো ভাল। সম্ভব হয়ত অনেক কিছু। রেডিয়াম হয়ত ক্ষয় পেতে পেতে সীসা হ'য়ে যেতে পারে। আবার, পারদের সঙ্গে একটা ইলেকট্রন যোগে তা' হয়ত সোনা হ'য়ে যেতে পারে। কথার কথা হিসেবেই বলছি।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—কোন-কিছুতে আকৃষ্ট না হয়ে কি মানুষ থাকতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—নানা জিনিসে আকৃষ্ট হয়, যার ফলে যোগাবেগটা ব্যাহত হ'য়ে পড়ে। এমন অনেক মানুষ দেখা যায় যাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা যেন নিথর হ'য়ে গেছে। কিন্তু মানুষ কোন সময় সীমিত হ'য়ে থাকতে চায় না। সে চায় আরও-আরও-আরও। আদর্শে সুকেন্দ্রিক হ'লেই ঐ চলাটা স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-কেতনের ঘরে। যতীনদা (দাস) ভূপেন দাশগুপ্তসহ আসলেন। ভূপেনদা তার নিজের নানা সমস্যার কথা বললেন এবং করণীয় কী জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যখন বলেছিলাম তখন আসলে আজ এ অবস্থা হ'ত না। তুমি খেতে পার বা না পার, লাখ মানুষকে খাওয়াতে পারতে। আর, তোমার বাড়ির মা অন্নপূর্ণার মতো পরিবেশন ক'রত সকলকে। আমি বলি, তুমি ভালবাস তাঁকে, তোমার ভালবাসা যেন তাঁর ভালবাসা-সাপেক্ষ না হয়। অবশ্য, তিনি ভালবাসেনই, তাঁর ভালবাসার দৌলতেই বেঁচে আছ। আমি বলি, তিনি ভালবাসুন বা না বাসুন, তাঁর প্রতি তোমার ভালবাসা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। তিনি তোমাকে মারুন, ধরুন, গালাগালি দিন, অপদস্থ করুন, নির্য্যাতন করুন, কষ্ট দিন আর গুয়ের বালতির ভিতর বসিয়েই রাখুন কিংবা রাজভোগ ও দুগ্ধফেননিভ শয্যায়ই রাখুন, তোমার ভালবাসা যেন সর্ব্বাবস্থায় অক্ষুণ্ণ থাকে। তুমি যেন যে-কোন অবস্থায় আত্মপ্রসাদ নিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পার—'ঠাকুর, আমি তোমার, ঠাকুর, আমি তোমার, ঠাকুর, আমি তোমার।'

এই সময় ইনকামট্যাক্সের উকিল শ্রীযুত পাল আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি ওকে এই দু'বার দেখলাম। আমি এদের বাড়িতে কত কাটিয়েছি, এর হবার আগে।

প্রফুল্ল—কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রতাপপুরে। শশধর (সরকার), ভবানী (সাহা) ওদের বাড়ির কাছে। ওদের বাড়ির সামনে একটা কালীবাড়ী ছিল।

একটু থেমে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষের বাড়ি, ভিটে, আমার মনে হয় পূত মন্দির। তার পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতি সেখানে জমাট হ'য়ে থাকে। যেমন, কথা ধরা থাকে। ধূলির মধ্যেও তেমনি পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতির রেশ থাকে। আমার বাড়ি বলতে একটা আভিজাত্য আছে। আমি যদি পণ্ডিতজি হ'তাম তাহ'লে দেশবিভাগ হতে দিতাম না। যে নিজের দেশকে, নিজের বাড়ির ধূলিকে, নিজের বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করে, সে কারুরটা নষ্ট হয় তা' বরদাস্ত ক'রতে পারে না।

শ্রীযুত পাল যাবার অনুমতি চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার যখন সুবিধে হয় আসবেন। আসলে-গেলে আত্মীয়তা বাড়ে। দেখেই তো আমার একটা 'আমার, আমার' ভাব লাগছে খুব।

শ্রীযুত পাল চ'লে গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর ভূপেশদাকে বললেন—এই কাজ ক'রতে নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) করা লাগবে, equiped (প্রস্তুত) হওয়া লাগবে। মানুষের অন্তরের শয়তানকে নিরোধ ক'রতে, নিরস্ত্র ক'রতে সর্বভাবে প্রস্তুত হ'তে হবে। মনে রেখো, তুমি সব সময় পরীক্ষার্থী। মানুষ কতরকম অবাধ্য প্রশ্ন করবে, তার এমন সদুত্তর দেবে যা' প্রত্যেকের সত্তা স্পর্শ করে। লাখরকম প্রতিবন্ধক বা পিছটান থাকলেও বিচ্যুত হবে না, এমন হওয়া চাই। বার্ক, ফক্স, শেরিডন, ডেমোসথেনিস ইত্যদির মতো বক্তৃতা করতে শেখা লাগে। যেমন emotional (আবেগপূর্ণ), তেমনি rational (যুক্তিযুক্ত), তেমনি scientific (বিজ্ঞানসম্মত), তেমনি factful (তথ্যপূর্ণ) —একাধারে সবদিক well-adjusted (সুবিন্যস্ত) হওয়া চাই।

ভূপেনদা—আমায় ক্ষমা করুন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষমা তো আমার হ'য়েই আছে। তুমি তোমাকে ক্ষমা কর অর্থাৎ সক্ষম ক'রে তোল। ক্ষমতা বলতেই বোঝায় ইষ্টার্থপ্রতিষ্ঠার ক্ষমতা। এখানে এসে পড়। এই আড্ডায় থাক কিছুদিন। পড়, শোন, কর, দেখ, আলোচনা কর, তপস্যা কর, মানুষের সঙ্গে মেশ, যাজন কর, তৈরি হও।

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ৪। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় নিভৃতে-কেতনে ভক্তবৃন্দসহ বসে আছেন।

পঞ্চাননদা (সরকার) বললেন—ভগবান নামটা তুলেই যত গোলমাল হ'য়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভগবান নামটা খুব accurate (যথাযথ)। ভগবান মানে ঐশ্বর্য্যবান। তা' যদি বাস্তব না হয়, তাহ'লে হবে কি করে। ঈশ্বর-কথাটার মানে একটু অন্যরকম। ঈশ্-ধাতু মানে আধিপত্য। অধির মধ্যে ধা আছে। অর্থাৎ ধারণপালনী সম্বেগ যা', তাই-ই ঈশ্বর। যা' যা-কিছুকে ধারণ-পালন করে, তাকেও ঈশ্বর কয়। আবাব, আমার মধ্যে ধারণপালনী সম্বেগ বলতে যা আছে, তাও ঈশ্বর। তবে বোদ্ধাকে বাদ দিলে তার খেই পাব না।

পঞ্চাননদা—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'—এই মায়া তরে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে যে চায় সে মায়াকে বুঝতে পারে। কী কী দিয়ে মায়া, কী বৃত্তান্ত ইত্যাদি। মায়াকে যে চায়, সে মায়াকে চিনবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর অনেকগুলি বাণী দিলেন।

তারপর শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয়া অনুকাদেবীর কাছে একটি চিঠি লেখালেন।

১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ৫। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনে। ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জ্জী, প্যারীদা (নন্দী), বনবিহারীদা (ঘোষ) একসঙ্গে তাঁর স্বাস্থ্য পরীক্ষা ক'রলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় নিভৃত-কেতনের বারান্দায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার), হরিনন্দনদা (প্রসাদ) প্রমুখ অনেকেই উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আজ দুপুরে মাকে স্বপ্ন দেখলাম। আগে যখনই মাকে স্বপ্ন দেখতাম তখন আর মনে হ'ত না যে মা নেই, কিন্তু তাকে যেন পাই-পাই, পাই না এমন মনে হ'তো। কালও মাকে স্বপন দেখেছি, —রাধানগরের থেকে আসতে নদীর পাশে এমন একটা জায়গা। মার যেন অনেক ছেলেপেলে আছে, মার গলায় তাবিজ, মা ঝরঝর করে কাঁদলেন, আমিও কাঁদতে লাগলাম, দূরে দিগন্ত, গ্রামের মত পরিবেশ। একটা মেয়েকে দেখলাম, সে আমাকে দেখে চলে গেল। মা যে কী বললেন মনে নেই। ঘুম ভেঙে মনে হ'লো যে আমরাই শুধু মায়ের ছাওয়াল নয়, মায়ের আরও বহু ছাওয়াল আছে।

এই সময় স্মরজিৎদা (ঘোষ) শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতমত শৈলমাকে দু'জোড়া ভাল কাপড় এনে দিলেন।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকটি বাণী দিলেন।

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, সোমবার (ইং ৭। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের বারান্দায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে বসে আছেন।

সুধাদি আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—দুনিয়ায় যদি লীলালসিত লাস্য না থাকত তবে দুনিয়াটা একটা 'ইয়ে' হ'য়ে যেত। তোর জীবনে এটা খুব আছে। কেষ্টদার সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে তোর কপাল খুলে গেল। দুনিয়ার সঙ্গে তোর যেন এক নতুন সম্পর্ক হ'য়ে গেল। গালপাড়া থেকে, ভিক্ষা করানো থেকে, নানা অবস্থায় ফেলানো অবধি

সবটাই যেন 'ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।' সত্যিই তোর বড় ভাগ্য। তোদের জীবন সহজ হ'য়েও বিরাট, কিছু না থেকেও সব দিক দিয়ে ভরা।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর অনেকগুলি বাণী দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় নিভৃত-কেতনে। শ্রীযুত জে. এন. মুখোপাধ্যায়, অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর জেনারেল অফ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি, এসে প্রণাম ক'রে বসলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন—আমার বরাবর ধর্ম্মের ব্যাপারে একটু ক্ষিদে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্ষিদে যদি থাকে তবে খাওয়াই ভাল।

শ্রীযুত মুখোপাধ্যায়—তার পদ্ধতিটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি দীক্ষা নেন নি?

শ্রীযুত মুখোপাধ্যায়—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরুর কাছ থেকে নিয়েছেন?

শ্রীযুত মুখোপাধ্যায়—হাঁ! দীনবন্ধু ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে নিয়েছি। উনি দেহত্যাগ করেছেন।

কেষ্টদা—তিনি যদি দেহত্যাগ ক'রে থাকেন, তবে সদ্‌গুরুর কাছ থেকে তার পুরশ্চরণ করা যায় তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্‌গুরু ছাড়া পুরশ্চরণই হয় না। পুরশ্চরণ মানে এগিয়ে যাওয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার দিকে চেয়ে শ্রীযুত মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে বললেন—ওঁর কথা আগেও শুনেছি, উনি সৎসঙ্গের জন্য খুব খাটেন।

শ্রীযুত মুখোপাধ্যায়—সৎসঙ্গের নীতিগুলি খুব ভাল। এগুলি যত প্রচার হয়, ততই ভাল। অনেকে না জেনে সমালোচনা করেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঐরকম হ'য়ে গেছে। আমাদের কৃষ্টি সম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণা নেই, তাই নিজেদের মতের সঙ্গে না মিললে বিরূপ সমালোচনা করি। ... তবে বাঁচার পথ এই। যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাব, তত না-করাগুলি নিরাকৃত হবে। ফাঁকি দিয়ে কিছু হবার জো নেই। ডবল প্রমোশন নেই এখানে। আমরা যদি উন্নত হ'তে চাই তা'হলে উন্নতির পথে নিখুঁতভাবে চলা লাগবে। না ক'রে কিছু হবার জো নেই। যত তাড়াতাড়ি ক'রব, তত তাড়াতাড়ি হবে। আমাদের উপনয়ন-প্রথা, গুরুকরণ-প্রথা অতি চমৎকার ছিল। উপযুক্ত আচার্য্যের অভাব হ'লেও উপনয়ন-প্রথা ছিল। উপনয়নদাতা ব'লে দিতেন—সদ্‌গুরুকে জান। তা'না ব'ললে সাবিত্রীদীক্ষাই পূর্ণ হ'তো না। আজকাল গুরুরা কার্য্যকারণ সম্পর্কে বোঝায়ে দেন না। অনেকে নিজেরা সুকেন্দ্রিক নন, তাই অপরকেও সুকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে পারেন না। আবার, মানুষ সুকেন্দ্রিক না হ'লে বাইরের নানা influence (প্রভাব) ও নানা ism (বাদ) তাদের পেয়ে বসে।

কেষ্টদা—ম্যাগডুগাল বলেছেন, কুষ্টিগত আদর্শ, আচার, অনুষ্ঠান, শ্রদ্ধা, আভিজাত্যবোধ ইত্যাদি যদি না থাকে, তবে জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি এখনও সাবধান না হই, ফিরে না দাঁড়াই, আমাদেরও হয়তো তাই হবে। যখন মানুষের দেওয়ার থাকে না, শুধু নেয়, তখন সে captive (বন্দী) হ'য়ে পড়ে। যখন দেওয়া-নেওয়া দুই-ই থাকে, সত্তাপোষণ ও বৈশিষ্ট্যপালনের দিকে লক্ষ্য রেখে, তখনই সামঞ্জস্য ঠিক থাকে।

আগে পুরুষোত্তমকে কেন্দ্র ক'রে সবকিছু পরিচালনা করার রীতি ছিল। তাই বলত 'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'। তিনিই master (প্রভু), তিনিই best fulfiler (সর্ব্বোত্তম পরিপূরক)। তাঁকে বাদ দিলে নানা বাদ প্রধান হয়। মানুষ সুকেন্দ্রিক হ'তে পারে না। ছন্নতা এসে পড়ে। নানা জিনিস ঠেসে ধরে। বুদ্ধদেব যখন এসেছিলেন তখন সাহিত্য, শিল্প, রাষ্ট্র, সমাজ, ব্যষ্টি—সব জাগলো সব দিক দিয়ে। শ্রীকৃষ্ণ যখন এসেছিলেন, তখনও তাই হ'য়েছিল। তিনি ছিলেন সব যা-কিছুর প্রাণ-প্রেরণা। ঐ প্রেরণা সব যা-কিছুকে স্ফুরিত ক'রে তুলেছিল তার বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী। আমরা যদি পুরুষোত্তমকে না চাই, তাহ'লে নানা জিনিসের উপাসনা ক'রে পরমপদ লাভ করতে পারি না। আমাদের চলতে হবে পুরুষোত্তমকে কেন্দ্র ক'রে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর পরপর অনেক বাণী দিলেন।

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ৮। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় চৌকিতে উপবিষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য) ও খেপুদার সঙ্গে বহুক্ষণ নিভৃতে আলাপ করলেন।

শ্রীযুত জে এন মুখোপাধ্যায় আজ চ'লে গেলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর আজ সকালে দুটি বাণী দিলেন।

২৩শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ৯। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূর্বদিকের বারান্দায়।

প্রবোধদা (মিত্র) আসলেন কলকাতা থেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রেস সম্পর্কে বললেন—বাইরের কাজ এমনভাবে যোগাড় করা লাগে যে তার লাভ দিয়ে আমাদের বইগুলি ছাপানো হ'য়ে যায়। এখন যা' প্রেস হ'লো তাতে ২০/২৫ খানা মাসিক বের করতেও আটকাবে না। বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি তিনরকমের খুব ভাল টাইপ আনা লাগে। সস্তা টাইপ টেকেও না বেশীদিন, আর তাতে ছাপাও ভাল হয় না।

এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি কলকাতা থেকে একটা ভাল বই আনিয়েছেন। আমাদের পূর্ব্বকালীন সঙ্গীতের ধারা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওগুলি পুনরুদ্ধার করা যায় না?

কেষ্টদা—আগে আমাদের স্বরলিপির প্রচলন ছিল না, গুরুশিষ্য-পরম্পরা চ'লত। তাই, তাদের প্রবর্ত্তিত সুর-তাল-মান-লয়গুলি বিশেষ কারও জানার মধ্যে না থাকলে সাধারণের মধ্যে প্রবর্ত্তন করা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চেষ্টা করা ভাল।

কেষ্টদা—সমবেত প্রার্থনার সঙ্গে পিয়ানো বাজানোর প্রথা যদি প্রবর্ত্তন করা যায়, তাহ'লে ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

কেষ্টদা—আপনি কীর্ত্তনের সময় কতকগুলি নূতন যন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসন্নচিত্তে কেষ্টদার দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

হেরম্বর মা এসে বাড়ীর লোকের ব্যবহার সম্বন্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে বললেন—স্বামী-ভক্তি ক'রো ভাল ক'রে, নইলে কর্ম্মফল কাটবে না। এ বাবা ভগবানের রাজ্যি!

২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ১০। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে ব'সে আছেন।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) এসে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর উৎফুল্ল হ'য়ে বললেন—এতদিন পরে তোকে দেখে মনে হ'চ্ছে তোর অসুখ সেরেছে। Sweet-looking (মিষ্টি চেহারা) একটা গোলাপের মতো লাগছে। গায়ত্রীর মত চেহারা হ'য়েছে।

জনার্দ্দনদা খুশী হ'য়ে বললেন—এখন অনেক ভাল আছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্যারী যে ওযুধের কথা বলেছে, ঠিকমত খেলে একেবারে সেরেও যেতে পারে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে নিভৃত-কেতনের ঘরে শুভ্র শয্যায় উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার), অজয়দা (গাঙ্গুলী), প্রভাতদা (দে) প্রমুখ উপস্থিত। একটা বাণী পড়া হচ্ছিল।

সেই সূত্রে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—অনুভূতি অনেক রকমের হয়। দেখতাম কেষ্টঠাকুর নদীর ধারে বসে বাঁশী বাজাচ্ছেন। আমি তাঁতে যে খুব লোলুপ হ'য়ে পড়তাম, তা' কিন্তু নয়। আমি বলতাম, যাও, বিরক্ত ক'রো না, আমি বাঁচি না নিজের জ্বালায়। কি মজার ব্যাপার। আমি এতবার দেখেছি, কিন্তু প্রত্যেকবারই দেখেছি, কেষ্ট ঠাকুরের রং কালো নয়, গৌরবর্ণ তিনি—বৌসন্ধ্যার রং যেমন হয়, অমনি রং। দূর্ব্বা ঘাস চাপা দিয়ে রাখলে যেমন হয়, তেমনি। Sweet enchanting (মিষ্টি মনোমোহন) চেহারা।

এক-একটা রকমে পুরুষোত্তমের মধ্যে এক-একটা জিনিস অনুভব করা যায়। তিনি ব'সে আছেন, তাঁকে দেখে হয়তো রামচন্দ্রের অনুভূতি ঝিলিক দিয়ে গেল। এইরকম রকমারি হয়। যখন যেমন adjustment (বিন্যাস) হয় ভিতরে, তখন সেইরকম দেখা যায়।

২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ১১। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায়। আউটারব্রীজদা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর খোঁজখবর নিলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে সমাসীন। তিনি জিতেন দেববর্ম্মণকে কয়েকটি কাজের কথা বললেন।

জিতেন ভাই—টাকার অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—টাকার অভাব নেই। মানুষের সেবা যারা করে—ইষ্টার্থপ্রণোদনা নিয়ে, তাদের কখনও অভাব হয় না। 'ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত! গচ্ছতি', 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'।

রমনদার (সাহা) মা ক্রুদ্ধ হ'য়ে কার্ত্তিক ভাইকে (পাল) বেদম প্রহার করে রক্তপাত করায় শ্রীশ্রীঠাকুর গম্ভীরভাবে বললেন—হিংসা যেখানে, সেখানে কাল। পরমপিতা যেখানে, সেখানে শান্তি।

২৬শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ১২। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় উপবিষ্ট। তাঁর বিছানায় রোদ এসে পড়েছে। আজ সকালে কলকাতা থেকে 'ডবল ক্রাউন', ডিমাই, ট্রেডল ইত্যাদি প্রেস মেশিন ও বিভিন্ন রকমের টাইপ ট্রাকে ক'রে আসল। ট্রাক আসছে শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর আগ্রহ-সহকারে বাইরে গিয়ে বসলেন। বড়াল-বাংলোর কতকগুলি জিনিস ছিল, সেগুলি ট্রাক থেকে নামানো হ'লো।

কালিষষ্ঠী মা একটা বোতলে ক'রে কিছু অ্যালকোহল ও অন্য হাতে কতকগুলি ওষধি নিয়ে আসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিরে! তোর হাতে কী?

কালিষষ্ঠী মা—খোকার ওষুধ তৈরীর জন্য এই জিনিসগুলি নিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসিমুখে)—তোকে দেখে মনে হ'চ্ছে যেন মদের বোতল নিয়ে হেলতে-দুলতে আসছিস।

কালিষষ্ঠী মা—এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনার নেশায় মাতাল হ'তে পারি।

দোবেজী আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দোবেজী প্রেস এসে গেল। খুব বড় প্রেস, আর ইংরেজী, বাংলা, হিন্দি—তিন রকমের টাইপ।

দোবেজী শুনে খুশী হ'য়ে হাসলেন।

সুধাবিন্দু (বসু) এসে বলল—প্রবোধদা আমাকে বলছেন, তাঁর under-এ (অধীনে) থেকে কাজ ক'রতে। আমি কী ক'রব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বড়দার কাছে জিজ্ঞাসা কর্। আণ্ডার-ফাণ্ডার কি? তোর আণ্ডারে আমি, আমার আণ্ডারে তুই। কাউকে না হ'লে কারুর চলে? পাগলামি কথা। ... বাইণ্ডিং সেকশন পুরোপুরি ঠিক ক'রে ফেল্। যাতে বড় বড় বই বাঁধান যায়।

বহিরাগত এক মা তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূসহ এসে বললেন—আমার ছেলের বিয়ে দিয়েছি, কিন্তু সংসারে শান্তি হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর পুত্রবধূকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি—এদের সেবা-যত্ন করবি। আশা-ভরসা-উদ্দীপনায় তাদের ভ'রে তুলবি। তাদের যাতে স্ফূর্ত্তি হয়, সুখশান্তি হয়, তাই ক'রবি। দেখবি লক্ষ্মী ঘরে ঢুকে যাবে। যে-মন এর উল্টো করে, সে-মনকে শাসন করা লাগে। শালা নিজেকে কি মেরে ফেলবি ঐ মন নিয়ে চ'লে?

পুত্রবধূ বিনীতভাবে কথাগুলি শুনলেন।

সন্ধ্যায় বিনোদাবাবু আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তখন নিভৃত-কেতনে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জানালেন যে, ভারত সরকার হাউজারম্যানদাকে (রে) এক মাসের মধ্যে ভারত ছাড়তে বলেছে এবং এর কোন সুরাহা তাঁর দ্বারা সম্ভব কিনা, সে কথাও জিজ্ঞাসা ক'রলেন।

বিনোদাবাবু বাবু জগজীবন রাম ও শ্রীযুক্ত শ্যামনন্দন সহায়ের কাছে এ ব্যাপারে চিঠি দিয়ে দিলেন।

বিনোদাবাবু বিদায় নেওয়ার পর অন্য কথাবার্ত্তা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লেখা সম্বন্ধে কথা উঠতে কেষ্টদা বললেন—লেখা অনেক হ'চ্ছে। কিন্তু সবাই বুঝতে পারবে কিনা, সেই হ'লো কথা। আবার টীকার পাল্লায় প'ড়ে যেতে না হয়, ঐটেকে বড় ভয় করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসম্ভব নয়। শয়তানও ignorable (উপেক্ষণীয়) নয়। জীবনটাই একটা constant struggle with satan (শয়তানের সঙ্গে অবিরাম সংগ্রাম)।

২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ১৩। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় চৌকিতে উপবিষ্ট। দুমকা থেকে অরবিন্দদা (বন্দ্যোপাধ্যায়), হেমন্ত-দা প্রমুখ এসেছেন। হেমন্তদা আজ দীক্ষা নেবেন। তিনি বললেন—এখন তো ঠাকুরই আমাদের জন্য ভাববেন।

প্রফুল্ল—আপনি ঠাকুরের জন্য ভাববেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা ভাবা বলতে বুঝি চিন্তা করা। কিন্তু ভাবা মানে হওয়া, আর হ'তে গেলেই ক'রতে হবে।

অরবিন্দদার শ্বশুর শশীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর ছেলের সম্বন্ধে বললেন—ও আমাকে যেভাবে সেবা করে, মানুষ মানুষের জন্য অমন ক'রতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টানুগ হ'য়ে বাপ-মাকে ভালবাসলে, তাদের সেবা ক'রলে, যত্ন ক'রলে, আরাধনা ক'রলে শরীর-মনে শক্তি আসে, বল আসে, তৃপ্তি আসে। তখন চেহারাই বদলে যায়। (অরবিন্দদার শ্যালককে লক্ষ্য ক'রে) ওর শরীরও কত ভাল হ'য়ে গেছে।

শশীন্দ্রদা—আমিই যে মানুষের জন্য কিছু ক'রতে পারি না, সেই যা' দুঃখ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ পয়সা থাকলেই যে ক'রতে পারে, তা' না। করে হৃদয় দিয়ে, অনুচর্য্যা দিয়ে। আমরা যে এত মানুষ আছি, আমাদের কাছে পয়সাটা secondary (গৌণ) হ'য়ে গেছে। আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ মানুষই আহরণ ক'রে গেছেন। পয়সা খুঁজতে গেলেই মানুষ আলেয়ার মধ্যে প'ড়ে যায়। মানুষ যে পয়সা আয় করে তার মূল হ'লো তার যোগ্যতা, সেবা। তার যোগ্যতা ও সেবার token (প্রতীক)-ই হ'লো পয়সা। প্রথম জিনিস হ'লো মানুষ, হৃদয়, অনুচর্য্যা, ভালবাসা, প্রীতি। মানুষকে আহরণ করুন ইষ্টানুগ পন্থায়, কিছু অভাব থাকবে না।

শশীন্দ্রদা—আমি যে এখানে আঠার বছর আছি, সে ভগবানের ব্যাঙ্কে চেক কেটে, আমার কিছু নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বামুন জাতিরও ভগবানের ব্যাঙ্কে চেক কাটা। সে ঐ ভগবানের দরবারেই ওকালতি করে। বাপ, বড় বাপের ঐ বিদ্যেটুকু থাকলে অভাব আর হ'তে পারবে না। আপনি এম-এ, বি-এলই হোন, জজই হোন, উকিলই হন, ডাক্তারই হোন—যেভাবেই পয়সা উপায় ক'রুন, সব কিন্তু লোকেরই দান। মানুষ মাত্রেই লোক-অনুগ্রহভুক্। মানুষ হ'লো নারায়ণ। নারায়ণ যদি থাকেন, তবে লক্ষ্মী থাকেনই ঘরে। চাই যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান, প্রতিগ্রহ—এই ষট্‌কর্ম্মের অনুষ্ঠান।

পূজনীয় কাজলভাই বর্দ্ধমান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হবার জন্য টেস্ট পরীক্ষা দিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা ক'রলেন—বর্দ্ধমানে গিয়ে যখন নামলি, তখন কী হ'লো।

কাজলভাই—নামামাত্র কত লোক মিলে 'বন্দে পুরুষোত্তমম্' ধ্বনি দিতে লাগলেন, আর ক্রমাগত মালা দিতে লাগলেন আমাকে, এতে দারুণ অস্বস্তি বোধ ক'রতে লাগলাম। মালা খুলে রাখলাম, তাতে ওঁরা বিমর্ষ বোধ ক'রতে লাগলেন। আমি যে কী ক'রব, বুঝে পাচ্ছিলাম না। পরে একটা মালা আবার প'রলাম আর একটা ফুলের তোড়া হাতে রাখলাম। যত মালা দেওয়া হ'য়েছিল সব পরে থাকলে গলা বেঁকে আসতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোমার তো একটা সুবিধা ছিল, তুমি তোমার মাকে মালাগুলি দিলে তোমার অমন ক'রে অস্বস্তিবোধ করা লাগত না, বইতেও হ'তো না, আর লোকের পক্ষেও তা' শিক্ষণীয় হ'তো।

কাজলভাই—মাকেও দিয়েছিলাম।

২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, সোমবার (ইং ১৪। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় উপবিষ্ট। মেদিনীপুরের কয়েকজন দাদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণাম ক'রে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ঐদিকে এমন পরিমাণ চাষের জমি সংগ্রহ করা লাগে যাতে প্রয়োজনমত বহু সহস্র লোককে দু'বেলা একটু কলাইয়ের ডাল আর দুমুঠো মোটা বা চেকন চালের ভাত খেতে দিতে পার। আপাততঃ এইভাবে প্রস্তুত হও, পরে হয়তো আবার দরকার হবে।

পরমেশ্বর ভাই (পাল)—বাংলায় বড় দলাদলি, ঘরোয়া বিবাদ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি বলছিলাম দশ-বার কোটি দীক্ষার কথা। তা' যদি ক'রতে পার, তখন দেখতে পাবে সবাই কেমন মিলমিশ হ'য়ে যাবে। তোমাদের মধ্যে চোর যদি কেউ থাকে, সে অভ্যাসের বশে চুরি ক'রলেও, পরে এসে কেঁদে পড়ে স্বীকার ক'রে ফেলে। দু'জনে হয়তো মারামারি ক'রলো। আধঘণ্টা পরে যেয়ে দেখবে, তারা দোকানে ব'সে একসঙ্গে মিষ্টি খাচ্ছে। কিংবা কোনও বটতলায় গিয়ে দুইজনে মিলে বিড়ি খাচ্ছে। পরস্পর সুখদুঃখের কথা ক'চ্ছে, এ ওর কথা শুনে কাঁদছে, ও এর কথা শুনে কাঁদছে। সেবার মেদিনীপুরে বন্যা হ'লো, তোমরা কতখানি ক'রলে। সৎসঙ্গীদের পরস্পরের মধ্যে মামলা নেই বললেই চলে। সৎসঙ্গীদের পরিবারে কৃষি ইত্যাদির production (উৎপাদন) বেড়ে গেছে। প্রত্যেকের বুদ্ধি আছে, আমি নিজে তো দুটো খাবই, আর অন্য যত জনকে পারি খাওয়াব। সৎসঙ্গ যদি দাঁড়ায়, তাহ'লে দেশে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের প্রয়োজন এখনই হয়তো তিরোহিত হ'য়ে যাবে।

পরমেশ্বর ভাই—মানুষের বড় অভাব।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অভাব কোথায়? ভাব থাকলে আবার অভাব হ'তে পারে? ভাব বাড়াও, অভাব ঘুচে যাবে। আর যাচ্ছেও তাই। একেবারে pauper (দারিদ্র্যপীড়িত) তোমাদের মধ্যে খুবই কম। তোমরা লাখপতি, কোটিপতি না হ'তে পার, কিন্তু মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের সংস্থান প্রায়েরই আছে।

পরমেশ্বর ভাই—দৈব-দুর্ব্বিপাক কেন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—দৈব মানে না-জানা কর্ম্মফলের দীপ্তি। সত্তাপোষণী প্রস্তুতি থাকে না ব'লে বিপাক চেপে ধরে। সত্তাপোষণী প্রস্তুতি থাকলে, equiped (প্রস্তুত) থাকলে, অমন হয় না। আমরা যদি সংহত হই, পারস্পরিকতা যদি থাকে, তখন দৈব আমাদের বেশী ক্ষতি ক'রতে পারে না।

পরমেশ্বর ভাই—প্রকৃতির মধ্যে দৈব-দুর্ব্বিপাক কেন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ কোথাও হয়তো উত্তাপ বেড়ে গেল, তার ফলে ঝড় হোল। প্রকৃতির রাজ্যে এইরকম চলে। আমাদের মধ্যে যেমন গ্রহ ক্রিয়া করে, ওখানেও তেমনি আছে। তবে আমরা নিজেরা যত গ্রহমুক্ত হব, প্রবৃত্তিমুক্ত হব, ততই ওগুলিও কমবে, ওগুলিকেও নিয়ন্ত্রণ ক'রতে পারব।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর নিভৃত-কেতনে ব'সে কয়েকটি বাণী দিলেন। তখন কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), পঞ্চাননদা (সরকার), রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

একটা বাণী সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সবাই বলে দরিদ্রনারায়ণ-সেবা ধর্ম্ম। কিন্তু আমি বলি, দরিদ্রনারায়ণকে যদি রাজা ক'রে না তুলতে পারি, তবে কী হ'লো?

কেষ্টদা—বিবেকানন্দ বলেছেন, আমি আমেরিকায় শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বেশী না ব'লে universal religion (সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম) হিসাবে বেদান্ত প্রচার ক'রেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার কিন্তু মনে হয় যে বেদান্তদর্শনের যদি একটা মূর্ত্ত প্রতীক না থাকে, তবে লাখ বেদান্ত প'ড়লেও universal religion-এর (সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের) basis (ভিত্তি) পাওয়া যাবে না।

২৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ১৫। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে পূবদিকের বারান্দায় চৌকিতে ব'সে আছেন।

কথাপ্রসঙ্গে প্রফুল্ল বলল—মানুষের জীবনে কেবলই অসুবিধা ও সংগ্রাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অসুবিধায় মানুষকে intelligent (বুদ্ধিমান) ক'রে দেয়। অসুবিধা অতিক্রম করার প্রয়োজন না থাকলে মানুষের presence of mind (উপস্থিতবুদ্ধি) বাড়ে না, কর্মশক্তি খোলে না। ওটা শিক্ষারই একটা অঙ্গ। ঐগুলির হৃদ্য সৎ-বিনায়নের মধ্য-দিয়েই মানুষ শিক্ষিত হ'য়ে ওঠে। যেমন জলে নামলেই সাধারণতঃ নাকে-মুখে জল ঢোকে। কেমন ক'রে ঢোকে না, সাঁতার শিখতে গিয়ে সেইটেই তোমার শেখা লাগে—বুদ্ধিকৌশল প্রয়োগ ক'রে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন।

"শ্রেয়ার্থ-উপচয়ী তৎপরতায়
অসুবিধার সার্থক হৃদ্য সৎ-বিনায়নে
মানুষের যে শিক্ষা বা আহরণ,
তা' মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে
অতি শীঘ্রই এবং সহজেই।"

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় নিভৃত-কেতনে ব'সে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ভারতে জাতিভেদ ছিল না, কিন্তু ছিল বর্ণভেদ, grouping of varities of similar instincts (বিভিন্ন প্রকার সমজাতীয় সংস্কারের গুচ্ছীকরণ)। সমাজে genetic adjustment (জনন-সম্বন্ধীয় বিন্যাস) ছিল। যার ফলে অনেক বিভূতিবান পুরুষ জন্মগ্রহণ ক'রতো।

১লা পৌষ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ১৬। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায়। হাউজারম্যানদা, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), হরিপদদা (সাহা), প্যারীদা (নন্দী), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ বললেন—আমার আগে মনে হয়নি, কিন্তু বলদেববাবু, জালেশ্বরবাবু ও মুরলীবাবু, এদের যদি পাবনার রসকদম কিছু দিতে পারতাম, তাহ'লে বড় ভাল হ'তো। আমার কেবলই মানুষকে দিতে ইচ্ছে করে।

এই ব'লে তখনই দিলীপকে (চট্টোপাধ্যায়) ডাকিয়ে পনের সের রসকদম তৈরীর কথা বলে দিলেন। একটু মৃদু সেণ্ট দিতেও বললেন।

মিষ্টির দুধ ও চিনি কেনার জন্য টাকার দরকার। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর ভগীরথদা (সরকার)-কে ডাকিয়ে এনে বললেন—কুড়িটা টাকা আন্ তো।

ভগীরথদা এনে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এরা সব আছে, তাই আমার এইসব তাল সামাল দেয়।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কেন যে আমার এমন ইচ্ছা হয় কেবল, বলতে পারি না। এ বোধ হয় family tradition (পারিবারিক ঐতিহ্য)।

শ্রীশ্রীঠাকুর দিলীপকে বললেন—এমন করা চাই যে কামড় দেবে আর মনে হবে 'গন্ধে মলয় হাওয়ার মতো উড়ছে তোমার উত্তরীয়।'

টিন ঝালাই ক'রে তাতে পাঠাতে হবে, তাই সুধীর দাসদাকে ডাকিয়ে সে ব্যবস্থা ক'রতে ব'লে দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনটি টাকাও তাঁকে দেওয়া হ'লো।

হাউজারম্যানদা—যীশুখ্রীষ্ট যে বলেছেন, 'কেউ যদি তার পিতামাতাকে আমার চাইতে বেশী ভালবাসে সে আমার যোগ্য নয়।' ... সেখানেও তো যীশুখ্রীষ্টের আত্মাভিমান প্রকাশ পায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা concentric (সুকেন্দ্রিক) হবার জন্য। আমার থেকে কেউ যদি বেশী থাকে তোমার, কিংবা কেউ যদি আমার সমান হয় তোমার কাছে, তবে টানটা bifarcated (দ্বিধাবিভক্ত) হবার সম্ভাবনা থাকে। তাতে পুরো adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিভিন্ন প্রদেশে বিশিষ্ট লেখকদের দিয়ে সৎসঙ্গের ভাবধারা সম্বন্ধে বড় বড় পত্রিকায় লেখা প্রকাশ করার জন্য জনার্দ্দনদাকে বললেন।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—কথা বলার সময়, ব্যবহার করার সময়, লেখার সময় এইটে খেয়াল রাখবে যেন তা' প্রাণদ হয়। তা'হ'লেই মানুষের ভাল লাগবে।

৩রা পৌষ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ১৮। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় চৌকিতে এসে বসেছেন। অনেকেই কাছে আছেন। বিনোদাবাবু (ঝা) এসেছেন। নানা বিষয়ে কথা হ'চ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি দাশদাকে বলেছিলাম ইংরেজদের না তাড়িয়ে পুরোপুরি হজম ক'রে ফেলতে। ... ডিভিসনের কত আগে থেকে শ্যামাপ্রসাদ, এন সি চ্যাটার্জি, সুভাষবাবু প্রমুখকে বলা হ'য়েছে কী করলে বাঁচা যায়। কেউ কথা শুনলেন না। ... আমাদের মূল জিনিস সম্বন্ধে বোধ ঠিক নেই।

স্থানীয় আদিবাসী সমস্যা সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবা বৈদ্যনাথ আছেন, বাবা বাসুকীনাথ আছেন, সেই ধাঁচে সাঁওতালনাথের প্রতিষ্ঠা যদি হয়, তবে সংহতির একটা ব্যবস্থা হয়।

খাদ্যপ্রসঙ্গে কথা ওঠায় বিনোদাবাবু বললেন—মাংসাশী যারা, তাদের যদি দুধের 'পরে লোভ করিয়ে দেওয়া যায়, তাহ'লে তাদের মাংসাশী প্রবৃত্তি নষ্ট হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসতে হাসতে)—কথাটা বলেছেন ঠিক, দুধের 'পরে লোভ হ'লে মাছ-মাংসের 'পর লোভ ক'মবেই।

সাধন-ভজন সম্বন্ধে কথা উঠতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ ক'রে বললেন—আত্মিক ও জাগতিক সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্যই দরকার যুগ-পুরুষোত্তমে কেন্দ্রায়িত হওয়া। এটা যেমন করা চাই, তেমনি দরকার অন্ততঃ চল্লিশ জন নেতৃগুণসম্পন্ন কর্ম্মী সংগ্রহ ক'রে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া।

৪ঠা পৌষ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ১৯। ১২। ১৯৫৩)

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-কেতনের বারান্দায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে চৌকিতে ব'সে আছেন। ইনকাম-ট্যাক্সের উকিল শ্রীযুক্ত পাল আসলেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনা ক'রতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জাতির প্রধান জিনিস আদর্শ ও জন্ম। আদর্শানুগ অনুশীলনের ভিতর-দিয়ে মানুষের চরিত্র উন্নত হয়। আবার উপযুক্ত বিবাহের ভিতর-দিয়ে তা' সংস্কাররূপে সন্তানে সংক্রামিত হয়।

মুসলমানদের কথা উঠতে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রসুলরূপী একাদর্শের অনুসরণের ভিতর-দিয়ে ওদের ভিতর ঐক্যের ভিত গ'ড়ে উঠেছে। আমরা যদি ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হই, তাহ'লে আমাদের উন্নতি অবধারিত। আমরা বুঝি না যে, পরবর্ত্তীর মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী সবাই আছেন। যিনি শ্রীকৃষ্ণ, তিনিই যে রাম, তা' আমরা বুঝি না। তাই অযথা বিরোধের সৃষ্টি হয়। প্রকৃত আদর্শপ্রাণতা যদি জাগ্রত থাকে, তাহ'লেই সব অবস্থার মধ্যে একটা পথ থাকে, সংহতি বজায় থাকে। মুসলমানরা সংযত যতখানি হোক বা না হোক, সংহত অনেকখানি।

ধর্ম্মকে বাদ দিলে নানা বাদের আবির্ভাব হয়। মাও সে তুং-এর কথা শুনেছি, তিনি বুদ্ধদেবের নামও করেন না। এটা আমার ভাল লাগে না। ধর্ম্মের মধ্যে গ্লানি ঢুকলে তার নিরাকরণ করা ভাল। কিন্তু ধর্ম্ম বাদ দেওয়া ভাল না, তাতে মানুষ প্রকৃতির গহ্বরে পড়ে যায়।

শ্রীযুক্ত পাল—আমাদের হিন্দুদের ধর্ম্মে তো শুনেছি সমাধি হয়, ভগবদ্দর্শন হয়। অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে কি এমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'রলেই হয়, সবার মধ্যেই এটা আছে। ধর্ম্ম কখনও বহু হয় না। ভগবান যদি এক হন, ধর্ম্ম বহু হয় না। হয় এক ধর্ম্ম, না হয় প্রত্যেক মানুষের এক একটা ধর্ম্ম। এটা বলছি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের দিক থেকে। প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্যই স্বতন্ত্র। রসুল, যীশুখ্রীষ্ট পূর্ববর্ত্তীকে মেনে গেছেন। আমাদের যাঁরা তাঁরাও মেনেছেন। প্রাচীন যদি নবীনে উদগত না হ'য়ে ওঠেন, তবে তাঁর মধ্যে truth (সত্য) কম। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান যারা তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বলে কিছু নেই। আমরা সবাইকে মানি। যবন হরিদাস, ভক্ত রুহিদাস যিনি ছিলেন মুচির সন্তান, তাঁদের আমরা কত সম্মান করি। সত্যিকার চরিত্রের সম্মান আছেই।

অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ্ যদি ঠিকমত প্রবর্ত্তন করা যায়, তাহ'লে আমাদের সমাধান হ'তে পারে।

৫ই পৌষ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ২০। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনে। অনেকেই আছেন। কথাপ্রসঙ্গে রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা) জিজ্ঞাসা করলেন—কোনও আদর্শ সম্বন্ধে বুদ্ধিগত বুঝ আছে, অথচ সে বিষয়ে হৃদয় উদ্বেল হ'য়ে উঠছে না, এটা কি ভণ্ডামি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে active interest (সক্রিয় অনুরাগ) নেই, অর্থাৎ যোগাবেগের খাঁকতি।

রত্নেশ্বরদা—আদর্শের সঙ্গ ক'রে যে উন্নত যোগাবেগের সঞ্চার হয়, তা' যায় কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যোগাবেগ সৃষ্টি হ'য়েও শারীরিক অক্ষমতা থাকলে সবটা কাজে ফুটে ওঠে না। যেমন আপনি। আপনার এ সম্বন্ধে appreciation (গুণগ্রাহিতা) খুব আছে, কিন্তু urge (আকূতি) নেই। শরীরও এর জন্য খানিকটা দায়ী। কিন্তু একসময় আপনি ছাত্রদের পড়ানোর ব্যাপারে দিনরাত কত পরিশ্রম করেছেন। আর আগে আপনি পিছটানকে কেয়ার করতেন না, এখন করেন, তাতেও অসুবিধা হ'য়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যাবেলায় নিভৃত-কেতনে রত্নেশ্বরদাকে বলছিলেন—শূন্য ধ্যান ক'রলে complex (প্রবৃত্তি)-গুলি ডুবে যায়। কোনও conflict (দ্বন্দ্ব) থাকে না, একটা dull serene (নিথর শান্ত) রকম হয়। অনেকে ওটাকে সমাধি-টমাধি মনে করে। আদতে কিন্তু তা' নয়। কারণ, ওতে প্রবৃত্তিগুলির সমাধান হয় না। কিন্তু ইষ্টধ্যান ক'রলে complex (প্রবৃত্তি)-গুলি সব ভেসে উঠলেও adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হওয়ার পথ হয়, ওতে conflict (দ্বন্দ্ব) থাকে, সঙ্গে-সঙ্গে থাকে নিয়ন্ত্রণ, সামঞ্জস্য, সমাধানের চেষ্টা।

রত্নেশ্বরদা—আমি শূন্য ধ্যানটা বুঝি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যান তো! কিছুক্ষণ শূন্যধ্যান ক'রে আসুন তো গিয়ে, কেমন বোধ হয়?

রত্নেশ্বরদা আধঘণ্টা খানেক ধ্যান ক'রে আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা ক'রলেন—কেমন লাগে?

রত্নেশ্বরদা—কেমন যেন সুষুপ্তির মতো লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওতে কোন conflict (দ্বন্দ্ব) থাকে না। কিন্তু ঠিকমতো ধ্যান ক'রতে গেলেও শূন্য অবস্থা আসে, সে অন্যরকম।

চুনীদা (রায়চৌধুরী) কোলকাতায় যাবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন—আমার জন্য কিছু নিয়ে আসিস।

পরে আবার বললেন—পোলাপানরা এইরকম বলে।

কথা শুনে চুনীদা হাসলেন।

৮ই পৌষ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ২৩। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় চৌকিতে বসে আছেন। বর্দ্ধমান থেকে এক ভদ্রলোক এসেছেন, তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে বসে ছিলেন। এক-একজন এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রছিলেন, আর শ্রীশ্রীঠাকুর হাত জোড় ক'রে নমস্কার করছিলেন। তাই দেখে বর্দ্ধমান থেকে আগত ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা ক'রলেন—এক-একজন এসে প্রণাম ক'রতেই আপনি হাত জোড় ক'রে ও কী করছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও প্রণাম করছি।

উক্ত ভদ্রলোক—ওরা যে আপনার থেকে ছোট, আর আপনাকে প্রণাম করে বিশেষ কারণে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওদের ভিতর যিনি আছেন, আমি তাঁকেই প্রণাম করছি।

উক্ত ভদ্রলোক—ওদের মধ্যে যদি তিনি থাকেন, তবে ওদের প্রণাম গ্রহণ করেন কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মনে করি আমার তিনি ওদের মধ্যে আছেন, আর ওরা মনে করে ওদের তিনি আমার মধ্যে আছেন।

৯ই পৌষ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ২৪। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় আছেন। অনেকেই উপস্থিত আছেন।

জে. সি. গুহ, সেক্রেটারি, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব; বামনদা (মণ্ডল), ভূপেনদা (দাশগুপ্ত) রজত (দত্তরায়) প্রমুখ কলকাতা থেকে এসেছেন। তাদের সঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর টুকটাক কথা বলছেন। এমন সময় একটি মা বললেন—সংসারে নানা অশান্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপিতার উপর যদি মন থাকে, কোন অশান্তি কিছু করতে পারে না।

উক্ত মা—মন চঞ্চল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মন চঞ্চল থাক, তাতে ক্ষতি নেই। তাঁর উপর নেশা যেন থাকে, তাঁর প্রতি আবেগে বুকখানা যেন ভরা থাকে। তাই-ই টেনে-টেনে ঠিকপথে নিয়ে যাবে।

১৩ই পৌষ, ১৩৬০, সোমবার (ইং ২৮। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় চৌকিতে বসে আছেন। ভক্তবৃন্দ কাছে আছেন।

রাধাচরণ (কর্ম্মকার) একটা জানালা তৈরি করেছে। কিন্তু তা' দেখতে মোটেই ভাল হয়নি। এইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—কাজ করবি তো সুন্দর করে করবি। জিনিস যদি সুন্দর না হ'লো তো শিল্পীর দাম কী? এক ছড়ি প্যাকাটি রাখলেও সুন্দর ক'রে রাখবি। হেলায়-ফেলায় ক'রলে শিখতে পারবি না, অভ্যাস খারাপ হ'য়ে যাবে। এ বাবা খেলা কথা না। ঐভাবে ক'রলে তার ফল গিয়ে দাঁড়াবে তোমার স্নায়ুর 'পর, কোষের পর। যা, এখনই যা, তাড়াতাড়ি সুন্দর ক'রে কর গিয়ে।

রজতভাই (দত্ত রায়)—উপনিষদে একটা কথা আছে, 'আত্মসংস্কৃতির্বাব শিল্পানি।'

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—কথাটা লিখে রাখ তো, কথাটা ভাল।

এ কথার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—তোমার শিল্প দেখেই বোঝা যায়, তোমার নিজের ভিতরের adjustment (বিন্যাস) কেমনতর।

জনৈক নবাগত দাদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আমি কী ক'রব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি দীক্ষা নিয়েছেন?

উক্ত দাদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথায়?

উক্ত দাদা—কুলগুরুর কাছ থেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিতে হয়।

উক্ত দাদা—দীক্ষা তো কুলগুরুর কাছ থেকে হ'য়েই গেছে, এখন তাহ'লে শিক্ষাগুরুর ক'রতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সদ্গুরুই গুরু। কুলগুরু যা' দেন, সেটা অভ্যাস বজায় রাখার জন্য। কুলগুরুর ব'লে দেওয়া উচিত আমি যা' বললাম এটা কর। কিন্তু সদ্গুরুর সন্ধানে থেক। তাঁকে পেলে গ্রহণ ক'রো। অনুশীলনটা যাতে নষ্ট না হ'য়ে যায়, সেইজন্যই কুলগুরুপ্রথা।

১৪ই পৌষ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ২৯। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। কেষ্টদা, যতিবৃন্দ, প্রফুল্ল, দেবী (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ উপস্থিত।

সম্প্রতি যতি-আশ্রমে বাঁশের চাটাইয়ের বেড়া তুলে ফেলে চতুর্দ্দিকে পাকা দেওয়াল দেওয়া হ'য়েছে। চুনকাম করার পর বারান্দার দিকটা দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। বহুদিন পর শ্রীশ্রীঠাকুর আজ যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

আজ ত্রি-ষষ্ঠিতম ঋত্বিক অধিবেশন শুরু হবে। কর্ম্মীরা সব আসছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এক-একজনকে দেখে উল্লসিত হ'য়ে ডেকে-ডেকে বলছেন—কিরে কী খবর?

আনন্দসহকারে এক-একজনের খবর শুনছেন।

চুনীদা (রায়চৌধুরী) একটা ব্যাগে ক'রে কিছু জিনিস নিয়ে এসেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর দেখে হেসে বললেন—কী মাল, খোল্ দেখি!

'থলেটা যেন বেদের থলে।' এই ব'লে কেষ্টদার দিকে চেয়ে অনিন্দ্যসুন্দর ভঙ্গীতে হাসলেন শ্রীশ্রীঠাকুর।

চুনীদা থ'লে থেকে বের ক'রে এক এক ক'রে দেখালেন। ওখানে ছিল কতকগুলি জ্যাম, জেলি, আপেল, বই—কবি শ্রীরামকৃষ্ণ, একখানা এনগেজমেন্ট প্যাড।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিরণদার (মুখোপাধ্যায়) দিকে লক্ষ্য ক'রে বললেন—ওর বক্তৃতার কথা যা' শুনছি, তা' অপূর্ব্ব। সাধারণ বক্তার মতো নয়, বাগ্মীর মতো। কতজনের মুখে শুনেছি এখানে ব'সে। আরও ভাল ক'রে ঠিক ক'রে নে।

কেষ্টদা কিরণদাকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—তোমার বৌ আসেনি।

কিরণদা—না!

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও ভেবেছে ভাল শালা, এই শীতের মধ্যে আবার কোথায় নিয়ে যাব? —এই ব'লে হাসতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে সবাই হাসতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিরণের বৌ বীরেনের খুব যত্ন ক'রেছে মায়ের মতো। শুধু লোক-দেখানো নয়, আন্তরিকতা আছে। কিরণের পোড় খুলে গেছে। তাই ওর সাথে সাথে বৌ-ও কেমন হ'য়ে উঠেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রবোধদার (মিত্র) সঙ্গে প্রেসের বিষয়ে আলোচনা ক'রলেন।

তিনি তামাক খেতে খেতে বললেন—আমার এখানে এসে বেশী সময় বসাই দায়। আবার কেমন হাগা হাগা পাচ্ছে।

প্রবোধদা একখানা আলোচনা পত্রিকা এনে বিভিন্ন প্রকারের টাইপ দেখিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আমাদের বই ছাপাতে গেলে, কোন্‌রকম টাইপে ছাপা হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখিয়ে দিলেন।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী) সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—জে সি গুহ বলে আমি রাশিয়া-টাশিয়া কত দেশ ঘুরলাম, কিন্তু ওর মতো এমনি একটা মানুষ দেখলাম না। কী সুন্দর normal conception (সহজ বোধ)।

শ্রীশ্রীঠাকুর শরৎদাকে (হালদার) বললেন—এবার কনফারেন্সে চল্লিশ জন নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী সংগ্রহের দিকে বিশেষভাবে নজর দেন—খুব attentively (মনোযোগ সহকারে)। আপনার টাইপ, জনার্দ্দনের টাইপ, ভূপেনও বোধহয় হ'তে পারে।

পঞ্চাননদার (সরকার) মেয়ে শান্তি মালদহের স্কুলের কাজ ছেড়ে দিয়েছে। তাকে মেয়েরা আন্তরিক ভাষায় সুন্দরভাবে হাতে লিখে বিদায়-অভিনন্দন জানিয়েছে। প্রফুল্লদা (চ্যাটার্জ্জী) শ্রীশ্রীঠাকুরকে তা' প'ড়ে শোনালেন ও লেখাটাও দেখালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

দোবেজী আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দোবেজীকে রোদের মধ্যে একখানা পিঁড়ি দে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। যদিবৃন্দ উপস্থিত।

সিউড়ি থেকে একজন কেমিষ্ট্রির অধ্যাপক এসেছেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, জীবনের উদ্দেশ্য কী? কেনই বা আসি, কেনই বা যাই?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোক্তা কথা, আমরা মরতে চাই না, বাঁচতে বাড়তে চাই। এর মধ্যে দিয়ে এই জীবনটা উপভোগ ক'রতে চাই। যাই করি, এই-ই চাই। প্রোফেসারি করি, তাতেও এইই চাই। যা' ক'রলে ঐটে বজায় থাকে, তাই ক'রতে হবে। এই হ'লো ছোট্ট কথা। এটা ফেনায়ে কত হয়।

অধ্যাপক—একই রকমে হয়, না বিভিন্ন পথে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রকম বিভিন্ন হ'তে পারে, কিন্তু পথ একই। এর মধ্যে complex (প্রবৃত্তি) চালায়ে আমরা এক-একটা গণ্ডী ক'রতে চাই।

অধ্যাপক—ধর্ম্ম ও কর্ম্ম দুই-ই চাই জীবনে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কর্ম্ম না হ'লে কি ধর্ম্ম হয়? ধর্ম্ম মানে সেই চলন যাতে আমরা বাঁচতে-বাড়তে পারি পরিবেশকে নিয়ে।

অধ্যাপক—আজকাল মানুষের মধ্যে যে-ভাবটা চলেছে, তা' ভাল মনে হয় না। এ ভাবটা কাটবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক'রলেই কাটে। সুকেন্দ্রিক না হ'লে ভিতরেও সংহতি আসে না, বাইরেও সংহতি আসে না। ভিতরটা যতই সার্থকসঙ্গতিসম্পন্ন হয়, বোধিও তেমনি হয়, করিও তেমনি। বাইরেও তেমনি হ'য়ে ওঠে। শক্তি বাড়ে, সংহতি বাড়ে। সুকেন্দ্রিক নয় যে, তার ব্যক্তিত্ব নিঃস্ব হ'য়ে পড়ে। যে যুক্ত নয়, যার ভাব নেই, যে কারুর হ'য়ে

ওঠেনি, অভাব তাকে ঘিরে ধরে। 'নাস্তিবুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা। ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।'

অধ্যাপক—জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতে কি বিশেষ ধারাবাহিক চলনে চলতে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যখন Concentric (সুকেন্দ্রিক) হই অর্থাৎ শ্রেয় কাউকে ভালবাসি, তিনি আমাদিগেতে তেমন মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠেন। Complex (প্রবৃত্তি)-গুলি তাঁরই service দেয় (সেবা করে)। Ego (অহং) ও complex (প্রবৃত্তি) তখন আমাদের বিপথে চালাতে পারে না। তখনই মুক্ত তেমন আমরা। এতে meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হয়, environment (পারিপার্শ্বিক)-এর impulse (সাড়া) যা' পাই, তাকে সত্তাপোষণে লাগাতে পারি। প্রতিকূলকে পরিহার বা বিনায়িত ক'রতে পারি। এমনি ক'রে ব্যক্তিত্ব বেড়ে ওঠে, activity (কর্ম্মপ্রগতি) বাড়ে, উদ্ভাবনী শক্তি বাড়ে। হয়ত কেমিষ্ট্রি পড়েছ, পড়িয়েছ profession (পেশা) হিসাবে, তার মধ্যেই হয়ত কোন দুটো জিনিসের মধ্যে নূতন সঙ্গতি খুঁজে পেয়ে নূতন কিছু বের ক'রে ফেললে। Intuitive knowledge (অন্তর্দৃষ্টিমূলক জ্ঞান)-এর সাহায্যে হয়তো নূতন একটা যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে ফেললে। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লেই ঐ রকমটা হয়।

অধ্যাপক—এই জীবনের পরে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা চাই স্মৃতিবাহী চেতনা, অমৃতত্ব। আমাদের বাপ-বড়বাপ অমৃত অমৃত ক'রে চিৎকার ক'রে গেছেন। আমরা অমৃতকামী ব'লেই অসৎনিরোধী। একটা পোকাও আক্রান্ত হ'লে ছুটে পালায়, না হয় কামড়ে দেয়। আবার, যে nurturing (পোষণপ্রদ) হয়, তার কাছে এগিয়ে আসে।

১৫ই পৌষ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ৩০। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে এসে বসেছেন। ব্রজেনদা (চ্যাটার্জি), তারকদা (ব্যানার্জি), শরৎদা (হালদার), যতীনদা (দাস), নরেনদা (মিত্র), কালিদাসদা (মজুমদার), সুরেনদা (বিশ্বাস), প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

শরৎদা—আপনি অনেক তো বললেন, কিন্তু আপনি জানেন অথচ বলেননি, বলার সময় হয়নি বা উপযুক্ত ক্ষেত্র নেই বলে—এমন কি আছে? না, সব বলা হ'লো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব বলি বা না বলি, যা' দিয়েছি ঐটুকু অনুধাবন ক'রলে ওর মধ্যে দিয়েই তা' ধরা পড়বে। More light, more light (আরও আলো, আরও আলো) —এমনতর ঠিক পাবে।

শরৎদা—আমাদের এই ভাবটা কি সারা দুনিয়া সমগ্রভাবে গ্রহণ করবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবারই সাত্ত্বিক ক্ষুধা আছে। বাঁচতে চায় যারা, বাড়তে চায় যারা, তাদেরই এটা দরকার। শিয়াল-কুকুর যারা, তাদেরও পর্য্যন্ত training (শিক্ষা) দিয়ে তৈরি ক'রে নেওয়া যায়, যদি সেই training (শিক্ষা)-টা তাদের পক্ষে স্বস্তিপ্রদ হয়, আর মানুষের সম্বন্ধে তো কথাই নেই। এতে কল্পনার ব্যাপার একটাও নেই, সব practical (বাস্তব)।

শরৎদা—আপনি কিছু জানেন না ব'লেই কি আপনার মনে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবসময় মনে হয়, আমি কিছুই জানি না। জানি ব'লেও মনে হয় না, জানি না ব'লেও মনে হয় না। জানা না-জানার দ্বন্দ্ব নেই। কেমন যেন একটা বেকুব মতো, মহামূর্খ।

শরৎদা রামকৃষ্ণদেবের সাধনজীবনের কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যে ক'রতাম, কিছু হবে ব'লে ক'রতাম না, নেশার ঝোঁকে ক'রে যেতাম। কী হবিনি তা' জানতাম না।

কেষ্টদা—আমাদের ধর্ম্মের রকমটা কেমন যেন ব্যক্তিগত। কিন্তু তাতে সমষ্টিগত দিকটার উপরে জোর নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ব্যক্তিগত হ'লেই সমষ্টিগত হয়। আমাদের পূর্ব্বে ছিল 'সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ ... ' ইত্যাদি।

কেষ্টদা—সে তো ছ'হাজার বছর আগেকার কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন ধর্ম্মটা জীয়ন্ত ছিল। তবে কেষ্টদা যা'বলেছেন ও-রকমটা খুব দরকার—পরিবারের আমি, সমাজের আমি, রাষ্ট্রের আমি, এই আমার যা'-যা' করণীয় যার প্রতি—সে সম্বন্ধে বোধ ও আচরণ চাই।

কেষ্টদা—আমাদের জানার অভাব নেই, কিন্তু আচরণ তেমন হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য করা লাগে, করান লাগে।

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সন্ন্যাসী হ'য়ে বনে যায়, তাতে conflict (সংঘাত) হয় না, বিন্যাস হয় না, প্রজ্ঞা হয় না।

মুরলীমনোহর প্রসাদ এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মুরলীবাবুকে আসতে দেখেই উঠে দাঁড়ালেন। মুরলীবাবু এসে প্রণাম ক'রলেন। মুরলীবাবু বসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মুরলীবাবুর দিকে চেয়ে স্নেহল প্রীতিপ্রসন্নভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—ভাল আছেন?

মুরলীবাবু—হ্যাঁ।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওঁকে দেখে খুব ভাল লাগছে। ... কেষ্টদাকে ডাক্।

কেষ্টদাকে ডাকা হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জালেশ্বরবাবু কেমন আছেন?

মুরলীবাবু—ভাল। বলদেববাবুও ভাল আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গত কনফারেন্সের সময় আপনাকে খুব আশা করেছিলাম।

মুরলীবাবু—ছাপড়ার flood (বন্যা)-এর দরুন ওখানে যেতে হয়েছিল, তাই আসতে পারিনি। আমার আসার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ওদিকের যে ভয়াবহ অবস্থা, তাতে ওখানে না গিয়ে পারিনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি একলা এসেছেন?

মুরলীবাবু—না! আমার স্ত্রীও এসেছেন। তিনি আপনার কাছে পরে আসবেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনারা দুই-এক দিন থাকবেন তো?

মুরলীবাবু—হ্যাঁ! দুই-এক দিন আছি।

কেষ্টদা এসে কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। প্রসঙ্গক্রমে আমাদের নূতন প্রেসের কথা বললেন। দৈনিক পত্রিকা বের করার কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসিমুখে)—Daily Paper (দৈনিক পত্রিকা) হলে মুরলীবাবুকে আনতে হবে।

এরপর হাউজারম্যানদার ভারত ছেড়ে চ'লে যাবার আদেশ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

কেষ্টদা মুরলীবাবুকে আজকের সভায় বলার কথা বললেন।

মুরলীবাবু—আমি এখানে ভক্ত হিসাবে এসেছি, শিখতে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি বললে এরা শুনবে, শিখবে।

মুরলীবাবু—আমি আপনার পদতলে শিখতে এসেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদাকে বললেন—রে (হাউজারম্যান) আসলে ওঁর কাছে পাঠায়ে দেন যেন।

মুরলীবাবু—তার সঙ্গে দেখা হ'লে আমি খুশী হব।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমাদের মুসলমান আমল গেছে, ইংরেজ আমল গেছে, তাতে আমরা cultural conquest (কৃষ্টিগত পরাভব)-এর মধ্যে পড়ে গেছি। আমাদের যে কী ছিল, আমরা জানি না। আমরা যদি আমাদের বৈশিষ্ট্যের উপর না দাঁড়াই, তা'হলে দুনিয়ায় আমাদের দেওয়ার কিছু থাকবে না। আমরা পরানুকরণমূঢ় হ'য়ে থাকব। আমরা যদি আমাদের নিজেদের বৈশিষ্ট্যের উপর না দাঁড়াই, তবে সত্তাকে সলীল ক'রে তুলতে পারব না, পরগাছা হ'য়ে থাকতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে খেতে বললেন—Politics-এর (পূর্ত্তনীতির) মধ্যেই আছে পূরণ-পোষণ। মানুষের ব্যক্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য, ধর্ম্ম, ধৃতি, সত্তাকে যা' পোষণ পূরণ না করে, তা' politics (পূর্ত্তনীতি) নয়।

কেষ্টদা ইংরেজীতে কথাগুলি তর্জ্জমা ক'রে দিচ্ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মই যার ভূমি হয় না, তার বাঁচাবাড়া একটা পাগলামি। মানুষ যদি তার স্বকীয় গুণের উপর না দাঁড়ায়, তাকে পুষ্ট না করে, তবে উন্নতি ক'রতে পারে না। যারা নিজেকে ধারণ-পালন করতে পারে না, তাদের স্বাধীনতা সত্যি হ'য়ে ওঠে না। যতক্ষণ বৈশিষ্ট্যে না দাঁড়াচ্ছি ততক্ষণ অন্যকে দেবার কিছু থাকবে না। আবার, যদি নিজের না থাকে, তবে অন্যেরটা assimilate (আত্মীকৃত) ক'রতে পারি না।

ভারতে দীপঙ্কর ছিলেন। তাঁকে নেপাল থেকে বহুবার নিতে আসে, তাও তিনি যান নি। পরে তিনি তিব্বত গিয়ে সারা দেশকে প্রভাবিত করেন। অশোকের সময়কার প্রচারকাজের মধ্য দিয়ে সারা এশিয়ার সঙ্গে ভারতের cultural alliance-এর (কৃষ্টিগত মৈত্রীর) সৃষ্টি হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বললেন—রে (হাউজারম্যান) যদি এখান থেকে যায় আমার খুব কষ্ট হবে। আমার মনে হয় যারা এখানে আসে, তাদের ভ'রে দিই, যাতে তাদের কোন অভাব না থাকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ভারত-বিভাগ মোটেই ভাল হয়নি। ভারত ও পাকিস্তান উভয়ে উভয়ের পক্ষে ক্যান্সার।

মুরলীবাবু—মুসলমানরা মনে করে, আমি মুসলমান-বিরোধী এবং নোয়াখালির দাঙ্গার পর আমি সার্চ্চলাইট পত্রিকায় লেখার ভিতর-দিয়ে বিহারে দাঙ্গা সৃষ্টি ক'রেছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা anti-muslim (মুসলমান-বিরোধী) হ'তে যাব কেন? ওরা তো আমাদেরই। কেউ শত্রু না হয়, আমাদের থাকে, তাই তো আমাদের করণীয়।

মুরলীবাবু—আমি মহাত্মাজীকে বলেছিলাম, মুসলমানদের সঙ্গে তো আমার কোনও বিরোধ নেই, কিন্তু তারা যদি স্বাধীনতার পরিপন্থী হয়, সেখানেই আমি প্রতিরোধ ক'রতে চাই।

মুরলীবাবু দেশের বর্ত্তমান দুরবস্থা সম্বন্ধেও অনেক কথা বললেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি রাজেন্দ্রপ্রসাদের আচার-নিষ্ঠা সম্বন্ধে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওঁরা যদি ঐরকম না হন, তবে সাধারণ মানুষ কোনও প্রেরণা পায় না।

অন্যান্য কথার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, ধর্ম্মই real Politics (প্রকৃত পূর্ত্তনীতি)।

মুরলীবাবু শিক্ষিত শ্রেণীর সিদ্ধাই-প্রীতির কথা বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বিকার।

এরপর সৌরাষ্ট্রের কয়েকটি দাদা আসলেন।

সৌরাষ্ট্রের একজন দাদা প্রশ্ন ক'রলেন—মনঃসংযমের সহজ-সরল উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টার্থপরায়ণতা, ভক্তি।

প্রশ্ন—আমাদের বহুনিষ্ঠ মন একনিষ্ঠ হবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যখন একের মধ্যে বহুকে দেখি, তখনই আমাদের মন একনিষ্ঠ হয়। তাই বলে 'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'।

১৬ই পৌষ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ৩১। ১২। ১৯৫৩)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। অনেকেই কাছে আছেন। সুশীলদা (বসু) দিল্লী থেকে ফিরেছেন। তিনি হাউজারম্যানদার ভারত ছেড়ে চ'লে যাবার নির্দ্দেশ সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন।

আজ সকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের blood pressure (রক্তচাপ) বেড়েছে। তিনি নিভৃত-কেতনের ঘরে বিশ্রাম নিতে গেলেন। কিন্তু বিশ্রাম নেওয়া হলো না। পরপর অনেককে ডেকে নিয়ে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্ত ইচ্ছা, শীঘ্রই বিহারী গুরুভাইদের পনের জনকে ঋত্বিকের পাঞ্জা দেওয়া হয়। শৈলেশদাও (বন্দ্যোপাধ্যায়) সেইভাবে চেষ্টা ক'রছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর দলে-দলে অনেককে ডেকে নিয়ে বিভিন্ন ব্যাপারে আলোচনা করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে নিভৃত-কেতনের ঘরে বসে কথায়-কথায় বলছিলেন—আমি ঘোর স্বার্থপর। আমি বুঝি, সমাজের ভাল না হ'লে আমার ভাল হতে পারে না।

আজ অসুস্থতা সত্ত্বেও শ্রীশ্রীঠাকুর একটি দীর্ঘ বাণী দিলেন।

১৭ই পৌষ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ১। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

আজ সমবেত প্রার্থনাদি হবে। সকাল থেকে অনেকে এসে সমবেত হ'য়েছেন।

আজ আশুদা (জোয়ার্দ্দার) গাড়ী নিয়ে আসলেন কলকাতা থেকে। শ্রীশ্রীঠাকুর নূতন গাড়ী ক'রে বেরিয়ে আসলেন।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) জিজ্ঞাসা ক'রলেন—গাড়ী কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল।

কেষ্টদা—আমাদের এই গাড়ী হ'লে কাজের খুব সুবিধা হয়।

এরপর বিনতি-প্রার্থনাদি শুরু হলো। 'জনগণ-মন' গানটি হ'লো। প্রার্থনাদির সময় শ্রীশ্রীঠাকুর তদগতচিত্তে চুপচাপ বসেছিলেন। প্রণাম-মন্ত্রাদির সময় তিনিও হাত জোড় ক'রে প্রণাম করছিলেন। তারপর শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী পাঠ ক'রলেন কেষ্টদা।

পরে 'আর্য্য ভারতবর্ষ আমার' গানটি হ'লো। তারপর স্লোগান দেওয়া হ'লো। এরপর অর্ঘ্যাদিসহ্ সবাই প্রণাম ক'রলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-কেতনের বারান্দায় এসে বসলেন। স্থানীয় ও বহিরাগত বহু দাদা ও মায়েরাই তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য উপভোগ করছেন।

শ্রীযুত কুরুপ নামে এক ভদ্রলোক (পাঞ্জাবী) প্রশ্ন করলেন—একজন ব্যক্তিগত জীবনে কি তার জীবনের গতি নির্দ্ধারণ ক'রতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যদি concentric (সুকেন্দ্রিক) হই, তবে ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠাই আমাদের জীবনের তপস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়। এই চলনই আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এইটে যদি না থাকে, তবে আমাদের প্রবৃত্তির পাল্লায় প'ড়ে যেতে হয়। প্রবৃত্তির পাল্লায় প'ড়লে আমাদের চলনের উপর কোন হাত থাকে না।

কুরুপ—মানুষের জীবনে অনেক কিছু ঘটে, যার উপর তার কোনও হাত নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে জ্ঞানের অভাব। জানতে হ'লে যেভাবে চ'লতে হবে, সেভাবে যদি না চলি, তবে হবে না। পরিবেশের সংঘাতে আমাদের নানাভাবের উদয় হয়। প্রবৃত্তিমুখী চলনে চললে পরিবেশই আমাদের উপর প্রভুত্ব করে। কিন্তু concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লে আমরা complex (প্রবৃত্তি)-কে চিনতেও পারি, আয়ত্তেও আনতে পারি এবং তার সত্তাপোষণী ব্যবহারও ক'রতে পারি। একেই বলে জ্ঞান।

প্রশ্ন—চেতনার বিকাশ হ'লে কি অতীত ও ভবিষ্যৎ জানা যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে চ'লতে-চ'লতে সব হয়।

প্রশ্ন—আপনি তো unrepelling adherence-এর (অচ্যুত নিষ্ঠার) কথা বলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' থাকলে ধরা পড়ে, কী ক'রলে কী হয়। নিষ্ঠা থাকলে মানুষের নিজের করণীয় সম্বন্ধে একটা বুঝ থাকে। তখন সে নিজের প্রবৃত্তি এবং বাইরের পরিবেশ দুটোকেই ইষ্টানুকূলে নিয়ন্ত্রিত ক'রে সত্তাপোষণী ক'রে তুলতে পারে। তাতে তার একটা করে analytical insight grow করে (বিশ্লেষণাত্মক অর্ন্তদৃষ্টি গজায়)। মূল জিনিস হ'চ্ছে surrender (আত্মসমর্পণ)। Surrender কথার মানে ইষ্টকে সবার উপরে রাখা।

প্রশ্ন—Surrender (আত্মসমর্পণ) জিনিসটা কি সুকৃতির ফলে হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাদের এটা করা থাকে, তাদের এটা সহজেই আসে।

প্রশ্ন—প্রকৃত ভাল বা মন্দ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা' আমার সত্তাপোষণী, তাই ভাল। আর, যা' পোষণার অন্তরায় তাকে বলি খারাপ।

প্রশ্ন—মানুষের ভাল বা মন্দ নির্ভর করে কিসের উপর?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যদি ইষ্টে interested (অন্তরাসী) হই, তবে তাঁর ভাল ক'রতে গিয়ে নিজেরই ভাল করি। আর, যখন আত্মস্বার্থে interested (অন্তরাসী) হই, তখন ভাল ক'রতে গিয়েও খারাপ ক'রে ফেলি। 'সত্যং শিবং সুন্দরম্'—যা আমাদের সত্তাপোষণী, তাইই মঙ্গলজনক ও আদরণীয়। ইষ্টকে অবলম্বন ক'রেই আমরা সহজে এগুলি আয়ত্ত ক'রতে পারি।

প্রশ্ন—তা'হ'লে সত্য-মিথ্যা কি relative (আপেক্ষিক)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ!

প্রশ্ন—সমাধি কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁকে সম্যক ধারণ করাই সমাধি। গানে আছে, 'কবে সমাধি হব শ্যামামায়ের চরণে'। —চরণে মানে চলনে।'

প্রশ্ন—Society ও life (সমাজ ও জীবন) তো গতিশীল? Dynamism (গতিশীলতা) মাত্রই কি উন্নতির দিকে নিয়ে যায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইদিকে যাওয়াই মানুষের normal desire ও aim (স্বাভাবিক কামনা ও লক্ষ্য), তবে অনেক সময় evolution (বিবর্ত্তন)-এর দিকে না গিয়ে devolution (অপবর্ত্তন)-এর দিকে যায়।

যতীনদা—এখন কি devolution (অপবর্ত্তন)-এর দিকে যাচ্ছি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' না হ'লে এত থাপ্পড় খাচ্ছি কেন?

প্রশ্ন—তাহ'লে কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Social devolution (সামাজিক অপবর্ত্তন) হ'লে ব্যক্তিগত জীবন তার দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবার, ব্যক্তিগুলি ভাল হ'লে তারাও social (সমাজ)-কে mould (নিয়ন্ত্রণ) করে। তাই আমরা নিজেরা ভাল হ'লে society (সমাজ)-ও কল্যাণের পথে এগোয়।

প্রশ্ন—ধর্ম্মের উৎপত্তি তো ভয় থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কেন? আমরা বাঁচতে চাই, বাড়তে চাই, সেইটে পরিপূরণ করে যা', তাই ধর্ম্ম। ইষ্টানুরাগই ধর্ম্মের মূল কথা। আবার, society (সমাজ) আমাদের direct interest (প্রত্যক্ষ স্বার্থ)। আমরা নিজেদের স্বার্থের জন্যই পরিবেশকে দেখব, তাদের উন্নত ক'রে তুলব।

প্রশ্ন—Sex, hunger, pleasure, pain (যৌনজীবন, ক্ষুধা, সুখ, দুঃখ) এই সবগুলিসহ আদর্শের পথে চলা কি সম্ভব? এবং তা' কি ধর্ম্ম?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইষ্টানুরাগের ভিতর-দিয়ে সবগুলিই adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হয়। একটা কুকুর যদি প্রভুভক্ত হয়, সে educated ও intelligent (শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান) বেশী হয়। Society (সমাজ)-কে বড় ক'রতে যদি চাই, আমাদের proper marriage (সুবিবাহ)-এর ব্যবস্থা ক'রতে হবে তাড়াতাড়ি। এর ফল পাই দেরীতে, তাই তাড়াতাড়ি এটা শুরু ক'রতে হবে। সঙ্গে-সঙ্গে অনুলোম অসবর্ণ বিবাহ ও বহুবিবাহের ব্যবস্থা ক'রতে হবে।

শ্রীযুত কুরুপ—বিজ্ঞান বহুবিবাহের সমর্থন করে, কিন্তু সামাজিক প্রথা এর বিরুদ্ধে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনতর custom (প্রথা) মানে আমাদের অদৃষ্ট। বহুবিবাহ হওয়া চাই সবর্ণ ও অনুলোমক্রমে, প্রতিলোম যেন না হয়।

কুরুপ—শোনা যায় পুরুষ স্বভাবতঃ বহুগামী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা হ'লো call of becoming (বৃদ্ধির ডাক)। আমরা বড় হ'তে চাই, চাই সন্তান-সন্ততিও বাঁচুক, বড় হোক। সত্তা সচ্চিদানন্দময়।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে নিভৃত-কেতনের ঘরে। মুরলীবাবু (প্রসাদ) দীক্ষা নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রতে আসলেন।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—পাটনার কাছে জমি সংগ্রহ করা লাগে যাতে প্রেস ক'রে পত্রিকা বের করা যায়। একই সঙ্গে কলকাতা ও পাটনা থেকে পত্রিকা বের করতে হবে। আপনিই দুই জায়গার কাজ পরিচালনা ক'রবেন।

মুরলীবাবু—দুই জায়গায় কাজ একার পক্ষে করা মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনিই লোক ঠিক ক'রবেন। আর, অন্ততঃ চল্লিশ জন নেতৃস্থানীয় কর্ম্মী সংগ্রহ ক'রতে হবে। যাজন নানাভাবে করা চাই। নিজে না ক'রলে চারান যায় না। আমি শ্যামাপ্রসাদবাবু ও এন সি চ্যাটার্জ্জীকে বলেছিলাম, যদি হিন্দু মহাসভা ক'রতে চান, তবে পাকা হিন্দু হন। নচেৎ হিন্দুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে না।

মুরলীবাবু—আমি নিজে যথাসম্ভব আচারনিষ্ঠ হ'য়ে চলি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল। দীক্ষাকে বলে reborn (নবজন্মলাভ) হওয়া, বাইবেলে এমনতর আছে। আমাদের মধ্যে দীক্ষা আছে, কিন্তু conversion (ধর্মান্তরিতকরণ) নেই। আমরা পূর্ব্বতন কাউকে ত্যাগ করার কথা বলি না। আমরা বিশ্বাস করি যে বর্ত্তমান পুরুষোত্তমের মধ্যে পূর্ব্বতনরা জীয়ন্ত থাকেন যুগোপযোগী পরিপূরণ নিয়ে।

মুরলীবাবু—লোকে আমাকে বাঙ্গালী-বিদ্বেষী ব'লে জানে। তাই আজ বাঙালীকে গুরু হিসেবে গ্রহণ ক'রে সে কথা যে কতখানি অমূলক তা' জানালাম।

পরে জনৈকা মা আসলেন।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ধর্ম্মের সঙ্গে অসৎনিরোধী পরাক্রম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

শ্রীযুত কুরুপ আসলেন। তিনি বললেন—ধর্ম্ম মানুষকে শক্তিমান না ক'রে মহামানব ক'রতে চেয়ে ভুল ক'রেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম জিনিসটা মানুষকে normal evolution (স্বাভাবিক বিবর্ত্তন) -এর দিকে নেয়। ওর মধ্যে শক্তিমান হওয়া বাদ নেই।

শ্রীযুত কুরুপ—বুদ্ধের মধ্যে পলায়নী মনোবৃত্তি দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক-একজনের প্রকৃতি এক-এক রকম। তিনি ছোটবেলা থেকে মাতৃহারা। তাই বৈরাগ্যের সুরটা বেশী। তবে কি ক'রে মানুষ ধর্ম্ম ও বুদ্ধকে অবলম্বন ক'রে দুঃখ এড়াতে পারে ও শান্তি পায়, তার পথ তিনি দেখিয়েছেন। আমাদের করণীয় সম্বন্ধে তিনি অবহিত ক'রেছেন। তাঁর কথা সমগ্রভাবে না বুঝলে আমরা বিচারে ভুল ক'রব।

কুরুপ—নৈতিকতা এবং যৌনজীবন এই দুইয়ের সম্পর্ক কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sex life (যৌনজীবন)-ই হোক, আর যাই হোক,—তা' যদি সত্তাপোষণী হয়, তাহ'লেই তা' moral (নীতিসম্মত)! যে-কোন প্রবৃত্তি সম্বন্ধেই এই কথা। দেখতে হবে তা' যেন সপরিবেশ আমার সত্তাপোষণী হয়। শুধু নিজের স্বার্থ দেখলে চলবে না। কথায় বলে, বার বছর সত্যকথা বললে বাক্‌সিদ্ধি আসে। এর মানে হ'লো এই যে, সত্য কথা বলতে বলতে মানুষের যুক্তিবুদ্ধি-চিন্তা এমনভাবে খুলে যায় যে সে যাই বলুক তার মধ্যে একটা সত্তাপোষণী বাস্তব সঙ্গতি থাকেই।

একটু পরে হাসতে-হাসতে বললেন—যখন বুঝি যে কেউ পণ্ডিত, তখন কথা বেরোয় না। কিন্তু যখন ভাবি, ইনি যেমনই হোন, আর আমি যাই-ই বলি—ক্ষমা পাবই, তখন তার সঙ্গে অসুবিধা হয় না।

কুরুপ—কেমব্রিজে যে শিক্ষা পাইনি, চা-বাগানের কুলীর কাছ থেকে তা' পেয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেখাপড়া এক জিনিস, আর শিক্ষা আর এক জিনিস।

কুরুপ—শিক্ষা কি জীবনের জন্যে, না জীবিকা অর্জ্জনের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাপোষণ বাদ দিয়ে যে শিক্ষা তা' শিক্ষা নয়।

কুরুপ—শিক্ষা আমাদের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শেখায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুধু তাই নয়, mould (নিয়ন্ত্রণ) ক'রতেও শেখায়।

যতীনদা—উনি বলছিলেন ঠাকুরের জানার তল পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জানি বলে কিছু জানি না। জানি আর নাই জানি, তবে এইটুকু বুঝি কিছুরই শেষ নেই। আরও-আরও-আরও।

কুরুপ—সভ্যতা সম্বন্ধে দুইরকম ধারণা আছে। একটা আবর্ত্তনী গতি আর একটা ক্রমান্বয়ী গতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাই হোক, 'চলতি চক্কি সব কোই দেখে, কীল দেখে না কোই। কীল পাকড়কে যো রহে, সাবুত রহে সোই।'

কুরুপ—অনেক সময় আমাদের চলা সৃজনাত্মক না হ'য়ে ধ্বংসাত্মক হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Complex prominent (প্রবৃত্তি প্রধান) হ'লেই ওইরকম হয়। কীল পাকড়ে চলতে হয়। অক্ষত থাকতে গেলেই শক্ত খুঁটো ধ'রে ঘুরতে হয়।

কুরুপ—আমরা কোথা থেকে এসেছি, কী ক'রছি, কোথায় যাচ্ছি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা আত্মারই পরিণাম। আত্মিক চলনেই, অর্থাৎ ইষ্টানুগ চলনেই চ'লতে হবে আমাদের। সেই চলনে চলাটাই লীলা। অর্থাৎ, আলিঙ্গন ও গ্রহণ। জীবনকে উপভোগ ক'রতে গেলেই ইষ্টের তালে চ'লতে হয়।

কুরুপ—দীক্ষায় অনুষ্ঠান কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনুষ্ঠানের মধ্য-দিয়ে আমরা বিহিত করার প্রেরণা পাই।

কুরুপ—রেজিস্ট্রী বিবাহ ও আনুষ্ঠানিক বিবাহ এই দুইয়ের মধ্যে তফাৎ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আনুষ্ঠানিক বিবাহে স্বীকৃতি থাকে যে স্বামী বধূর সত্তা আর বধূ তাকে বহন করে। একটা চুক্তি, আর একটা শুভ-অনুষ্ঠান। স্বামী ও বধূ উভয়ে মিলে এক সত্তা। বধূ স্বামীর অংশীদার নয় অংশ। বিয়ে ঠিকমত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কথায়-কথায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিয়ে ঠিকমত না হ'লে অনেক সময় স্বামী বা স্ত্রী মারা যায়। তাই, বংশ, প্রকৃতি, স্বাস্থ্য, আয়ু, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি নানাদিকের সঙ্গতি দেখে বিয়ে দিতে হয়। আমি একজন পুরুষের কথা জানি, পরপর তার সাতজন স্ত্রী মারা গেল। তারপর আর সে বিয়ে করেনি।

প্রশ্ন—আন্তর্জাতিক বিবাহ কেমন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Same blood (একই রক্ত) হওয়া ভাল না, আবার খুব অসমতাও ভাল না।

প্রসঙ্গত শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বিয়ে ঠিকমত হ'লে দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও স্বামী-স্ত্রী উভয়ের কাছে জীবনটা উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে। একটা ক্ষেত্রে জানি, স্বামী বেশ ভাল ছিল, কিন্তু রাগী ছিল। সে রাগলে স্ত্রী ভঙ্গী ক'রে ব'লত 'ও মা তুমি আবার রাগ করতে শিখলে কবে?' সে বলত 'যাও, তুমিই তো যত নষ্টের গোড়া।' স্বামী তখন নরম হ'য়েছে ভিতরে। স্ত্রী তখন হাসতে হাসতে ব'লত, 'আমি তো নষ্টের গোড়া আছিই, কিন্তু তুমি রেগে নিজেকে নষ্ট ক'রো না'।

১৮ই পৌষ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ২। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায়। অনেকেই কাছে আছেন।

শ্রীযুত কুরুপ জিজ্ঞাসা ক'রলেন—প্রচারের পদ্ধতি কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোন leader (নেতা) বা party (দল)-কে shock (আঘাত) দেওয়া ভাল না। যা' বললে ভাল হয়, তাই ব'লতে হয়। আদর্শ, ধর্ম্ম, কৃষ্টি, আভিজাত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে অনুরাগ উদ্দীপিত ক'রে তুলতে হয়। প্রত্যেকটা মানুষ, প্রত্যেকটা movement (আন্দোলন) কেমনভাবে fulfilled (পরিপূরিত) হয়, তাই দেখাও।

প্রশ্ন—পিণ্ডদানের তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পিণ্ড মানে শরীর। যাতে বিগত আত্মা সুষ্ঠুভাবে শরীর ধারণ ক'রতে পারে, তার জন্য পিণ্ড দান করে। শ্রাদ্ধ যে করে, তার vital exaltation (প্রাণের আকুলতা) হয়। যার জন্য শ্রাদ্ধ ক'রছে তাকেও পোষণ যোগায়। যে-ভাব নিয়ে পূর্ণ হ'য়ে যায়, সেই ভাবেই পরবর্ত্তী জন্মে মায়ের গর্ভে আসে।

প্রশ্ন—আত্মহত্যা ক'রলে কী হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুই রকমে আত্মহত্যা করে। এক করে সৎ-প্রণোদনায়। আর, করে ভয়ে, নিরাশায়, ক্রোধে, আক্রোশে। যেভাবেই আত্মহত্যা ক'রুক, তাদের জন্ম হওয়া কঠিন হয়।

প্রশ্ন—কথায় বলে 'God is an unsolved mystery' (ভগবান এক অসমাহিত রহস্য)। আজ যা' অসমাহিত আছে, কাল তার সমাধান পাওয়া গেলে, তখন কি conception of God (ঈশ্বরের সম্বন্ধে ধারণা) বদলে যাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Conception of God will be ever God, God is ever good (ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণা ঈশ্বরই হবেন, ঈশ্বর সর্ব্বদা মঙ্গলময়)। আর, solution (সমাধান)-ই conception (ধারণা) দিয়ে দেবে।

প্রশ্ন—Instinct (সহজাত-সংস্কার) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তায় ঢুকে যায় যা', তাইই instinct (সহজাত সংস্কার)। Instinct-এর মধ্যে sting (বিদ্ধকরণ) আছে।

প্রশ্ন—কতকগুলি মানুষ আধিপত্য ক'রতে জন্মায়, কতকগুলি মানুষ অধীনতা স্বীকার ক'রতেই জন্মায়—ব্যাপারটা এমনতর কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রামকৃষ্ণ ঠাকুর বলেছেন যে, দুইরকম লোক আছে ঈশ্বরকোটি আর জীবকোটি। ঈশ্বরকোটি মানে যারা সত্তার পূজা করে। বাঁচাবাড়ার অনুকূল যা', তাই তাঁরা বাতলান। আর, জীবকোটি যারা তাদেরও বাঁচার আকৃতি আছে। আর, সেই বাঁচার আকৃতি থেকেই তারা ঈশ্বরকোটি মানুষের কাছে নতিস্বীকার করে।

প্রশ্ন—Institutional leadership এবং non-institutional leadership (সঙ্ঘগত নেতৃত্ব এবং সঙ্ঘবহির্ভূত নেতৃত্ব), এর মধ্যে কোন্‌টা জীবনবৃদ্ধিকামীদের অনুসরণীয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাঁরা সত্তাধর্ম্মী, তাঁদের কাছে institutional বা non-institutional (সঙ্ঘগত বা সঙ্ঘবহির্ভূত) ব'লে কিছু নেই। তাঁরা মানুষকে বাঁচাবাড়ার পথে এগিয়ে দিতে চান। আর, তার থেকেই leader (নেতা) হ'য়ে ওঠেন।

প্রশ্ন—তাহ'লে তাদের দিয়েই কি সঙ্ঘ গ'ড়ে ওঠে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তাদের কেন্দ্র ক'রে normally institution (স্বাভাবিক সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান) গ'ড়ে ওঠে।

রাত্রে নিভৃত-কেতনে শ্রীশ্রীঠাকুরের সামনে কর্ম্মীবৈঠক হ'লো।

কেষ্টদা—আমরা অন্তত পঁচিশ হাজার দীক্ষিত ক'রব এবং পঞ্চাশটা স্পেশাল ট্রেন আনব এই term-এ (মেয়াদে)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে কুম্ভমেলা লেগে যাবে।

মন্মথদা (দে)—অধিবেশনের সঙ্গে একটা উৎসব-জাতীয় ব্যাপার থাকা ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—'নববর্ষ-পুরুষোত্তম স্বস্তিতীর্থ মহাযজ্ঞ'—এই জাতীয় নাম দিলে হয়। দীক্ষিতের সংখ্যা যাতে অসম্ভব বেড়ে যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা লাগবে। মোটপর আমরা যাব আট/দশ কোটিতে।

চল্লিশজন সম্বন্ধে খুব keen (তীব্রভাবে সক্রিয়) হওয়া দরকার। ভুপেন এবং আপনারা সবাই যদি চেষ্টা করেন, তা'হলে হয়। তা'হলে Whole World-এ (সারাজগতে) ছিটিয়ে যায়। Whole World (সারা জগৎ)-এর উপর দিয়ে যদি আন্দোলনটা ওঠে, তাহলে আরও effective (কার্য্যকরী) হয়। চল্লিশ জন ঠিক ক'রলে তাদের এখানে কিছুদিন থাকা লাগে। নচেৎ ধাতস্থ হয় না। হরিনন্দন এমন ধাতস্থ হয়েছে, যে ওর কাছে গিয়ে বসে সে মুগ্ধ হ'য়ে যায়, একটা স্বস্তি পায়।

টাকা উপায় আমাদের বুদ্ধি না, মানুষ উপায়ই আমাদের বুদ্ধি। মানুষকে বড় করা, সুখী করা, যোগ্যতায় উদ্দীপ্ত করা—এই আমাদের লক্ষ্য। যত ক'রতে পারব, সগোষ্ঠী তত স্বস্তি পাব। তবে রকমটা ধ'রে গেছে। ভজহরি ও মেদিনীপুরের ওরা যদি জমি ক'রে ফেলতে পারে, তাহ'লে কুম্ভমেলা ক'রলেও দুটো ডালভাত খেতে পাবে সবাই। এমনতরভাবে জমি করা লাগে যাতে সৎসঙ্গী কৃষকরা maintained (পরিপালিত) হয়।

কেষ্টদা—ফসলের আগভাগ যদি ঠাকুরের জন্য সংগ্রহ করে সর্ব্বত্র?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'হলে খুব ভাল হয়। কনফারেন্সের খরচ অনেকটা হ'য়ে যায়। সব জায়গায় জানায়ে দেওয়া লাগে। মন্মথদা যদি ছোটোখাটো একখানা গাড়ি কিনে ফেলে তাহ'লে বেশ হয়।

আমাদের প্রত্যেকের ভিতর এমনতর জেল্লা থাকা উচিত যাতে একটা যজমানও পগারে না পড়ে! ওইভাবে প্রত্যেককে উদ্দীপনায় ভরপুর ক'রে তুলতে হবে। দেওয়ার প্রলোভন গজিয়ে দিতে হবে প্রত্যেকের ভিতর। হাতে-কলমে করিয়ে প্রত্যেককে successful (কৃতকার্য্য) ক'রে তুলতে হবে। এই যদি ক'রতে পারেন, দেখবেন, দেশ স্বর্গ হ'য়ে উঠেছে। পুলিস লাগবে না, automatic administration (আপনা থেকেই শাসন) চ'লবে। আপনাদের জুড়ি নেই। চোখের খুব সামনে আয়না থাকলে দেখা যায় না। আপনারা নিজেদের ঠিক বুঝতে পারেন না।

আশুর কাছে দু'খানা গাড়ী চেয়েছিলাম, একখানা এনেছে। আর একখানা আনলে ওর খুলে যাবে। ও এক জবর লেঠেল।

সবসময় করুণভাবে বললেই যে কাজ হয়, তা নয়। বল-ভরসা দিতে হয়। আমি অনেক সময় সহানুভূতি না দেখিয়ে ব'কে দিই। বকা খেয়ে হয়তো চেতে যায়। মানুষকে উদ্দীপ্ত না ক'রে টাকা ও খাবার যদি দেন, তাহ'লে তার সর্ব্বনাশ করা হয়।

মানুষকে চেতায়ে দেওয়া লাগে যাতে সে করে ও দেয়। আপনাদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা যত হবে, ততই তাদের যোগ্যতা বেড়ে যাবে।

এবার successful (সফল) ক'রলে দেখবেন কতখানি elongated (বড়) হ'য়ে গেছেন। যতীনদা আগে timely (সময়মতো) ক'রতে পারতো না। এই যে প্রেস এনে ফেলেছে, এর ফলে আর আটকাবে না। হয়তো অল্পদিনের মধ্যেই দেখবে—আগে যে দেবমানব বলতো, তোমরা সেই দেবমানব হ'য়ে দাঁড়িয়েছ। জে সি গুহ ননী (চক্রবর্ত্তী) সম্বন্ধে বলেছে, সারা পৃথিবীতে এমন wise man (জ্ঞানী ব্যক্তি) দেখিনি।

পাটনায় একটা প্রেস ক'রে পত্রিকা বের ক'রলে হয়। কলকাতা ও পাটনা থেকে বের ক'রলে, দিল্লী থেকে বের করার পথও হ'য়ে থাকবে।

স্বস্তি-সম্বর্দ্ধনা তখনই আসে, যখন আমরা concentric (সুকেন্দ্রিক) হই। তাই 'স্বস্তিতীর্থ' বলছিলাম।

কর্ম্মী-সংগ্রহ একান্ত প্রয়োজন।

২৫শে পৌষ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ৯। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর নিভৃত-কেতনে ব'সে টুকটাক কথা বলছেন।

প্রসঙ্গক্রমে মেণ্টুভাই (বসু) বললেন—মানুষের সঙ্গে হৃদ্য ব্যবহার তো আমাদের mood (মেজাজ)-এর উপর নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য ভাবসিদ্ধ হ'তে হয়। যারা ভাল থিয়েটার করে, তাদের এটা হয়। এর আবার rational adjustment (যুক্তিসম্মত বিন্যাস) চাই, ওই mood (মেজাজ) word (শব্দ)-গুলিকে goad (চালনা) করে তেমনি।

২৬শে পৌষ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ১০। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর নিভৃত-কেতনের ঘরে বসে আছেন সকালবেলায়। একে শীত, তার ওপর টিপটিপ ক'রে বৃষ্টি হচ্ছে। প্রফুল্ল আসার পর শ্রীশ্রীঠাকুর দুটি বাণী দিলেন।

এরপর যতীনদা (দাস) এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—মণি ঘোষ বলছে যে সে মাসিক একশো টাকার কমে প্রেসে কাজ করতে পারবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর তখন অরুণ জোয়ার্দ্দারকে দিয়ে মণি ঘোষদাকে ডাকালেন।

মণিদা আসলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—দেখ, আমি বাইরের কম্পোজিটর রেখে যদি পাঁচশো টাকাও দিই, তোমাকে ওভাবে আমি কিছু দেব না। তুমি আমার একজন। আমি যদি দু'মুঠো খাই, তুমিও খাবে। আবার যদি না জোটে, আমাদের সবাইকেই উপোসী থাকতে হবে। ঘরের ছেলে যেমন থাকে, তেমনি থাকবে। তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ, আমি সেই সম্বন্ধই রাখতে চাই। দাবীদাওয়া, contract (চুক্তি) ইত্যাদি কথা আমার ভাল লাগে না। তোমাকে আমি চাকর ক'রে রাখতে চাই না। ও-সব রকম দেখলে আমার মন খারাপ হ'য়ে যায়। যেভাবে ছিলে, থাক তো সেইভাবে থাকবে। তবে আমি তোমাকে কিছু টাকা দেব ব'লে মনে ক'রেছি। সে আমি দেবই। তুমি থাক বা না-থাক, কাজ কর বা না-কর। তা' দিয়ে তোমার যেমন ভাল লাগে, তাই ক'রতে পার। ...

শ্রীশ্রীঠাকুর মণি ঘোষদাকে এরপর চারশো টাকা এককালীন দিতে চাইলেন।

তাতে মণিদা বললেন—আমার তো এখন টাকার প্রয়োজন নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নে, তোর জন্য সংগ্রহ করেছি। তুই টাকাগুলি নিয়ে ব্যাঙ্কে রেখে দে গিয়ে। খরচ করিস্ না। টাকা ক'টা তোর থাক্।

পরে মণিদা গ্রহণ ক'রতে সম্মত হ'লেন।

২৯শে পৌষ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ১৩। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় উপবিষ্ট। অনেকেই আছেন। উড়িষ্যার সনৎ দেওদা আসলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দ্দেশমত শন নিয়ে এসেছেন ক্ষত্রিয়দের উপবীতের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর কালিদাসী-মাকে সেগুলি রাখতে বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার পর নিভৃত-কেতনের ঘরে পূজনীয় বড়দা ও সুশীলদার (বসু) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—জায়গা পেলে একটা university (বিশ্ববিদ্যালয়) ক'রতাম। আমাদের culture (কৃষ্টি)-এর উপর দাঁড়িয়ে, East and West-এর (প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যর) যা-কিছু উপযোগী সব নিয়ে।

৩০শে পৌষ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ১৪। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যার নিভৃত-কেতনের পূর্বদিকের বারান্দায় আসীন। ভক্তবৃন্দও উপস্থিত। কথাপ্রসঙ্গে সুশীলদা (বসু) জিজ্ঞাসা ক'রলেন—কুলীন মা ও মৌলিক পিতার থেকে উদ্ভূত সন্তানকেও তো এক-এক সময় খুব বড় হ'তে দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা হিসাব ক'রতে জানি না। একটা মানুষ যতই বড় হোক, দেখতে হবে, তার ভারসাম্য কতখানি। সে কতখানি balanced (সাম্যভাবাপন্ন), সবদিকে সাম্য কতখানি তার। অবশ্য, কেউ যদি ভক্তিপরায়ণ হয়, তা'হলে তো কথাই নেই। আর, অল্পবিস্তর সবারই সে সম্ভাবনা আছে।

এরপর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা ও সুশীলদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমি যখন ভারত ও দুনিয়ার কথা সামগ্রিকভাবে ভাবি, আমার চোখমুখ কেমন লাল হ'য়ে ওঠে। ওবেলায়ও হ'য়েছিল।

পরে বিনোদাবাবু (ঝা) আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বললেন।

২রা মাঘ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ১৬। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় চৌকিতে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), প্যারীদা (নন্দী), সরোজিনী মা, প্রফুল্ল প্রমুখ উপস্থিত।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—আপনি যখন হরতকী বাগান লেনে ছিলেন, তখন একঘরে হয়তো পঞ্চাশ জন লোক আছে পঞ্চাশ রকম প্রশ্ন নিয়ে। আপনি মাঝে এসে হয়তো কয়েকটা কথা ব'লে চ'লে গেলেন। পরে খোঁজ নিয়ে দেখলাম, সবার প্রশ্নের জবাব হ'য়ে গেছে। আবার, আমাদের শেখাতেন কেমন ক'রে যে-কোন কথা থেকে আদর্শের প্রসঙ্গে যাওয়া যায়। সামনে হয়তো একটা ভাঙা কলসী আছে, তা' থেকে কেমন ক'রে কথা শুরু করা যায়, তা' দেখিয়ে দিতেন। আমাদের তেমনিভাবে বলতে বলতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেউ যদি বললো থুতু ফেলে আসি, কিংবা হয়তো গাছের একটা পাতা পড়লো, হয়তো বা ইঁট বাঁকা হ'য়ে আছে, তাই দিয়েই হয়তো আরম্ভ ক'রে আদর্শের প্রসঙ্গে চ'লে গেলেন। জপ-ধ্যানপরায়ণতা থেকে এই জিনিসটা গজায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় নিভৃত-কেতনের ঘরে। বিনোদাবাবু (ঝা) আসলেন। নানা বিষয়ে কথাবার্তা হ'লো। তারপর মধুসূদন মজুমদার (আশুতোষ দেবের নাতি) আসলেন। তিনি জিজ্ঞাসা ক'রলেন—এই যে পাকিস্তান হ'লো, এত লোক গৃহহারা হ'লো, এর পরিণাম কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালমন্দ আমরাই সৃষ্টি করি। ভালর পথে চললে ভাল হবে, মন্দর পথে চ'ললে মন্দ হবে। আমরা শুধু একা নই, পারিপার্শ্বিক নিয়ে আমরা! তাদের ভালমন্দের ফল আমাদের ভোগ ক'রতে হয়। আমরা যদি সংহত হই, আদর্শপ্রাণ হই, সবটার প্রতিকার হওয়া কঠিন কিছু নয়। আজ সতীত্বের বালাই নেই, সংযম নেই, নিয়মশৃঙ্খলা নেই। আজকাল বিয়েই ঠিকমত হ'চ্ছে না। প্রতিলোম বহু হ'চ্ছে। এইভাবে যদি চ'লতে থাকে, তা'হলে বিজাতীয় ভাবধারা যে আমাদের উপর প্রভুত্ব ক'রবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মধুসূদনবাবু—একটা পন্থায় আসবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা একটা পন্থায় আসার আন্দোলন করি কই? ইষ্টের পথে চলার রকমটা আমাদের রক্তে আছে, ক'রলেই হয়। আমরা কয়েক লাখ আছি! এদের যোগ্যতা কত বেড়ে গেছে। এরা নেংটে, কিন্তু দমে না।

মধুসূদনবাবু—এরা কি দাঁড়াতে পারবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যদি সেই পথে চলে তা'হলে দাঁড়াবে।

মধুসূদনবাবু—আমাদের দেশে কি কম্যুনিজম শিকড় গাড়বে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখনই দাঁড়া ঠিক থাকে না, আদর্শ থাকে না, তখন আমরা বৃত্তির slave (দাস) হ'য়ে যাই। তখন যেটা enticing (আকর্ষণীয়) দেখি, সেইদিকেই গড়িয়ে পড়ি।

মধুসূদনবাবু চ'লে যাবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষকে দেখে, মানুষের সঙ্গে কথা ক'য়ে বোঝা যায়, তার কথার সঙ্গে চেহারার মিল কতখানি আছে। কোন্ কথায় realisation (উপলব্ধি) আছে তার। কোন্‌টা তার চরিত্রে আছে, কোন্‌টায় সে দীপ্ত হয়। আর, কোন্‌টাই বা তার মুখের কথা মাত্র। এ থেকে আবার বোঝা যায়, কে কোন্ কাজের উপযোগী, কাকে দিয়ে কোন্ কাজ ভালভাবে হ'তে পারে।

৫ই মাঘ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ১৯। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনে কেষ্টদার (ভট্টাচার্য্য) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—সমাধি মানে সম্যক ধারণা। কোন একটা সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, যখন একটা সার্ব্বিক সমাধান আপনার সামনে হাজির হয়, যখন একটা প্রত্যয় এসে যায় তাতে, সেইটেকে বলা যায় সমাধি। সমাধি হ'লে যে কাজকর্ম্ম ক'রবে না তা' নয়। তবে তখন অকাম ক'মে যায়। আজকাল conception (ধারণা)-টাই বদলে গেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় নিভৃত-কেতনে হাউজারম্যানদার সঙ্গে কথা ব'লছেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দও তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনছেন।

হাউজারম্যানদা বললেন—নানা দল হলেই অসুবিধা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দল হবেই। Complex (প্রবৃত্তি)-অনুযায়ী দল হয়। কিন্তু principle (আদর্শ) এক থাকলে আটকায় না।

বিনোদাবাবু (ঝা) আসলেন। তাঁর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমার মনে হয়, religious gathering (ধর্ম্মীয় সমাবেশ) আজকাল যত বেশী হয়, ততই ভাল। ধর্ম্ম ও কৃষ্টি তো আজ বিদায় নিতে বসেছে। এখন নানাভাবে যত ঢাক পেটান যায়, ততই ভাল। আমার সুযোগ থাকলে নাটক, নভেল, সিনেমা, রেডিও, খবরের কাগজ সবটার মধ্যে দিয়ে এই চালাতাম। আজকাল বিদেশ থেকে যদি কোন কথা না আসে, তবে তা' আমাদের মনে ধরে না। এটা একটা slave-mentality (দাস - মনোবৃত্তি)। এটা ঠিকই যে কৃষ্টি যদি না থাকে, আভিজাত্য যদি না থাকে, ব্যক্তিত্ব যদি না থাকে, সংহতি যদি না থাকে, যোগ্যতা যদি না থাকে, তবে কিছুতেই কিছু হবে না। কোনও industrial plan (শিল্প-পরিকল্পনা), কোনও government (সরকার) লোককে বাঁচাতে পারবে না। এক প্রদেশ থেকে যে আর এক প্রদেশে বহু জিনিসপত্র যেতে পারে না, এতে divine distribution (ভাগবত বণ্টন ব্যবস্থা)-টা hampered (ব্যাহত) হয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণ, চোরাবাজার, সরকারী সংগ্রহ এমন হ'য়েছে যে কৃষিকাজে আজকাল লোকে আর কোনও প্রেরণা পায় না। চোরাকারবার ক'রেই তো সহজে পয়সা পায়, অত খাটতে যাবে কেন?

একটা কথা আমরা বুঝি না যে India (ভারত) যদি না বাঁচে, চায়না বাঁচবে না। চায়না যদি না বাঁচে, তবে India (ভারত) বাঁচবে না। বিহার না বাঁচলে বাংলা বাঁচবে না। বাংলা না বাঁচলে বিহার বাঁচবে না। সমাজ যাতে ক্ষুদ্র গণ্ডিবদ্ধ না হয়, তাই করা ভাল। আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ না হ'লে সমাজ দিন-দিন ছোট হ'য়ে যাবে।

জমিদার-প্রথা উঠিয়ে দেওয়া ভাল নয়। এমন ব্যবস্থা করা ভাল যাতে জমিদার ও প্রজার পারস্পরিক সম্পর্ক উভয়ের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে যাতে ভাল হয় তাই করা লাগে, এক যেন অপরের পরিপূরক হয়।

৬ই মাঘ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ২০। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে নিভৃত-কেতনে ব'সে প্রফুল্লকে একটি চিঠির শ্রুতলিখন দিলেন।

পরে একটি বাণীর ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), বঙ্কিমদা (রায়), প্যারীদা (নন্দী) প্রমুখকে বললেন—রত্নাকরের কোনও suppression (অবদমন) ছিল না। তিনি ছিলেন খোলামেলা। তাই, বিশেষ একটা অবস্থার মধ্যে তার বোধ খুলে গেল। তিনি বোধ করতে পারলেন যে, তিনি অন্যের উপর যেমন করেন, অন্যে তাঁর উপর তেমন করলে তাঁর কেমন হয়। তাঁর চরিত্র বদলে গেল। ভিতরে suppression (অবদমন) থাকলে অমনভাবে তাঁর পরিবর্ত্তন আসতে পারত না।

আবার suppression (অবদমন) থাকলে চোরের মার বড় গলা মত হয়। সে নিজেকে নির্দ্দোষ দেখাবার জন্যই অন্যের তজ্জাতীয় দোষের প্রতি কঠোর হ'য়ে ওঠে। তাছাড়া অপরাধপ্রবণ হলেই তার মনে একটা আত্মধিক্কারের ভাব থাকে। তাই, অন্যকে শাস্তি দিয়ে সে যেন তার থেকে কতকটা মুক্ত হতে চায়।

৭ই মাঘ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ২১। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় নিভৃত-কেতনের ঘরে। যতীনদা (দাস), প্রফুল্ল, নিখিল (ঘোষ), প্রকাশদা (বসু), কালিষষ্ঠীমা, কালিদাসীমা, হেমপ্রভামা, ননীমা প্রমুখ কাছে আছেন। আজ সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে।

সেই প্রসঙ্গে নিখিল বললেন—শীতের মধ্যে এইরকম বৃষ্টি দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠিক বলেছিস। ... তবে একটা জিনিস ভেবে দেখ—কিছুই মানুষের অপ্রয়োজনীয় নয়। এই ঠাণ্ডায় অস্থির হয়ে উঠেছ, আবার কোনও সময় আসতে পারে, যখন ঠাণ্ডা পেলে মনে হবে প্রাণটা শীতল হ'য়ে গেল। ঠাণ্ডা, গরম, বর্ষা সবটাই এমন। আবার, এর কোনটা অতিরিক্ত হ'লে তখন অস্থির লাগে। সেই অতিরিক্তটাও আবার বিশেষ ক্ষেত্রে হয়ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। তার কোন বিশিষ্ট উপযোগিতা চোখে পড়ে। Weather-এর (আবহাওয়ার) বেলায় যেমন, এমনি প্রত্যেক ব্যাপারেই।

যে-মানুষকে তুমি একেবারেই অপদার্থ ও অকেজো মনে কর, একান্ত অপছন্দ কর, সেই হয়তো অসময়ে তোমার এমন কাজে লেগে যেতে পারে, যা' অন্যের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। তাই তুমি যদি nurture (পোষণ) দিয়ে রাখতে পার—বিহিত সতর্কতা ও বিনায়না-সহ, —তাহ'লে প্রত্যেকেই তোমার সত্তাপোষণী হয়ে উঠতে পারে। খাদ্য, দ্রব্যসামগ্রী যা-কিছু সম্বন্ধেই এই কথা। 'কাকো নিন্দী, কাকো বন্দী—দোনো পাল্লা ভারি।'

১০ই মাঘ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ২৪। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে—নিভৃত-কেতনের পূর্ব্বদিকের বারান্দায় চৌকিতে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন।

চুনীদা (রায়চৌধুরী)—একটা মাকড়সা যেমন জাল বোনে, সেটা instinctively (সহজাত সংস্কারগতভাবে), বর্ণাশ্রমের ফলে মানুষকে যদি বংশপরম্পরায় একই কাজ করতে হয়, সেও তো সহজাত সংস্কারগত কর্ম্মের মত যান্ত্রিক। তাতে মানুষের সম্ভাব্যতা ও বিকাশ তো সঙ্কুচিত হ'য়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের যেমন ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে, তেমনি শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য আছে। এই শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্যকে বর্ণ বলে। যাই করুক, সে বর্ণবৈশিষ্ট্যগত রকমে ক'রবে। তুমি বিপ্র, তোমার মূল ব্যাপার শিক্ষাদান, তুমি জুতো সেলাই করা শিখাতে পার, দক্ষিণা নিতে পার, কিন্তু জুতোর ব্যবসা ক'রবে না। ক্ষত্রিয় তেমনি লোকপালনকে ভিত্তি করে যা-কিছু করবে, বৃত্তিহরণ ক'রতে পারবে না। তাহলে সমাজে বেকার সমস্যা দেখা দেবে। Control (নিয়ন্ত্রণ)-টুকু ঐজন্যই প্রয়োজন হয়।

বর্ণাশ্রমে আছে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, সত্তার স্বচ্ছন্দ চলন, বৃদ্ধির অফুরন্ত সুযোগ।

তুমি হয়তো government (সরকার)-এর জুতোর দোকানে চাক্‌রে হলে। সেখানে তুমি চাকর। কিন্তু একজন বিপ্র shoe chemist (পাদুকা-রসায়নবিদ) হিসাবে তুমি হয়তো মুচিদের এমন উপায় বাতলে দিলে যাতে তারা সস্তায় সুন্দর জুতো দিতে পারে সকলকে। এই শিক্ষাদানেই তোমার সার্থকতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় নিভৃত-কেতনের ঘরে। সি আই ডি অফিসার শ্রীযুত পাণ্ডা, বৈকুণ্ঠদা (সিংহ), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), শর্ম্মাদা, প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

বৈকুণ্ঠদা জিজ্ঞাসা ক'রলেন—Conscious feeling (চেতন বোধ) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাকে বলে বোধি, ঐটের ভিতর-দিয়েই আসে প্রজ্ঞা। মানুষ বুদ্ধ হয়।

বৈকুণ্ঠদা—এর দরকার আছে কি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের বোধ যত থাকে, তত আমরা যা-কিছু সত্তাসম্পোষণায় সুবিনায়িত ক'রে তুলতে পারি। যা' জানি না, তাকে জেনে, তার একটা concentric meaningful adjustment (সুকেন্দ্রিক সার্থক বিন্যাস)-এর ভিতর-দিয়ে অমৃতকে আহরণ ক'রতে পারি। জানাগুলি যদি বিচ্ছিন্ন হয়, তবে lumps of disintegrated knowledge (অসংহত জ্ঞানের কতকগুলি খণ্ড) হয়। সেটা literation (আক্ষরিকজ্ঞান) হ'তে পারে, কিন্তু education (শিক্ষা) নয়। Adjusted practical knowledge (বিনায়িত কার্য্যকরী জ্ঞান) ছাড়া education (শিক্ষা) হয় না, ব্যক্তিত্ব বিনায়িত হয় না।

বৈকুণ্ঠদা—Adjusted (বিনায়িত) হবে কি ভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentric (সুকেন্দ্রিক) না হ'লে adjusted (বিনায়িত) হয় না। আদর্শ যদি বুদ্ধ হন, প্রাজ্ঞ হন, আচার্য্য হন, আমার যেখানে ভুল হয়, বলে দেন। ঠাকুর—ঠক্কর দেন। পূবে যেতে যাই, তাতে খারাপ হবে বুঝলে পশ্চিমে যেতে বলেন। ভালবাসা থাকলে পূবকে sacrifice (ত্যাগ) করি। এই attachment (টান)-ই যোগ। যোগ হলেই চিত্তবৃত্তি-নিরোধ হয়।

শ্রীযুত পাণ্ডা—তাঁতে টান হবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এটা given (প্রদত্ত)। আমাদের যোগাবেগকে পুরুষোত্তমে কেন্দ্রায়িত ক'রতে হবে। আমি যাই কিছু করি, নিজেকে বড় ভালবাসি। মরতে চাই না। একটা সাপ যদি সত্তাঘাতী হয়, সে যতই মনোহর হোক, তার কাছে যাই না। আমরা রসগোল্লা খেতে চাই। কিন্তু এমন ক'রে খেতে চাই না যাতে অসুখ করে। যেমন ক'রে বাঁচতে পারি, বাড়তে পারি সুকেন্দ্রিক হ'য়ে, তাই করাই ধর্ম্ম। আমাদের টানটা যত sublimated (ভূমায়িত) হয়, ততই তা' সবার উপর ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। এই ব্যাপ্তিই যশ। আমরা যত মানুষের প্রয়োজনীয় হ'য়ে পড়ি, ততই আমাদের যশ বিস্তার লাভ করে।

আমরা তাঁকে উপভোগ ক'রতে চাই। তিনি প্রভু, আমি দাস। তিনি আমাদের ভালবাসেন, তাতে আমাদের লাভ নেই। আমরা তাঁকে যত ভালবাসি, তাতেই আমাদের লাভ।

বৈকুণ্ঠদা—Living object-এ (জীবন্ত আদর্শে) চাই, শূন্য ধ্যানে তো হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও আমি ক'রে দেখেছি। শূন্যধ্যান ক'রলে, complex (প্রবৃত্তি)-গুলি suppresed (অবদমিত) হয়। মন যখন vacant (শূন্য) হয়, তাকেই অনেকে সমাধি মনে করে। কিন্তু সমাধি মানে সম্যক ধারণা।

আমাদের conception (ধারণা), ভগবান রামচন্দ্রই শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ ইত্যাদি। 'সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ'। তিনি বৈশিষ্ট্যপালী আপূরয়মাণ। তাঁরা যা' বলে গেছেন, কাঁটায় কাঁটায় ঠিক। Misinterpretation-এ (অপব্যাখ্যায়) যত গোল হয়েছে। বর্ত্তমানে পুরুষোত্তমকে না ধরলে পুরশ্চরণ হয় না। (তামাক খেতে খেতে) বর্ত্তমানকে না ধরলে পুরনোকে বোঝাও যায় না। তিনি তো অনেক দূরে স'রে গেছেন। তাঁকে অস্বীকার ক'রলে মেলা দল হ'য়ে যায়। তাদের মধ্যে সঙ্গতি থাকে না। যুগপুরুষোত্তমকে ধ'রে সবাই ঐক্যবদ্ধ হ'তে পারে।

শ্রীযুত পাণ্ডা—বহু অজ্ঞ লোক আছে, তাদের উদ্ধারের উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তিনি যা' ব'লে যান, তাই অনুসরণ ক'রলেই হয়। পুরুষোত্তমের ভক্তদের কর্ত্তব্যই হ'চ্ছে প্লাবন সৃষ্টি করা, আন্দোলন সৃষ্টি করা। আর চাই যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ—এই ষট্ কর্ম্ম। আমি সংক্ষেপে বলি যজন, যাজন, ইষ্টভৃতি। এর মধ্যেই ষট্‌কর্ম্মের সবকিছু আছে।

শ্রীযুত পাণ্ডা—কর্ম্মকে কর্ম্মযোগ বলেছে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে-যোগই করি, তার আগে adherence (নিষ্ঠা) চাই, attachment (অনুরাগ) চাই। ভালবাসা না থাকলে প্রকৃত কর্ম্ম হয় না। আবার, কর্ম্ম না থাকলে জ্ঞান হয় না। ভক্তি হলে সব যোগই আছে। বিভিন্ন রকম যোগ নেই, এক যোগই

আছে। এগুলি একেরই রকম ফের। ভক্তি বাদ দিয়ে যে জ্ঞান, সেখানে যোগ নেই, সেখানে তিনি নেই। কারণ, সেখানে সুকেন্দ্রিকতা নেই।

শ্রীযুত পাণ্ডা—রাস্তাটা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—রাস্তা ভালবাসা। তাঁকে ভালবাসলে যেমন করে, তেমনি করাই রাস্তা।

শ্রীযুত পাণ্ডা—প্রার্থনায় ফল ফলে কী ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি আপনাকে ভালবাসি, আপনাকে পরিপূরণ ক'রতে চাই। এই ভাব থেকে যতই করি, ততই শক্তি বেড়ে যায়। প্রার্থনার মধ্যে আছে প্রকৃষ্ট গমন। প্রার্থনার ভিতর দিয়ে urge, energy (আকূতি, শক্তি), বোধির জাগরণ হয়।

শ্রীযুত পাণ্ডা—নানাভাবে, নানাপথে হয় তো?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাঁর দিকে চলা চাই। স্রোত তখনই হয়, যখন চলে। চলনেওয়ালা ছোটও ভাল। অচলনেওয়ালা বড়ও ভাল না।

অনাহতনাদ সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—শব্দব্রহ্ম থেকেই যা-কিছুর সৃষ্টি হয়। শুধু প্রণব নয়, পরাপ্রণব, মহাপ্রণব ইত্যাদি কথাও আছে। ওঁ যদি প্রাণস্পন্দন হয়, ওর মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তিনই আছে।' ওঁ-এর মূর্ত্তপুরুষকে যদি ভজনা করি, তাহ'লে তিন জনকেই লাভ ক'রতে পারি।

এরপর শ্রীযুক্ত পাণ্ডা বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাতর হ'য়ে ভাঙ্গা গলায় বললেন—নিখিল! ও নিখিল! কি শীত! কি শীত রে বাবা!

শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনে সবাই হাসতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর এত শীতের কথা বলেন, কিন্তু গায়ে মাত্র একখানি আর্দ্দির চাদর ও একটি আর্দ্দির ফতুয়া।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাঁথা গায়ে দিয়ে বালিশের উপর হাতটা উচু ক'রে রেখে, হাতে মাথা ঠেকিয়ে কাত হ'য়ে শুলেন। পা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছিল ব'লে ননীমা পা ঘ'ষে দিতে লাগলেন।

মিস্ত্রিরা কাজকর্ম্ম ক'রছে। শ্রীশ্রীঠাকুর খগেনদার মেয়ে সাধনাকে পাঠিয়ে খোঁজ নিলেন কে কে কাজ ক'রছে এবং কাজ কতদূর অগ্রসর হ'লো।

রমনদার (সাহা) মা ও কার্ত্তিক ভাইয়ের রহস্যাভিনয় চলতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর নীরবে তা' লক্ষ্য ক'রতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে একবার বললেন—আর তো (বাণী) আসে-টাসে না।

প্রফুল্ল—যেভাবে হ'চ্ছে, দেখতে দেখতে হ'য়ে যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দে দেখি একটু তামুক দে!

কালিদাসী মা তামাক সেজে দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে খেতে কার্ত্তিককে জিজ্ঞাসা ক'রলেন—আচ্ছা তুই ওর (রমনের মার) মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে অত কী দেখিস? তোর কি দেখার আর কোনও জিনিস নেই?

কার্ত্তিক (সহাস্যে)—দেখতে ভাল লাগে, তাই দেখি।

১১ই মাঘ, ১৩৬০, সোমবার (ইং ২৫। ১। ১৯৫৪)

বিকালে খুব শীত পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বাইরে থেকে এসে নিভৃত-কেতনের বারান্দার চৌকীর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঠাণ্ডাপানি ফুলমণি যে, আড়নয়নে চায়।'

এই ঠাণ্ডাপানির আড়নয়নে চাওয়ার ঠেলায় তো গেলাম। আর ক'দিন এমনি থাকবে, তার কি জানি?

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকিতে শুভ্রশয্যায় বসলেন। বাইরে তখন অনেকে দাঁড়িয়েছিলেন, সবাই মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মোহনকে ডাক।

মোহন এসে দাঁড়াতেই শ্রীশ্রীঠাকুর চোখমুখ ঘুরিয়ে কতকটা ইশারায়, কতকটা ভাষায় বললেন—খুব আচ্ছা ক'রে লুচি আর তরকারি করো গে।

রমনদার মা—আমার শরীর ভাল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যে কেম্বা কথা কও। (একটু পরে বললেন) বনবিহারীকে ডাক।

ডাক্তার বনবিহারীদা (ঘোষ) আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—রমনের মাকে ঠিক ক'রে দেও। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া আছে। প্লে-ট্রেও তো করা লাগবে। ... তোমার মত কেউ আবার পারে না।

১২ই মাঘ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ২৬। ১। ১৯৫৪)

আজ স্বামীজীর জন্মদিন ও প্রজাতন্ত্রদিবস।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় নিভৃত-কেতনের পূবদিকের বারান্দায় বসেছেন। হাইজারম্যানদা, হরিনন্দনদা (প্রসাদ), প্রফুল্ল, নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ উপস্থিত।

কলকাতার পূর্ণরুদ্রের ভাই এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কখন এসেছিস?

উক্তভাই—সকালে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কোথায় উঠেছিস?

উক্তভাই—এখানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব সাবধানে থাকিস। এখানে অনেক সময় চুরিটুরি হয়। ....

তোর চেহারা কালো হয়ে গেছে। আগে কেমন ফুটফুটে সুন্দর ছিলি।

ভাইটি শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে করুণনেত্রে চেয়ে রইল।

শ্রীশ্রীঠাকুরও মধুর স্নেহল দৃষ্টিতে চাইলেন তার পানে। মুখে কোনও কথা হলো না। কিন্তু কত কথাই যেন এর মধ্যে হয়ে গেল।

হাউজারম্যানদা একজনের সম্বন্ধে বললেন—ওকে friendly (বন্ধুভাবাপন্ন) না করতে পারলে মুশকিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুনিয়ায় যাকেই friendly (বন্ধুভাবাপন্ন) করতে পারব না, সেখানেই loser (ক্ষতিগ্রস্ত) হব।

নিখিল—বন্ধুত্ব করতে গেলে কিন্তু নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা লাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! Flattery (খোসামোদ) ক'রে কিন্তু বন্ধুত্ব হয় না। ওতে মানুষ utilised (যথেচ্ছ ব্যবহৃত) হয়।

হরিনন্দনদা—যারা flattery (খোসামোদ) চায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা flattery (খোসামোদ) চায়, তারাও মনে-মনে flatterer (খোসামুদে)-কে পছন্দ করে না এবং তার বান্ধব হয় না। বন্ধুত্ব হয় cordial behaviour-এর (হৃদ্য ব্যবহারের) ভিতর-দিয়ে।

স্তুতি ও খোসামোদ দুইয়ে তফাত আছে। কোথাও যদি কাউকে খুশী করার জন্য কিছু বলার দরকার হয়, সেও এমন হওয়া চাই, যার একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে এবং যাতে সে elated (উদ্দীপ্ত) হয়, exalted (উন্নীত) হয়, তার সদ্‌গুণ বেড়ে যায়, সত্তা সন্দীপ্ত 'হ'য়ে ওঠে এবং তোমার ইষ্টের স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা এগিয়ে যায়। তাতে সবারই ভাল।

১৩ই মাঘ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ২৭। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের বাইরে পেয়ারাতলায় চাঁদোয়ার নিচে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হয়ে চৌকিতে বসে আছেন।

কলকাতার কান্তিদা (মুখোপাধ্যায়) আসলেন। তিনি একটা ভাল কাচের কারখানায় উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বললেন—একটা কাচের factory (কারখানা) যাতে নিজেই চালাতে পারিস, অন্যকে পুরোপুরি train up করতে (শিক্ষা দিতে) পারিস, সেইভাবে শেখা লাগে। পরে নিজেরা যদি glass factory (কাচের কারখানা) করতে পারি তখন তোর জানা থাকলে অন্যের কাছে যাওয়া লাগবে না, বরং তুইই কতজনকে শিখিয়ে দিতে পারবি। তারা তোর কাছ থেকে শিক্ষা লাভ ক'রে domestic factory (পারিবারিক কারখানা) করবে। করতে পারব কিনা জানি না, কিন্তু আশা তো খুব রাখি। তাই কই, খুব ভাল করে শিখে নে। পরে নিজেদের ব্যবস্থা হলে লাঠি বগলে করে চ'লে আসবি। আর বাংলা কি, সারা ভারতের একটা মানুষও যেন দীক্ষিত হতে বাকি না থাকে। প্রত্যেককেই নিজেদের ভাই ক'রে তোলা লাগবে। আর প্রত্যেকে যাতে ক'রে-কর্ম্মে খেতে পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। কাজ এমনভাবে শিখবি যাতে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানিতে যেমন জিনিস তৈরি হয়, তার থেকেও সেরা জিনিস তৈরি করতে পারিস।

১৪ই মাঘ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ২৮। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে যতি-আশ্রমের সামনে সম্মুখের দিকে পেয়ারাগাছতলায় এসে চৌকিতে বসেছেন। অনেকেই কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর ত্রিশ টাকা করে চার জনের কাছ থেকে সংগ্রহ করলেন। ভগীরথদার (সরকার) কাছ থেকে পাঁচ টাকা নিয়ে গৌরীমাকে দিলেন রমণদার (সাহা) মার দুপুরের খাবারের জন্য।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে পেয়ারাতলায় গিয়ে বসলেন। ওখান থেকে উঠে আসবার সময় রমণদার (সাহা) মা দুই কলি গান গেয়ে শোনালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—সে তো বুঝলাম, তোমার ক্ষিধে কেমন? রাত্রে খাবা কী?

রমণদার মা—তেমন ক্ষিদে নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কপট ক'রে না, খোলা কথা কও—কী খাবা। লুচি খাবা?

রমণদার মা—তা' খেতে পারি।

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রস্রাব করে এসে নিভৃত-কেতনের বারান্দায় বসলেন। বাইরে তখন বহু দাদা ও মা। বাইরের দর্শকও কিছু কিছু এসেছেন।

এদিকে রমণদার মা ও কার্ত্তিক ভাইয়ের অভিনয় শুরু হয়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর মোহনভাইকে (বন্দ্যোপাধ্যায়) ডাকিয়ে বললেন—আজ একেবারে রাজসাহী লুচি কর। আর, ফুলকপি ভাজবা, বাঁধাকপির ঘণ্ট করবা।

প্যারীদা (নন্দী) শ্রীশ্রীঠাকুরের পা-টা ঘসে দিতে লাগলেন।

১৫ই মাঘ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ২৯। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে পেয়ারাতলায় ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে চৌকিতে বসেছেন।

কথায়-কথায় তিনি বৈকুণ্ঠদাকে (সিংহ) বললেন—গণেশের বাহন ইঁদুর। ইঁদুর যদি ঠিক না ক'রতে পার তো কাম হবে না।

১৬ই মাঘ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ৩০। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে পেয়ারাতলায় হাউজারম্যানদাকে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মানুষের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলবি, এমন প্রাণকাড়া ব্যবহার করবি যে, মানুষ যেন একেবারে charmed (মুগ্ধ) হ'য়ে বলতে বাধ্য হয় 'ওঁ মধু, ওঁ মধু'। তোকে দেখে, তোর কথা শুনে যেন মানুষের মনে হয় 'মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।' খুব সমীচীন কথা বলবি, সমীচীন চলনে চলবি। আর, তোর object (উদ্দেশ্য)-কে push (চালনা) করবি হৃদ্যভাবে।

১৭ই মাঘ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ৩১। ১। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে পেয়ারাতলায় চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে রোদপিঠ ক'রে বসেছেন। বহু দাদা ও মা সমবেত হয়েছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের blood pressure (রক্তচাপ) বেড়েছে। প্যারীদা (নন্দী), বনবিহারীদা (ঘোষ), ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জি প্রমুখের সঙ্গে সেই বিষয়ে কথা হচ্ছে।

প্যারীদা—আপনি একটা পাঁচন দিয়েছেন, তাতে কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য) ও উমাপদর (নাথ) তো ভাল হয়েছে। আপনি যদি সেই পাঁচন খান।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার নিজের selection-এ (নির্ব্বাচনে) আমার ভাল হবে না। কেউ যদি তেমনভাবে adjust ক'রে (খাপ খাইয়ে) দিতে পারে, তাহ'লেই হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর ভুলারীর (মতিমালির স্ত্রী) জন্য একটা চাদর আনিয়েছেন মাদারদাকে (কুণ্ডু) দিয়ে। ভুলারীকে ডেকে সেইটে তাকে দিয়ে বললেন—গায়ে দিয়ে দেখ্ তো কেমন?

ভুলারী সেটা গায়ে দেবার পর শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'বেশ হয়েছে'। অন্য সবার দিকে চেয়ে বললেন—'কি রে, ভাল হয়নি?'

সবাই বললেন—চমৎকার মানিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটু বড় হয়েছে।

মাদারদা—ধুলে ঠিক হয়ে যাবে।

যতি-আশ্রমের গেট কেমন হবে, সে সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর মাদারদাকে নির্দ্দেশ দিলেন।

এরপর পূজনীয় বড়দা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে private (নিভৃতালাপ) করলেন।

নোমানী—ঠাকুর! আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা যা' পারে তা' তো করছে। আর, তোর ঐ জমিটা কাজে লাগা, কারও কাছে আবার বন্ধক-টন্ধক দিস না যেন।

প্রবোধদা (মিত্র) মন্দার হিলে যাওয়ার অনুমতি নিলেন।

প্রফুল্ল—আমিও ঐ সঙ্গে যাব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোরও যেমন! যেয়ে আবার সর্দি-টর্দি লাগুক। আমি যদি যাই-টাই, তখন আমার সঙ্গে যাস।

জনার্দ্দনদার (মুখোপাধ্যায়) সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—ভোমরায় বসা ফুল অনেক সময় পূজোয় লাগে, কিন্তু পয়ার-ছেঁড়া ফুল পূজায় লাগে না। তা'কে বলে কীট-দষ্ট। তেমনি complex (প্রবৃত্তি)-দষ্ট মানুষ তাঁর পূজোয় লাগে না। রত্নাকর যে অত বড় হৃদয়হীন দস্যু, সে হ'য়ে গেল বাল্মীকি। সেও ঐ ভোমরায় বসা ছিল, কিন্তু পয়ার কাটেনি তার। সে ক্রৌঞ্চমিথুনের দুঃখে অভিভূত হয়ে কবিতার ভাষায় কথা বলে ফেলল। ... তুমি ছিলে কম্যুনিস্ট, কিন্তু কম্যুনিজম্-দষ্ট হওনি। তাই কম্যুনিজম্ আজ তুমি ভাল ক'রে বোঝ, কম্যুনিজমের fulfilment (পরিপূরণ) কোথায় তা' বোঝ।

প্রফুল্ল—বাল্মিকিও তো complex (প্রবৃত্তি)-দষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার ধারণা ছিল সে পাপ করছে, তবে মা-বাপ-স্ত্রী তার পাপের ফলভাগী হবে। কিন্তু যখন শুনলো যে তা' নয়, তখন এক মুহূর্তে সব ছেড়ে দিল। সে কীটদষ্ট নয়, পয়ার ছেঁড়েনি তার, ভোমরা বসেছিল।

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা)—পয়ার যদি ছেঁড়ে একবার, তা' তো কাজে লাগে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কাজে লাগবে না, তা' নয়। পূজোয় লাগবে না। তা' দিয়ে অন্য কাজ হতে পারে।

অদষ্ট মানুষ আছে কিনা কি জানি?

শ্রীশ্রীঠাকুর (হাসিমুখে) বললেন—আমি এমনি বলছিলাম। মানুষ পাই না, তাই ঐ কথা মনে হয়। অবশ্য অদষ্ট মানুষ আছে বৈ কি? আর, মানুষ পেলে বলব সে অন্ততঃ দষ্ট নয়।

রত্নেশ্বরদা—কীটদষ্ট শুনলে সর্ব্বপ্রথম মনে হয় আমাকে, নিজেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনি দষ্ট নয়, ক্ষরিত। (প্রসন্ন হাস্যে) তবে ভয় নেই কিছু। হরিনামের গুণে গহন বনে শুষ্কতরু মঞ্জুরে।

রত্নেশ্বরদা—Heredity-র (বংশগতি) কথা ভাবলে তো আর আশা দেখি না। যার যা' আছে তাই নিয়েই তো তার চলা। রত্নাকরের মতো দ্বিতীয় আর একজন দেখি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আপনার মতোও আর কেউ নয়। রত্নাকরের মতো তার হয়েছে। আপনার মতো আপনার হবে। সেইটেই তো আশার কথা।

জনার্দ্দনদা—যার যা' আছে, তাইই থাকবে? বদলাবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরিবর্দ্ধিত হতে পারে বিনায়িত হতে পারে।

ডাক্তার গুপ্ত আসলেন বনবিহারীদা, প্যারীদা ও ক্যাপ্টেন চ্যাটার্জির সঙ্গে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কখন এলেন?

ডাক্তার গুপ্ত—মোগলসরাইতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমিও এখানে যখন আসি, মোগলসরাইতে এসেছিলাম। ... আপনার ছেলে কেমন?

ডাঃ গুপ্ত—ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এবার কোনও ভাল ওষুধ নিয়ে এসেছেন তো?

ডাঃ গুপ্ত—নূতন ওষুধ আর কী আনব!

শ্রীশ্রীঠাকুর—কেষ্টদা ও বড় বৌয়ের কার্ডিওগ্রাফি করা লাগবে।

ডাঃ গুপ্ত—তাতে আর কত সময় লাগবে!

শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের শারীরিক অস্বস্তিবোধের কথা বললেন।

ডাঃ গুপ্ত—বুকের মধ্যে কেমন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Anxiety (উদ্বেগ) হ'লে যেমন হয়।

এরপর বঙ্কিমদা। (রায়) প্যারীদা (নন্দী) প্রমুখের সঙ্গে ডাঃ গুপ্ত নিভৃত-কেতনে গেলেন।

বিকালে শ্রীশ্রীঠাকুর ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে চাঁদোয়ার তলে আসীন।

স্মরজিৎদা (ঘোষ) একটা হাতঘড়ি নিয়ে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সেটা রেবতীকে (বিশ্বাস) দিলেন।

পরে ডাঃ গুপ্ত আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সঙ্গে কিছু সময় জ্যোতিষ-আলোচনা করলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেল। আঁধার ঘনিয়ে আসল।

পূজনীয় কাজলভাইয়ের জন্মতারিখ দেখবার জন্য বঙ্কিমদা কোষ্ঠীর খাতাটা নিয়ে আসলেন।

বঙ্কিমদার বের করতে দেরী হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খাতাটা আমার কাছে দে। আমি বোধহয় তাড়াতাড়ি বের করতে পারব।

খাতাটি শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দেওয়া হ'লো। তিনি তাড়াতাড়িই বের ক'রে ফেললেন।

মোহনের (বন্দ্যোপাধ্যায়) হার্টে অস্বস্তিবোধ হয়। তাই শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদার সঙ্গে ডাঃ গুপ্তকে পাঠালেন। মোহনকে দেখতে।

অন্ধকার, তাই শ্রীশ্রীঠাকুর প্যারীদাকে বললেন—দেখিস, লাগে না যেন।

তখন টর্চ্চ ধরা হ'লো।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর প্রস্রাব ক'রে নিভৃত-কেতনে গিয়ে বসলেন।

মতিদা (রায়) ভারতীয় ভৈষজ্যতত্ত্ব থেকে শঙ্খপুষ্পী সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প'ড়ে শোনালেন।

দুমকার হারাধনদা (গাঙ্গুলী) এসে তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধের অর্ঘ্যাদিসহ শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর (সস্নেহে)—এখন আসলি?

হারাধনদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—ওর প্রণামী মণি সেনের কাছে পাঠিয়ে দিস।

হারাধনদা—এর মধ্যে কয়েকজনকে দীক্ষা দিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মনে রেখো, তুমি বামুন মানুষ। একটা যজমানকেও তুমি পড়তে দেবে না। শরীরের দিক দিয়ে, মনের দিক দিয়ে, আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে সে যাতে well-balanced (সুষ্ঠুভাবে সাম্যদীপ্ত) হ'য়ে ওঠে, তার যোগ্যতা যাতে বাড়ে, সে যাতে আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে, তাইই তোমার করণীয়। বিপ্র অর্থাৎ জাতবামুন যারা, তাদের কাজই এই। একটা মানুষকে দীক্ষা দিলেই কিন্তু কাজ শেষ হ'লো না। সেই থেকে তার সম্বন্ধে তোমার কাজ আরও বেশী ক'রে শুরু হ'লো। সে তোমার পরিবারের পরিধির মধ্যে আসলো। তার পুরোটা দায়িত্ব তখন তোমার।

১৮ই মাঘ, ১৩৬০, সোমবার (ইং ১। ২। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে ভক্তবৃন্দ-পরিবেষ্টিত হ'য়ে চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে উপবিষ্ট।

আমেরিকা থেকে নবাগত জেম্‌স্ মাইকেল নামক সাহেবকে নিয়ে হাউজারম্যানদা আসলেন।

প্রাথমিক কথাবার্ত্তার পর তিনি প্রশ্ন করলেন—সৎসঙ্গের বাণী কি শুধু সৎসঙ্গীদের জন্য, না সমগ্র জগতের জন্য?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি মনে করি whole humanity-র (সমগ্র মনুষ্যজাতির) জন্য।

কেষ্টদা দোভাষীর কাজ করছিলেন।

মিঃ মাইকেল—তারা এই message (বাণী) জানবে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের মধ্য দিয়ে, কাজের মধ্য দিয়ে জানবে।

মিঃ মাইকেল—এর source (উৎস) কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তাই উৎস। আমরা প্রত্যেকেই সত্তাসম্বর্দ্ধনা চাই। তার জন্য লাগে ভগবান। আর, চাই self-adjustment (আত্মনিয়ন্ত্রণ) ও environmental adjustment (পারিবেশিক নিয়ন্ত্রণ)।

মিঃ মাইকেল—আমি কি ভাবতে পারি যে আপনি সত্যকে প্রত্যক্ষ দর্শন করেছেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' feel (বোধ) করি, তাই আমি বলি। কারণ, আমি লেখাপড়া জানি না।

মিঃ মাইকেল—পড়াশুনা-নিরপেক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে আপনি কি কিছু বলতে পারেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা-কিছু আমি বলি তা' তাইই।

মিঃ মাইকেল—এই জ্ঞানলাভের পথ কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার উপায় হ'লো concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া। তার একটা living altar (জীবন্ত বেদী) চাই, যেমন Christ (যীশুখ্রীষ্ট)। নিজেতে concentric (কেন্দ্রায়িত) হলে হবে না। তাতে conflict (দ্বন্দ্ব) হবে না, adjustment (নিয়ন্ত্রণ) হবে না।

মিঃ মাইকেল—জীবন্ত বেদীর মাধ্যমে ছাড়া কি পাওয়া যায় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না! বাইবেলের ওই কথা বড় ভাল লাগে। "I am the way, the truth, the goal, none can come to the father but by me." (আমিই পথ, আমিই সত্য, আমিই গন্তব্য, আমার মাধ্যমে ছাড়া কেউ পরমপিতার কাছে যেতে পারে না) আমার মনে হয়, বাইবেলের teaching (উপদেশ)-গুলি সব direct perception (প্রত্যক্ষ উপলব্ধি)। Literation (পুঁথিগত বিদ্যা) নেই, কিন্তু education (শিক্ষা) আছে।

মাইকেল—আপনার মতে আর্য্যের সংজ্ঞা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা বংশপরম্পরায় আদর্শ, ধর্ম ও কৃষ্টির দিকে চলেছে, তারাই আর্য্য।

মিঃ মাইকেল—জাতিতত্ত্বের দিক দিয়ে নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—জাতিতত্ত্ব অমনি ক'রে হয়েছে।

মিঃ মাইকেল—হিটলারের জন্য আর্য্য-শব্দটার বদনাম হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যাহোক, নিগ্রোও আর্য্য হতে পারে যদি সে আর্য্যীকৃত হয়, অর্থাৎ এই সত্তাসম্বর্দ্ধনী কৃষ্টি গ্রহণ করে।

মিঃ মাইকেল—ঠাকুরের বাণী জীবন ও কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়। আমেরিকায় তো কর্ম্মোন্মাদনা প্রবল, সেখানে এর প্রয়োগ কিভাবে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যারা existence (সত্তা) চায়, তারা যেমন করে তা' পেতে পারে, তা' করতে হবে। ওখানকার activity (কর্ম্ম) balanced activity (সুষম কর্ম্ম) হবে। Balanced activity (সুষম কর্ম্ম) ছাড়া মানুষ বাড়তে পারে না।

মিঃ মাইকেল—অতিরিক্ত কর্ম্মে আমরা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Unbalanced (সাম্যহারা) হলেই অমনি হয়। আমাদের activity (কর্ম্ম) এমন হওয়া চাই, যাতে becoming (বৃদ্ধি) হয়। তাই সেটা concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া চাই। টাকা উপায় করার থেকে মানুষ উপায় করা ভাল। বাইবেলে আছে Be ye fishers of men (তোমরা মানুষ-ধরা জেলে হও)।

মিঃ মাইকেল—বাইবেলে আছে একটা মানুষ যদি তার আত্মাকে হারিয়ে সারা জগৎকে পায়, তাহলেও তার লাভ কি হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা যদি concentric (সুকেন্দ্রিক) না হই, আমাদের life-urge (জীবন-সম্বেগ) বাইরের impulse-এ (সাড়ায়) disintegrated (বিশ্লিষ্ট) হয়ে যায়। হয়তো activity (কর্ম্ম) দেখা যায় খুব, কিন্তু তা' becoming-এর (বৃদ্ধির) দিকে যায় না। আমরা যদি keenly concentric (তীব্রভাবে সুকেন্দ্রিক) হই ও তদনুগ চলনে চলি, আমাদের nerve, brain cell (স্নায়ু, মস্তিষ্ককোষ) তেমন adjusted (বিন্যস্ত) হবে এবং আমরা feel (বোধ) করবও তেমন।

মিঃ মাইকেল—আমরা কি ক'রে বুঝব যে এটা প্রকৃত সত্যবাণী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের existence (সত্তা)-ই হ'লো তার witness (সাক্ষী)।

মাইকেল—ভাল ক'রে বুঝতে পারছি না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ বাঁচতে চায়, বাড়তে চায়। জীবনকে ভালবাসে। তাই সত্তা পরিপোষিত হয় যা' দিয়ে, তা' তার ভাল লাগে।

মিঃ মাইকেল—কেউ ভাবে এটা কম্যুনিজম্।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে ism (বাদ)-ই হোক, existence-ism (সত্তাবাদ)-ই best ism (সর্ব্বোত্তম বাদ)। তাছাড়া অন্য ism (বাদ) folly (মূর্খতা)।

কেষ্টদা—অনেকে তো অনেক ism (বাদ) অনুসরণ করে। তাই, সেইটে ছাড়া অন্য কিছু বুঝতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কিছু না। কাউকে যদি ধাক্কা দিয়ে সত্তার কথা বলি, তবে সবাই পছন্দ করবে।

মিঃ মাইকেল—পাশ্চাত্যে religion (ধর্ম্ম) dead (মৃত)। এর ভিতর-দিয়ে তাই মানুষ পরিপূরণ খোঁজে না সেখানে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্ম-কর্ম্ম করতে গেলে তার ভূমিই হ'লো religion অর্থাৎ religaring বা reborn হওয়া (এককথায় দীক্ষাগ্রহণ)।

মাইকেল—আপনার বাণীর সত্যতা সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমি ভাবছি এটা কিভাবে আমেরিকায় প্রয়োগ করা যাবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখা যায়, ক্রাইস্টের মাত্র বারো জন পার্ষদ ছিল, তারাই কী করলো।

মিঃ মাইকেল—আমেরিক্যানদের মধ্যে বেশ কয়েকজন এখান থেকে অনুপ্রাণিত হ'য়ে গিয়েও সেখানকার লোককে ধরাতে পারেনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তারা করে, ঠেকে, শেখে, ঠিকমাত্রায় উদ্বুদ্ধ হ'লে আরও সঞ্চারিত করতে পারবে।

মিঃ মাইকেল—অ্যাল্‌ডস হাক্‌সলির ধারণা, উন্নত আধ্যাত্মিক জীবন সবার জন্য নয়। এ বিষয়ে আপনার কী মত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ইউনিভার্সিটিতে অনেকেই পড়তে পারে। যার যেমন শক্তি ও আকূতি সে তেমনি অগ্রসর হয়।

মিঃ মাইকেল—ঠাকুরের বাণীর বৈশিষ্ট্য মানুষ বুঝবে কিভাবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি যা' বলি সেটা যে বোঝে, করে, feel (বোধ) করে, তার মধ্যেই ফুটে উঠবে। সেইণ্ট পল একসময় ক্রাইস্টের বিরোধী ছিল, পরে সে তাঁর বার্ত্তাবহ হয়ে গেল।

লর্ড বুদ্ধ, লর্ড কৃষ্ণ, সবাই ক্রাইস্ট। ক্রাইস্ট নানাভাবে নানা স্থানে যখনই এসেছেন, তখনই তাঁর প্রভাব মানুষের মধ্যে ক্রিয়া ক'রে গেছে।

মিঃ মাইকেল—তা'হলে প্রত্যেকের মধ্যেই এইভাবে গজিয়ে উঠবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার তাই মনে হয়। তবে প্রত্যেকের তার urge (আকূতি)-অনুপাতিক।

এরপর জেম্‌স্ মাইকেল শ্রীশ্রীঠাকুর ও কেষ্টদাকে ধন্যবাদ দিয়ে তখনকার মতো বিদায় নিলেন।

যজ্ঞেশ্বর সামন্তদার সঙ্গে এক দাদা এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে বললেন—ব্যবসায়ে ঠকে যাচ্ছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—উপায় কর, দাও মানুষকে। কিন্তু ঠকবা কেন? মানুষ যেখানে ঠকে, তার পেছনে লোভ থাকে, আলিস্যি থাকে, বেকুবি থাকে।

আসামের দু'জন দাদা (দুই ভাই)—আমাদের পারিবারিক গোলমাল। কী করব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গোলমাল রাখা ভাল না। তাতে লোকসান। ভিতরে কষ্ট, বাইরে কষ্ট। তাই adjust (সামঞ্জস্য) করা ভাল।

প্রশ্ন—কোন্ দিকে আমরা গতি নেব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—গতি নেবে ideal (আদর্শ)-এর দিকে, উদ্দেশ্যের দিকে। সব-কিছুর মধ্য দিয়ে ওই করবে, ওই দিকে যাবে।

প্রশ্ন—যদি পারিবারিক সামঞ্জস্য করতে না পারি!

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাহ'লে ফাঁক হবে। ফাঁক হ'য়েও চেষ্টা করবে—সকলকে আদর্শ ও উদ্দেশ্যের দিকে নিতে। তখনও পরস্পরকে দেখবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে পেয়ারাতলায়।

মিঃ মাইকেল জিজ্ঞাসা করলেন—মধ্যস্থ ছাড়া মানুষ ভগবানে কেন্দ্রায়িত হতে পারে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যীশুর মতো দেহধারী কাউতে কেন্দ্রায়িত না হ'লে মানুষ ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হ'তে পারে না। সে complex-এ (প্রবৃত্তিতে) concentric (কেন্দ্রায়িত) হয় তখন।

মিঃ মাইকেল—এর ঊর্ধ্বে ওঠা কি কারও পক্ষে সম্ভব নয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুকুর যখন তার প্রভুকে ভালবাসে, তখন educated (শিক্ষিত) হয়, adjusted (নিয়ন্ত্রিত) হতে থাকে। মানুষ যখন কাউকে ভালবাসে, তখন সঙ্গে-সঙ্গে তার complex (প্রবৃত্তি)-গুলিও তন্মুখী হয়—ভালবাসার তীব্রতা-অনুযায়ী। মানুষ ideal (আদর্শ) না পেলে নিজের conception (ধারণা) মত চলে, ভগবান সম্বন্ধে real conception (প্রকৃত ধারণা) তার জাগে না।

মিঃ মাইকেল—আমার চোখে দোষ আছে। অনেকে বলে চোখের ব্যায়াম করলে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। এ সম্বন্ধে আপনার মত কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সকালে উঠে দূরদিগন্তের সবুজের দিকে তাকান লাগে ও নাম করা লাগে। ওতে vital force (জীবনীশক্তি) বেড়ে যায়। আর, পান্তাভাতের জল খেলে ভাল হয়।

মিঃ মাইকেল—যে-কোন অসুখই কি জীবনীশক্তির অভাবের দরুন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব অসুখই তাই। Vital imbalance (জীবনীশক্তির ভারসাম্যহীনতা)-কে কয় ব্যাধি। Disease (অসুখ) মানে ease-এর (স্বস্তির) অভাব। Vital imbalance (জীবনীশক্তির ভারসাম্যহীনতা) যখন হয়, তখনই ease-এর (স্বস্তির) অভাব হয়। জীবনীশক্তির balance (সমতা) আনতে পারলেই অস্বস্তি যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় নিভৃত-কেতনের বারান্দায় :

আদিত্য (মুখোপাধ্যায়) এসেছে তার সদ্যপ্রাপ্ত মেডাল ও প্রাইজ নিয়ে। শ্রীশ্রীঠাকুর খুব খুশী হলেন। পরে মণি ভাদুড়ীদাকে বললেন তা' শ্রীশ্রীবড়মা, পূজনীয়া ছোটমা, কেষ্টদা, প্রফুল্ল প্রমুখকে দেখাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর আদিত্যকে খুব আদর করে বললেন—বোটন! বোটন! আমার বোটন সোনা!

পরে জিজ্ঞাসা করলেন—মঞ্চাই এবার পরীক্ষা দেবে নাকি?

আদিত্য—আগামী বছর দেবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওর ডাক্তারি পড়তে ইচ্ছা করে না?

আদিত্য—ও ইঞ্জিনীয়ার হতে চায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মামাদের গোষ্ঠী তো সব ইঞ্জিনিয়ার।

আদিত্য—হ্যাঁ! মামারা সব ইঞ্জিনিয়ার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ডাক্তারও তো বাইওলজিক্যাল (জীববিজ্ঞানগত) ইঞ্জিনিয়ার।

কিরণ বসুদা—আমি অল্পেতেই হতাশ হ'য়ে পড়ি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দূর ডাকাত! হতাশ হবি কেন? Optimistic (আশাবাদী) যত হওয়া যায়, ততই ভাল। অবশ্য, idle optimistic (অলস আশাবাদী) হওয়া ভাল না। হতাশা আমাদের খেতেও দেয় না, পরতেও দেয় না। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হও। চল। নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) কর। ভীমকর্ম্মা হ'য়ে ওঠ।

কিরণদা—মানুষের সঙ্গে মানুষের মতভেদ হয় কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' তো হ'তেই পারে। প্রত্যেকটা মানুষই এক-একটা angle (কোণ)। Same ideal-এ (এক আদর্শে) যত concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়, তত মিল হয়।

কিরণদা—মানুষের বহু বিষয়ে interest (আগ্রহ) থাকা কি ভাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—একটাও ভাল, দশটাও ভাল, যদি concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়।

কিরণদা—ব্যবসা কি সবাই করতে পারে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এক একজনের special aptitute (বিশেষ প্রবণতা) থাকে। না থাকলেও চেষ্টা করলে পারে।

১৯শে মাঘ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ২। ২। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে পেয়ারাতলায় চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে উপবিষ্ট। অনেকেই তাঁকে ঘিরে তাঁর স্নেহসান্নিধ্য উপভোগ করছেন। রোদ এসে পড়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিছানায়। আদিত্য (মুখোপাধ্যায়) এসে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোদের M. Sc.-তে কে কে পড়ান?

আদিত্য বিভিন্ন অধ্যাপকদের নাম বলল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কে কেমন পড়ান?

আদিত্য তার মতামত বলল। সত্যেনবাবুর কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যেনবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করলেন।

পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য) এসে বসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—বড়বৌ কেমন রে?

হরিদাসদা—আজ একটু ভাল।

এরপর রমণদার (সাহা) মা গতরাত্রের খাওয়াদাওয়ার কথা গল্প ক'রতে লাগলেন।

হরিদাসদাকে (সিংহ) শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—বড় ক'রে অমৃতি ক'রতে পারিস খামির সঙ্গে কলাইয়ের ডালের গুঁড়ি মিশিয়ে? মোটা ক'রে করবি অথচ ভাল করে রস ঢোকা চাই, রসে ভরা রসের নাগরীর মত হবে। কামড় দিলেই একেবারে প্রাণ ঠাণ্ডা।

হরিদাসদা—আচ্ছা করব।

ননীমা—অমৃতি শুধু কলাইয়ের ডালের গুঁড়োতেই ভাল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা তাই করো।

পূজনীয় কাজলের বানান ভুল যায়, সেই ভুলগুলি শোধরাবার জন্য কেমনভাবে কী চেষ্টা করা হ'চ্ছে ধূর্জ্জটীদা (নিয়োগী) খাতা এনে তাই দেখালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন এগুলি সেরেছে?

ধূর্জ্জটীদা—মাঝে সেরে গিয়েছিল, আবার এখন মাঝে-মাঝে ভুল হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে মাথায় set করেনি (ধরেনি)। আমি নিজেও বসতে পারি না, আমি যদি বসতে পারতাম, তা'হলেও হতো।

(সুধাদিকে দেখিয়ে বললেন)—ওদের সময় কত দেখেছি।

সুধাদি—সে এক দিন গেছে, পড়াশুনাটা ছিল যেন একটা আমোদ। আপনার কাছে কত translation (অনুবাদ) ক'রে দেখিয়েছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা যখন শিখতো, পড়াশুনোর চাপই টের পেতো না। ও বি-এ পাশ করলো আড়াই মাস প'ড়ে।

সুধাদি—না পারলে বা অসুবিধা হ'লে আপনি এমন উস্কে দিতেন যে, কঠিন ব'লে মনেই হতো না।

নরেনদা (মিত্র) মেয়ের বিয়ে নিয়ে খুব সমস্যায় পড়েছেন এবং কিছু ক'রে উঠতে পারছেন না বলে বিমর্ষ হয়ে পড়েছেন, কালিদাসদা (মজুমদার) সেই কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি কতদিন থেকে বলছি কুলীন বামুন-কায়েতের মধ্যে initiation (দীক্ষা) বাড়াও। সেদিকে তোমরা নজরই দাও না। কতরকমে কইছি, কিন্তু করনি। দাসীর কথা বাসি হলে কামে লাগে। তোমাদের একটা insane haphazard roll (বাতুল এলোমেলো গতি) আছে। সামনে যা' আসে, ডাইনে-বাঁয়ে না দেখে, ক'রে

গেলাম যেমন পারি। কিন্তু purpose to the principle (আদর্শানুগ উদ্দেশ্য) ঠিক রেখে আটঘাট বেঁধে সবদিক নজর রেখে যে করা, তা' পার না। তাহলে আজ সমস্যা থাকতো না। তোমাদের মেয়েদের বিয়ে তো হয়েই যেতো, আমার ঘরের মেয়েদের জন্যও ভাবনা থাকতো না, ফাউয়ের মত হয়ে যেত। শুধু এই ব্যাপার নিয়েই নয়, সব সম্বন্ধেই ওই কথা।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর নিম্নলিখিত বাণীটি দিলেন—

"বিধান-সংসৃজী ঔপাদানিক খাঁকতি যেমন গুণের খাঁকতির সৃষ্টি করে, তেমনি অসমঞ্জসা বাড়তি বৈষম্যের সৃষ্টি করে।"

বাণীটি দেওয়ার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বললেন—যেমন ম্যাঙ্গানীজ বা সোনার একটা atom (পরমাণু) বেড়ে গেলে বা কমে গেলে অনেকখানি অসামঞ্জস্য আসে। খুব পণ্ডিত হ'লো, কিন্তু চরিত্রের ঠিক নেই। আবার হয়তো বাইরে খুব সাধু, অথচ চলার গোলমাল।

এই সময় মিঃ মাইকেল এলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার এখানে কষ্ট হ'চ্ছে না তো?

মিঃ মাইকেল—না, আমি এখানে বেশ ভাল আছি। ধন্যবাদ।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) ও প্রফুল্ল উভয়ে মিলে দোভাষীর কাজ ক'রতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কষ্ট তো এখানে হওয়ারই কথা, তবে তোমার নিজের গুণে তুমি কষ্ট বোধ করছ না।

মিঃ মাইকেল—না, আমি খুব খুশী।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা তোমার নিজের গুণেই।

মিঃ মাইকেল—মানুষ বিদেশে এসে একটা একাকিত্ব বোধ করে। কিন্তু সে যদি স্নেহ-ভালবাসা পায়, তা'হলে তার খুব ভাল লাগে। এখানে যে জিনিসটা আমাকে মুগ্ধ করেছে, তা' হ'লো এখানকার লোকদের পারস্পরিক গভীর ভালবাসা, স্নেহ এবং বন্ধুত্ব। এই প্রীতির এক-দশমাংশও যদি জগতে সঞ্চারিত করা যেতো, তাহলে যুদ্ধ দূরীভূত হ'তে পারতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রথমে তোমাদের হৃদয়ের জগৎ পূর্ণ হোক, তা'হলেই জগৎ পরিপূরিত হবে। আমার মানুষের ক্ষুধা। তাই, কেউ আস্‌লে খুশি লাগে, কেউ চলে গেলে বড় কষ্ট হয়। বিদায় দেওয়ার কথা ভাবতে পারি না।

মিঃ মাইকেল—প্রত্যেকটি বিচ্ছেদ এক-একটা মৃত্যুর মতো।

একটু নীরবতার পর মিঃ মাইকেল আবার বললেন—আপনার কালকের একটা কথার মধ্যে বাইবেলের প্রতিধ্বনির মতো মনে হ'য়েছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্রাইস্ট আমাদের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, ভালবাসা ও অন্তরের আকৃতির একটি পূর্ণতম প্রতীক। আমাদের সবকিছুর echo (প্রতিধ্বনি)।

মিঃ মাইকেল—ঠাকুর concentric (কেন্দ্রায়িত) হওয়ার কথা বলেন, এর অপব্যবহার হ'তে পারে। কারণ, হিটলার চাইতেন মানুষকে নিজেতে কেন্দ্রায়িত ক'রে তুলতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—হিটলার যদি ক্রাইস্টে কিংবা ক্রাইস্টকে যিনি ভালবাসেন, এমন কারও প্রতি concentric (সুকেন্দ্রিক) না হন এবং তাঁতে concentric করতে না চান, তা'হলে হবে না। আমাদের বাইরে একটা পূর্ণতার প্রতীক থাকলে, আমাদের সমগ্র সত্তা সজাগ হয়ে ওঠে। নচেৎ মানুষ হয় না। Whole World (সমগ্র বিশ্ব)-কে যদি একটা point-এ (বিন্দুতে) concentric (সুকেন্দ্রিক) ক'রে তুলতে পার, যিনি full of love (ভালবাসাময়), যিনি নিজে concentric (সুকেন্দ্রিক), তা'হলে দুনিয়া আলোয় আলো হ'য়ে যাবে। তাই বলি দুটো চোখ এক-এ নিবদ্ধ কর, আলো পাবে।

মিঃ মাইকেল—হিটলার বলতেন, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে যোগে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা একটা complex (প্রবৃত্তি) হতে পারে, তার কাজেই তার পরিচয়।

মিঃ মাইকেল—হিটলার তো বড় হয়েছিলেন, তিনি কিসে concentric (সুকেন্দ্রিক) ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Ambition (উচ্চাকাঙ্ক্ষা) or desire (কামনা) হ'তে পারে। যে যেমন যাতে concentric (কেন্দ্রায়িত), তার বিকাশও হয় তেমনি।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—লেনিন বোধহয় টলস্টয়ে অনেকখানি concentric (কেন্দ্রায়িত) ছিলেন।

মিঃ মাইকেল—হ'তে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেই হোক, যাই হোক, ক্রাইস্টই best fulfiller (সর্ব্বোত্তম পরিপূরক), যদিও তাঁর message-এর (বাণীর) সবখানি বাইবেলে নেই।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়)—বাইবেল কি ক্রাইস্টের true message (সত্যিকার বাণী)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অনেকখানি।

মিঃ মাইকেল—দুঃখ এই যে, এত অবতার আসার পরেও মানুষের পরিবর্ত্তন হয়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কওয়া যায় না, হয়তো ভাল হ'তেও পারে।

মিঃ মাইকেল—মানুষ মহাপুরুষদের বাণী বিকৃত করে। ক্রাইস্টের বাণী যখন চার্চ্চের আওতায় পড়ে, তখন বন্ধ্যা হ'য়ে ওঠে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে তাকে নিজের প্রবৃত্তির মতো ক'রে নিতে চায়। যখন ওতে পথ পাবে না, ও-সব কৌশল তার ফুরিয়ে যাবে। কিন্তু বাঁচার ব্যবস্থা হবে না, সত্তা বিধ্বস্ত হবে, তখন ধরবে। শয়তান চায় মারতে, কিন্তু সত্তা চায় বাঁচতে। প্রবৃত্তি-বিধ্বস্ত হ'য়ে বাঁচার আকূতিতে মানুষ তাঁকে বুঝতে বাধ্য হবে। তখন ক্রাইস্টের real interpretation (প্রকৃত ব্যাখ্যা) হবে। ক্রাইস্টের একটা কথাই হয়তো তখন মানুষের জীবনের গতি ফিরিয়ে দেবে।

মিঃ মাইকেল—ডস্টোয়েভস্কি বলেছেন, আজ চার্চ্চের যে অবস্থা, তাতে ক্রাইস্ট যদি আবার আসেন, চার্চ্চকে বাঁচাতে ক্রাইস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ক্রাইস্টকে যখন crucify (ক্রুশবিদ্ধ) করব না, তখনই life (জীবন) পাব। যখনই ক্রাইস্টকে ignore (উপেক্ষা) করি, তখনই তাঁকে crucify (ক্রুশবিদ্ধ) করি।

মিঃ মাইকেল—মহাত্মাকে মেরে ভারত কি ক্রাইস্টকে ক্রুশবিদ্ধ করেনি?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যখনই তা' করব, তখনই message of life (জীবনের বাণী) পাব না।

এরপর মিঃ মাইকেল বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—Self-centric (আত্মকেন্দ্রিক) হ'লে আমরা জানতেই পারি না কিছু। ডেবে যায় সব। চোখ নিজেকে দেখতে পায় না, অন্যকে দেখে। বোঝে দৃষ্টি আছে। যার তার'পর আকৃষ্ট হলাম। তাতে হবে না। Ideal (আদর্শ) চাই, শুধু idea (ধারণা) থাকলে হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে চাঁদোয়ার তলে। দাদা-মায়েদের মধ্যে অনেকেই আছেন।

শিশির (দিন্দা) প্রাজাপত্য করছে।

মাসিমা—কতদিন হ'লো রে?

শিশির—পঁচিশ দিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন ভালই। প্রাজাপত্য শেষ হয়ে গেলে তখন খুব সাবধানে থাকা লাগে। এখন বেশি কিছু খাও না, তখন হঠাৎ যদি খুব বসান দাও সহ্য করতে পারবে না। পেট খারাপ হবে। শরীর যা' ভাল হবে, তা' আর রাখতে পারবে না। আর, তখন খুব সাবধানে চলা লাগে। শরীর খুব sensitive (সাড়াপ্রবণ) হ'য়ে যায় কিনা। যেখানে সেখানে খাবে না। এমন কি, জলটুকু খেতে গেলেও বিচার ক'রে খাবে। তামার পাত্রে খেতে পারলে ভাল হয়। ওতে খানিকটা antiseptic (বীজ-বারক) হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(আদিত্যকে)-তুই কেমিস্ট্রি পড়িসনি?

আদিত্য—হ্যাঁ! পড়েছি কিছু B. Sc.-তে। তবে এ-সব কিছু পড়িনি।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে পূবদিকে মুখ ক'রে কোলবালিসের উপর একটি পা রেখে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় আছেন। দেখতে বড় ভাল লাগছে।

দুর্গাপুরের চারুদা (ঘোষ) আসলেন কিছু জিনিস নিয়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দিয়ে আয় গিয়ে।

তিনি শ্রীশ্রীবড়মাকে দিয়ে এসে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম ক'রে মাটিতে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুর্গাপুরের সব ভাল আছে?

চারুদা—হ্যাঁ।... আমরা দুর্গাপুর ও রানীগঞ্জ মিলে একটা স্পেশ্যাল ট্রেন আনবার চেষ্টা করছি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—খুব ভাল।

চারুদা ওখানকার কাজকর্ম্মের খবর বললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর উঠে ব'সে কাতরকণ্ঠে বললেন—বিকালে আমার শরীরটা এত খারাপ হয়, ভূতের মত মনে হয়।

পরে বললেন—প্রেসের বড় মেশিনটায় একটা ছাপ দিয়ে নিয়ে এসেছিল। দেখতে কী সুন্দর!

ত্রৈলোক্যদা (চক্রবর্ত্তী) আসলেন কলকাতা থেকে।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে নিভৃত-কেতনে।

চুনীদা (রায়চৌধুরী), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), প্রফুল্ল প্রমুখের সঙ্গে আগামী অধিবেশন সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই অধিবেশনের নাম রাখলে হয় নববর্ষ পুরুষোত্তম স্বস্তিতীর্থ মহাযজ্ঞ।

প্রসঙ্গতঃ বললেন—আর সব সময় লক্ষ্য রেখো—স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যাপারে যেন go-between (কথা-খেলাপ) না হয়। আগে থাকতে টাকা জোগাড় ক'রে রেল কোম্পানিতে জমা দেবে। তারা যদি ট্রেন দিতে না পারে তবে ওই টাকা সৎসঙ্গীদের ফেরত দেওয়া লাগবে। কাজের খরচ চালাবার জন্য দশ টাকা নিয়ে যদি সাড়ে নয় টাকা ফেরত দেওয়া লাগে, তা' সবাইকে জানিয়ে দেবে। তোমাদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন যেন এমন হয়, যাতে মানুষের অন্তর স্পর্শ করে। মানুষের অন্তর যদি স্পর্শ করতে না পার, তবে মেলা হবে। ফল হবে না। ইষ্টভৃতি-স্বস্ত্যয়নীর ওপর খুব জোর দেওয়া লাগে। এতে integration (সংহতি)-ও বেড়ে যাবে। যোগ্যতাও বেড়ে যাবে। এমন করে exalt (উদ্দীপ্ত) করা লাগে মানুষকে। যাতে প্রত্যেকের আগ্রহ বেড়ে যায়।

গৌরদা (মণ্ডল) আসলেন। একটা পর্দ্দা কেমনভাবে টাঙাতে হবে শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে উঠে বাইরে এসে, তার রকমটা বিস্তারিত দেখিয়ে দিলেন।

পূজনীয় ছোড়দা আসতেই প্রেস সম্বন্ধে কথা উঠল।

মিঃ মাইকেল আসলেন। তিনি নূতন ঘরটার খুব প্রশংসা করলেন।

প্রফুল্ল—এটা শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিকল্পনা।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরা করেছে, ওরা খুব খেটেছে।

পূজনীয় বড়দা আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছে পাটনা ও কলকাতার খবর জিজ্ঞাসা করলেন এবং দু-জায়গাতেই ফোন করতে বললেন।

পূজনীয় কাজল ভাইয়ের রোজ জ্বর হয় ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর খুব উদ্বেগ প্রকাশ করতে লাগলেন।

জ্ঞানদা (গোস্বামী) এসে পড়লেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর কাছ থেকে নিভৃতে পাটনার খবর শুনলেন।

পরে বারান্দায় এসে বসলেন।

বাইরে অনেকেই দাঁড়িয়ে। ভোলা রামও ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এত মানুষ দেখি। তার মধ্যে ভোলার একটা রকম দেখি। কেউ কিছু বলুক আর না বলুক, কোথায় কোন্ পাতাটা বা আবর্জ্জনা প'ড়ে আছে, নিজে হাতে খুঁটে ফেলে দেবে। এর মধ্যে একদিন বাড়ীর মধ্যে গিয়েছিল। সেখানে জঙ্গল ও অপরিষ্কার দেখে নিজেই কয়েকজনকে ডেকে নিয়ে সবটা সাফ করে ফেলেছে। এত লোক দেখে, কা'রও খেয়াল হয় না। কিন্তু কেউ কিছু না বললেও ওর নজর পড়তেই ব্যবস্থা করে ফেললো। আবার, আমাকেও খুব খাওয়ায়। ওর বাড়ী ধান হবার পর নিজেরা চাল ক'রে আমাকে দিয়ে গেছে। আজ সজনের ফুল দিয়েছে। ফাঁক পেলেই দেয়। লাউটা, পেঁপেটা, মূলোটা, কচুটা যা' পারে দেয়। এমন রাজলক্ষণ যার থাকে, সে কখনও গরীব থাকে না। তার অবস্থা ফিরবেই।

ভোলা আনন্দ-বিহ্বল হ'য়ে হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

কাল আদিত্যর কলকাতা যাবার কথা হচ্ছিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমাবস্যার মধ্যে যেয়ে লাভ কী? আমার মন খুঁত-খুঁত করবিনি।

২০শে মাঘ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ৩। ২। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে পেয়ারাতলায় চাঁদোয়ার তলে চৌকিতে পশ্চিমাস্য হ'য়ে ব'সে তামাক খাচ্ছেন।

কলকাতা থেকে জনৈকা মা এসেছেন। তিনি খুব ভাল গাইতে পারেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে গান গেয়ে শোনাচ্ছেন—'মধুর আমার মায়ের হাসি ...' শ্রীশ্রীঠাকুর

এবং উপস্থিত সবাই মুগ্ধ হ'য়ে তাঁর গান শুনছেন। গানটি শেষ হ'লে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—'বেশ গান'।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর একটি বাণী দিলেন।

একটি দুঃস্থ রোগী আসল।

শ্রীশ্রীঠাকুর ননীদাকে (চক্রবর্ত্তী) বললেন—শুনে নিয়ে ওকে কিছু দে।

পরে আবার বাণী দিলেন।

মিঃ মাইকেল, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), সুবোধ (বন্দ্যোপাধ্যায়), গুরুপ্রসাদ (হালদার) এবং বহিরাগত দুই-একজন দাদা উপস্থিত।

গুরুপ্রসাদ—Inferiority complex (হীনম্মন্যতা)-টা আসে কোথা থেকে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষ যখন প্রবৃত্তির দ্বারা obsessed (অভিভূত) হয় এবং জীবনবৃদ্ধি থেকে বঞ্চিত হয়, তখন মুখে বড়াই ক'রে নিজের খাঁকতি পূরণ ক'রতে চায়। যার আছে সে কয় না। হলদে পাখি কয় না আমি হলদে পাখি।

গুরুপ্রসাদ—এটা যায় কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ছেড়ে দিলেই যায়। অমানী হ'য়ে গেলে, নিজে মান চাইলে না, সকলকে মান দিলে, হৃদ্য ও বিনীত অনুচর্য্যায় সকলকে তৃপ্ত ক'রে তুললে, তখন মানুষ স্বতঃই খুশী হবে তোমার প্রতি। তাতে একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করবে যে, আমি এদের খুশী করেছি। কিন্তু অহঙ্কার হবে না তাতে। বৈষ্ণবশাস্ত্রে আছে, 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'।

জনার্দ্দনদা—মাইকেল জানতে চায়, একজনের কাছে surrender (আত্মোৎসর্গ) ছাড়া কেন হবে না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Surrender মানে উৎসর্গ, তার ভিতর আছে সৃজ্-ধাতু। অর্থাৎ উচ্চে বিসৃষ্ট করা, উত্তমে বিসৃষ্ট হওয়া। এর জন্য বাস্তবে তাঁকে লাগে।

সুবোধ—ক্রাইস্টের সময় কী বীজ নাম ছিল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—শুনেছি, অনেকে মেরী নাম জপ করতো।

জনার্দ্দনদা—আমাদের এ-নাম পূর্ব্বেই তো সন্তরা দিয়ে গেছেন, তা' নূতন নাম হ'লো কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যুগের নতুন নাম। আমাদের এ নাম ধ্বনাত্মক নাম।

মিঃ মাইকেল অজ্ঞেয়বাদ সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মকে আমরা বুঝতে পারি, যদি তার মধ্যে সঙ্গতি থাকে। নচেৎ আমাদের ভিতরে meaningful adjustment (সার্থক বিন্যাস) হয় না, একটা insane go (বাতুল গতি) হয় তখন। বোধি-সঙ্গতি থাকে না, সব বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে আমাদের

কাছে। আমি ধর্ম্ম, ভগবান-টগবান কিছু জানি না। আমি ক্রাইস্টকে ভালবাসি এবং তাঁকে অনুসরণ করি—এইটে যদি থাকে, তবে এর মধ্যে দিয়েই যা' আসার আসে।

জনৈক দাদা—রামকৃষ্ণদেবকে নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করায়, তিনি যেমন বলেছিলেন 'তোকে ঈশ্বর দেখাতে পারি,' সেরকম কি হয় না?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা নরেনকেই বলছিলেন, আর কাউকে বলেননি। সে urge (আকূতি) আসলে, সে ক'রেই নেয়, তার হ'য়েই যায়। Process (পদ্ধতি)-টা বাদ দিয়ে কিছুই হয় না। অনুভূতির জন্য process (পদ্ধতি)-অনুযায়ী অনুশীলন ক'রতে হয়, তার ভিতর দিয়েই অনুভূতি আসে।

প্রশ্ন—ভালবাসা যদি না থাকে, তবে process-এর (পদ্ধতির) মধ্যে গেলেই কী হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওরে ডাকাত! ভালবাসা থাকলেই তো process-এর (পদ্ধতির) মধ্যে যায়। তুমি টাকা উপায় করতে চাও কেন? প্রয়োজন আছে, লোভ আছে। বিশেষভাবে কর, ভুল হ'লে নিজেকে নিয়ন্ত্রিত কর, শেখ। আগ্রহ থাকে বলেই টাকা উপায় করতে যাও। করতে-করতে আবার ভালবাসা বাড়ে।

প্রশ্ন—বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সঙ্গতি হয় না কেন? প্রত্যেক সম্প্রদায়ই বলে, তারাই ঠিক, আর সবাই ভুল,—এর সমাধান কোথায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সবার fulfilment (পূরণ) আছে, এমনতর common platform (অভিন্ন মঞ্চ) যদি পাই, তাহ'লেই মিল হবে।

প্রশ্ন—এ মিল কি হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হবেই, না হয়ে পারে না।

প্রশ্ন—কিভাবে হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধর্ম্মানুগ চলনে চলনেই হবে।

কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য)—অনেকে যদি একজন সাধারণ ভাল মানুষকে আদর্শ মনে ক'রে অনুসরণ করে, তাহ'লেও কি সবার মধ্যে মিল হবে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অমিল জিনিসকে মিলাতে গেলে যাঁকে দিয়ে সব মেলে, তাঁর কাছে যেতে হবে। আর, তিনিই পুরুষোত্তম।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে পেয়ারাতলায় চাঁদোয়ার নিচে চৌকিতে বসে পরপর কয়েকটি বাণী দিলেন। ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঘিরে আছেন।

হাউজারম্যানদা পাটনা থেকে আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিত উচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে! বৈকুণ্ঠ কাঁহাপর?

হাউজারম্যানদা—ঘরপর। আভি আয়েগা। (সবাই হেসে উঠলেন)।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বলদেববাবুর খবর ভাল?

হাউজারম্যানদা—হ্যাঁ!

শ্রীশ্রীঠাকুর—জালেশ্বরবাবু?

হাউজারম্যানদা—ভাল।

কাহারপাড়ার ছোটন এসে বললো—আমার মা মারা গেছেন, হ্যাজাকটা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমি শুনেছি, মণিকে বল্ ...। মা চলে গেলে বড় কষ্ট। মায়ের মত জিনিস নেই।

ছোটন—শ্মশানের খরচ আমার কাছে নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর গোপেনদাকে (রায়) বললেন—দ্যাখতো পাঁচটা টাকা জোগাড় করে দিতে পারিস নাকি!

গোপেনদা তখনই পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে দিলেন।

সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর পঁচিশ টাকা সংগ্রহ ক'রে গৌরীমাকে দিলেন রমণদার (সাহা)-র মার খাবারের আয়োজনের জন্য।

ডেকলা আসতেই শ্রীশ্রীঠাকুর ডেকলাকে বললেন—খাবি নাকি এখানে?

ডেকলা—বাড়ি থেকে তো খেয়ে এলাম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আচ্ছা! পরে একদিন খাস্।

খগেনদা নড়ালের বাড়ির নূতন construction (গঠন)-এর নক্সা আনলেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর এ সম্বন্ধে আরও নির্দ্দেশ দিলেন।

২১শে মাঘ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ৪। ২। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর সকালে পেয়ারাতলায় চাঁদোয়ার নীচে চৌকিতে উপবিষ্ট। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), জ্ঞানদা (গোস্বামী), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), হরিনন্দনদা (প্রসাদ), ভূপেনদা (দাশগুপ্ত), প্রবোধদা (মিত্র), প্রফুল্ল প্রমুখ কাছে আছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ময়মনসিংহের উৎসবের জন্য আশীর্ব্বাণী চাওয়া হ'লো।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আমি যে helpless (অসহায়)। যন্ত্রের মতন বাজে বটে, তবে নিজে বাজতে পারে না। পরমপিতার ইচ্ছার উপর সব নির্ভর করে।

কেষ্টদা বাইবেলের একটা জায়গা পড়ে শোনালেন এবং তার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেই প্রসঙ্গে বললেন—যে একা থাকে অর্থাৎ একভক্তিপরায়ণ যে, সেখানে আমি থাকি। আবার, আমি সর্ব্বত্রই আছি, অর্থাৎ প্রতিটি সত্তার মধ্যেই তিনি।

কেষ্টদা—বহুপুরুষবাদে কি ঈশ্বর বাদ পড়েন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বহুপুরুষবাদের মূলই হ'লো একপুরুষবাদ।

কেষ্টদা—জেমস্ বলেছেন, বহুর মধ্যে যে একত্ব, তা' গজিয়ে ওঠে মানুষের বোধে। আগে ধ'রে নেওয়া ঠিক নয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেটা আছেই।

যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত) এক দাদাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—ইনি সবর্ণে সগোত্র বিয়ে দিতে চান, এটা কি ঠিক?

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, ও ভাল না!

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে নিভৃত-কেতনে এসে বসলেন। সেখানে হাউজারম্যানদা, মিঃ মাইকেল, জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়), নিখিল (ঘোষ), আদিত্য (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ ছিলেন।

জনার্দ্দনদা—ধরেন, একজন মদ খেয়ে কষ্ট পায়, তবু কেন মদ খায়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রবৃত্তির চোরাবালি আছে। যত উঠবার চায়, তত ডোবে। তখন বাইরে যদি একটা তক্তা থাকে এবং সেখানে দড়ি বাঁধা থাকে, সেই দড়ির সাহায্যে তাকে তোলা যায়। আমাদের ওখানে একটা গরু চোরাবালিতে পড়ে গিয়েছিল। সে যত চেষ্টা করে উঠতে, তত ডোবে, তখন তক্তা ফেলে দড়ি দিয়ে টেনে তোলা হ'লো তাকে।

মিঃ মাইকেল—Vital urge (জীবন সম্বেগ) কি সবার একরকম? এক-একজনের অত্যন্ত কম দেখা যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের vital urge (জীবন সম্বেগ) যার যতটুকু থাকে, তা' সে অনেকসময় ক্ষয় করে ফেলে। যাদের অল্প আছে, তারা যদি ইষ্টকে ঠিকমত ধরে, তবে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারে।

মিঃ মাইকেল—অনেকে বাধাবিঘ্নে দমে যায়। আবার অনেকে উদ্বুদ্ধ হয়, এমন কেন হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যে যত concentric (সুকেন্দ্রিক), সে তত এগিয়ে যেতে পারে। যে তা' নয়, সে benumbed (অবশ) হয়ে পড়ে।

মিঃ মাইকেল—সব মানুষেরই কি concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়ার ক্ষমতা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Culture (অনুশীলন) ক'রে-ক'রে হয়।

মিঃ মাইকেল—সবার কি ক্ষমতা সমান?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সব মানুষই কি সমান?

মিঃ মাইকেল—মনোচিকিৎসকরা অনেক সময় একজনের রোগ বুঝতে পারলেও তাকে সুস্থ ক'রতে পারে না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঈশ্বর আমাদিগেতে থাকেন, কিন্তু আমরা সবসময় তাঁতে থাকি না। তাই গোল হয়। তাঁকে ভালবাসাই ভাল হওয়ার পথ।

জনার্দ্দনদা—মেরী ম্যাকডিলীনই কত পাপ করেছিলেন, কিন্তু ক্রাইস্টকে ভালবেসে কী হয়ে গেলেন!

শ্রীশ্রীঠাকুর—বুদ্ধদেবকে ভালবেসে আম্রপালীর কী পরিবর্ত্তন হয়ে গেল, দেখ! ভয়ের কিছু নেই, করার কিছু আছে। তাঁকে ভালবাস, তাঁকে বোঝ, নিজেকে adjust (নিয়ন্ত্রণ) কর। এককথায়, তাঁকে serve (সেবা) কর। এর ভিতর দিয়েই সব পাবে।

জনার্দ্দনদা—নামধ্যানে vital force (জীবনীশক্তি) বাড়ে কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ধ্যান করি মানে প্রিয়-চিন্তা করি, concentric (সুকেন্দ্রিক) হই। নাম ভিতরের cell (কোষ)-গুলিকে স্পন্দিত ক'রে তোলে। এমনি ক'রে শক্তি বেড়ে যায়। তা ছাড়া, সুকেন্দ্রিক হ'লে শক্তির অপচয় হয় না। তাই বাড়তির পথেই চলে।

মিঃ মাইকেল—জন্মের সময় মা-বাপের চিন্তা যদি সন্তানকে গঠিত করে, তা'হলে তা' দিয়েই তো সন্তানের জীবন পূর্ব্বনির্দ্ধারিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাপ-মার ব্যক্তিত্ব আছে, সত্তা আছে, বুদ্ধি আছে, তাতে গ্রথিত হয় সন্তানের জৈবী-সংস্থিতি। সত্তার সম্বেগ আছে সবারই। যত খারাপই যে হোক, সবটার পেছনে সত্তা আছে। সত্তামুখী হলেই গোল চুকে যায়। জন্ম হলে সন্তানের অনুরাগ-অনুযায়ী সে re-adjusted (নূতনভাবে বিন্যস্ত) হয়। সে যদি বাপ-মাকে ভালবাসে, সেই মনোভাব ও আবেগ নিয়ে চলে, তখন জন্মটাই সার্থক হয়।

মিঃ মাইকেল—খারাপ ভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করলে, তাকে ভাল হতে গেলে তো অনেক বেশি সংগ্রাম করতে হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাতে কী হয়েছে? যেমন চেষ্টা করবে, তার ফলও তেমন পাবে।

মিঃ মাইকেল—যে ভাল ভাব নিয়ে জন্মেছে, তার কষ্ট অনেক কম। কিন্তু খারাপ ভাব নিয়ে জন্মালে তার তো কষ্টের অন্ত নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সেইজন্য যো-সো ক'রে concentric (সুকেন্দ্রিক) হতে হয়। ভালবাসার মত্ততা নিয়ে যদি চলে এবং ইষ্টার্থী ক্লেশসুখপ্রিয়তা যদি থাকে, তবে তার ভাবনা নেই। শুনেছি, বাইবেলের মধ্যে আছে আশা, বিশ্বাস ও ভালবাসার কথা।

মিঃ মাইকেল—অনেকের মধ্যে ভালবাসাই থাকে না, তার কত কষ্ট।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভালবাসা দেওয়া আছে। যে টান নিয়ে শুক্র এবং রজঃ মিলিত হ'লো, যা' দিয়ে cell-division (কোষ-বিভাজন) হয়ে body-formation (দেহগঠন) হ'লো, সেই টানই ভালবাসা। তা ছাড়া মানুষ জন্মাতে বা বাঁচতে পারে না। ভালবাসা যখন থাকে না, তখন মানুষ মরে যায়।

মিঃ মাইকেল—ভারতে অন্ততঃ পিতামাতার ভালবাসার একটা আবহাওয়া আছে। আমাদের দেশে ভালবাসার বদলে দ্বন্দ্বই বেশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না, না! ভালবাসা না থেকে কি পারে?

মিঃ মাইকেল নোট নিচ্ছিলেন, বললেন—খবরের কাগজে কাজ করার সময় আমার লেখার অভ্যাস ছিল। তাই না লিখলে যেন বুঝি না ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সহাস্যে)—Have it–Havit (এটা লাভ কর—অভ্যাস)।

হাউজারম্যানদা—কুকুর-বিড়ালের মধ্যেও কি ভালবাসা আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! তাই, master (প্রভু)-কে ভালবাসতে পারে। যে master (প্রভু) -কে যত বেশি ভালবাসতে পারে, সে তত educated (শিক্ষিত) হয়।

২২শে মাঘ, ১৩৬০, শুক্রবার (ইং ৫। ২। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড় তাঁবুতে। (গোলতাঁবুকে এখন থেকে বড় তাঁবু বলে উল্লেখ করা হবে।) তাঁবুখানির ভিতরে সম্পূর্ণ নূতন চেহারা হয়ে গেছে। গোলবেদীটা উঠিয়ে দেওয়ায় ভিতরে জায়গা অনেকখানি বেড়ে গেছে। শক্ত ক'রে ঘন কাঠের রেলিং দেওয়া হয়েছে—বাইরে এবং ভিতরে দুপাল্লা। মোটা লোহার পাত দিয়ে খুঁটিগুলির পাশে টানা দেওয়া হয়েছে। উপরে ইনসুলেটেড বোর্ডের ডবল সিলিং দেওয়া হয়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুর মধ্যখানে স্থাপিত বিরাট চৌকিতে পাতা ধবধবে সাদা বিছানায় মনোরম ভঙ্গীতে বসে আছেন। ঘরখানির যে চেহারা দাঁড়িয়েছে তাতে শ্রীশ্রীঠাকুর বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করছেন। পূবদিক থেকে ঘরের ভিতরে অনেকদূর পর্য্যন্ত রোদ এসে পড়েছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরের মধ্যে, বারান্দায় এবং চারদিকে শত-শত লোক বসতে পারে। কেষ্টদা (ভট্টাচার্য্য), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) গোপেনদা (রায়) হরিনন্দনদা (প্রসাদ) প্রমুখ অনেকে এসে বসেছেন। পূজনীয় হরিদাসদা (ভট্টাচার্য্য) এসেছেন, তিনি একখানি বাটনের চেয়ারে বসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ডানপাশে। গতকাল পূজনীয় বাদলদার বাড়ি চুরি হয়েছে, সেই সম্বন্ধে কেষ্টদা কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন।

দোবেজীকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর উল্লসিতভাবে বললেন—দোবেজী আসেন, ভিতরে চলে আসেন।

দোবেজী ভিতরে এসে একখানি আসনে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাদলের বাড়ি কাল চুরি গেছে। কিছু সোনার গয়না নিয়েছে, টাকা নিয়েছে।

হারমোনিয়ামটা নিয়ে যাচ্ছিল, সেটা পাওয়া গেছে।

দোবেজী খোঁজখবর নিলেন কেমনভাবে চুরি হ'লো।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর কয়েকটি বাণী দিলেন।

শর্ম্মাদা, মিঃ মাইকেল প্রমুখ এলেন। কুম্ভমেলার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কথা উঠলো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কুম্ভ হ'লো সংহতিক্ষেত্র। সেখানে বহু সাধু-সজ্জন-সন্ন্যাসীরা অমৃত-উদ্দেশী হয়ে সমবেত হতেন, আর, তাঁদের মধ্য দিয়ে একটা সৎ-সংহতি ও সৎশিক্ষা বিস্তার লাভ করতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড় তাঁবুতে চৌকিতে পাতা শুভ্র শয্যায় সমাসীন। চারিদিকে আলো জ্বলছে ঝলমল করে। শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলছিলেন। কেষ্টদা রবীন্দ্রনাথের 'রিলিজিয়ন অফ্ ম্যান' বইয়ে লিখিত নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে কেষ্টদা বললেন—রবীন্দ্রনাথ ওতে বলেছেন, কোনও দেবতার প্রতি ভক্তি impersonal insanity (নৈর্ব্যক্তিক বাতুলতা) থেকে অনেক ভাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Impersonal insanity (নৈর্ব্যক্তিক বাতুলতা) তখনই আসে, যখন মানুষ বিকেন্দ্রিক হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকিতে বসেছিলেন, হঠাৎ চৌকি থেকে নামলেন, নেমে এসে কেষ্টদা যে সতরঞ্চটার উপর বসেছিলেন সেখানে তাঁর পাশে বসলেন। কেষ্টদা সঙ্কুচিত হয়ে সতরঞ্চ থেকে বাইরে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওখানে গেলেন কেন? এইদিকে আসেন।

তবু কেষ্টদা একপাশে কোনওভাবে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন বসেছিলেন তেমনি বসেন। ভুলে গেছেন নাকি?—এই বলেই শ্রীশ্রীঠাকুর কেষ্টদার হাঁটুর উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরের মাথা টিপে দিতে লাগলেন।

তারপর উপরোক্ত বিষয় সম্বন্ধে আরও কথাবার্ত্তা চলতে লাগলো।

গীতা ও Religion of man (মানবধর্ম্ম) থেকে কেষ্টদা শ্রীশ্রীঠাকুরকে পড়ে শোনালেন। শ্রীশ্রীঠাকুর সতরঞ্চের উপরে উঠে বসে তামাক খেতে খেতে মনোযোগ-সহকারে কথাগুলি শুনে মাঝে মাঝে সমর্থনসূচক ভঙ্গী করতে লাগলেন।

কালিদাসীমা পিক্‌দানিটা ধরলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাতে সুপুরি খেয়ে ফেললেন। তারপর মুখ ধুলেন। গামছা দিয়ে মুখটা মুছলেন। চুনীদা (রায়চৌধুরি), নিখিল (ঘোষ) প্রমুখ আরও অনেকে কাছে আছেন।

শীত কমে গেছে, হাওয়াটা বেশ মিঠে লাগছে। তাঁর সান্নিধ্যে সবই যেন অপূর্ব্ব তৃপ্তিকর। এই পরিবেশে সকলের শরীর-মন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে। কী যেন মায়া, কী যেন মধু ঘিরে আছে সমগ্র স্থানটিকে। বড় ভাল লাগে, বড় শান্তি লাগে এখানে এসে। প্রাণ জুড়িয়ে যায়। জীবন-মরুভূমির মধ্যে এইখানেই যেন অমৃত-সরোবর।

কেষ্টদা কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আগে মানুষ আপনাকে ঠাকুর বললে আপনি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতেন, চোখমুখ লাল হয়ে উঠতো।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন শুনতে শুনতে সয়ে গেছে। এখন আর অমন লাগে না।

কেষ্টদা—কোনও কিছু মানুষের অনুভবের মধ্যে না আসলে সেটাকে truth বা fact (সত্য বা তথ্য) বলে মনে হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভূতমহেশ্বরভাব সবার মধ্যেই আছে। কিন্তু কারও impulse-এর (সাড়ার) ভিতর দিয়ে কেউ যদি সে সম্বন্ধে চেতন না হয়, তবে ওই ভূতমহেশ্বর-ভাব তাতে অনুস্যূত হয়ে থেকেও নেই। আমি বলি, সবই চেতন। নিউটন যে law (সূত্র) টা—আবিষ্কার করেছিল, সেটা কিন্তু নিউটন যদি না জানাতো, তবে থেকেও না-থাকা হয়ে থাকতো। Concentric (সুকেন্দ্রিক) না হলে, অনুচর্য্যা না করলে তাঁকে, তদনুযায়ী আত্মনিয়ন্ত্রণ না করলে হবে না। তত্ত্বতঃ জানা হবে না। ব্যক্তি বাদ দিয়ে impersonal (নৈর্ব্যক্তিক)-টা insanity (পাগলামি)। ... জঙ্গলে যেয়ে সাধনা হয় না। Conflict (দ্বন্দ্ব) ছাড়া, conflict (দ্বন্দ্ব)-এর adjustment (নিয়ন্ত্রণ) ছাড়া মানুষের জ্ঞান হয় না।

Instinct (সহজাত সংস্কার) যে বলে, আমার মনে হয় ওর পিছনেও intelligence (বুদ্ধি) আছে। মাকড়সায় যে জাল বোনে, ভীমরুলে যে বাসা বাঁধে, বানর যেভাবে থাকে, এগুলি যে শুধু instinct (সহজাত সংস্কার), তা' নয়। এর পিছনে intelligence (বুদ্ধি) আছে বলে মনে হয়।

কেষ্টদা—ভাইসম্যান বহুপুরুষ ধরে ইঁদুরের লেজ কেটে দেখেছেন যে তা' heredity (বংশগতি)-কে affect (প্রভাবিত) করে না। তাই বলেছেন acquired characters (অর্জ্জিত চরিত্র) transmitted (সঞ্চারিত) হয় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—লেজ কাটছে অন্যে, সে নিজের will (ইচ্ছা) নিয়ে লেজ কাটছে না। তাই তা' heredity (বংশগতি)-কে affect (প্রভাবিত) করে না।

কেষ্টদা—আবার ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তারা একটা পথ দিয়ে যেতে electric shock (তড়িতাঘাত) খেয়ে-খেয়েও সে বিষয়ে কোনও শিক্ষালাভ করেনি—বহুপুরুষ ধরে। কিন্তু তেইশ পুরুষ পরে দেখা গেছে—ঐ অভিজ্ঞতাটা তখন heredity (বংশগতি)-তে প্রবেশ করেছে। তারপর তারা হুঁশিয়ার হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখানে ইঁদুরের এই ব্যাপারটা তার অভিজ্ঞতার মধ্যে এসেছে, সেটা সে avoid করতে (এড়াতে) চেয়েছে সত্তা-সংরক্ষণের জন্য।

পরিবেশ ছাড়া জ্ঞান হয় না। পরিবেশকে যদি উন্নত করা না হয়, তবে আমি উন্নত হতে পারি না। পরিবেশকে ভালবাসা, তার অনুচর্য্যা করা, আমারই স্বার্থ, তাইই নেশা হওয়া উচিত। Self-centered (আত্মকেন্দ্রিক) থাকার মত বেকুবী আর নেই। কিন্তু এইটে মানুষ বোঝে না।

দেখেন, আমি একটা অকাট মূর্খ—আমার যে এসবের কোনও দাম আছে, ফয়দা আছে, তা' বুঝতাম না। আমার normal tendency (স্বাভাবিক প্রবণতা) আমি

মানুষ—নেশাখোর মানুষ। প্রাণপণ চেষ্টা করি সবার জন্য। শরীর ভাল থাকলে খারাপও লাগে না। আমাকে এই যে কাপড় এনে দিয়েছেন, (কাপড় দেখিয়ে) একটা জমিদারের কাপড়ের থেকে কম নয় এটার দাম। আমার কিছু বলতে কিছু নেই। কিন্তু সব আছে—শুধু এইভাবে চলি বলে। স্বার্থের দিক দিয়েও কি এটা ভাল না? সেইজন্য শালা মানুষ নারায়ণ। তাকে ভালবাসলে সে ভালবাসে। দরিদ্রনারায়ণ কথা আমার ভাল লাগে না। নারায়ণ যদি হয়, তবে সে দরিদ্র হবে কেন? ঋত্বিকদের কই আমি,—কোনও যজমান যদি down হয় (পড়ে যায়), সেটা তোমার existence (অস্তিত্ব)-এর পক্ষে insulting (অপমানকর)।

কেষ্টদা— Zoology (প্রাণিবিদ্যা)-তে দেখেছি, আলাদা-আলাদা inco-ordinated nerve centre (অসম্বদ্ধ স্নায়ুকেন্দ্র) ছিল, সেগুলি unified (একীভূত) হয়েছে পরে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমাদের ভিতরে আছে love of ignorance (অজ্ঞতার প্রতি ভালবাসা)। প্রাকজীবন থেকে যে impulse (সাড়া) যত অসুবিধার সৃষ্টি করেছে, সেগুলি cut off ক'রে ক'রে (বাদ দিয়ে দিয়ে) আমরা make up (গঠন) করেছি নিজেদের। সেগুলি impulse (সাড়া) দিচ্ছে, conscious (সচেতন) নেই, reject ক'রে ক'রে (বাদ দিয়ে দিয়ে) unconscious (অচেতন) হয়েছে। এখন চাই balance ক'রে (সমতা এনে), adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে নিজেদের personality (ব্যক্তিত্ব)-কে make up করা (গড়ে তোলা)। হিরণ্ময় পাত্র চিরকালের জন্য ঢাকা থাকুক, তা আমরা চাই-না। চাই সেটা খুলে যাক।

২৩শে মাঘ, ১৩৬০, শনিবার (ইং ৬। ২। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড় তাঁবুতে। অনেকেই উপস্থিত।

একটি দাদাকে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বলছিলেন, এগোবার চলনে চলতে গিয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়, এগোতে গিয়ে যেন পিছোতে না হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে আসীন। বালেশ্বরের একটি দাদার সঙ্গে কথা হচ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—নামধ্যান steam-এর (বাষ্পের) মতো কাজ করে, impetus (প্রেরণা) দেয়। Vital force (জীবনীশক্তি) বাড়িয়ে দেয়। কাজের মধ্যে দিয়ে সেটা বাস্তবে প্রয়োগ করা লাগে। ছোট্ট একটা কাজ করলেও সেটা thoroughly (পূর্ণাঙ্গভাবে) করা লাগে।

প্রশ্ন—ওতে কি concentration (একাগ্রতা) বাড়ে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়েই তো ও করতে হয়।

প্রশ্ন—Destiny (ভাগ্য) কি আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি যেমন করবে, তোমার destiny (ভাগ্য)ও তেমনি হবে। তুমি একটা কলম তৈরি করলে, কলমটা destined (নির্ধারিত) হ'লো।

প্রশ্ন—কেউ যে জন্ম থেকে কানাখোঁড়া হয় তা' কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—সে হইছে অমনি ক'রে কর্ম্মফলে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড় তাঁবুর নীচে চৌকিতে উপবিষ্ট। ভক্তবৃন্দ উপস্থিত। কাউকে যাজন-বক্তৃতা দেওয়ায় অভ্যস্ত করান সম্বন্ধে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—মানুষকে জলে ফেলে দেওয়ার মতো করতে হয়। তখন প্রথমে ফাঁপরে পড়ার মতো হয়। ওই অবস্থায় প'ড়ে প্রাণের দায়ে বলে। এমনি ক'রে অভ্যাস হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—আমার সুখ লাগে, যারা আমার কাছ থেকে নেয়, তারা যদি আবার অন্যকে দেয়, অন্যকে দেখে ...। কিন্তু অনেকেই তা' করে না। তারা কারও অভাবপূরণী centre (কেন্দ্র) হয় না। বরং ক্রমাগত নিজেদের প্রত্যেকটা প্রয়োজন আমার উপর এসে পড়ে। এইটে হ'লো pauperism (দারিদ্র্য)-এর বিশেষ লক্ষণ।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়) absolute consciousness (পরম চেতনা) সম্বন্ধে কথা তুললেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—শিবের বুকে শ্যামা যদি না নাচে, তবে শিব conscious (সচেতন) হয় না। আবার, ধেই-ধেই-নৃত্য-পরা শ্যামা হওয়া চাই। মজা মন্দ না।

হাউজারম্যানদা—মিথ্ একটা স্বপ্ন দেখেছিল, love is life, life is love (ভালবাসাই জীবন, জীবনই ভালবাসা)। প্রথমে বুঝেছিল, পরে বোঝে না। এই স্বপ্নের মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওইটেই তার subconscious (অবচেতন স্তর)-এ আছে।

জনার্দ্দনদা—Truth (সত্য) যেটা, সেটা কি sub-conscious plane (অবচেতন স্তর)-এ থাকে? আর, তাতে লাভই বা কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Conscious plane (চেতন স্তর)-এ আসা লাগে। তা' দিয়ে হয় becoming (বিবর্দ্ধন)। সত্তার সম্বেদনা তো আছেই। আমরা যে unconscious (অচেতন) হই, সে ইচ্ছা করে। তোমার প্রাক্ জীবনে হয়তো একদিন এমন ছিল যখন nerve (স্নায়ু)-গুলি ছিল ছিটান। বিচ্ছিন্ন করতে চাইলো পরিবেশ। তুমি চাইলে অবিচ্ছিন্ন থাকতে। তার ফলে nerve (স্নায়ু)-গুলি connected (সম্বন্ধ) হয়ে উঠলো। সত্তার আকৃতি ক্রমান্বয়ে তোমাকে মানুষ করে তুললো।

জনার্দ্দনদা—Conciousness (সচেতনতা) তাহলে আছেই।

শ্রীশ্রীঠাকুর—সত্তার আকৃতিই consciousness (সচেতনতা) এনে দেয়। ধারণ-পালন-সম্বেগ ও সংহতি যার কাছে যত meaningful (সার্থক) হয়ে উঠেছে,—সে তত bigger personality (বিশাল ব্যক্তিত্ব)। আধিপত্য করতে চাই আমরা সব কিছুর উপর। আধিপত্যের মধ্যে আছে ধা—ধারণ, পালন।

জনার্দ্দনদা—তা'হ'লে consciousness (সচেতনতা) আমাদের মধ্যে innate (অন্তর্নিহিত)?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মনে হয় যা-কিছুই, পোকাটা-মাকড়টা পর্য্যন্ত চিরচেতন। কতকগুলি ignore (উপেক্ষা) করেছি, তেমনি ক'রে নিজেকে make up (গঠন) করেছি—এমনিভাবে consciousness (চেতনা) হারিয়েছি। তা' gain (লাভ) ক'রে, adjust (নিয়ন্ত্রণ) ক'রে সত্তাপোষণী ক'রে চলতে চাই আমরা।

উপেনদা (বসু)—পরমা প্রকৃতি মানে কী? সারদাদেবীকে বলা হয়েছে পরমা প্রকৃতি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পরমপুরুষ যেমন, তেমনি তার পরমাপ্রকৃতি।

উপেনদা—তিনি কি মায়াতীত?

শ্রীশ্রীঠাকুর—প্রকৃতিই তো পরিমাপিত ক'রে দেয়। পুরুষের কৃতিদীপনাই প্রকৃতি।

আজ শ্রীমতী অণুর (বাগচী) বিয়ে হ'লো। তার দাদারা বিশেষ কিছু না করতে পারলেও, স্মরজিৎদা ও অন্যান্যের সাহায্য-সহযোগিতায় অনেক কিছুই দেওয়া হয়েছে তাকে। ইষ্টানুগ পারস্পরিকতার দরুন অসহায় ও নিঃসম্বল মানুষরাও সৎসঙ্গ-জগতে যথেষ্ট সমৃদ্ধ।

২৪শে মাঘ, ১৩৬০, রবিবার (ইং ৭। ২। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড়াল-বাংলোর প্রাঙ্গণে সজনে গাছটার কাছাকাছি একটি চেয়ারে উপবিষ্ট। অনেকেই উপস্থিত।

রমণদার (সাহা) মা ও শৈলমাকে নিয়ে মায়েদের জটলা চলছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর কিছুক্ষণ পরে বড় তাঁবুর বারান্দায় এসে বসলেন। সুশীলদা (বসু), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), মেণ্টু (বসু), নিখিল (ঘোষ), দেবীপ্রসাদ (মুখোপাধ্যায়), রেবতী (বিশ্বাস) প্রমুখ কাছে আছেন।

মাইকেল দীক্ষা নিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাঁর হাতের ঘড়িটা প্রণামী দিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এটা তোমার কাছেই রেখে দাও, আমারই memory (স্মৃতি) হিসাবে।

মাইকেল—আমি আশা করি, আমাদের দেশের আরও অনেকে এই পথ গ্রহণ করবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তুমি এমন একটা central point (কেন্দ্রবিন্দু) হয়ে ওঠ যে একদিন হরদুনিয়া প্লাবিত ক'রে দেবে।

মাইকেল—আমি এখানে এমন কিছু শিখেছি, যা' আমেরিকানদের শেখা দরকার।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Sufferings ও persecutious (কষ্ট ও নির্য্যাতন) দেখে ভয় করো না। এগিয়ে চল with balance (সমতা নিয়ে)। Tolerance (সহনশীলতা) ভাল, কিন্তু good and evil (ভাল এবং মন্দ)-এর মধ্যে compromise (আপসরফা) ভাল না। সহ্য, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়ী চলন নিয়ে সুকেন্দ্রিকভাবে চল। তাহলে কোনও কষ্টই তোমাকে suppress (রুদ্ধ) করতে পারবে না।

মাইকেল—বর্তমান জীবনের জটিলতার মধ্যে অনেকসময় গন্তব্য ঠিক থাকে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—গন্তব্য হ'লো to attain becoming with every adjustment (সার্ব্বিক নিয়ন্ত্রণসহ বৃদ্ধি লাভ করা)।

মাইকেল—আশ্রমে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করা সুবিধা, কিন্তু জগতে ক'রে খেতে গেলে তা' পারা কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Habit (অভ্যাস) ক'রে নিলে whole world (সমগ্র জগৎ)-ই আশ্রম হ'য়ে যাবে। Freedom (স্বাধীনতা) মানে to live in the abode of the beloved (প্রিয়ের বাড়িতে বাস করা)। তুমি যেন কী একটা স্বপ্ন দেখেছিলে?

মাইকেল—সেটা একটা অদ্ভুত স্বপ্ন। সত্যের অনুভূতি সময় সময় আসে, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তা' প্রয়োগ করা খুব কঠিন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Realisation (অনুভূতিই)-টা তখনই হয়, যখন application (প্রয়োগ)-টা correct (ঠিক) হয়।

মাইকেল—আমার এই বইখানি আমার কাছে রাখি, এটা আমার বাইবেলের মতো। এতে আপনি যদি কিছু লিখে দেন ...!

শ্রীশ্রীঠাকুর—এখন তোমার কাছে রেখে দেও, পরমপিতা যোগালে লিখে দেব।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বাণী লিখে দিলেন।

Be Concentric
With every urge for Love,
Love is life,
Love is faith,
Love is lore,
Love is a lead to active progress,
Love is God and His Incarnation.

(সুকেন্দ্রিক হও—প্রেষ্ঠের প্রতি পূর্ণ আকূতি নিয়ে, ভালবাসাই জীবন, ভালবাসাই বিশ্বাস, ভালবাসাই জ্ঞান, ভালবাসাই সক্রিয় প্রগতির পথ, ভালবাসাই ঈশ্বর এবং তাঁর অবতার)।

অনুর ভাশুর একক আসলেন বিদায় নিতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—কি রে, ওরা খুশি আছে তো?

উক্ত দাদা—আপনার দয়ায় সবাই খুশি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বর-মেয়ে দুজনেই খুশি তো?

উক্ত দাদা—হ্যাঁ! ... (কাঁদকাঁদভাবে) সংসারের কষ্টের যেন লাঘব হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর (রোখাল' ভঙ্গীতে)—কিসের কষ্ট? পাগল নাকি! খাটবি-পিটবি, অন্যের আশ্রয় হবি, পাঁচজনকে চেতায়ে তুলবি। তোর আবার কষ্ট কী? কষ্ট তোকে দেখে কাবু হয়ে যাবে, তুই কষ্ট দেখে কাবু হতে যাবি কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর বিকালে যতি-আশ্রমে। কলকাতা থেকে জনৈক দাদা এসেছেন।

তিনি বললেন—পুলিসের কাজ করি। কত সময় অন্যায়ের আশ্রয় নিতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—পুলিসের কাজ বলেই তো ন্যায় করা দরকার।

উক্ত দাদা—মাঝে-মাঝে অন্যায় হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্যায় না ক'রে ন্যায় যাতে করা যায়, তাই-ই করা লাগে।

উক্ত দাদা—মিথ্যার আশ্রয় তো নিতে হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষকে স্বস্তি দিতে চেষ্টা করতে হয়। মানুষের বিপদে তোমাদের এক লহমার একটু উপকার যে কতখানি সোয়াস্তি দিতে পারে তাদের, তা' বলা যায় না। তখন মানুষ ভগবান বলে চুমু খেতে আসে। মনে রাখা লাগে যে, পুলিসের কাজ মানে peace-maker (শান্তি-সংস্থাপক)-এর কাজ। সব সময় সেই তালে থাকা লাগে। নইলে মানুষকে জেলে পুরে দিলে কিন্তু পুলিসের কাজ করা হ'লো না।

শ্রীশ্রীঠাকুর পরে বড় তাঁবুতে এসে বসলেন।

তিনি বনবিহারীদাকে (ঘোষ) বললেন—খুব ভাল ক'রে ওষুধ দাও রমণের মাকে যাতে রাত্রে পেট ভরে খেতে পারে।

বনবিহারীদা—আচ্ছা!

শ্রীশ্রীঠাকুর রমণদার মাকে বললেন—তাড়াতাড়ি যাও। ওষুধ খেয়ে আস গিয়ে যাতে ঠা'সে খাবির পার।

রমণদার মা—আজ ঠা'সে খাব না।

'কপট করো না'—মধুর হেসে আধা নাকি সুরে বললেন ঠাকুর।

রমণদার মা উঠলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঘটিটা ফেলে দিও না যেন, সেই সময় সূঁই ফেলে দিয়েছিলে, মানুষের পায় বিঁধলো।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রফুল্লকে বললেন—ওর (বালেশ্বরের নির্ম্মল ব্যানার্জ্জী) ঠিকানাটা রেখে দে। ওকে তরুর মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে বলেছি।

মাসিমা—এইটে চেষ্টা ক'রো। এটা করলে ঠাকুরের একটা কাজ করা হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ঠাকুরের কাজ কী? বাড়ির কাজ।

রমণদার মা চলে গেলে মাসিমা বললেন—কয়েক মিনিটের জন্য বাঁচা গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—(সহাস্যে)-রমণের মা না থাকলে আমোদ হ'তো কি ক'রে? তবে অশ্লীল কথা বলে যখন, তখন মুশকিল।

ফণীভাই তার ভাইয়ের বিয়ে দিয়ে নিয়ে আসলেন এবং প্রসঙ্গতঃ বললেন যে চিত্তরঞ্জনের দাদারা খুব করেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই দাদারাই তোমাদের সম্পদ। আচারে-ব্যবহারে, চাল-চলনে, সুকেন্দ্রিক সেবায় তাদিগকে আবার মুগ্ধ ক'রে তোলা চাই, দীপ্ত ক'রে তোলা চাই।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। চারিদিকে অনেকে এসে জড় হয়েছেন। কাল সরস্বতী পূজা। তার উদ্যোগ আয়োজন, সাজসজ্জা হচ্ছে। সকলেই আনন্দিত-চিত্ত। আজ শীত তত বেশি নয়।

কলকাতার দিক থেকে কয়েকজন যুবক সাইকেলে ক'রে এসেছেন। তাঁরা প্রণাম ক'রেই যাওয়ার অনুমতি চাইলেন, কারণ তাঁদের কাজ আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আবার যখন সুবিধা হবে, পাঁই ক'রে চলে আসলে হয়।

২৫শে মাঘ, ১৩৬০, সোমবার (ইং ৮। ২। ১৯৫৪)

আজ সরস্বতী পূজা। বড়াল-বাংলোয় পূজনীয় কাজল ভাইয়ের পূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হ'লো। শ্রীশ্রীঠাকুর অন্যান্যবারের মতো এবারও ভক্তিভরে অঞ্জলি দিলেন। তাঁর অঞ্জলিদান দেখবার মতো! অঞ্জলি দিয়ে গিরীশদাকে (ভট্টাচার্য্য, পুরোহিত) দুইটি টাকা দক্ষিণা নিজে হাতে ক'রে দিলেন।

পরে শ্রীশ্রীঠাকুর বড় তাঁবুর পূর্বদিকের বারান্দায় চৌকিতে এসে বসলেন। ক্রমাগত লোক আসতে লাগল। শ্রীশ্রীঠাকুর সবার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা বলছেন। কলকাতার এক দাদার গায়ে অ্যাঙ্গোরা উলের একটি সোয়েটার দেখে শ্রীশ্রীঠাকুরের খুব আগ্রহ হয়েছে, বললেন—প্রফুল্লর জন্যও ওইরকম একটি করতে হবে।

পাবনার যোগেন মৈত্র মহাশয় আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে আগ্রহভরে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন—'ওঁকে হাত ধরে নিয়ে এস, চেয়ার এনে দাও।'

যোগেনবাবু বসলেন।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—আপনার কাছে আমার একটা আবদার আছে। আমার মেয়েদের জন্য আপনি কয়েকটা ভাল ছেলে ঠিক ক'রে দেন, আপনার প্রভাব খাটিয়ে।

যোগেনবাবু—আপনার এত প্রভাব, আমার প্রভাবের প্রয়োজন হবে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার প্রভাব আপনাদের দিয়ে।

এরপর যোগেনবাবু বিদায় নিলেন।

ঋচীনন্দন (চক্রবর্ত্তী) হাতে ঘড়ি দিয়ে দেখাতে এসেছে। শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—খুব ভাল।

রেবতী (বিশ্বাস)—ও প্রত্যেক শুক্রবারে নাম-কীর্ত্তন করে, নাম-কীর্ত্তন না ক'রে খায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—এমনি ক'রে ক'রেই ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। পরে এটা সত্তায় গেঁথে যায়।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়)—এমন যদি হয় যে এর উল্টো চলা আর সম্ভব হয় না। তখন কী হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তখন মানুষ becoming-এর (বৃদ্ধির) পথে চলে। অভ্যাসটা stable form (স্থায়িরূপ) পায়। কৌলিন্য আসে ওমনি ক'রে।

জনার্দ্দনদা—এই চেষ্টা তো কতদিন ধরে চলছে, তবু তো মানুষের দুঃখ ঘোচে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—জেম্‌স্ বলেছেন, অভ্যাস গঠনের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে চেষ্টা করতে হয়। করতে করতে অভ্যাস সত্তাসঙ্গত হয়। এমনি ক'রে সংস্কার গড়ে ওঠে, তা' আর সহজে ভাঙে না। আমি নিজেকে কখনও রেহাই দিই না। একটা লবঙ্গ যদি প'ড়ে যায়, না খুঁজে স্বস্তি পাই না। পৈতে যদি জড়া পাকিয়ে যায়, সেটা ঠিক না ক'রেই ছাড়ি না।

জনৈক দাদাকে দেখে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ও! কাঠাল নিয়ে আইছিস? কচুও আনিছিস! দিয়ে আয়, দিয়ে আয়; বাড়ির মধ্যে দিয়ে আয়।

দাদাটি নিয়ে গেলেন।

হরিনন্দনদা (প্রসাদ)—মাঝে-মাঝে সত্যের যে উপলব্ধি হয়, তা' জীবনে প্রয়োগ করা যায় না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা' কাজে লাগাতে হয়, তখন সত্তায় ঢোকে। শুধু বুদ্ধিগত ঝলক পেলে তা' হয় না।

জনৈক দাদা—আমরা ইষ্টগর্ব্বে গর্ব্বিত হতে পারি না কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—Obsession (অভিভূতি) থাকে, অন্য ego (অহং)-ও থাকে। যা হোক, করণীয় যা' করতে করতেই অভ্যাসে আসে।

এরপর ফুল্লরা (দাস) ও কুমুদ (সেন) শ্রীশ্রীঠাকুরকে তাদের হাতেখড়ির লেখা দেখাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর তাদেরও খুব উৎসাহ দিয়ে বললেন—খুব ভাল হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর পর পর কতকগুলি বাণী দিলেন। ৫৭০০ নং পর্য্যন্ত বাংলা বাণী লেখা হয়েছে, সংখ্যাটা শূন্যের উপর আছে শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—দয়াল আর একটা পাব কোনে?

এর একটু পরেই আবার একটা বাণী দিলেন।

সন্ধ্যাবেলায় শ্রীশ্রীঠাকুর বড় তাঁবুর পূর্বদিকের বারান্দায় উপবিষ্ট। গোপেনদা (রায়) বিভোর হয়ে পূজামণ্ডপে আরতি করছেন। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজের আসন থেকে দেখে বললেন—গোপেন বেশ আরতি করে তো!

একটু পরে শ্রীশ্রীঠাকুর তামাক খেতে গিয়ে অসুবিধা বোধ করলেন। দেখা গেল তামাক ভাল মাখা হয়নি। মতিদাকে (রায়) ডাকা হ'ল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও মতি! এ কী করেছিস? দে লক্ষ্মী, ঠিক করে দে! নেশাড়ু মানুষ, তামাক ঠিক না হ'লে অসুবিধা হয়।

সরস্বতীপূজার মণ্ডপে খুব জোর সৎসঙ্গ চলছে। কীর্ত্তনে মাতোয়ারা সবাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই জায়গায় সবসময় যেন একটা উৎসব লেগেই আছে। আর, culture-এ (কৃষ্টিতে) বাতাসটা যেন saturated (ভরপুর) হয়ে আছে।

২৬শে মাঘ, ১৩৬০, মঙ্গলবার (ইং ৯। ২। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে।

জনার্দ্দনদা (মুখোপাধ্যায়)—শিবলিঙ্গের পূজার তাৎপর্য্য কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—ওটা সৃষ্টিতত্ত্বের emblem (প্রতীক)। মাতৃকজগৎ যা-কিছু উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠেছে পুরুষপ্রকৃতির মিলনের ভিতর দিয়ে। যা সত্তাপোষণী তাইই সত্য ও শিব অর্থাৎ মঙ্গলকর এবং তাই আদরণীয় অর্থাৎ সুন্দর।

জনার্দ্দনদা—লিঙ্গ-শরীরের মানে কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর—লিঙ্গ-শরীর মানে চিহ্নশরীর। শুক্রাণু ও ডিম্বকোষ কোনও জীবাত্মার পূর্ব্বজন্মের মৃত্যুকালীন ভাবকে আশ্রয় ক'রে মিলিত হ'য়ে যে জাইগট গঠিত হয়, তাকে বলা যায় লিঙ্গশরীরের বাস্তব রূপ। সত্ত্ব ও স্বাচ্ছন্দ্য বাদ দিয়ে কোন ism (বাদ) নেই। এ বাদ দিয়ে যে ism (বাদ) তার কোনও দাম নেই। আর, এই সত্তাকে নিতে হবে সামগ্রিক সংহতিতে।

জনার্দ্দনদা—লেনিন বলেছেন যে, মানুষের চেতনা ও বোধ অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমার মূল কথা হ'ল সত্তা। সত্তা যখন যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন হয়ে অন্যের সত্তা-সম্বর্দ্ধনী অনুচর্য্যায় লাগে, তখনই অর্থনীতি গেঁথে ওঠে। 'যেখানে সেখানে যাওরে মাকু, চরকী ছাড়া নয়'। সত্তা ছাড়া চলবার জো নেই। কানু ছাড়া গীত নেই।

জনার্দ্দনদা—ধনিকদের শোষণ বন্ধ হবে কি করে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—আমরা পোষণের প্রতিমূর্ত্তি যত হ'য়ে উঠব, ততই আমরা benign capitalist (মঙ্গলজনক ধনিক) হ'য়ে উঠব।

জনার্দ্দনদা—ওরা যে সব monopolise (একচেটিয়া) ক'রে শোষণ করছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দুটো জিনিস আছে। হয় যোগ্যতা বাড়বে সকলের, নয় এক জায়গায় monopoly (একচেটিয়া) হবে। বিড়লাকে মারলে আবার বিড়লা গজাবে যোগ্যতার ভিত্তিতে। যত বেশী বিড়লা হবে, বিড়লার শোষণমূর্ত্তি যা ভাবছি, তা' ততই ক্ষান্ত হবে।

জনার্দ্দনদা—তারা অর্থনৈতিক কাঠামোটা এমনভাবে ধরে আছে, যাতে মানুষ তাদের হাতে গিয়ে পড়ে ও তাদের দিয়ে শোষিত হয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—না দিয়ে শোষণ করতে পারে না। আমরা যদি এদিক দিয়ে বেড়ে উঠি, তাহ'লে ওদের শোষণ কমে যাবে।

জনার্দ্দনদা—বিড়লা, ডালমিয়া যুদ্ধের সময় শ্রমিকদের দিয়ে কোটি-কোটি টাকা লাভ ক'রে পরে তাদের তাড়িয়ে দিয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তাদের তারা খেতে দিয়েছে কিনা! খেতে দিয়ে করায়ে নিয়ে, লাভ যেটা করেছে তা' হয়তো দেয়নি।

পোষণওয়ালা বিড়লা যদি বেড়ে যায় তবে বিড়লার শোষণ কমবে। আমরা করলেই হবে। আরও কিছুটা এগোতে পারলে যুদ্ধটাই হবে না। সবাই যদি তোমাদের interest (স্বার্থ) হয় এবং এই interest (স্বার্থ) যদি concentric (সুকেন্দ্রিক) হয়, তখন যুদ্ধ থাকে না। তখন যুদ্ধ হয় নিজেদের দোষ-দুর্ব্বলতা ও অসামর্থ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ক'রে সামর্থ্য বাড়াবার জন্য। আর সম্ভবস্থলে মহাযন্ত্র ভেঙ্গে গার্হস্থ্যযন্ত্র বাড়াতে হয়। একটা কাপড়ের কলকে হয়তো হাজার বাড়িতে ছড়িয়ে দিলে। কম্যুনিজ্‌ম্ মানে সহযোগিতাপূর্ণ সংহতিবাদ। তোমাদের ঋষিবিধৃত বর্ণাশ্রমটা একেবারে normal (স্বাভাবিক)-সত্তার সঙ্গে জড়ান—যেমনতর মানুষের normal (স্বাভাবিক) চাহিদা।

জনার্দ্দনদা ও প্রফুল্লর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীঠাকুর নিম্নলিখিত বিশেষ কতকগুলি মন্তব্য করেন—

ইষ্টকে কেন্দ্র ক'রে একটা সৎ-সংহতি যদি দানা বেঁধে ওঠে, তাইই ক্রমে ক্রমে দেশের অধিকাংশ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ ক'রে তুলতে পারে। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ হলেন জনগণের মিলনতীর্থ।

তোমাদের এটা যে দেশে যত spread (বিস্তার লাভ) করবে সে দেশের সরকারের পক্ষে তা 'তত ভাল হবে।

সব জায়গায় মহাপুরুষদের distort (বিকৃত) করছে। তোমরা চাও তাঁদের in toto (পুরোপুরি) মানতে ও মানাতে। এতেই মানুষের মঙ্গল।

আজকালকার নগরজীবন সম্বন্ধে কথা ওঠায় শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—এই নগরজীবনের পিছনে ধর্ম্ম ও কৃষ্টি ইত্যাদির সুদৃঢ় ভিত্তি নেই। সত্তাপোষণী সংবেদনাও দুর্ব্বল।

অর্থস্বার্থী জীবন ভাল না। মানুষস্বার্থী জীবনই কাম্য।

উৎপাদন যত বাড়ে এবং পয়সা যত আক্রা হয়, ততই ভাল।

২৭শে মাঘ, ১৩৬০, বুধবার (ইং ১০। ২। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে যতি-আশ্রমে। যতিবৃন্দ ও আরও অনেকে কাছে আছেন। বঙ্কিমদা (রায়) এসে আজকের রেডিও news (সংবাদ) বললেন।

কালীষষ্ঠীমা হঠাৎ এসে যতি-আশ্রমের বেড়ার বাইরে থেকে চিৎকার ক'রে বলতে লাগলেন—সুরেশ যে আমার সঙ্গে কি তাল নাগাইছে, প্রত্যেকবার আসে, আমাকে জ্বালায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর—চিঁড়ের কল কিনে নিয়ে আয়।

এই থেকেই কথার মোড় ঘুরে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর হাউজারম্যানদাকে কথাপ্রসঙ্গে বললেন—বইটই ভাল ক'রে পড়া লাগে। যেখানে যেমন প্রয়োজন তেমনি উপযুক্ত quotation (উদ্ধৃতি) দিতে হয়। বাংলাটা আর একটু ভাল ক'রে শিখে, সংস্কৃতটার উপর জোর দিতে হয়। সংস্কৃতের quotation (উদ্ধৃতি) যদি দিতে পার, খুব কাজ দেবে। বাইবেল, কোরাণ, গীতা, উপনিষদ, বিভিন্ন Prophet (প্রেরিতপুরুষ)-এর literature (সাহিত্য), history (ইতিহাস), science (বিজ্ঞান) সবরকম ওয়াকিবহাল থাকা লাগে। তখন India (ভারত), ইউরোপ, আমেরিকা যেখানে যাও, কোথাও ঠেকবে না। ... সংস্কৃত বড় ভাল মাল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এরপর বড়তাঁবুতে এসে বসলেন। মদনদা (দাস), বিশুভাই (মুখোপাধ্যায়) প্রমুখ কলকাতা থেকে বহু ফ্লাডলাইট ও নানারকমারি বাল্ব, টুনিবাল্ব ইত্যাদি নিয়ে এসেছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সেগুলো দেখে খুশী হ'য়ে বললেন—ইঞ্জিনের লাইটের মতো হয়েছে। জিনিস তো খুব ভাল হয়েছে। তাজ্জব বনে যাচ্ছি। এখন গৌর ঠিক ক'রে রাখতে পারলে হয়। ... খগেন কোথায়? খগেনকে ডাক।

খগেনদা (তপাদার) আসলে শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—তুই ও গৌর এগুলি ঠিক ক'রে রাখিস।

শ্রীশ্রীঠাকুর সন্ধ্যায় বড়তাঁবুতে এসে বসেছেন। কাছাকাছি অনেকেই আছেন।

মাইকেল এসে বললো—সারাজীবন আমি মা-বাবাকে ভালবাসিনি, তাদের দোষারোপ ক'রে আসছি—আজ আপনার কাছে এসে যে ভালবাসার কথা শুনছি, তাতে বুঝছি, তাদের আমার ভালবাসা উচিত।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তা'হলে আমি খুব খুশী হই।

(একটু পরে) পরমপিতার আশীর্ব্বাদের মতো এই কথাটা পেলাম আমি।

মাইকেল—মানুষ যেমন university-তে (বিশ্ববিদ্যালয়ে) নানা বিষয় শিখতে যায়, আমার মনে হয়, এটাও তেমনি একটা university (বিশ্ববিদ্যালয়) যেখানে এসে মানুষ ভালবাসতে শিখতে পারে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মানুষের ভিতর ভালবাসা আছেই।

জনার্দ্দনদা—ওর আনন্দ ও ব্যথা,—দুটোর ইতিহাসই চরম।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বেদনা যদি না থাকে, আনন্দ উপভোগ করা যায় না। আনন্দও তেমনি বেদনাকে উপভোগ্য ক'রে তোলে। বেদনার পিছনে আনন্দ আছে, আনন্দের পিছনে বেদনা—তাই দুইই মধুর হ'য়ে ওঠে মিলন-বিরহের মতো।

আলো জ্বালান হ'চ্ছে। শ্রীশ্রীঠাকুর চৌকিতে ব'সে গড়গড়ার নলটি টানছেন। শান্ত সুন্দর পরিবেশ, বাইরে ফুটফুটে জোছনা উঠেছে। মৃদুমন্দ হাওয়া দিচ্ছে। তেমন শীত নেই। মনোরম লাগছে হাওয়াটা। এই সুখসন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে সবাই এক বিমল প্রশান্তি অনুভব করছেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর হঠাৎ প্রফুল্লকে বললেন—লিখবি নাকি একটা? এই ব'লে একটি লেখা দিলেন।

রত্নেশ্বরদা (দাশশর্ম্মা)—ঈশ্বরকে তো দেখা যায় না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—দেখাও যায়, বোধ করাও যায়। দেখা ও বোধ করা transcend ক'রেও (ছাপিয়েও) তিনি আছেন।

রত্নেশ্বরদা—তিনিই তো দৃষ্টিশক্তি।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভজনদীপনী তত্ত্ববস্তুর অনুচয়নী তৎপরতার ভিতর দিয়ে।

রত্নেশ্বরদা—তাহ'লে তাঁকে দেখে কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—এই যেমন আপনাকে দেখছি—আপনার পিছনে একটা তত্ত্ব আছে তো! আপনাকে দেখে আপনার তত্ত্বেও পৌঁছাতে পারি।

রত্নেশ্বরদা—Retina (অক্ষিপট) তো নিজেকে দেখতে পারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—Retina (অক্ষিপট) যেমন অন্যকে দেখে, অন্যকে দেখার মধ্য দিয়ে নিজেকে দেখে। আবার আয়নায় নিজেকে দেখতে পারে।

এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আবার একটি বাণী দিলেন।

নূতন আনীত ফ্লাডলাইট জ্বালিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখান হ'ল। ...

ওয়েস্ট এণ্ডে কীর্তন হ'চ্ছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর (কৃত্রিম আক্ষেপের সুরে)—রমণের মার জন্য আমি এত করলাম, তবু রমণের মা আমাকে দোষারোপ করে।

এরপর কার্ত্তিকভাই (পাল) ও রমণদার মার জটলা শুরু হ'য়ে গেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর রেণুমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বরাদ্দ কি রে?

রেণুমা—খিচুড়ী করা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—মোটা চাল আর কলাইয়ের ডাল দিয়ে যদি খিচুড়ী করিস!

রেণুমা—মোটা চালের মানে কি আউস চাল?

শ্রীশ্রীঠাকুর—হ্যাঁ! আউস চাল, কলাইয়ের ডাল দিয়ে করলে বেশ হবে। ... কলাইয়ের ডাল কি মুসুরের ডালের খিচুড়ী করতে গেলে আদা-মৌরী দিতে হয়, নচেৎ পেটে বাতাস হয়।

২৮শে মাঘ, ১৩৬০, বৃহস্পতিবার (ইং ১১। ২। ১৯৫৪)

শ্রীশ্রীঠাকুর প্রাতে বড় খোলা তাঁবুর পূবদিকের বারান্দায় চৌকিতে বসে আছেন। সুশীলদা (বসু), ব্রজগোপালদা (দত্তরায়) প্রমুখ কাছে আছেন।

কাজল ভাইয়ের পরীক্ষার প্রস্তুতি সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। পরে ওখান থেকে উঠে যতি-আশ্রমে এসে বসলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বললেন—মুখস্থ যে একেবারে প্রয়োজন নেই, তা' নয়। কিন্তু conception (বোধ) বাদ দিয়ে যদি cramming (মুখস্থ) হয়, সে cramming (মুখস্থ) মাথায় থাকে না। Thrashing (কঠোর শাসন)-এ ভুল সারে না। ওতে ভুলটা suppressed (দমিত) হয়ে যায়। যেমন, অবলোকন লিখতে অবলকন লিখল। তুমি খুব ধমক দিলে, অথচ বোধে ফুটিয়ে দিলে না।

পরে কাজলভাইকে ডেকে বললেন—যদি বুঝিস যে পাশ করা sure (নিশ্চিত) এমন conviction (প্রত্যয়) যদি থাকে, তবে পরীক্ষা দেও। যদি এমন হয় যে অন্যমনস্ক হ'য়ে লিখলেও ভুল করতে পার না, তাহলেই বুঝলে যে তোমার শেখা হ'ল। পাশ-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকলে তা'হলে দিও না। আমি একথা বলছি নিজের অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে। Conception (বোধ) যদি ঠিক হয়, তবে অন্যকেও শেখাতে পারবে। বড়খোকার বোধ খুব clear (পরিষ্কার) আসাবউদ্দিন ফেল করতো, তাকে পড়িয়ে সে পাশ করাল। পরীক্ষার খাতায় খুব বেশী লিখতে যাওয়া ভাল না। বেশী লেখার মধ্যে যদি বানান ভুলটুল বেশী হয়, তা'হলে ঠিক লিখলেও পরীক্ষায় মার্ক পাওয়া যায় না।

Conception (বোধ)-টাই বড় কথা। তাতে বেশী ডিগ্রি না থাকলেও আটকায় না, সে shine (উন্নতি) করেই। বিপিন পাল তো মাত্র ম্যাট্রিকুলেট।

সুশীলদা—বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তো স্কুলেই যায়নি।

শ্রীশ্রীঠাকুর কাজলভাইকে বললেন—এতে তোর মন খারাপ হ'য়ে গেল না তো?

কাজলভাই—না, খারাপ হবে কেন?

শ্রীশ্রীঠাকুর—অন্য কারও কথায় মন খারাপ করতে যাবে না। পরীক্ষা দেবে তো তেমনি ক'রে দেবে। এখন যদি উপযুক্ত মনে কর, এবারই দেবে। না দিতে পার দেবে না। শেখাটাই আসল কথা। শিখে এমন ক'রে পরীক্ষা দেবে যে কারও সাধ্য নেই যে তোমাকে ফেল করায়।

মনোহর ভাই (সরকার) আসলেন কাঠ দেখাতে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তোর গাল ফোলা কেন?

মনোহর ভাই—দাঁতের গোড়া ফুলেছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর—যা, ওষুধ দেগা এখন।

যজ্ঞেশ্বরদা (সামন্ত) মেদিনীপুর যাবেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাকে বললেন—পরিশ্রম করা লাগবে খুব। কন্‌ফারেন্সের জন্য চাল-ডাল তো লাগবেই। তা ছাড়া পয়সাও লাগবে। আর, নজর যেন থাকে যাতে একটা যজমানও না পড়ে, খুব উদ্যমী হ'য়ে ওঠে যেন প্রত্যেকে।

ননীদা (চক্রবর্ত্তী)—ভুপেনদার ছেলে একটা বিষাক্ত পাতা খাবার পর প্রতিকার সম্বন্ধে আপনার একটা বাণী পেল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—বৈদ্যনাথে ধর্না দেয়, concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'য়ে ওঠে। খায় না, প'ড়ে থাকে। ঘুম আসে, তখন হয়তো আদেশ হয়। Concentric (সুকেন্দ্রিক) হবার দরুন sub-conscious level (অবচেতন স্তর) থেকে command (আদেশ) আসে। বৈদ্যনাথের আদেশ মানে command of cure (নিরাময়ের আদেশ)।

ননীদা—এতে বাবা বৈদ্যনাথের কি কোনও positive role (নির্দ্দিষ্ট ভূমিকা) আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—বাবা বৈদ্যনাথে নিজে positive (নিশ্চিত) হ'লেই হয়।

প্রবোধদা (মিত্র)—আমার মামীমা যে মাদুলি পেয়েছিলেন, তা' সম্ভব হ'ল কি ক'রে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেমন ক'রেই হোক, মাদুলি তার হাতে এসেছিল।

প্রবোধদা—সেই মাদুলিটা গায়ে থাকলে ভাল থাকেন, যদি কোনভাবে সেটা ঠিক না থাকে, তা হ'লে আবার অসুস্থ হ'য়ে পড়েন।

শ্রীশ্রীঠাকুর—তার মানে মাদুলিটাই তার concentric agent (সুকেন্দ্রিকতার প্রতিনিধি)। মনের বিক্ষেপ যেই আসে, সেই অসুখ হয়।

ধূর্জ্জটিদা (নিয়োগী)—কাজলের কতকগুলি ভুল মাঝেমাঝেই হয়, কিছুতেই সারে না।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ভুল হবে না। হয়তো 'করিলেন' -এর 'ন' লেখে না। অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার সময়ও হয়তো নিজের হাতে লিখলো—'করিলেন'—এইভাবে অভ্যাস করাতে হয়।

ও (কাজল) ক্যারিকেচার করে। নিজের যদি নিখুঁত পর্য্যবেক্ষণ না থাকে, তা'হলে তা' করে কি ক'রে? তাই ওর যে সূক্ষ্মবোধ নেই, তা' আমার মনে হয় না।

জনৈক দাদা—আমার স্ত্রী স্বপ্নে দীক্ষা পেয়েছে, তার কি দীক্ষার প্রয়োজন আছে?

শ্রীশ্রীঠাকুর—স্বপ্নে দীক্ষা পাক আর যাই পাক, সদ্‌গুরুর দীক্ষা লাগেই। সদ্‌গুরুতে concentric (সুকেন্দ্রিক) না হ'লে হয় না। সদ্‌গুরুর কাছে সব-কিছুর পুরশ্চরণ হয়।

প্রশ্ন—আমি কোথায় দীক্ষা নেব?

শ্রীশ্রীঠাকুর—যেখান থেকে নেও, সদ্‌গুরুর কাছ থেকে নিও। শুধু concentric (সুকেন্দ্রিক) হ'লেই হবে না। সদ্‌গুরুতে concentric (সুকেন্দ্রিক) হওয়া চাই।

বিহারের জনৈক নতুন ঋত্বিককে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন—ফূর্ত্তি সে কাম করনা চাহিয়ে, আউর পাকা ব্রাহ্মণ হোনা চাহিয়ে। পাঞ্জা হারায় না যেন। হরিনন্দনের কাছে বুঝে নেও গিয়ে।

পরে ননীদাকে (চক্রবর্ত্তী) বললেন, দাও, একটু তামাক খাওয়ায়ে দাও। যাই, প্রস্রাব চাপিছে।

একটা গরু নিখিলের গা ঘেষে যাচ্ছিল। নিখিল তাড়া দিল।

শ্রীশ্রীঠাকুর—ও বেড়াতে আইছে। তোমরা গোলমাল কর্ কেন?

সবাই হাসতে লাগলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর রাত্রে বড় তাঁবুতে।

রাত আটটার পর আশুদা (জোয়ার্দ্দার) একখানা নূতন "prefect" গাড়ী নিয়ে আসলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীবড়মা গাড়ীর কাছে এসে গাড়ী দেখলেন।

বিকাল থেকেই শ্রীশ্রীঠাকুর বারবার গাড়ীর খোঁজ নিচ্ছিলেন। সকালেই ফোনে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে কলকাতা থেকে গাড়ী রওনা হয়েছে।

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

অ

বিষয় পৃষ্ঠা

খ

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

দ

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা
পরিবেশের প্রতিকূলতায়	...	৭৭
পাওয়ার পথ	...	৪৩
পানের বরজ রক্ষার পদ্ধতি	...	৬৪
পান্তাভাতের মাহাত্ম্য	...	৯৪, ১০০, ১২৫, ১৭২
পাপ	...	১৩৪
পাপীকে সংশোধনের পথ	...	১৪৮
পাবনায় শিক্ষার আবহাওয়া	...	২২৩
পাবনার সম্পত্তি সম্বন্ধে	...	১০৫, ১১৯
পারগতার পথ	...	৮২
পারস্পরিকতা	...	১১৫, ১৬০, ৩০৯
পারিবারিক সামঞ্জস্য বিধানের উপায়	...	২৯১
পিছটান থাকলে কাজ করা যায় না	...	১৮৮
পিণ্ডদানের তাৎপর্য্য	...	২৭০
পিতৃতর্পণ অনুষ্ঠান	...	২২২
পিতৃভৃতি-মাতৃভৃতি	...	৫৫
পিতৃযজ্ঞের গুরুত্ব	...	১০৭
পীরিতি পরম বেদ	...	৪১
পুংমৈথুনে ক্ষতি	...	১০৭
পুত্রবধূর প্রতি উপদেশ	...	১৯৭
পুরুষ-নারীর লিঙ্গান্তর প্রসঙ্গে	...	৬
পুরুষোত্তম ও মহাপুরুষ	...	৩৫, ৩৬
পুরুষোত্তমকে যারা পায়	...	৪৪
পুরুষোত্তম ছাড়া জ্ঞান হয় না	...	২৮৮
পুরুষোত্তমে দীক্ষিত হবার প্রয়োজনীয়তা	...	৫৮
পুরুষোত্তমের আগমনের প্রভাব	...	২৩২, ২৪৫
পুরুষোত্তমের পিতামাতা	...	২৩৮
পুরুষোত্তমের সঙ্গে সম্পর্ক	...	১১২
পুরুষোত্তমের স্বরূপ	...	২৩৮
পুলিশের কর্ত্তব্য	...	৩১১
পূর্ব্বপুরুষের মূর্ত্তি রাখা প্রসঙ্গে	...	১০৮
পূর্ব্বপুরুষের স্মৃতিবাহী ভিটে	...	২৪২

বিষয় পৃষ্ঠা

ব

বিষয়		পৃষ্ঠা
বর্ণাশ্রম-প্রশস্তি	...	১১৭
বর্ণাশ্রম সর্ব্বত্র আছে	...	২০৮
বর্ণাশ্রমে বৈশিষ্ট্যের স্থান	...	২৭৮
বর্ণাশ্রমের গুরুত্ব	...	২২৩, ২২৪, ২৫২
বর্ণাশ্রমের সুব্যবস্থা	...	৭৩
বর্ত্তমানকে গ্রহণ না-করার ফল	...	২৭৯
বহুপুরুষবাদের মূলে	...	৩০২
বহুবিবাহের কথা	...	২৬৭
বাঁচাবাড়ার পরিপোষক যা' তাইই ধর্ম্মদ	...	৬
বাণীপাঠ রেকর্ড করা হ'ল	...	২০৯
বাণীর আগমন প্রসঙ্গে	...	১৩৫, ২২৮
বাণী সম্বন্ধে	...	১৫, ২৬০
বিচারের নীতি	...	৫২
বিজয়ার পর উৎসব-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ	...	১০১
বিজ্ঞান মানে	...	৯
বিধাতা	...	৬২
বিধির পথেই সব হয়	...	২৪০
বিবাহগত সমস্যা অতিক্রমণের পথ	...	২৯৩
বিবাহ বিধিমতো হওয়ার ফল	...	২৬৯
বিবাহ-সংস্কারের প্রয়োজন সর্ব্বাগ্রে	...	৮
বিবাহিতা নারীর প্রতি	...	২৪৮
বিবাহের আগে দীক্ষা	...	২৭
বিবাহের লক্ষ্য	...	১৫, ৫৪
বিরহ-মহিমা	...	৮৪
বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে ব্যবহার	...	১০, ২০
বিশিষ্ট জ্ঞানী-গুণীদের আগমন	...	১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০২, ২০৪, ২০৫, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২২৩, ২৬১
বিশ্বকর্ম্মা	...	৪১
বিশ্ববিজ্ঞানকেন্দ্র সম্বন্ধে	...	৩৫
বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে	...	২০০, ২৭৩

ভ

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

ম

বিষয় পৃষ্ঠা

য

র

ল

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

S

T

U

V

W